

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

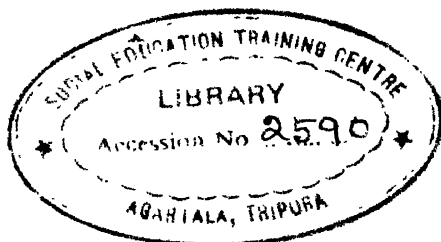


<http://www.elearninginfo.in>

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

উন্নয়নশীল শতকের
গীতিকবিতা সংকলন

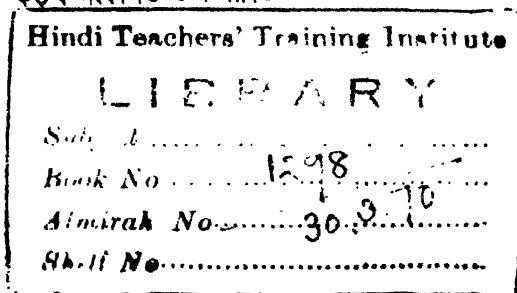


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রামতল্লাহ লাহিড়ী অধ্যাপক
শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি. এইচ.-ডি.

ও

প্রেসিডেন্সি কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক
শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ., ডি-ফিল.

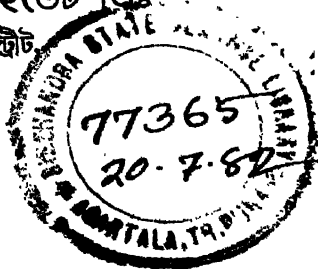
কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত



মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা ১২



প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

॥ এক ॥

হিন্দু শাস্ত্র বলেন, মানুষ এক জন্মের দেহ ত্যাগ করে, গ্রহণ করে নূতন জন্মের দেহ। তেমনি মানুষের মন ধরা দেয় নব-নবায়মান পরিবর্তনশীল সংস্কারে, ভাবনায়, দিনচর্চায়, শিল্পকৃতিতে, সাহিত্য ও দর্শন-সাধনায়। পর্বে পর্বে প্রাণ আপন আবরণ যেমন রচনা করে তেমন মোচনও করে। সাহিত্যে, বিশেষ করিয়া কাব্যে, প্রাণের এই নব নব রূপান্তর প্রতিভাত হয়। বাঙালি মানসের প্রকাশ বিশেষরূপে দেখা গিয়াছে গীতিকাব্যে। বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্নে এই গীতিকাব্যধারার যে যাত্রা শুরু হইয়াছিল, তাহা আজও অব্যাহত গতিতে চলিয়াছে।

উনবিংশ শতক বাঙালির নবজাগরণের যুগ। এই যুগটি অত্যন্ত জটিল ও বিক্ষুব্ধ। নানা বিরোধী-ভাবের তরঙ্গ নানাপথে আসিয়া এই যুগটিকে আবর্তসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই শতকের প্রথমার্ধে গণের চর্চাই প্রধান; জ্ঞানের বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালির মানস-পরিভ্রমণের পরিচয় এই পর্বে পাই। রামমোহন রায়, মুত্যাঞ্জয় বিদ্যালংকার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ মনীষীরা এই পর্বে (১৮০০—১৮২৮) গুরুপ্রধান সাহিত্য রচনাতেই সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তারপর নবজাগরণের সুফল দেখা দিল উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। বস্তুতঃ, প্রথমোক্ত পর্বটি পরবর্তী পর্বের রস-সম্ভোগের প্রস্তুতি-পর্ব, শুধু গণের ক্ষেত্রে আগামী রসবজ্ঞার আয়োজন।

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের বাধাবন্ধহারী প্রকাশ বাংলাদেশে কখনোই দেখা যায় নাই। অপ্রাপীগীয়েয় জন্ম স্বদূর রোমাণ্টিক স্বপ্নসাধনা, প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন ও মানবীয় বৃত্তিসমূহের নিরঙ্কুশ বিকাশসাধনের অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততা ইউরোপীয় রেনেসাঁসে ছিল। বাংলাদেশে উনবিংশ শতকে রেনেসাঁসের সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ দেখা যায় নাই পিছুটানের ফলে। এই পিছুটান হইল মানসিক হীনমন্ত্রতা, মোহগ্রস্ত অন্ধকরণ, তাহার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গপ্রবণ সমালোচনা, স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে

অনতিক্রমণীয় ব্যবধান, আত্মরক্ষার প্রয়াস ও অতিনৈতিক প্রবণতা। তথাপি জগৎ ও জীবনকে রোমাঞ্চিক দৃষ্টিতে অবলোকন, প্রাচীনের পুনরুজ্জীবন, নিত্য নব নব পরীক্ষা, প্রচলিত ধারা বর্জন, বিশ্বয় ও আনন্দবোধের উদ্বোধন এবং সর্বোপরি জাতির, দেশের ও সাহিত্যের সম্প্রদায়ের আন্তরিক অভিলাষ ও তাহার সম্ভাবনায় গভীর বিশ্বাস : এই লক্ষণগুলি গত শতকের কাব্যসাহিত্যে নিশ্চিতরূপে বর্তমান। আর সেখানেই বাঙালি-মানস নিজেকে আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যের দক্ষিণ পবনে বাঙালির প্রাণ মুক্তিলাভ করিয়াছে, চিরাচরিত সাহিত্য-প্রথার শাসন হইতে মুক্ত হইয়া রোমান্সের আকাশে উধাও হইয়াছে, মধ্যবিত্ত বাঙালি-মানসে অস্তর্দর্শ দেখা দিয়াছে এবং তাহারই ফলে অস্তমুখী আধুনিক গীতিকবিতার উদ্ভব।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা ঊনবিংশ শতকের বাঙালি-মানসের বিদ্রোহ ও স্বীকৃতি, প্রতিবাদ ও সমর্থন, আনন্দ ও বেদনার মূর্ত প্রকাশ। তাঁহার ‘আত্মবিলাপ’ (১৮৬১), ‘বঙ্গভূমির প্রতি’ (১৮৬২) ও ‘চতুর্দশদলী কবিতাবলী’তে (১৮৬৬) সেদিনের অস্তর্দর্শ-মণ্ডিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী বাঙালী-মানসের সত্য পরিচয়টি প্রকাশিত হইয়াছে। আধুনিক বাংলা লিারকের জন্মসঙ্গে এই অস্তর্দর্শের বেদনা। মধুসূদনে তাহার প্রথম প্রকাশ, তাই এখানেই তাহার যাত্রারম্ভ।

রেনেসাঁসের আঘাতে বাংলা কাব্যজগতে প্রথম প্রতিক্রিয়া হইল প্রাচীনের নব প্রতিষ্ঠা। আমাদের ইতিহাস-চেতনা রোমান্সের স্বপ্নলোকে জাগরিত হইল, অবহেলিত অবজ্ঞাত প্রাচীন ইতিহাস নবরূপে দেখা দিল। নবজাগৃত রোমান্স-উত্তেজিত বাঙালি রাত্বোনের গৌরবময় শৌর্ধবীর্ষগাথা (পদ্মিনী উপাখ্যান ও কর্মদেবী), পুরাণকাহিনী (তিলোত্তমাসম্ভব, বৃক্রসংহার, দশমহাবিষ্টা), রামায়ণকথা (মেঘনাদবধ) এবং মহাভারতকথার (রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস) প্রতি প্রবল অহুস্রাগ দেখাইল।

নবজাগৃত কাব্যরঙ্গপিপাসু বাঙালি চিত্তের উদ্বোধন ১৮৫৮ গুটোন্ডে প্রকাশিত রুক্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যে। মধুসূদন দত্তের অস্তমুখী গীতিকবিতার রোমাঞ্চিক বিষাদের স্বরটি কিন্তু তখনো প্রাধান্য লাভ করে নাই। তাহার জন্ম আরো কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ১৮৫৮ হইতে ১৮৬৭ : নবজাগরণের প্রথম দশ বৎসরে প্রকাশিত গ্রন্থতালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাহাতে মহাকাব্য, আখ্যানিকাকাব্য, রোমাঞ্চিক ইতিহাসসমিশ্রিত

কাব্য, তত্ত্ব ও যুক্তিপ্রধান কাব্য, নাটক, প্রহসন, উপন্যাস, নকশা, গান, সনেট—সব কিছুই দেখা মিলিতেছে, লিরিক বা গীতিকবিতা বাদে।

রোমান্টিক গীতিকবিতার এই বিলম্বিত আবির্ভাবের ও ক্লাসিকধর্মী মহাকাব্য-আখ্যায়িকা কাব্যের সহিত তুলনায় জনপ্রিয়তা ও প্রসারের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ-ধাককার কারণ কি ?

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির জাতীয় জীবনের সর্বব্যাপী সংগঠন-যুক্ত শুরু হইয়াছিল। চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলা (১৮৬৭), গ্রামনাল থিয়েটার (১৮৭২), বাংলার নীলচাষী-বিদ্রোহ (১৮৫২), উড়িষ্কার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (১৮৬৬), শিশিরকুমার ঘোষের ইণ্ডিয়ান লীগ (১৮৭৫), ভারতসভা ও ভারতীয় বিজ্ঞানসভা (১৮৭৬), ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) প্রভৃতি আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া যে দেশাত্মবোধ বাস্তবে রূপায়িত হইয়াছিল ও বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে যুগব্যাপী জড়তা ও কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করা হইয়াছিল, তাহারই ফলে দেশের আকাশে-বাতাসে একটি স্তূতির আবেগ ও উন্মাদনা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই আবেগ ও উন্মাদনা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন খুব স্বাভাবিক কারণেই গীতিকবিতা হইতে পারে না; গুরুভারবহন-ক্ষম আখ্যায়িকা-কাব্যই সে আবেগ ও উন্মাদনার দোঁগা আধার হইতে পারে। গীতিকবিতা-রচনার ক্ষমতা যে প্রশান্তি ও ধ্যানের অবসর প্রয়োজন, তাহা সেই দামিষ্ট-ভারাবনত পরিবেশে লাভ করা সম্ভব ছিল না। জাতীয় জীবনে শান্তি ও স্থিতি ও ইহার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্মুগী জীবনচর্চা না আশিলে গীতিকবিতা সর্বহৃদয়সংবাদী হইয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই এই পর্বে গীতিকবিতার আবির্ভাব বিলম্বিত হইয়াছিল ও তাহার পদক্ষেপে কুণ্ঠা ও দ্বিধা লক্ষ্য করা গিয়াছিল। এইজন্য গীতিকবিতার রস-আত্মা সে যুগের রসিকের নিকট পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয় নাই। সে-যুগের কাব্যপিপাসা রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের জাতীয়-ভাবোদ্দীপক মহাকাব্যের মধ্যেই চরিতার্থ হইয়াছে। যে সৈনিক যুদ্ধে নাইতেছে, রোমান্টিক কবির সূক্ষ্ম ভাবকল্পনা তাহার চিত্তকে উদ্দীপ্ত করিতে পারে না; ক্লাসিক কাব্যের বীরগাথা, অস্ত্রের ঝনঝনকার, যুদ্ধযাত্রার উন্মাদনা ও যুদ্ধজয়ের উল্লাস তাহাকে অল্পপ্রাপিত করে। সেই কারণে উচ্ছুরে বাঁধা আখ্যায়িকা-কাব্য ও মহাকাব্যই এই পর্বের মুখ্য কাব্যধারা; গীতিকবিতার যাত্রা শুরু হইয়াছে, তবে তাহা তখনো যুগচিন্তের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করে নাই।

আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার ধারাত্মসরণে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। এই বৎসরের পূর্বে বলদেব পালিত, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন ও ঘরকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে ; কিন্তু সে সকল কাব্য গীতিকবিতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থনিচয়ে আধুনিক গীতিকবিতার স্রষ্টি নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল। বিহারীলালের 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গসন্দর্শন', 'বন্ধুবিরোগ', 'প্রেমপ্রবাহিনী' কাব্য, হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী' প্রথম খণ্ড, গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'প্রশ্ন' কাব্য, বলদেব পালিতের 'কাব্যমালা' ও 'ললিত কবিতাবলী' এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'কাব্যকলাপ' ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইল ও গীতিকবিতার প্রতিষ্ঠা হইল। এই প্রসঙ্গে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বিহারীলালের 'সঙ্গীতশতক' কাব্যটি রোমান্টিক গীতিকাব্যের নিঃসঙ্গ অগ্রপথিকরূপে স্মরণযোগ্য।

উনবিংশ শতকের শেষপাদে বাংলা কাব্যজগতে এক বিরাট পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে : ক্লাসিক কাব্যধারাই বজায় থাকিবে, না, রোমান্টিক কাব্যধারার জয় হইবে ? শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক গীতিকবিতার জয় হইয়াছে এবং বিহারীলালের ব্যতিক্রমই সর্বসম্মত নিয়মে পরিণত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথে এই গীতিকাব্যধারার জয় ঘোষিত হইয়াছে। মধুসূদনের মহাকাব্যের বিপুল ধারা দুর্বল অক্ষম অল্পকারকদের হাতে পড়িয়া ব্যর্থতার মরুভালুতে শুষ্ক হইয়াছে ; বিহারীলালের সংকীর্ণ রোমান্টিক গীতিকাব্যধারা রবীন্দ্রগীতিসমূহে পতিত হইয়া বিস্তৃতি ও গভীরতা লাভ করিয়াছে। বাংলাকাব্য মহাকাব্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া গীতিকবিতার ধারাকেই আপন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এখানে লক্ষণীয় এই যে, উনবিংশ শতকের শেষপাদে আখ্যায়িকা-কাব্য ও গীতিকাব্য—এই দুই ধারাই পাশাপাশি প্রবাহিত হইয়াছে ; শেষ পর্যন্ত আখ্যায়িকা-কাব্য পরাজয় স্বীকার করিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলা কাব্যের এই ক্লাসিক পর্বটিতে বিস্তৃত্তির অভাব আছে ; রোমান্টিক গীতিধারা ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ইহাকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে।

॥ দুই ॥

বর্তমান সংকলনে উনবিংশ শতকের গীতিকবিতার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দিবার প্রয়াস করা হইয়াছে এবং এই ধরণের প্রয়াস যতদূর জানি ইহাই প্রথম। এই

সংকলন হইতে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধিত্বান্বিত কবিতার সংকলন এই পরিসরে সম্ভব নহে, উচিতও নহে। দ্বিতীয়তঃ, উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকাব্যের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতে হইলে তাঁহাকে দূরে রাখাই প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনা যে অমূল তরু নহে, তাহা গত শতকের গীতিকাব্যভূমি হইতেই প্রাণরস আহরণ করিয়াছে, তাহারই পরিচয় পাই এই সংকলনে। বর্তমান সংকলনে ধৃত কবিদের সহিত রবীন্দ্রনাথের তুলনাত্মক আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গত শতকের গীতিকাব্যের বিভিন্ন ধারার সমন্বয় রবীন্দ্রকাব্যে হইয়াছে, এই সমন্বয় হইতে এক উন্নততর কবিকৃতির উদ্ভব হইয়াছে এবং শতাব্দীর সাধনার পূর্ণ ফল তাঁহাতেই প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

বর্তমান সংকলনে আমরা সতর্কভাবে দুই শ্রেণীর কাব্য পরিহার করিয়াছি : মহাকাব্য ও দীর্ঘ আখ্যায়িকা-কাব্য। রঙ্গলাল-মধু-হেম-নবীন ও তদনুসারী কবিদের প্রধান কীর্তিগুলি বাদ দিয়াছি ; অবশ্য তাঁহাদের মহাকাব্যের অন্তর্ভুক্ত লিঙ্গিকাংশ ও স্বতন্ত্র গীতিকবিতা গ্রহণ করিয়াছি। আর দীর্ঘ আখ্যায়িকা-কাব্য—যাহা সেকালের প্রচলিত সাহিত্যিক-প্রথা ছিল—বাদ দিবার ফলে অক্ষয় চৌধুরী, স্বর্ণকুমারী দেবী, দিশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ষিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামদাস সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, অধরলাল সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিহারদ, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, নবীনচন্দ্র দাস, নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির প্রধান কীর্তিগুলি বাদ দিয়াছি।

বর্তমান সংকলনে পঁচাত্তর জন কবির প্রায় পঁচাত্তর গীতিকবিতা গৃহীত হইয়াছে। প্রাচীন কাব্যধারার শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে আর মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' কবিতা প্রকাশিত হয় ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে। ঈশ্বর গুপ্তের 'আত্মবিলাপ' ও মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ'-এ ব্যবধান দু-এক বৎসরের নহে, একটি যুগের ব্যবধান। ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেম, প্রকৃতি, বিষাদ, তত্ত্ব ও সমকালীন বিষয়ের উপরে রচিত পুস্তকের বার্ষিকতাই পরবর্তী সাকল্যের ইঙ্গিত বহন করে। এইজন্যই ঈশ্বর গুপ্তের উপরি-উক্ত বিষয়নিচয়ে রচিত পদ্য এই সংকলনে গৃহীত হইয়াছে। আর রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে (১৮৫৮) রোমাঞ্চরসের উদ্বোধন হয়—পরবর্তী দেশপ্রেমের কবিতার বীজ সেখানেই নিহিত আছে। তাই এই

সংকলনের এক দিকের সময়সীমা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ। প্রাক্-রবীন্দ্রযুগের কাব্যজগতের নেতা নবীনচন্দ্রের শেষ উল্লেখযোগ্য কাব্য 'প্রভাস' প্রকাশিত হয় ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে। আর রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা হয় 'মানসী' কাব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে। গত শতকে যে-সকল রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত কবি ছিলেন, তাঁহাদের কবিতা পরবর্তী শতকেও প্রকাশিত হইয়াছে। আর যাহারা রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী ছিলেন, তাঁহাদের কবিতাও গত শতকের শেষ দশক অতিক্রম করিয়া বর্তমান শতকের প্রথম দশকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তাই উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন করিতে গিয়া বিংশ শতকের প্রথম দশকেও পদার্পণ করিতে হইয়াছে। সেইজন্য বর্তমান সংকলনের অপর সময়সীমা ১৯১০ খৃষ্টাব্দ। স্থূলদৃষ্টিতে বিচার করিলে বলা যায় ইহা ১৮৬০ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ : এই অর্ধ শতাব্দী কাল-পরিসরে বাংলা গীতিকবিতার প্রতিনিধিত্বমূলক সংকলন।

এ' কথা সত্য যে, প্রথম শ্রেণীর গীতিকবিতা গত শতকে খুব কমই লেখা হইয়াছে। আধুনিক গীতিকবিতা কবির ব্যক্তিগুরুত্বের প্রকাশ। তাহা আত্ম-ভাবনামূলক, মানব-মনের একান্ত অমুভূতির বাহক। ভাবাবেগের অমুশীলন ও প্রকাশের অনবচ্ছতাবিধান, এতদুভয়ই উৎকৃষ্ট গীতিকবিতার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। কোমল ভাবরসসিক্ত, অমুভূতির গভীরে অবতরণশীল মন এবং এই ভাবতন্ময়তা প্রকাশের উপযোগী, অমৃতনিঃস্রব্দী সৌন্দর্যপরিমণ্ডল-রচনানিপুণ ভাষা—এতদুভয়ের সংযোগ না ঘটিলে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতার উদ্ভব হয় না। গীতিকবিতা চরম সার্থকতা লাভ করে কখন? যখন কবিকল্পনা উদ্দীপিত হয়, তখন কার্ধাকারণ-শৃঙ্খলাকে অতিক্রম করিয়া একটি নিগূঢ়তার ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায়; উদ্বেলিত ভাবকল্পনা পাঠকমনকে এক নূতন অপ্ৰত্যাশিত স্তরে পৌছাইয়া দেয়। ইহাকেই বলে 'লোকান্তর চমৎকারিত্ব'। গীতিকবিতা ভাষার উপরেও নির্ভরশীল। ভাষার নমনীয়তা, পরিপাটিত্ব, সংযম, স্নিগ্ধতা ও ব্যঞ্জনার ধরা পড়ে কবির ভাবোচ্ছ্বাস কতটা আন্তরিক। গীতিকবিতার ভাষা ইহার আন্তরিকতার মানদণ্ড। তাই আধুনিক লিরিকে ভাবের আবেগ ও ভাষার প্রসাধন এবং এতদুভয়ের সুপরিণয় ও সর্বোপরি কবিচিন্তার প্রক্ষেপণ একান্ত আবশ্যিক। এখানেই তাহার আধুনিকতা। বহির্বিষয়ের সংঘাতে উত্তেজিত কবিমনের সর্ববিধ প্রকাশ-ব্যাকুলতার উপযোগী বাহনরূপেই আধুনিক লিরিকের

প্রতিষ্ঠা। কেবল পদ্ম নহে, গান ও গীতিকবিতার পার্থক্য-সন্ধানও প্রয়োজন। অবশ্য এতদুভয়ের স্বাতন্ত্র্য সর্বত্র রক্ষা করা যায় না। গান ও গীতিকবিতার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে, গানে কবি তাঁহার ভাবকে যথাসম্ভব লঘু তুলির টানে, কল্পনাপ্রয়োগকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া ও স্বরের* অস্তরঙ্গ সহযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশ করেন। গীতিকবিতায় কল্পনার ঐশ্বর্য, বহুচারিতা ও অল্পভূতির নিবিড়তা ধ্বনিসমৃদ্ধ ছন্দোপ্রবাহের মাধ্যমে রূপলাভ করে। দেশপ্রেমের কবিতা-সংকলনে সর্বত্র এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যায় নাই। বহু দেশপ্রেমের গান উৎকৃষ্ট গীতিকবিতারূপে পাঠকমনের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। সেগুলিকে বর্জন করা কতদূর সম্ভব, তাহা বিবেচ্য।

॥ তিন ॥

বর্তমান সংকলনে আমরা গীতিকবিতার বিঘ্নাত্মক ছয়টি খণ্ডে কবিতাগুলিকে যথাসম্ভব কালপারম্পর্ষ রক্ষা করিয়া বিভক্ত করিয়াছি। আশা করা যায় এই ছয়টি খণ্ডের প্রায় পাঁচশত কবিতার মাধ্যমে উনবিংশ শতকের নবজাগত বাঙালি-মানসের সর্বাঙ্গীণ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত ছয়টি খণ্ডে কবিতাগুলি বিভক্ত করা হইয়াছে :

- (১) প্রেম-কবিতা
- (২) দেশপ্রেম-কবিতা
- (৩) গার্হস্থ্যজীবন-কবিতা
- (৪) প্রকৃতি-কবিতা
- (৫) বিষাদ-কবিতা
- (৬) তত্ত্ব-কবিতা

বর্তমান সংকলনে বিধৃত এই ছয় খণ্ডের পাঁচশত কবিতা পাঠে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, গত শতকের বাঙালি-মানস প্রেম ও দেশপ্রেমের কাব্যভাবনায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছে। এই দুই শ্রেণীর কবিতার যে অনায়াস সাক্ষ্য তাহা প্রকৃতি-কবিতা ও বিষাদ-কবিতায় দেখা যায় না; তদ্ব্যতীত কবিতাও খুব সার্থকতা লাভ করে ন"চ। বোধ করি, বাঙালি-প্রকৃতিই একমাত্র দায়ী। গার্হস্থ্যজীবনের কবিতার সাক্ষ্য বাঙালির গৃহগতপ্রাণতার পরিচায়ক।

উপরি-উক্ত ছয় শ্রেণীর কবিতার স্বরূপ-সম্বন্ধেই বর্তমান সংকলনের সামগ্রিক পরিচয়টি ফুটিয়া উঠিবে। এই আশায় বিস্তৃত আলোচনার প্রবৃত্ত হইতেছি।

॥ চার ॥

মানবিক অহুত্বতিনিচয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রেম এবং প্রেমের বিচিত্র পরিচয় দানে ঊনবিংশ শতকের বাঙালি কবি-মানস আপনাকে উৎসারিত করিয়া দিয়াছে, ইহাতে বিশ্বের কিছু নাই। আধুনিককালে প্রেম-কবিতা প্রাচীন পথরেখার অহুসরণ না করিয়া নূতন পথে যাত্রা করিয়াছে। বৈষ্ণবী-প্রেমের অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা বা কবিওয়ালার গানে প্রেমের ইতর প্রকাশ, এই দুই বৈশিষ্ট্য বর্জন করিয়া পাশ্চাত্য প্রেমসাধনার ইন্দ্রিয়াশ্রয়িতা, রূপ-বিহ্বলতা ও রহস্য-সম্বন্ধের পথে গত শতকের বাংলা প্রেম-কবিতা যাত্রা করিয়াছে; আত্ম 'বোবনের বনে মন হারাইয়া গেল'—এই বলিয়া কবিরা সন্তুষ্ট হইতেছেন না। আধুনিক মন আর প্রেমের সহজ সরল মর্মভেদী অনাড়ম্বর আবেদনে সাড়া দিতে চাহে না। ইহার রহস্যময় অহুত্বতিকে নানা জটিল ভাবগ্রন্থির মধ্য দিয়া, নানা দুশ্চেষ্টা বনবীথির স্বল্পালোকিত অবসর-পথে, জীবনের দুঃশ্চেষ্টা প্রশ্নসকুলতার আবরণ-জালের অন্তরালে অহুসরণ করাতেই ইহা ভূখিলাভ করে। আধুনিককালে প্রেম-কবিতার ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুতে মানব-হৃদয়ের অপরিমেয় রহস্য প্রতিবিম্বিত হইয়াছে।

ঊনবিংশ শতকের প্রেম-কবিতায় প্রেমের এই বিচিত্র রূপ ধরা পড়িয়াছে। অবশ্য বর্তমান শতকের কবিতায় হৃদয়-চাকল্যের যত নূতন স্পন্দন, আত্মাহুত্বের যত অনাছাদিত-পূর্ব গভীরতা, যত জটিল বাতাবরণের অন্তরাল হইতে তির্যক প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তত বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি গত শতকের প্রেম-কবিতায় ছিল না, একথা স্বীকার্য। তথাপি গত শতকের বাঙালি-মানস প্রেমের বিচিত্র রূপায়ণে ও বিশ্লেষণে যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে, তাহার বিবরণ বর্তমান সংকলনের প্রথম খণ্ডে বিধৃত হইয়াছে।

গত শতকের প্রেমকবিতার চারিটি উপবিভাগ সহজেই করা যায় : (ক) গার্হস্থ্য, (খ) ইন্দ্রিয়াশ্রিত, (গ) আদর্শায়িত এবং (ঘ) প্লেটোনিক প্রেম-কবিতা।

গার্হস্থ্যপ্রেমের কবিতা বর্তমান সংকলনের তৃতীয় খণ্ডে [গার্হস্থ্যজীবনের কবিতা] বিদ্যত হইয়াছে ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য সেই খণ্ডের অপেক্ষায় রাখিয়া দিয়া বাকি তিনটি উপবিভাগের আলোচনা করা যাক।

ইন্দ্রিয়শ্রিত প্রেম-কবিতার সাফল্য এইখানে যে, প্রেমের আধ্যাত্মিক 'উৎসর্গ', যাহা বৈষ্ণব কবিতায় দেখা যায় এবং প্রেমের ইন্দ্রিয়সক্তি (*sensuality*) ও ইতরতা (*vulgarity*) যাহা কবিগান ও টপ্পায় প্রকট : এই দুই চরম সীমা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়শ্রিতার (*sensuousness*) শোভন ও স্বকৃতি-সম্পন্ন অবলম্বন এই প্রথম বাংলা কবিতায় দেখা গেল। এক্ষেত্রে ইংরেজি প্রেম-কবিতার প্রভাব অবশ্যস্বীকার্য। বায়রন, শেলী ও কীটস : এই তিন ইংরেজ কবির প্রবল রূপতৃষ্ণা ও ইন্দ্রিয়শ্রিতা এখানে উৎসস্বরূপ বর্তমান। মধুসূদন দত্তের 'ত্রজাঙ্গনা' কাব্যে ইন্দ্রিয়শ্রিত প্রেম-কবিতার সূচনা, বলদেব পালিতের কবিতায় তাহার পরিপূষ্টি এবং দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, বসেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোপালকৃষ্ণ ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী, মুনশী কায় কোবাদ, আনন্দচন্দ্র মিত্র, বরদাচরণ মিত্র, প্রিয়নাথ মিত্র, কুঞ্জলাল রায়, হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতির কবিতায় তাহার বিচিত্র বিকাশ। বর্তমান সংকলনে বিদ্যত মধুসূদন দত্তের 'সখী', বলদেব, পালিতের 'চুষন', 'পয়োধর', 'ভুল না আমায়', 'প্রিয়তমা শ্রীমতী—র প্রতি', 'নারীর প্রেম', গোপালকৃষ্ণ ঘোষের 'হাসি', 'উপমা', 'বিগত', মুনশী কায়কোবাদের 'কে তুমি', 'প্রেমপ্রতিমা', 'প্রণয়ের প্রথম চুষন' ও 'বিদায়ের শেষ চুষন', হরিশ্চন্দ্র নিয়োগীর 'নিপীড়ন', 'হাসিও না', 'প্রেম-পূর্ণিমা', 'বিদায়' ও 'অমৃত্তে গরল', গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'রমণীর মন', 'পরনঃকী', 'শত্রু' ও 'সে বুঝেছে ভুল'; এবং এই শ্রেণীর কবিতায় যাহার সাফল্য সর্বাধিক, সেই দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'দর্পণ-পার্শ্ব', 'অশোকফুল', 'বকুল', 'ভালবেস না', 'ঘাতকরি এত যাহু শিখিলি কোথায়', 'দাও দাও একটি চুষন' প্রভৃতি কবিতায় আধ্যাত্মিকতাবর্জিত অথচ লালসা-মুক্ত মানবিক আবেগ, বলিষ্ঠ দেহাত্মগত্যা ও প্রবল রূপ-তৃষ্ণার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য সর্বত্র সংঘম রক্ষিত হয় নাই; কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র দাসের অসংযত ভাবোচ্ছ্বাসের পাশেই দেবেন্দ্রনাথ সেনের কীটসীয় রূপচেতনা (তু—'And what is love', 'I cry your Mercy', 'You say you love') কবিপ্রেরণার বিষয়ীভূত হইয়াছে।

আদর্শায়িত প্রেম-কবিতার সাফল্য আরো নিশ্চিত; দৃঢ় প্রত্যয়ভূমিতে তাহার

অধিষ্ঠান। বিহারীলাল চক্রবর্তীর ‘সংগীত-শতক’ কাব্যে প্রেম ও প্রেমসীর মহনীয় ভাবধানে ও বন্দনার ইহার সূচনা, তাঁহার ‘বঙ্গহৃন্দরী’ কাব্যে ও হরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ‘মহিলা’ কাব্যে পরিপূষ্টি এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, স্বর্ষীশ্রনাথ ঠাকুর, দেবেশ্রনাথ সেন, বলেশ্রনাথ ঠাকুর, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমারী দেবী, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতির কবিতায় বিকাশ সাধিত হইয়াছে। ‘সংগীত-শতক’ কাব্যে গুরুত্বপূর্ণ এ-কারণে যে, এই কাব্যে বাস্তব জগতে প্রেমের কোনো লৌকিক প্রতিষ্ঠাভূমি নাই, আদর্শ-লোকেই তাহার স্থান—এই প্রত্যয়ভূমিতে কবি উপনীত হইয়াছেন এবং আদর্শায়িত প্রেমের স্বরটিকে চড়া তরে বাধিয়া দিয়াছেন। ‘সংগীত-শতক’ ও ‘প্রেমপ্রবাহিণী’ কাব্যে ‘সারদামঙ্গল’ের আগমনী স্বর ধ্বনিত হইয়াছে, রবীশ্রনাথের কাব্যে সে স্বরের মহত্তম পরিণতি। তবে বিহারীলালের কবিতায় কল্পনার সঙ্গে প্রকাশের সার্থক সম্বন্ধ সব সময় হয় নাই।

আদর্শায়িত প্রেম-কবিতার আবার কয়েকটি উপবিভাগ করা যায় : নারী-বন্দনা, নারীপ্রেমের তত্ত্ব ও মাধুর্যের আলোচনা, নারীরূপের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা। নারীবন্দনার ধারাটি কেবল গীতিকাব্যে নহে, মহাকাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতকে নবজাগরণের প্রথম প্রহরে বাঙালি-মানস নারীমহিমা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল। রেনেসাঁসের অন্ততম বৈশিষ্ট্য এই নারীবন্দনা ও নারী-জাগরণ। বিহারীলালের ‘বঙ্গহৃন্দরী’ কাব্যে, হরেন্দ্রনাথের ‘মহিলা’ কাব্যে, দেবেশ্রনাথ সেনের ‘নারীমঙ্গল’ কবিতায় ও অক্ষয় বড়ালের ‘এষা’ কাব্যে এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রিয়াপ্রেমই জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ ফল এবং এই প্রেমলাভের পর বিহারীলালের প্রশ্ন : “হেন ধরাধাম থাকিতে সমুখে, স্বরলোকে লোকে কেন রে ধায়” এবং সিদ্ধান্ত : ধরণী স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কেননা, এখানে আছে “নারীর মতন স্বখশান্তিময়ী অমৃতলতা” (বঙ্গহৃন্দরী)। এই ধরণী-প্ৰীতি ও নারীপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার অমুসৃষ্টি লক্ষ্য করি ‘মহিমা’ কাব্যে, হরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নারীবন্দনার ভিত্তিভূমি অভিশয় প্রাকৃত প্রেমচেতনা। দেবেশ্রনাথ সেনের ‘নারীমঙ্গল’ কবিতায় উপজীব্য সৌন্দর্যপ্রতিমা গৃহলক্ষ্মী, অক্ষয়কুমার বড়ালের ‘এষা’ কাব্যে তাহারই সুস্পষ্ট স্বীকৃতি : “মানবীর তরে কামি, ঘাচি না দেবতা”। রবীশ্রনাথের কাব্যজীবনে নারীর প্রতি যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা এই দৃষ্টিভঙ্গিরই অমুসৃষ্টি, ‘চিঞ্জাবদা’, ‘কাহিনী’, ‘কণিকা’, ‘বলাকা’.

‘পলাতকা’, ‘মহয়া’ কাব্যের নারীবন্দনাসূচক কবিতাগুলি তাহার পরিচায়ক। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ‘ক্ষণিকা’ কাব্যের ‘কল্যাণী’ কবিতাটি। সেখানে যে শাস্তিনায়িনী গৃহলক্ষ্মীর বন্দনা, তাহা উপরি-উক্ত কবিতানিচয়ে বন্দিতা নারী অপেক্ষা ভিন্নতর নহে।

আদর্শায়িত প্রেম-কবিতার মূলধারা—নারীপ্রেমের তর ও মাধুর্য আলাচনার ধারা। এখানে রোমান্টিক সৌন্দর্যলোকে কবিকল্পনার অবাধ বিস্তার—প্রেমের মহিমা-খ্যাপন ও প্রেমসৌন্দর্যের প্রতিমা নারীর আরতি। ইহার প্রথম সার্থক পরিচয় পাই বিহারীলাল চক্রবর্তীর ‘শবৎকাল’ কাব্যের ‘নিশান্ত-সঙ্গীত’ কবিতাটিতে। এখানে “শুভ্রুট দাম্পত্য-প্রেমের পূর্ণ স্থখ-সন্তোগ নয়; এ প্রেম বিশ্বজীবনের সঙ্গে কবিহৃদয়কে যুক্ত করিয়াছে; কবির চিন্তাকালে দিগন্ত-ব্যাপিনী উষার সমারোহে মঙ্গল-আরতি গানের সঙ্গে সঙ্গে নিশি অবসান হইতেছে।” (মোহিতলাল, ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্য’)। এ-কাব্যের আরেকটি কবিতা সমান গুরুত্বপূর্ণ; ‘নিশীথ-সঙ্গীত’। এখানে প্রেমসাধনায় কবির অবিচল নিষ্ঠা ও অনন্তমুখিতা বিহারীলালের রোমান্টিক প্রেমধ্যানকে বিশিষ্টতা দিয়াছে। কবি বাস্তবচ্যুত হন নাই, একান্ত অবাস্তবে তাঁহার আস্থা নাই, এ-প্রেম তাঁহার জীবনে ধ্রুবসত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত।

দেবেন্দ্রনাথ সেনের ‘অশোকগুচ্ছ’ কাব্যে (পূর্বোল্লিখিত কবিতাগুলিতে) ইন্দ্রিয়প্রিত প্রেমের জয়-ঘোষণা, সেখানে তীর তুষা ও অসহ আবেগ, আর ‘গোলাপগুচ্ছ’ কাব্যে বিহারীলালের পথে আদর্শায়িত প্রেমের কাব্যরূপায়ণ—এখানে পিপাসার পরিবর্তে তৃপ্তি, বিরহের স্থানে মিলন, উৎকণ্ঠ হাহাকারের পরিবর্তে শান্ত সন্তোগ। দেবেন্দ্রনাথের এই কাব্যে আদর্শায়িত প্রেম বিশেষে ধরা দিয়াছে, তাহার প্রমাণ ‘পরশমণি’, ‘দীপ হস্তে যুবতী’, ‘প্রথম চুষন’ ও ‘শেষ চুষন’। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘প্রিয়তমার প্রতি’ ও ‘কোন একটি পাখীর প্রতি’ কবিতাঘয়ে এই আদর্শায়িত প্রেমের কাব্যরূপায়ণের ব্যর্থ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। অপরপক্ষে দীশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ‘ভুলে যাও না বলিলে ভুলিতাম তায়’ কবিতাটিতে প্রেমের স্থূল ইন্দ্রিয়োগভোগকে অভিক্রম করিয়া আদর্শলোকে উত্তরণের প্রয়াস লক্ষ্য করি।

আদর্শায়িত প্রেমের সাধনায় গত শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের তিনজন সহযাত্রী ছিলেন। ‘মানসী’ ও ‘সোনার তরী’ কাব্যে সর্বজগৎগত প্রেমের

যে অভিযাত্রা সৃষ্টিত হইয়াছে, তাহার অল্পরূপ সাধনার পরিচয় পাই স্বধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দোলা', বলেজন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শ্রাবণ' ও প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর 'পদ্মা' ও 'গীতিকা' কাব্যে। রোমান্টিক প্রেমসাধনার আদর্শায়িত রূপের মহত্তম প্রকাশ উক্ত রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে সঙ্গে সন্তোজ্জ্বলিত কাব্যশুলিতেও পাওয়া যায়। বর্তমান সংকলনের প্রথম খণ্ডে পুত এই তিনজননের কবিতায় তাহার সমর্থন পাই। রবীন্দ্রকাব্যভাবনায় বিধৃত মানসস্বন্দরী ইহাদের কাব্যকল্পনাতেও ধরা দিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই কবিতানিচয়ে রহিয়াছে।

মহিলা-কবিদের কবিতায় এই আদর্শায়িত প্রেমেরই পরিচয় পাই—যদিও তাহা সার্থকতার উচ্চস্তরে উপনীত হইতে পারে নাই। আর হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ডকাব্যে আদর্শায়িত প্রেমের যে কাব্যরূপায়ণ লক্ষ্য করি, তাহাও খুব সার্থক নহে। অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কনকাজলি' ও 'এষা' কাব্য হইতে গৃহীত কবিতানিচয়ে ইহার সার্থক পরিচয় লাভ করি। অক্ষয়কুমার যে প্রেমের সাধনা করিয়াছেন, তাহা বাস্তবে ধরা দেয় না। অশ্রুতরী রোমান্টিক সৌন্দর্যের অসীমতা, গভীরতা, সূক্ষ্মতা ও দেহাতীত ছায়া তাঁহার ধ্যানে রূপ লাভ করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের 'স্বপ্ন-রাণী', 'শত নাগিনীর পাকে' ও 'হৃদয় সমুদ্রসম' কবিতার সহিত তুলনায় রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়যমুনা' ও 'ঝুলন' (সোনার তরী) এবং স্বধীন্দ্রনাথের 'ভিখারী' (দোলা) কবিতা স্মরণ্য। এগুলিতে মৃত্যুর সহিত প্রেমরহস্য এক হইয়া গিয়াছে। এই সংকলনে পুত সরোজকুমারী দেবীর 'হাসি ও অশ্রু' কাব্যের কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরীর' কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সরোজকুমারীর 'সাধনা' কবিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' (চিহ্ন) কবিতার আশ্চর্য সাদৃশ্য প্রমাণ করে, প্রেমের রহস্যময় রূপধ্যানে এবং তাহার অভিবাস্তব পরিণতি-চিহ্নে, সংসারে প্রেমলাভের ব্যর্থতা-প্রদর্শনে এবং জীবনাধিষ্ঠাতার চরণে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতায় গত শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রীর অভাব ছিল না।

ইচ্ছিয়াজিত এবং আদর্শায়িত প্রেম-কবিতায় প্রায়শঃই দাম্পত্য-রসের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। গত শতকের বাঙালির গৃহগতপ্রাণতা ও গৃহের সৌমান্য অনন্ত সৌন্দর্য-দর্শনের প্রয়াসরূপে এই বৈশিষ্ট্যটি আমাদের মনোবোগ দাঁটব করে। বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রনাথসারী কবি সমাজের কবিতায় দাম্পত্য-রসের কবিতা পাওয়া যায়। কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন

চট্টোপাধ্যায়, পরিমলকুমার ঘোষ, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, অপরাহিতা দেবী প্রমুখের কবিতায় ইহার পরিচয় মিলে। সাম্প্রতিককালে দাম্পত্য-রসের কবিতা আর লিখিত হয় না, তাই প্রেম-কবিতার বিগত বৈশিষ্ট্যরূপেই ইহা বিচার্য।

• প্রেম-কবিতার চতুর্থ বিভাগ : প্লেটোনিক প্রেম-কবিতা। বিশ্বষ্টিয়হস্ত-ভেদকারী কল্পনার উচ্চস্তরাস্থিত এই শ্রেণীর কবিতা কেবল বিহারীলাল চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাই। প্লেটোনিক প্রেমের শ্রেষ্ঠ কবি শেলী। তাঁহার 'Alastor', 'The Revolt of Islam', 'Prometheus Unbound', 'Epipsychidion' কাব্যগুলি ইহার পরিচয়স্থল। প্লেটো তাঁহার বিখ্যাত 'Symposium' গ্রন্থে প্রেমের স্বরূপব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন, প্রেম কেবল মাতৃষের জৈবিক সম্বন্ধ নহে, ইহা সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত নীতি। এই প্রেম আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য-ও-শক্তি-বিশিষ্ট। এই সৌন্দর্যের একটি বাস্তবাত্মিক শক্তি ও মাহাত্ম্য আছে। 'Epipsychidion' কাব্যে প্লেটোনিক প্রেমের চরম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এ-কাব্যের নাটিকা অনন্ত সৌন্দর্যের প্রতিমা; শেলীর স্বীবনবোধ ইহার অধ্যাত্মদীপ্তিতে ভাস্কর; তিনি এই অপসরণশীল চঞ্চল অস্থির জ্যোতির্ময় সৌন্দর্যের প্রেমধ্যানে বিভোর হইয়াছিলেন। বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' কাব্যে এবং রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' ও 'চিত্রা' কাব্যে প্লেটোনিক প্রেমের সার্থক পরিচয় বিধৃত হইয়াছে। এই ঐশী, বিশ্বব্যাপী অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রেম ও বাংলা কাব্যে ইহার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা "উনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকাব্য" গ্রন্থে [অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়-প্রণীত] করা হইয়াছে।

॥ পাঁচ ॥

দেশপ্রেমের কবিতার উদ্ভব উনবিংশ শতকের মধ্যবিন্দুতে, তাহার বিস্তার বর্তমান শতক পর্যন্ত। আধুনিক যুগেই বাঙালি কবি স্বদেশপ্রেমের প্রকৃত তাৎপৰ্য উপলব্ধি করিয়াছেন। গত শতকের পূবে স্বদেশকে পৃথকভাবে বন্দনা করা হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "স্বদেশিক ঐক্যের মাহাত্ম্য আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। জেনেছি এর শক্তি, এর গৌরব।" ('বাংলাভাষা পরিচয়')। ইংরেজি দেশপ্রেমের কবিতার উপজীব্য সাময়িক দেশপ্রেম, বাংলা কবিতায় অতীত

শৌর্ষগাথার বন্দনা ও দেশমাতৃকার রূপধ্যান। দেশপ্রেমের প্রথম ইঙ্গিত পাই ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে। কিন্তু তাহা সংকীর্ণ আঞ্চলিক দেশপ্রেম; তাঁহার বিরোধ ইংরেজ রাষ্ট্রশক্তির সহিত নহে, ইংরেজি সভ্যতা-সংস্কৃতির সহিত। তথাপি স্বদেশ-প্রেমের কথা প্রথম তিনিই উচ্চারণ করিয়াছেন :

স্বদেশের প্রেম যত সে-ই মাত্র অবগত
বিদেশেতে অধিবাস যার।

ভাবতুলি ধ্যানে ধরে চিত্রপটে চিত্র করে
স্বদেশের সকল ব্যাপার।

মাতৃভাষা, মাতৃভূমি ও বাংলা সাহিত্যে তাঁহার গভীর অন্বেষণ ছিল। ঈশ্বর গুপ্তের দেশপ্রেম গৃহগত, তাহা যুযুধান-মনোবৃত্তি সম্পন্ন ছিল না। স্বাধীনতার সচেতনতা হয়ত তাঁহার ছিল, কিন্তু সেজন্য ব্যাকুলতা ও ক্ষুধা ছিল না। আর রামমোহন হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত কেহই ইংরেজ শাসনের বিরোধী ছিলেন না, এ-কথাও স্বীকার্য। বস্তুতঃ রজনাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যেই আধুনিক দেশপ্রেমের প্রথম সাক্ষ্য পাওয়া গেল। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে রোমান্স-রসের মধ্য দিয়া বাহির-বিশ্ব ও সংগ্রামী দেশপ্রেমের চেতনার সহিত রজনাল আমাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রাজপুত্র জাতির শৌর্ষগাথার বর্ণনা ও মধ্যযুগশুভিচারণার পথে রজনাল আমাদের দেশপ্রেমের মস্ত্রে উদ্বোধিত করিলেন। তাঁহার স্বরপীঠ চরণ 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' যতই উচ্ছ্বাসবহুল হোক, যতই কাব্যমূল্যে অকিঞ্চিৎকর হোক, ইহার মধ্যেই বাঙালির দেশপ্রেম প্রথম সার্থক প্রকাশ লাভ করিয়াছে। ইংরেজ কবি Moore-রচিত 'From Life without freedom. Oh! who would not fly' কবিতার প্রভাব এখানে অন্তিম্পষ্ট। এখান হইতেই দেশপ্রেমের কবিতার যাত্রা শুরু হইয়াছে। ইংরেজি দেশপ্রেমের দাঢ় ও সংগ্রামী চেতনা, দস্ত ও আত্মবিশ্বাস দ্বয়ত সেদিন বাংলা দেশপ্রেমের কবিতায় ছিল না, কিন্তু তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়াছে দেশমাতৃকার রূপধ্যানে—বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানে তাহার সার্থক প্রকাশ লক্ষ্য করি। রজনাল-মধুসূদনের কাব্যে দেশপ্রেমের যে প্রকাশ, জাতীয় গৌরববোধের যে অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়, তাহা মহাকাব্যের আত্মবিশ্বাসিক গুরমাত্র। স্বতন্ত্র মর্ষাদায় দেশপ্রেমের গান রচিত হইয়াছে হিন্দুমেলার যুগে (১৮৬৭)। বর্তমান সংকলনের দ্বিতীয় খণ্ডে দেশপ্রেমের যে কবিতাগুলি গৃহীত হইয়াছে, সেগুলি গত শতকের শেষপাদে ও বর্তমান শতকের

প্রথমপাদে রচিত। দেশপ্রেমের কবিতা ও গানের শ্রেষ্ঠ ফসল রবীন্দ্রনাথের, তাহা স্বীকার করিয়াই অগ্ণাত কবির রচনা এখানে সংকলিত হইয়াছে। আলোচ্যমান কবিতানিচয়ের পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়—(ক) বঙ্গভূমির চিন্ময়ী মাতৃরূপে বন্দনা, (খ) অথও ভারতবর্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতজননীর বন্দনা, (গ) পরাধীনতা হইতে মুক্তির আশ্রয় বিলাপ, (ঘ) দেশসেবায় জীবনোৎসর্গের উৎসাহ ও প্রেরণা দান, এবং (ঙ) মাতৃভাষার বন্দনা।

॥ ছয় ॥

গার্লস্‌জীবনের কবিতা গত শতকের কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। রোমান্স-রসের উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত পরিবেশে নবীন সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস রূপেই এই বিভাগের কবিতা বিচার্য। ইংরেজি কাব্যপাঠান্ত্রে সেদিন বাঙালি কাব্য-রসিক জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের, সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রকাশ দেখিয়াছিল; তখন জীবনের অতি তুচ্ছ বিষয়ও অপরূপ মহিমামণ্ডিত হইয়াছিল। তাই সেদিনের গার্লস্‌চিত্রের সৌন্দর্যও নব-উদ্বোধিত বিশ্বয় ও আনন্দ-দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। সেদিন বাঙালির গার্লস্‌জীবন সুখ, শাস্তি ও আনন্দের নিকেতন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। সেই সুখস্বপ্নের পিছনে ছিল সামাজিক দৃঢ়-সংস্থিতি ও মানসিক আনন্দবোধ। এই সংস্থিতি ও আনন্দবোধ, প্রথম আবিষ্কারের কৌতূহল ও বিশ্বয় পরদত্তী যুগে গার্লস্‌-বন্দন শিথিল হইবার ফলে, চিত্তের সর্বগণ্ডীমুক্ত মানসবিহারপ্রবণতার জন্ম, আর বিশেষ দেখা যায় নাই।

গার্লস্‌জীবনের আলোচ্য-রচনায় গত শতকের মহিলা-কবিবাই নন, সেই সঙ্গে খ্যাতনামা পুরুষ কবিরাও অগ্রসর হইয়াছিলেন! গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কুম্ভকুমারী দাস, মানকুমারী বসু, কামিনী রায় প্রমুখ মহিলা-কবিদের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, ও ছিদ্দেন্দ্রলাল রায় গার্লস্‌চিত্র অংকন করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক গার্লস্‌চিত্র অংকন নাই। তবে তাঁহার প্রথমযুগের কোন কোন কবিতায় গার্লস্‌জীবন হইতে বিচ্ছিন্নিত কল্পনাদীপ্তি বিধৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর কবিতায় দাম্পত্যরস, বাৎসল্যরস, সখ্যরস এবং গৃহজীবনের সম্রাজী বধু-বন্দনাভিত্তিক মধুর রসের কাব্য-রূপায়ণ লক্ষ্য করি। বর্তমান শতকের

প্রথমপাদে রমণীমোহন বোষ, রজনীকান্ত সেন, হুম্মদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, পরিমলকুমার বোষ ও বতীন্দ্রমোহন বাগচীর কবিতার গার্হস্থ্যজীবনালেখ্য পাওয়া যায়। বাংলা কাব্যসংসার হইতে এই শ্রেণীর কবিতা প্রায় অপসৃত হইয়াছে।

গার্হস্থ্যচিহ্নমূলক যে গীতিকবিতা বর্তমান সংকলনের তৃতীয় খণ্ডে পাই, সেগুলি চারটি উপবিভাগে বিভক্ত করা চলে : (ক) বাঙালির শান্তি-নিকেতন সংসারের আলেখ্য ; (খ) জননীর প্রতি সন্তানের ভালবাসা, (গ) সন্তানের প্রতি জননীর ভালবাসা—ঘরে ও বাহিরে, ও (ঘ) শিশুস্ফট সঙ্গতের ও শিশুর স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষার আলেখ্য। এক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'অপূর্ব শিশুমঙ্গল' ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মন্ত্র', 'আলেখ্য' ও 'আর্ধগাথা' (২য়) কাব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ সাত ॥

উনবিংশ শতকের বাংলা প্রকৃতি-কবিতা পাশ্চাত্য কাব্য-পরিচয়জাত। বৈষ্ণব কাব্যে যে প্রকৃতি-বর্ণনা আছে, তাহা আধুনিক প্রকৃতি-কবিতার পুরোধার সম্মান দাবি করিতে পারে না। এজন্য যে, সেখানে প্রকৃতি বিশিষ্ট চরিত্ররূপে দেখা দেয় নাই। বৈষ্ণব কাব্যে প্রকৃতি রাখাক্ষের প্রেমের পটভূমি, উদ্দীপন-বিভাব মাত্র, তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। অধ্যাত্ম-অম্লভূতি বা ভৌতি-শাসিত কবিমানসে প্রকৃতির প্রাধান্য লাভের কোনো স্থযোগ ছিল না, সেখানে প্রকৃতি রূপকাত্মক নিসর্গচিত্র মাত্র। বৈষ্ণব কবির ব্যাকুলতা বৃহৎ গোষ্ঠীর ব্যাকুলতা, ব্যক্তিগত পরিচয় সেখানে ক্ষীণ। আধুনিক ব্যক্তিপ্রধান গীতিকাব্য এখানেই স্বতন্ত্র। বৈষ্ণব কবিতার গোষ্ঠীচেতনা সার্থক প্রকৃতি-কবিতা-রচনার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈষ্ণব কবির প্রকৃতি-প্ৰীতি রাখাক্ষপ্রেমের নিব্যলীলার দ্যুতি-উদ্ভাসিত ; তথাপি যেন মনে হয় এই লীলাকে উপলক্ষ করিয়াই কিছুটা প্রকৃতি-সৌন্দর্য-মোহ কবিচিন্তে আগিয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কাব্যে বহু নূতনত্বের প্রবর্তনা করেন, তাহার অল্পতম নিসর্গ-বর্ণনা। ঈশ্বর গুপ্তের 'ঋতু-বর্ণন' ছয় ঋতুর ব্যবহারিক স্বধ-দুঃখের বর্ণনামাত্র। কিন্তু নিসর্গ যে কবিতার বিষয়বস্তু হইতে পারে, তাহার যে একটি স্বতন্ত্র পরিচয় আছে, তাহার প্রথম স্বীকৃতি এখানেই পাই।

মধুসূদন দত্তের কাব্যে প্রকৃতি-বর্ণনা আছে। কিন্তু তাহা বহিরঙ্গমূলক, অন্তরের অল্পভূতির সহিত নিঃসম্পর্ক। ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও মেঘনাদবধ কাব্যে প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব-আরোপ আলাংকারিক রীতিতেই পরিসমাপ্ত। প্রকৃতির সহিত আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপনে মধুসূদনের নাগিকারা মহাকবি কালিদাসের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছেন। অবশ্য চতুর্দশশতাব্দীর কোনো কোনো কবিতায় (যেমন, 'দেবদোল', 'বটবৃক্ষ', 'বিজয়াদশমী') প্রকৃতি কবির অল্পভূতি ও বেদনার স্পর্শে চেতনাময়ী হইয়া উঠিয়াছে।

মধুসূদন পৰ্বশ্চ বাংলাকাব্যে নিসর্গ-চেতনা ভাবনিষ্ঠতার নিবিড়তায় বিশেষ দানা বাঁধিয়া উঠে নাই। হেমচন্দ্র বিহারীলালের কবিতায় নিসর্গ চেতনা পূর্ণতর রূপের দিকে অগ্রসর হইল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তিনটি কাব্যে নিসর্গ-চেতনা প্রথম সার্থক কাব্যরূপে দেখা দিল; সে তিনটি কাব্যের নাম— হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবিতাবলী', বিহারীলালের: 'নিসর্গ-সন্দর্শন' ও 'বঙ্গসুন্দরী'। অবশ্য ইহারই পূর্বে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সংগীত-শতক' কাব্যে বিহারীলাল আত্মলীন দৃষ্টিতে অল্পভূতিশীল নিসর্গচিত্র অংকন করেন, ২২ সংখ্যক কবিতাটি তাহার প্রমাণ। সেখানে বিহারীলাল বলিয়াছেন: 'প্রণয় করেছি আমি প্রকৃতি-রমণী সনে, যাহার লাভণ্যচ্ছটা মোহিত করেছে মনে': ইহা বিশুদ্ধ পাশ্চাত্য রোমাণ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে পারি এইভাবে—অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ প্রকৃতির মধ্যে রহস্য-সন্ধানের নিরন্তর প্রয়াস, অপরিচয়ের রহস্য মিশাইয়া প্রকৃতি-রমণীর সৌন্দর্যোপভোগের ব্যাকুলতা, মানব ও প্রকৃতির মধ্যে দূরত্বের আবিষ্কার ও তাহা উত্তীর্ণ হইবার প্রয়াস, রোমাণ্টিক অস্পষ্টতার মধ্য দিয়া প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত এবং অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রকৃতি-সুন্দরীর সহিত পরিচয়-স্থাপন ও প্রেম-সাধন।

এই দৃষ্টিভঙ্গির সার্থক পরিচয় পাই বিহারীলালের 'নিসর্গ-সন্দর্শন' ও 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে; 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন' কাব্যে তাহার পূর্ণ পরিণতি। 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্যে বিহারীলাল শৈলী ও বায়রণের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন আর 'কবিতাবলী'তে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঋণ শৈলীর নিকট। 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের সমুদ্র-বর্ণনার মূল বায়রণের Childe Harold কাব্যের চতুর্থ সর্গের Ocean কবিতাংশ, আর হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র 'চাতক পক্ষীর

প্রতি' কবিতার মূল শেলীর 'To a Skylark'। নবীনচন্দ্র সেনও তাঁহার 'অবকাশরঞ্জিনী' কাব্যে ইংরেজি রোমান্টিক প্রকৃতিদৃষ্টির অঙ্গস্বরূপে পরিচালিত। তাহার প্রমাণ 'কে তুমি' কবিতাটি, ওয়ার্ডস্‌ওর্থের Lucy কবিতাটি ইহার উৎস।

বর্তমান সংকলনের চতুর্থ খণ্ডে বিখ্যাত প্রকৃতি-কবিতানিচয়ে কয়েকটি বিশেষ ধারা লক্ষ্য করা যায় : রূপকাত্মক নিসর্গ, প্রকৃতিতে ব্যক্তিত্ব-আরোপ, অহুত্বভিত্তিক নিসর্গ, প্রকৃতিতে নীতি-আরোপ। ইহার মধ্যে বলাই বাহুল্য, অহুত্বভিত্তিক নিসর্গচিত্রই সর্বোত্তম প্রকৃতি-কবিতা; তাহাতে গত শতকের বাঙালি কবিদের সাফল্য নগণ্য নহে। বিশেষ উল্লেখ দাবি করিতে পারেন—দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীশচন্দ্রমহোদয় দাসী ও মানকুমারী বসু।

প্রকৃতি-কবিতা যে ক্রমশঃ পরিণত, পরিপক্ব ও রসগাঢ় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই চারজননের কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতি-কবিতায় উদ্বেল বর্ণ বৈভব, প্রথর ইন্দ্রিয়চেতনা ও চটুল কল্পনাবিলাস দেখা যায়। বর্তমান সংকলনের চতুর্থ খণ্ডে দ্রুত কবিতাগুলি তাহার পরিচায়ক। অক্ষয়কুমারের প্রকৃতি-কবিতায় অল্পগ্রন্থ, অল্পস্পর্শিত, বর্ণবিরল পটভূমিতে রোমান্টিক বিবাদের প্রতিমা প্রকৃতি-রমণীর সাক্ষাৎ মিলে। আধ-আলো-ছায়াময়ী সন্ধ্যা ও রহস্যরূপিনী জ্যোৎস্না-যামিনী অক্ষয়কুমারের কবিকল্পনার অল্পকূল, আর দেবেন্দ্রনাথের পরিকল্পনা চৈত্র-বৈশাখের রৌদ্র-মন্দির-পানে বিভোর অশোকের রঙে, চম্পকের সৌরভে, গোলাপের রক্তরাগে অসহ উল্লাসে আত্মপ্রকাশ করে। অক্ষয়কুমার বসু ও সন্ধ্যার কবি, দেবেন্দ্রনাথ গ্রীষ্ম ও দ্বিপ্রহরের কবি।

এ-প্রসঙ্গে আর দুইজননের নাম অবশ্য উল্লেখ্য। একজন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর— তাঁহার 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যের যে নিসর্গ-বর্ণনা, তাহার স্বতন্ত্র বর্ণনাত্মক ও প্রকৃতির রহস্যময় আলোচনা-অংকন-নৈপুণ্য রসিক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অপরজন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—তাঁহার 'মঙ্গল' ও 'আলেখ্য' কাব্যের প্রকৃতি-চিত্রণে যে অনন্তস্থলভ স্বাভাব্য—প্রত্যক্ষতার প্রতি বৌদ্ধ ও জীবাত্মতার বিরোধিতা, তাহা বিশেষ মনোযোগ দাবি করে।

গত শতকের কবিরা প্রকৃতি-চিত্রণে কিরূপ দক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বর্তমান সংকলনের চতুর্থ খণ্ডের কবিতাপাঠে বোঝা যায়। প্রাথমিক শিশুস্থলভ মৃদু দৃষ্টি ও সরল বিশ্বদর্শন ত্যাগ করিয়া কবিরা প্রকৃতিতে নীতি ও মানবতা

আরোপ করিয়াছেন। তারপর, আপন জন্ম-বীণার তন্ত্রীতে প্রকৃতির সুরটি বাধিয়া লইয়াছেন। সেখানে প্রকৃতি আর অন্যতর নহে, সে মাহুবেবের সখী হইয়াছে। কবিরা প্রকৃতিতে কেবল আনন্দ সন্ধান করেন নাই, জন্মবেদনার সমর্থনও পাইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রকৃতি-কবিতা নবীন অর্থগৌরবে ও নবতর ব্যঞ্জনায সমৃদ্ধ হইয়াছে। পূর্ববর্তী কবিদের প্রকৃতি-উপাসনার সকল সফল তাঁহার কাব্যে ধরা দিয়াছে। ‘সোনার তরী’ কাব্যের ‘বহুস্বরা’ কবিতায় যে প্রকৃতি-প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা গত শতকের প্রকৃতি-সাধনার চূড়ান্ত ফল। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির আধ্যাত্মিক রূপান্তর-সাধনের জন্ত প্রতীক্ষা না করিয়াই তাহার দিকে আলিঙ্গনের ব্যগ্রবাহ বিস্তার করিয়াছেন। এই প্রেমের প্রকাশেই প্রকৃতি-কবিতা নবজন্ম লাভ করিয়াছে।

॥ আট ॥

আধুনিক গীতিকবিতার উন্মূলগ্ৰেই হাহাকার ও বিষাদের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। নব্যযুগের দ্বারী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় ইহার প্রথম সাক্ষাৎ মিলে। বর্তমান সংকলনের পঞ্চম খণ্ডে দ্বিতীয় বিষাদ-কবিতাশুল্কের প্রথম কবিতা ঈশ্বর গুপ্তের ‘আত্মবিলাপ’। এখানে দেখি, গুপ্ত-কবি জীবনের ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, ব্যর্থতার ক্রন্দনধ্বনি এ কবিতায় শোনা যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা কবিগুণ্ডালার হাতে শব্দক্রীড়ায় পরিণত হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের ব্যর্থতার পরই পাই মধুসূদন দত্তের ‘আত্মবিলাপ’। গত শতকের মধ্যবিন্দুতে বাঙালি সমাজের দ্বিধাবিভক্ত আন্দোলিত তরুণ মানসের আন্তরিক বেদনা ও হাহাকার এই কবিতায় ধ্বনিত হইয়াছে। আর এই বেদনাতেই আধুনিক গীতিকবিতার জন্ম হইয়াছে। মধুসূদনের ব্যাকুল আত্মবিলাপে বিষাদ-কবিতারও সূচনা।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের বিষাদ-কবিতায় অমুরূপ সাক্ষ্য ঘটে নাই, একজন্ম দায়ী হেমচন্দ্রের তথাসঙ্কল্পন ও তত্ত্বপ্রবণতা এবং নবীনচন্দ্রের তরল ভাবোচ্ছ্বাস ও দীর্ঘ বক্তৃতা। পঞ্চম খণ্ডে দ্বিতীয় হেমচন্দ্রের ‘বিহু কি দশা হবে আমার’, ‘জীবন-সন্মৌত’, ‘পরশমণি’ ও নবীনচন্দ্রের ‘একটি চিন্তা’, ‘হতাশ’ কবিতা ইহার পরিচয়স্থল।

বাংলা কাব্যে রোমাণ্টিক বিষাদ প্রবর্তনের কৃতিত্ব বিহারীলাল চক্রবর্তীর

প্রাপ্য। ‘সংগীতশতক’ ও ‘বঙ্গসুন্দরী’ কাব্যে তাহার প্রথম পরিচয় মিলে। ‘সারদামঙ্গল’ কাব্যে ইহার পরিণতি ঘটয়াছে। সেখানে বাস্তব ও আদর্শের অনতিক্রমণীয় ব্যবধান, অপ্রাপণীয় সৌন্দর্যের মরীচিকা-আহ্বানে পথভ্রান্তি, বিষাদ-স্মুরিকায় কবিহৃদয়কে শতধা বিদীর্ণ করার ব্যাকুলতা কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। অপভ্রংশের বেদনাই [‘সারদামঙ্গল’] কাব্যের বেদনা, রোমাঞ্চিক বিষাদের যাজ্ঞায়ন্ত এখানেই। আশার ছলনায় প্রেতারিত জীবনের বেদনা ও প্রিয়জন-বিচ্ছেদে শৃঙ্খতাবোধের হাহাকার অপ্রধান কবিদের রচনায় লক্ষ্য করা যায়।

গত শতকের বিষাদ-কবিতার অন্ততম বৈশিষ্ট্য—মহিলা-কবিদের কবিতায় বিষয় স্থর। তাহাই মহিলা-কবিদের রচনার প্রধান স্থর। গত শতকের মহিলা-রচিত কাব্য প্রায় গোটাটাই উৎসারিত হইয়াছে কোনো শোকবিধুর সাক্ষ্য-উপত্যকা হইতে। মহিলা-কবিদের ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতাই ইহার মূল। জীবনের শোকতাপ ইহাদের কবিতায় একটি অকণ্ট আন্তরিকতা দান করিয়াছে। রূপকর্মে ও কাব্যপ্রসাধনে দক্ষা না হওয়া সত্ত্বেও আন্তরিকতার জ্বারেই হৃদয়বেগকে ইহারা সফলতার স্তরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। গত শতকের পুরুষ-কবিদের অপেক্ষা মহিলা-কবিদের আন্তরিকতা এক্ষেত্রে বেশি ছিল বলিয়াই মনে হয়। বর্তমান সংকলনের পঞ্চম খণ্ডে ধৃত কবিতা হইতে ইহার প্রমাণ মিলিবে।

উনবিংশ শতকের শেষ পাদে কবিতার বিষয়বস্তুরূপে বিষাদ ও শোকের বহুল ব্যবহার হইয়াছে, একথা এখানে স্মর্তব্য। অন্ততঃ পঁচিশটি দীর্ঘ শোকগাথা কাব্য রচিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ, ইহা সাহিত্য-প্রধারূপে প্রচলিত হইয়াছিল।

প্রিয়জনবিচ্ছেদজনিত শোকজাত দুইটি কাব্যের উল্লেখ এখানে কর্তব্য : অক্ষয়কুমার বড়ালের ‘এষা’ ও রবীন্দ্রনাথের ‘স্মরণ’। এ দুই কাব্যে দেখি শোকাধাতে কবির নবদৃষ্টিলাভ—ব্যক্তিগত শোককে বিশ্বগত : সর্বসঙ্গারী বিষাদে পরিণত করার ব্যাকুলতা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘আলোচ্য’ কাব্যের তিনটি কবিতা—‘হৃতভাগ্য’, ‘বিপত্তীক’ ১, ২—এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

বিভক্ত রোমাঞ্চিক বিষাদ বিহারীলালের কাব্য [সংগীতশতক, বঙ্গসুন্দরী, সারদামঙ্গল] উৎসারিত হইয়াছিল। তারপর আর কেহ এ স্থরের সন্ধ্যাবহার

করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এই স্তরে কাব্যবীণা ঝঙ্কত করিলেন। ‘কবিকাহিনী’ হইতে ‘সন্ধ্যাসংগীত’ পর্যন্ত পর্বে রোমাণ্টিক বিবাদে বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করা যায়। এই কাঁচা রোমাণ্টিকতার দিন শেষ হইয়াছে ‘মানসী’ কাব্যে। তবে বিবাদ রবীন্দ্র-কাব্যে বরাবরই বর্তমান। অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথের বিবাদে মূল—‘কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ’—এ-ক্রন্দন বিকাশের ও প্রকাশের জন্ম। পরিণত বয়সে তাঁহার বিবাদে মূলে আছে—‘আমি স্নুদের পিয়ালী’—স্নুদের পিয়ালীর মূলে রহিয়াছে অসীমের জন্ম সীমার ক্রন্দন। একদিকে এই পূর্ণতার জন্ম ক্রন্দন ও বিবাদ, আরেক দিকে আছে উপনিষদের আনন্দবাদ—‘হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি’—তখন আনন্দ-বচন—‘যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি, ধন্য এ মোর ধরণী’। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই দুই ধারাই পাশাপাশি চলিয়াছে গঙ্গা-যমুনার মতো; আনন্দ ও বিবাদ, মিলন ও বিরহ চলিয়াছে আলো-অঁধারের মতো।

॥ নয় ॥

গীতিকবিতার উপাদান কি কেবল হৃদয় রোমাণ্টিক কাব্যভাবনা ও স্নুয়ার গীতিধর্মী হৃদয়বেদনা? তাহা কি তন্ময় তার বহনে সক্ষম? কবিচিন্তের তত্ত্বভাবনা কি গীতিকাব্যের সার্থক রূপ লাভ করিতে পারে? গীতিকবিতা কি কেবল আত্মগত? তাহা কি বহির্জগতের তত্ত্বকে বিশুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাসের স্তরে উত্তীর্ণ করিতে সক্ষম?

তত্ত্বাত্মী কবিতার আলোচনায় উপরোক্ত সংশয় কাব্যপাঠকের মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক।

এ-সকল প্রশ্নের কোন সহজ সমাধান নাই। সমাধান দিতে পারে কেবল কবিপ্রতিভা, যাহা ‘অলৌকিকবস্তুনির্মাণক্ষমপ্রজ্ঞা’। তন্ময় গুরুভারকে গীতিকাব্যের লঘুতা, সৌকুমার্য ও চারুতা দান করা একমাত্র প্রতিভার পক্ষেই সম্ভবপর। বাহির হইতে কোনো পন্থানির্গম দুঃসাধ্য।

গীতিকবিতা সার্থকতা লাভ করে কখন? যখন কবিকল্পনা উদ্দীপিত হয়, তখন কার্ণকারণশৃঙ্খলা ও তথ্য-তন্ময় বেড়াঙ্কাল অতিক্রম করিয়া একটি নিগূঢ়তর ব্যঞ্জনা ও নবতর সৌন্দর্য প্রকাশ লাভ করে, তখন কবিকল্পনা

পাঠকমনকে একটি নূতন অপ্রত্যাশিত আনন্দের স্তরে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। হুতরাং তদ্ব্যাপ্ত গীতিকবিতাও সার্থক হইতে পারে, ইহা স্বীকার্য।

ওয়ার্ডসওর্থ তদ্ব্যাপ্ত কবিতা প্রচুর লিখিয়াছেন, কখনো তাহা সম্পূর্ণ সার্থক, কখনো তাহা আংশিক সার্থক। 'Tintern Abbey' ও 'Ode to Immortality', দুইটিই তদ্ব্যাপ্ত কবিতা, কিন্তু দ্বিতীয়টি প্রথমটির মত সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে নাই। শেলীর 'Adonais' বা 'Sensitive Plant' কবিতার সব কয়টি স্তবকই সম্পূর্ণ সার্থক নহে। আসল কথা, কবি যদি তত্ত্বের সার নিষ্কাশন করিয়া তাহাকে অল্পভূতিলক্ক সত্যে পরিণত ও স্মিতিসৌকুমারে জারিত করিতে পারেন, তবে তাহা সার্থকতা লাভ করিবে।

বাংলা তদ্ব্যাপ্ত কবিতার প্রথম ভাণ্ডারী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পারমার্থিক ও নৈতিক বিষয়ে তিনি প্রচুর কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহার কেনোটাই সার্থক গীতিকবিতার মর্যাদা দাবি করিতে পারে না। এগুলিতে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা আছে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে কোন তীব্রতা বা গভীরতা নাই; এগুলি সাধারণ কৌতূহলমাত্র, কোনো তীব্র আবেগ কবিচিত্তকে উদ্বেলিত করে নাই। তাই ঈশ্বর গুপ্তের 'নিগুণ ঈশ্বর'-চিন্তা প্রত্যক্ষ অল্পভূতি-জাত কাব্যসত্য নহে, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মনের কৌতূহলমাত্র। বর্তমান সংকলনের ষষ্ঠ খণ্ডে দ্রুত ঈশ্বর গুপ্তের 'কবি' ও মধুসূদন দত্তের 'কবি'—এ দুই কবিতার প্রতিকূলনায় উপরোক্ত মন্তব্যের যথার্থ্য প্রমাণিত হইবে; ঈশ্বর গুপ্তে যাহা আবেগবজ্জিত শুদ্ধ তত্ত্বালোচনা মাত্র, মধুসূদনে তাহা অল্পভূতিপ্রধান সত্যাদিচ্ছা। আবার কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য' কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের 'নিগুণ ঈশ্বর' কবিতায় দ্রুত তত্ত্বজিজ্ঞাসা আছে। রামপ্রসাদ সেনের শাক্ত পদাবলীতে বা রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যে ভগবৎসাধনার যে সার্থক কাব্যরূপায়ণ আছে, তাহা ঈশ্বর গুপ্ত বা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের কবিতায় নাই। আসল কথা, হৃদয়ের ব্যাকুলবেদনা হইতে যদি ভগবৎ-জিজ্ঞাসা উদ্ভিত না হয়, তবে নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য লাভ করে, কাব্যোৎকর্ষের হানি ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'ঈশ্বর-প্রেম' কবিতা তত্ত্বের স্রবীভূত ছন্দোবলমাত্র। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, অতুলপ্রসাদ সেনের ভগবৎসাধনার কবিতা সার্থক গীতিকবিতা; কেননা, সেখানে তত্ত্ব কাব্যপ্রেরণার অগ্নিতে শুদ্ধ হইয়া কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। শেষোক্ত কবিদের এই ধরণের কবিতায় আবিষ্কৃত অধ্যাত্ম-সত্য

ও তত্ত্ব, ঐ দুইয়ের মধ্যে সেতুবোজনা করিয়াছে কবিহৃদয়ের প্রবল গভীর আবেগ। এ প্রসঙ্গে সপ্তদশ শতকের ইংরেজি কাব্যের তত্ত্বাভিমতী কবিগোষ্ঠীর (Metaphysical Poets) কথা স্মরণযোগ্য।

. ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদেই বাংলাকাব্যে এই তত্ত্বাভিমতী মননপ্রধান কবিতার সাক্ষাৎ মিলে। জড়বাদ, বিবর্তনবাদ, প্রকৃতির সহিত মানবের সম্পর্ক : গত শতকের সকল বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনাই বাংলা কাব্যে আশ্রয় সন্ধান করিয়াছে; বর্তমান সংকলনের ষষ্ঠ খণ্ডে ধৃত কবিতাগুলি তাহার প্রমাণ। এখানে লক্ষণীয়, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র যেখানে তত্ত্বের কাব্যরূপ দানে ব্যর্থ হইয়াছেন, সেখানে বলদেব পালিত, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বরদাচরণ মিত্র, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি অপ্রধান কবিরা সফল হইয়াছেন। গত শতকের শেষ দশক মহিলা-কবি-রচিত তত্ত্বাভিমতী কবিতার ঐশ্বৰ্য-যুগ। বর্তমান সংকলনই তাহার প্রমাণ।

॥ দশ ॥

ঊনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকাব্যের যে পঁচাত্তরজন কবির কবিতা ছয় খণ্ডে বিধৃত হইয়াছে, তাঁহাদের কাব্যসাধনার সামগ্রিক পরিচয় বর্তমান সংকলনে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভূমিকার শেষে এই পঁচাত্তরজন কবির বর্ণনাত্মক তালিকা দেওয়া হইল। ১৮৬০ হইতে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ : অর্ধ-শতাব্দীর পর্বে রচিত কবিতা এই সংকলনে স্থানলাভ করিয়াছে। বর্তমান সংকলনে ধৃত পাঁচশত গীতিকবিতার মানস-পটভূমি ও কাব্যমূল্যের বিচার শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের "ঊনবিংশ শতকের বাংলা গীতিকাব্য" গ্রন্থে করা হইয়াছে।

এই সংকলন কাব্যায়ত্তরঙ্গী পাঠকসমাজের তৃপ্তিসাধন করিলে আমরা শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা।

১ বৈশাখ, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।

১৫ এপ্রিল, ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ ॥

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

বর্তমান সংস্করণে বারোটি নূতন কবিতা সংযোজিত হইল : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নাল', 'শ্রামবিলাসিনী', 'শ্রীমুখপঙ্কজ' ও 'বাজিয়ে যাব মল', মুন্সী কায় কোবাদের 'প্রেমের স্বতি', নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'রূপ', দীনবন্ধু মিত্রের 'প্রবাসীর বিলাপ', 'প্রভাত' ও 'মাণিকপীর', প্রিয়নাথ সেনের 'মানসী', 'অশান' ও 'অচিরবসন্ত'। প্রথম সংস্করণের সংযোজন-অংশভুক্ত কবিতাগুলিকে যথাযোগ্য স্থানে বিস্তৃত করা হইয়াছে। কবির সংখ্যা পঁচাত্তরের স্থলে আটাত্তর হইল।

প্রিয়নাথ সেনের কবিতা কবি-পুত্র শ্রীপ্রমোদনাথ সেন এবং শ্রীপুলিনবিহারী সেনের সৌজন্যে পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম সংস্করণের স্তায় এই সংস্করণ কাব্যানুরাগী পাঠকসমাজের তৃপ্তিসাধনে সক্ষম হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

॥ कविदेवर्णनाङ्कमिक नाम-तालिका ॥

- (१) अक्षयचन्द्र चौधुरी (१८६०—१८२८)
- (२) अक्षयकुमार बडाल (१८७६—१२१८)
- (३) (राजकुमारी) अनन्मोहिनी देवी
- (४) अमदासुन्दरी घोष (१८१०—१२६०)
- (५) अमदासुन्दरी दासी
- (६) अतुलप्रसाद सेन (१८११—१२०९)
- (७) आनन्दचन्द्र मित्र (१८६४—१२००)
- (८) ईश्वरचन्द्र गुप्त (१८१२—१८६२)
- (९) ईशानचन्द्र बन्द्योपाध्याय (१८६७—१८२१)
- (१०) (मुन्शी) काय कोबाद (१८६८—१२६२)
- (११) कालीप्रसाद काव्यविशारद (१८७१—१२०१)
- (१२) कामिनीकुमार भट्टाचार्य
- (१३) कामिनी राय (१८७४—१२००)
- (१४) कुञ्जलाल राय
- (१५) कृष्णचन्द्र मज्जुमदार (१८०१—१२०७)
- (१६) कुसुमकुमारी दास (१८८२—१२४८)
- (१७) गिरिशचन्द्र घोष (१८४४—१२१२)
- (१८) गिर्रीजमोहिनी दासी (१८६८—१२२४)
- (१९) गोपालकृष्ण घोष
- (२०) गोविन्दचन्द्र दास (१८६६—१२१८)
- (२१) गोविन्दचन्द्र राय (१८०८—१२११)
- (२२) ज्योतिरिन्द्रनाथ ठाकुर (१८४२—१२२६)
- (२३) शरकानाथ गङ्गोपाध्याय (१८४४—१८२८)
- (२४) शिजेन्द्रनाथ ठाकुर (१८४०—१२२७)
- (२५) शिजेन्द्रलाल राय (१८७०—१२१०)
- (२६) दीनबङ्गु मिश्र (१८१२—१८१०)

- (২৭) দীনেশচরণ বসু (১৮৫১—১৮৯৮)
 (২৮) দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮—১৯২০)
 (২৯) নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর (১৮৫৩—১৯১৪)
 (৩০) নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩—১৯২২)
 (৩১) নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭—১৯০৯)
 (৩২) নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১—১৯৪০)
 (৩৩) নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী (১৮৭৮—১৯০৬)
 (৩৪) নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫—১৯০০)
 (৩৫) নিস্তারিণী দেবী
 (৩৬) পঙ্কজিনী বসু (১৮৮৩—১৯০০)
 (৩৭) প্রমথনাথ রায়চৌধুরী (১৮৭২—১৯৪৯)
 (৩৮) প্রমীলা নাগ (বসু) (১৮৭১—১৮৯৬)
 (৩৯) প্রভাবতী রায়
 (৪০) প্রিয়নাথ মিত্র
 (৪১) প্রিয়নাথ সেন (১৮৫৪—১৯১৬)
 (৪২) প্রিয়ম্বদা দেবী (১৮৭১—১৯৩৫)
 (৪৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৮৯৪)
 (৪৭) বরদাচরণ মিত্র
 (৪৫) বলদেব পালিত (১৮৩৫—১৯০০)
 (৪৬) বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০—১৮৯৯)
 (৪৭) বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৮৬১—১৯৪২)
 (৪৮) বিরাজমোহিনী দাসী
 (৪৯) বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫—১৮৯৪)
 (৫০) বিনয়কুমারী ধর (১৮৭২—)
 (৫১) মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—১৮৭৩)
 (৫২) মনোমোহন বসু (১৮৩১—১৯১১)
 (৫৩) মানকুমারী বসু (১৮৬৩—১৯৩৩)
 (৫৪) মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়
 (৫৫) স্মৃগালিনী সেন (১৮৭৯—)

- (৫৬) যোগেন্দ্রনাথ সেন
 (৫৭) যোগীন্দ্রনাথ বসু
 (৫৮) রঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭—১৮৮৭)
 (৫৯) রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫—১৯১০)
 (৬০) রমণীমোহন ঘোষ
 (৬১) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫—১৮৯৬)
 (৬২) রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯—১৮৯৪)
 (৬৩) লজ্জাবতী বসু (১৮৭৪—১৯৪২)
 (৬৪) (কাশাল) হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩—১৮৯৬)
 (৬৫) হরিশ্চন্দ্র মিত্র (১৮৩৮—১৮৭২)
 (৬৬) হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী (১৮৫৪—১৯০০)
 (৬৭) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮—১৯০৩)
 (৬৮) হিরণ্যদেবী (১৮৭০—১৯২৫)
 (৬৯) শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭—১৯১৯)
 (৭০) সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২—১৯২৩)
 (৭১) সরোজকুমারী দেবী (১৮৭৫—১৯২৬)
 (৭২) স্বর্ণলতা বসু
 (৭৩) স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৭—১৯৩২)
 (৭৪) সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৯—১৯২২)
 (৭৫) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮—১৮৭৮)
 (৭৬) সুরমাসুন্দরী ঘোষ (১৮৭৪—১৯৫৩)
 (৭৭) সরলাবালা সরকার (১৮৭৫—১৯৫৮)
 (৭৮) সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২—১৯৪৫) ।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড : প্রেম-কবিতা

বিষয়				পৃষ্ঠাসংখ্যা
সখী	...	মধুসূদন দত্ত	...	৩
চূষন	...	বলদেব পালিত	...	৫
পয়োধর	...	"	...	৬
ভুল না আয়াস	...	"	...	৮
প্রিয়তমা শ্রীমতী—র প্রতি	...	"	...	১০
বিচ্ছেদ	...	"	...	১১
নারীব প্রেম	...	"	...	১২
প্রেমের প্রতি	...	বিহারীলাল চক্রবর্তী	...	১২
নারীবন্দনা	...	"	...	১৪
স্বরবালা	...	"	...	১৮
যোগেশ্বরবালা	...	"	...	২১
বিষাদ	...	"	...	২৩
ভুল	...	"	...	২৬
আকাঙ্ক্ষা	...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	৩০
মুগাল	...	"	...	৩৩
আমবিলাসিনী	...	"	...	৩৭
শ্রীমুখপঙ্কজ	...	"	...	৩৪
কাদিনী-কুসুম	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৩৫
প্রিয়তমার প্রতি	...	"	...	৩৮
কোন একটি পাখীর প্রতি	...	"	...	৪২
হতাশের আক্ষেপ	...	"	...	৪৪
রূপ	...	স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার	...	৪৬

বিষয়			পৃষ্ঠাঙ্ক
উপহার	...	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	৪৮
জায়া	...	"	৫৩
অস্তাচলগামী চন্দ্র		রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৫৮
প্রণয়োচ্ছ্বাস	...	নবীনচন্দ্র সেন	৬০
আকাজ্জা	...	"	৬২
জদয়-উচ্ছ্বাস	...	"	৬৫
কেন ভালবাসি ?	...	"	৬৮
প্রোথিতভর্তৃকা		মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়	৭০
মিলনে	...	"	৭২
বিরহে	...	"	৭৫
অদর্শনে	...	রাজকৃষ্ণ রায়	৭৬
চোখের দেখা	...	আনন্দচন্দ্র মিত্র	৭৭
নিপীড়ন	...	হরিশচন্দ্র নিয়োগী	৭৯
প্রেম-পূর্ণিমা	...	"	৮০
হাসিও না	...	"	৮৬
বিদায়	...	"	৮৯
অমুতে গরল	...	"	৯৫
সে বুঝেছে ভুল		গোবিন্দচন্দ্র দাস	১০২
বিদায়	..	"	১০৩
বিরহ-সঙ্গীত	...	"	১০৫
সামান্স নারী	...	"	১০৫
এই এক নূতন খেলা	...	"	১০৬
দিনাস্তে	...	"	১০৮
সারদা ও প্রেমদা	...	"	১১০
পরনারী	...	"	১১২
রমণীর মন	...	"	১১৫
শত্রু	...	"	১১৬
'ভুলে যাও' না বলিলে ভুলিতাম তায়		ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
মহাশেতা	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২২
ভাবিও না	অর্ণকুমারী দেবী	১২৫
হাস একবার	"	১২৬
সুন্দরী	"	১২৬
কেমনে ভুলি	"	১২৮
প্রতিদান	"	১২৯
নহে অবিশ্বাস	"	১২৯
সে কেমনে চলে যায়	"	১৩১
যামিনী	"	১৩১
সাধের ভাষান	"	১৩২
অশ্র	গিরীশ্রমোহিনী দাসী	১৩৫
প্রিয়তম	"	১৩৬
প্রভেদ	"	১৩৭
বেলা যায়	"	১৩৮
বিরহ	"	১৩৯
মধু মাসে মাধবী	"	১৪০
পরশমণি	দেবেন্দ্রনাথ সেন	১৪১
দীপহস্তে যুবতী	"	১৪২
ভালবেস' না	"	১৪২
যাদু করি এত যাদু শিখিলি কোথায় ?	"	১৪৫
সাঁজের প্রদীপ	"	১৪৮
প্রথম চূষন	"	১৪৯
শেষ চূষন	"	১৫১
মিরেঙা	"	১৫২
জুলিয়েট	"	১৫৩
রাকসী	"	১৫৪
চিরযৌবনা	"	১৫৪
অস্থূত অভিসার	"	১৫৫

বিষয়				পৃষ্ঠাঙ্ক
দাও দাও একটি চুষন	যোগেন্দ্রনাথ সেন	১৫৬
দর্পণ-পার্শ্ব	"	১৫৭
নারীমঙ্গল	"	১৫৮
অহল্যা	বিজয়চন্দ্র মজুমদার	১৬৭
সীতা	"	১৬৮
অঙ্গ-বিলাপ	"	১৭০
মোহিনী	"	১৭২
আমায় ভালবাসি	"	১৭৩
প্রেম-প্রতিমা	মুন্সী কায় কোবাদ	১৭৪
কে তুমি ?	"	১৭৬
প্রেমের স্মৃতি	"	১৭৮
প্রণয়ের প্রথম চুষন	"	১৮০
বিদায়ের শেষ চুষন	"	১৮১
রূপ	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৮২
আয় রে বসন্ত	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	১৮৩
ভালবাসিব লো তায়ে	"	১৮৪
দাঁড়াও	"	১৮৪
মোহিনী	মানকুমারী বসু	১৮৫
মৃত্যু-স্মরণ	"	১৮৭
সখী	"	১২০
কর' না জিজ্ঞাসা	কামিনী রায়	১২১
কর্তব্যের অন্তরায়	"	১২৩
পুষ্প-প্রভঞ্জন	"	১২৪
চন্দ্রাপীড়ের জাগরণ	"	১২৫
সে কি ?	"	১২৭
মুঞ্চ প্রণয়	"	১২৮
প্রণয়ে ব্যথা	"	১২৯
স্বপ্ন-রাণী	অক্ষয়কুমার বড়াল	২০০

বিষয়				পৃষ্ঠাঙ্ক
শত নাগিনীর পাকে ...	অক্ষয়কুমার বড়াল	২০১
হৃদয় সমুদ্র সম ...	"	২০২
মানসী ...	প্রিয়নাথ সেন	২০২
হৃদয়-বহুনাথ ...	স্বধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০৩
ভিত্তিকারী ...	"	২০৪
পরিভাষা ...	"	২০৬
নিষ্ফল প্রয়াস ...	স্বধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২০৭
অদৃষ্টদেবী ...	"	২০৮
মাধবিকা ...	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	২১০
কলবেদনা ...	"	২১০
বিড়ম্বনা ...	"	২১৩
কোথা ? ...	"	২১৩
বিষায়ত ...	"	২১৪
দোহে ...	"	২১৪
অস্তরবাসিনী ...	"	২১৬
হাসি ...	"	২১৭
আমার আন্ধিনায় আজি	অতুলপ্রসাদ সেন	২১৮
গুণে সাথী ...	"	২১৮
এড়াতে পারলে না	"	২১৯
আজ আমার শূন্য ঘরে	"	২১৯
বিরহ ...	প্রিয়মদা দেবী	২২০
মানসী ...	প্রমথনাথ রায়চৌধুরী	২২০
আরো ...	"	২২১
অঙ্ক নৌবন্দী ...	"	২২২
পাথার ...	"	২২৪
মুগ্ধ বিরহ ...	"	২২৪
মুক্তকণ্ঠ ...	"	২২৫
বিচিত্র বন্ধন ...	"	২২৬

বিষয়				পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রেয়সহীন	...	শ্রেয়সনাথ রায়চৌধুরী	...	২২৭
সন্ধি	...	"	...	২২৮
দৃষ্টি	...	বিনয়কুমারী ধর	...	২২৮
কেন বাঁশী বাজে ?	...	"	...	২২৯
যাচনা	...	কুমারী লজ্জাবতী বসু	...	২৩০
সাধনা	...	সরোজকুমারী দেবী	...	২৩১
তবে কেন ?	...	সরোজকুমারী দেবী	...	২৩২
কোথায় সে দেশ ?	...	"	...	২৩২
শ্রাম	...	"	...	২৩৪
একটি চুখন	...	"	...	২৩৪
স্বপ্নম বর্ষ	...	"	...	২৩৫
ছটি চুখন	...	"	...	২৩৭
উপহার	...	"	...	২৩৭
ব্রথায়	...	"	...	২৩৯
সমর্পণ	...	"	...	২৪০
ছুরাকাজ্জা	...	"	...	২৪০
বিদায়োপহার	...	নগেন্দ্রবালা মুস্তাকী	...	২৪১
হতাশের আক্ষেপ	...	"	...	২৪৩
নীরবে	...	"	...	২৪৬
প্রিয় সম্বোধনে	...	"	...	২৪৯
চোর	...	"	...	২৫০
শ্রেয়	...	"	...	২৫২
হতাশে	...	তিনকড়ি চক্রবর্তী	...	২৫৪
আকুল আহ্বান	...	স্বর্ণলতা বসু	...	২৫৬
সহযাত্রিণী	...	রমণীমোহন	...	২৫৮
মানসী	...	"	...	২৬২
অভিসার	...	বরদ্বাচরণ মিত্র	...	২৬৪
জাগরণ	...	"	...	২৬৫

বিষয়				পৃষ্ঠাঙ্ক
তুমি কি আমার ?	প্রিয়নাথ মিত্র	২৬৭
সাবধান ...	কুঞ্জলাল রায়	২৬৯
শ্রুতিগথে ...	"	২৭১
হাসি ...	গোপালকৃষ্ণ ঘোষ	২৭২
উপমা ...	"	২৭৩
বিগত ...	"	২৭৫

দ্বিতীয় খণ্ড : দেশপ্রেম-কবিতা

ভাষা ...	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	২৭৯
বঙ্গভূমির প্রতি ...	মধুসূদন দত্ত	২৮০
ভারত-ভূমি ...	"	২৮১
বঙ্গভাষা ...	"	২৮২
স্বাধীনতা-সঙ্গীত ...	রঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮২
হায় কোথা সেই দিন	"	২৮৫
দিনের দিন্ সবে দীন	মনোমোহন বসু	২৮৬
জন্মভূমি ...	"	২৮৭
ভারত বিলাপ ...	গোবিন্দচন্দ্র রায়	২৮৭
যমুনাগহরী ...	"	২৯০
বন্দে মাতরম্ ...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৯৬
জন্মভূমি ...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯৭
জন্মভূমি ...	"	৩০১
রাধি-বন্ধন ...	"	৩০২
ভারত-বিলাপ ...	"	৩০৬
ভারত-সঙ্গীত ...	"	৩১১
মাতৃ-স্তুতি ...	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	৩১৬
গাও ভারতের জয়	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩১৮
ভারত-ললনা ...	ঘরকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়	৩১৯
বঙ্গনারী ...	"	৩২০

বিষয়				পৃষ্ঠাঙ্ক
ভারতমাতা	...	রাজকৃষ্ণ ঘোষ	...	৩২০
শূন্য কোর্টা	...	রাজকৃষ্ণ রায়	...	৩২৩
ঐঠ, ভাগ	...	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩২৪
চল্ রে চল্ সবে	...	"	...	৩২৫
সরস্বতী পূজা	...	নবীনচন্দ্র মুগোপাধ্যায়	...	৩২৬
ভারত-রাষ্ট্র	...	হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী	...	৩৩২
ভারত-শাসন-মাঝে	...	আনন্দচন্দ্র মিত্র	...	৩৩৪
মৃত্যু-শয্যায়	...	গোবিন্দচন্দ্র দাস	...	৩৩৪
জন্মভূমি	...	"	...	৩৩৮
শত কণ্ঠে কর গান	...	স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৩৪০
তবু তারা হাসে	...	"	...	৩৪০
মা	...	দেবেন্দ্রনাথ সেন	...	৩৪১
শিবাজী-উৎসব	...	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী	...	৩৪২
ঋণ-শোধ	...	"	...	৩৪৩
মাতৃস্তোত্র	...	"	...	৩৪৩
আদেশবাণী	...	"	...	৩৪৪
যায় যেন জীবন চলে	...	কালীপ্রসন্ন কাব্যবিহারদ	...	৩৪৬
স্বদেশের ধূলি	...	"	...	৩৪৭
সেই ত রয়েছ মা তুমি	...	"	...	৩৪৮
আহ্বান	...	বিজয়চন্দ্র মজুমদার	...	৩৫০
উদ্বোধন	...	"	...	৩৫১
বঙ্গভাষা	...	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	...	৩৫২
আমার দেশ	...	"	...	৩৫৪
প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব	...	"	...	৩৫৫
জন্মভূমি	...	"	...	৩৫৬
কেন মা তোমারি	...	"	...	৩৫৬
কাঁদবে কি স্নেহময়ি	...	"	...	৩৫৭
ভারত আমার	...	"	...	৩৫৮

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
ক'রো না অপমান ...	ঘিজেঙ্গলাল রায় ...	৩৬০
বাণী-বন্দনা ...	মানকুমারী বসু ...	৩৬১
মাতৃপূজা ...	কামিনী রায় ...	৩৬২.
বঙ্গভূমি ...	অক্ষয়কুমার বড়াল ...	৩৬৩
মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়	রজনীকান্ত সেন ...	৩৬৫
বঙ্গ-লক্ষ্মী ...	নিত্যকৃষ্ণ বসু ...	৩৬৬
ভারত-লক্ষ্মী ...	অতুলশ্রীসাদ সেন ...	৩৬৭
বল, বল, বল সবে	" ...	৩৬৭
হও ধরমেতে ধীর	" ...	৩৬৯
বাংলা ভাষা ...	" ...	৩৬৯
বাহালীর মা ...	শ্রমথনাথ রায়চৌধুরী ...	৩৭০
বঙ্গভাষা ...	" ...	৩৭১
উপহার ...	" ...	৩৭৩
বঙ্গভূমি ...	" ...	৩৭৪
গীতিকা ...	" ...	৩৭৫
উদ্বোধন ...	" ...	৩৭৬
নমো হিন্দুস্থান ...	সরলা দেবীচৌধুরাণী ...	৩৭৭
যুগ যুগ আলোকময়	" ...	৩৭৮
ভারত-জননী ...	" ...	৩৮০
বঙ্গ-জননী ...	স্বরমাসুন্দরী ঘোষ ...	৩৮১
অমৃত-সন্ধান ...	" ...	৩৮২
নূতন রাগিণী ...	মৃগালিনী সেন ...	৩৮৩
দেশভক্তি ...	যোগীন্দ্রনাথ বসু ...	৩৮৪
সোনার স্বপন মোহে	কামিনীকুমার ভট্টাচার্য ...	৩৮৫
শাসন-সংঘত কণ্ঠ	" ...	৩৮৬
জননী ...	" ...	৩৮৭

তৃতীয় খণ্ড : গার্হস্থ্যজীবন-কবিতা

প্রবাসীর বিলাপ ...	দীনবন্ধু মিত্র	৩২১
সঙ্ঘার প্রদীপ ...	স্বরেঞ্জনাথ মজুমদার	৩২৪
শিশুর হাসি ...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৬
ভীক	শিবনাথ শাস্ত্রী	৩২৯
নির্বাসিতের বিলাপ	”	৪০২
মাতৃহারা	মানকুমারী বসু	৪০৪
নবমীর সঙ্ঘা	রজনীকান্ত সেন	৪০৮
মা	”	৪০৯
অস্তুত বোধন	সেবেঞ্জনাথ সেন	৪১০
কোটার সিন্দূর	”	৪১২
রাণীর চুমো	”	৪১৩
খোকাবাবু	”	৪১৩
ডাকাত	”	৪১৪
খোকাবাবু	”	৪১৬
শিশিরকুমার	”	৪১৬
শিশুর স্তম্ভপান	”	৪১৮
ভয়ে ভয়ে	গিরীজমোহিনী দাসী	৪১৯
চোর	”	৪২০
গ্রাম্য-ছবি	”	৪২২
গার্হস্থ্য চিত্র	”	৪২৩
ভিখারিণী মেয়ে	মানকুমারী বসু	৪২৪
অতিথি	”	৪২৭
অভ্যর্থনা	”	৪২৯
বুলবুল	”	৪৩০
চাহিবে না ফিরে ?	কামিনী রায়	৪৩৪
ডেকে আন	”	৪৩৫

বিষয়				পৃষ্ঠাঙ্ক
প্রসূতির পূর্বরাগ	নিতাকৃষ্ণ বহু	৪৩৫
অবোধ ব্যথা ...	প্রমথনাথ রায়চৌধুরী	৪৩৭
সেবাল জ্বর একাল	"	৪৩৮
দাদার চিঠি ...	কুম্ভকুমারী দাশ	৪৩৮
খোকার বিড়াল ছানা	"	৪৩৯
দেবশিশু ...	রমণীমোহন ঘোষ	৪৪০

চতুর্থ খণ্ড : প্রকৃতি-কবিতা

সাগরে তরী ...	মধুসূদন দত্ত	৪৪৫
সায়ংকাল ...	"	৪৪৫
সায়ংকালের তারা ...	"	৪৪৬
পরিচয় ...	"	৪৪৭
প্রকৃতি-রমণী ...	বিহারীলাল চক্রবর্তী	৪৪৮
গোধূলি ...	"	৪৫১
মধ্যাহ্নস্নাত ...	"	৪৫২
বাটিকার পরদিনের প্রভাত	"	৪৫৪
বৈকালিক বাড় ...	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	৪৫৬
পাপ-কেতকী ...	"	৪৬১
শারদ-তরঙ্গিনী ...	"	৪৬২
রঞ্জনী ...	"	৪৬৩
জলে ফুল ...	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৪৬৪
বাক্সিয়ে যাব মল ...	"	২৬৫
প্রভাত ...	দীনবন্ধু মিত্র	৪৬৭
ধমুনাতটে ...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬৮
অশোক তরু ...	"	৪৭০
কৌমুদী ...	"	৪৭৩
কল্পনা ...	"	৪৭৪

বিষয়		পৃষ্ঠাসংখ্যা
কমল-বিলাসী ...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ..	৪৭২
পদ্মফুল ...	" ...	৪৮৭
চাতকপক্ষীর প্রতি ...	" ...	৪৯২
বাসন্তী পদাবলী	দ্বিজেননাথ ঠাকুর ...	৪৯৭
সায়ং-চিন্তা ...	নবীনচন্দ্র সেন ...	৪৯৮
অশোকবনে সীতা	" ...	৫০০
গোলাপ ফুল ...	মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায় ...	৫০৩
বসন্তের উদয় ..	অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ...	৫০৫
অকাল-কুসুম ...	হরিশচন্দ্র নিয়োগী ...	৫০৮
যামিনীর প্রতি ...	" ...	৫১০
সঙ্ঘা ..	" ...	৫১২
শাব্দ-জ্যোৎস্নায়...	স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৫১৩
বসন্ত-জ্যোৎস্নায়...	" ...	৫১৪
শ্রাবণ ...	" ...	৫১৫
শ্রাবণে ...	গিরীশমোহিনী দাসী ..	৫১৬
সঙ্ঘায় ..	" ...	৫১৭
ভাদরে ..	" ...	৫১৮
জলধি ...	" ...	৫১৯
বর্ষা-সঙ্ঘাত ...	" ...	৫২০
কামিনী ...	দেবেন্দ্রনাথ সেন ...	৫২২
স্বর্ষমুখী ...	" ...	৫২৩
অশোক-তরু ...	" ...	৫২৫
লক্ষ্মীর আভা ...	" ...	৫২৫
নববর্ষের প্রতি...	" ...	৫২৬
চাঁদ ...	" ...	৫২৮
প্রকৃতি ...	" ...	৫২৯
রজনীগন্ধা ...	" ...	৫৩১
মধ্যাহ্নে ...	" ...	৫৩২

বিষয়				পৃষ্ঠাঙ্ক
শীত বাসরে ...	বিজয়চন্দ্র মজুমদার	৫৩৩
শারদ প্রভাতে ...	"	৫৩৪
বর্ষাশেষে ' ...	"	৫৩৬
হিমাচলে ...	"	৫৩৭
শিরীষ-কুম্ব ...	মানকুমারী বসু	৫৩৮
বউ-কথা-কণ্ড পাখী	"	৫৪০
প্রায় ...	"	৫৪২
সন্ধ্যা ...	অক্ষয়কুমার বড়াল	৫৪৬
শ্রাবণে ...	"	৫৪৮
অপরাহ্নে ..	বলেঙ্গনাথ ঠাকুর	৫৫০
শ্রাবণী ...	"	৫৫০
শারদীয় বোধন...	শ্রমথনাথ রায়চৌধুরী	৫৫১
আসন্ন দৃশ্য ...	"	৫৫২
রাজির প্রতি রজনীগন্ধা	বিনয়কুমারী ধর	৫৫৩
প্রেম ...	অন্নদাসুন্দরী ঘোষ	৫৫৪
মধ্যাহ্ন ...	সরোজকুমারী দেবী	৫৫৫
নিঝরৈর আশ্বসমর্পণ...	সরলাবালা সরকার	৫৫৬
স্বর্ষম্ভী ...	পঙ্কজিনী বসু	৫৫৭
মধুময় ...	নিত্যারিণী দেবী	৫৫৮
মধ্যাহ্নকালের স্বর্ষ...	বিরাজমোহিনী দাসী	৫৫৯

পঞ্চম খণ্ড : বিষাদ-কবিতা

আত্মবিলাপ ...	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	৫৬৩
হার আমি কি করিলাম	"	৫৬৫
আত্মবিলাপ ...	মধুসূদন দত্ত	৫৬৬
সহ না আর প্রাণে	বিহারীলাল চক্রবর্তী	৫৬৮
বিভু কি দশা হবে আমার	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৬৯

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
জীবন-সঙ্কীর্ণ ...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৭১
পরশমণি ...	" ..	৫৭২
অস্তিত্ব বাসনা	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৭৪
অকালে বিজয়া...	রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ...	৫৭৬
একটি চিন্তা ...	নবীনচন্দ্র সেন ...	৫৭৭
হতাশ ...	" ..	৫৮১
৮মাইকেল মধুসূদন দত্ত	" ..	৫৮২
শ্মশান-দর্শনে ...	নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর ...	৫৮৩
কোথায় যাই !...	গোবিন্দচন্দ্র দাস ..	৫৮৫
আমার চিত্তায় দিবে মঠ	" ...	৫৮৬
ভাব	গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ...	৫৯১
প্রেম-পিপাসা ...	" ...	৫৯১
ব'সে ব'সে ...	" ...	৫৯২
কোন্ডে ...	বিজয়চন্দ্র মজুমদার ...	৫৯৩
অঙ্কের গান ...	" ...	৫৯৪
নিবেদন ...	মৃদু কায়কোবাদ ...	৫৯৫
এ জীবনে পূরিল না সাধ	দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ...	৫৯৭
স্বপ্নের কথা বলো না আর	" ...	৫৯৮
সাধ ...	মানকুমারী বসু ..	৫৯৮
একা ...	" ...	৬০১
হতাশে ..	" ...	৬০৩
কবির শ্মশানে ..	" ...	৬০৫
এই কি জীবন ?	" ..	৬০৮
বেলাশেষে ...	" ...	৬১১
শ্রুতি-পূজা ...	" ...	৬১৩
শোকগাথা ...	" ...	৬১৪
স্বপ্ন ...	কামিনী রায় ...	৬১৮
দিন চলে যায় ...	" ...	৬২০

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
জন্ম-শব্দ	... অক্ষয়কুমার বড়াল ৬২০
মৃত্যু	... " ৬২১
অশৌচ	... " ৬২৫
শোক	... " ৬২৬
সাম্বনা	... " ৬২৭
কাঙাল	... রজনীকান্ত সেন ৬২৯
নয়ন-জল	... প্রমীলা নাগ ৬৩০
শেষ ভিক্ষা	... প্রমথনাথ রায়চৌধুরী ৬৩০
রচনার তৃপ্তি	... , ৬৩১
কে বুঝবে ?	... বিনয়কুমারী ধর ৬৩৩
অতৃপ্তি	... লজ্জাবতী বসু ৬৩৪
জীবন	... সরলাবালা সরকার ৬৩৪
প্রভাতের কবি	... " ৬৩৬
ধূতুরা ফুলের সহিত মনোগুঃখ-কথন	... অন্নদাশঙ্করী দাসী ৬৩৮
বিদায়	... অনঙ্গমোহিনী দেবী ৬৩৯
মরণ	... " ৬৩৯
শ্রেম-ভিখারী	... যোগেশনাথ সেন ৬৪০
কস্তুরিকা যুগ	... " ৬৭২
কবির হেমচন্দ্রের অঙ্কত উপলক্ষে		
লিখিত কবিতা	... বরদাচরণ মিত্র ৬৪৪
হেসো না	... প্রিয়নাথ মিত্র ৬৪৫
সীতার বিলাপ	... হরিশ্চন্দ্র মিত্র ৬৪৬

ষষ্ঠ খণ্ড : তত্ত্ব-কবিতা

কবি	... ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ৬৫১
শনি	... মধুসূদন দত্ত ৬৫২
কবি	... " ৬৫২
মাণিকপীর	... দীনবন্ধু মিত্র ৬৫৩

বিষয়			পৃষ্ঠাঙ্ক
ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত	হরিনাথ মজুমদার	...	৬৫৫
স্বপ্নস্থি	বলদেব পালিত	...	৬৬০
আশা, প্রমোদ ও প্রেম	"	...	৬৬১
প্রিয়-বিরহ	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার	...	৬৬৩
প্রণয়-কানন	"	...	৬৬৪
বিম্বের প্রতি	"	...	৬৬৫
সুচারু বিশ্ব	"	...	৬৬৬
ঈশ্বর-প্রেম	"	...	৬৬৭
বিশ্বের শিঞ্জচাতুরী	"	...	৬৬৮
অর্থ	"	...	৬৭০
জীবের প্রতি উপদেশ	"	...	৬৭৪
ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য	"	...	৬৭৬
তাজমহল	গোবিন্দচন্দ্র রায়	...	৬৭৭
স্মৃতি	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	...	৬৮১
বিগত-যৌবনা	"	...	৬৮৩
বীশরী	"	...	৬৮৪
জুড়াইতে চাই	"	...	৬৮৬
অপ্রত্যয়	"	...	৬৮৭
বাসনা	"	...	৬৮৮
শূন্য প্রাণ	"	...	৬৮৯
পিতৃহীন যুবক	নবীনচন্দ্র সেন	...	৬৯১
মহানিষ্ক্রমণ	"	...	৭০২
মেঘনা	"	...	৭০৬
কে বলিতে পারে ?	"	...	৭০৭
আশা	মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়	...	৭০৯
নিরাশা	"	...	৭১২
কাল	দীনেশচরণ বসু	...	৭১৫
ভালবাসা	"	...	৭১৮

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
শৈশব স্বপন ...	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	১২০
একদিন ...	ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১২২
আমার প্রাণ ...	"	১২৫
অনন্ত পিপাসা ...	স্বর্ণকুমারী দেবী ...	১২৬
জ্যোপদী ...	দেবেন্দ্রনাথ সেন ...	১২৭
হরিষ্যার ...	"	১২৮
কবির প্রতি উপদেশ ...	"	১২৯
তাণ্ডবনৃত্য ...	বিজয়চন্দ্র মজুমদার ...	১৩১
স্বর্গ ...	"	১৩২
মহাসিদ্ধুর ওপার থেকে ...	দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ...	১৩৪
সায়াক্ষ ...	মুন্সী কায় কোবাদ ...	১৩৪
অভিনন্দন ...	মানকুমারী বসু ...	১৩৫
কবিতারাগী ...	"	১৩৭
আসক্ত ...	"	১৩৯
হৃদয়-নদী ...	"	১৪০
অসময়ে ...	"	১৪২
ছায়া ...	"	১৪৩
পতঙ্গের প্রতি ...	"	১৪৫
অস্তিত্বে ...	"	১৪৭
আশ্রুত ...	"	১৪৯
জিজ্ঞাসা ...	"	১৫১
শাপাবসান ...	"	১৫২
প্রতিভার উদ্বোধন ...	অক্ষয়কুমার বড়াল ...	১৫৫
কুহরব ...	নিত্যকৃষ্ণ বসু ...	১৫৮
আমি তো তোমারে ...	ব্রজনীকান্ত সেন ...	১৫৮
আমায় সকল রকমে ...	"	১৫৯
পুজার প্রদীপ ...	"	১৫৯
তুমি নির্ভল কর ...	"	১৬০

বিষয়			পৃষ্ঠাঙ্ক
ব্যাকুলতা ...	রজনীকান্ত সেন	...	১৬০
নূতন জীবন ...	হিরণ্ময়ী দেবী	...	১৬১
আম্ন কতকাল ...	অতুলপ্রসাদ সেন	...	১৬২
আমার পরাণ কোথা যায়	"	...	১৬২
প্রভাতে যারে নন্দে পাখী	"	...	১৬৩
তোমায় ঠাকুর, বল্বে	"	...	১৬৩
মনটারে তুই বাধ্	"	...	১৬৪
বেলা যায় ...	প্রমথনাথ রায়চৌধুরী	...	১৬৪
মরুভূমির স্বপ্ন ..	"	...	১৬৬
আদর্শ ..	"	...	১৭০
হতাশের সঙ্কল্প ...	"	...	১৭২
পরশমণি ...	"	...	১৭২
দানের মালা ...	লজ্জাবতী বসু	...	১৭৪
আশা অতি মায়াবিনঃ	প্রভাবতী রায়	...	১৭৫
অশ্রু ...	"	...	১৭৬
অচির বসন্ত ...	শ্রীমথনাথ সেন	...	১৭৮
শ্মশান .	"	...	১৭৮
মায়া ...	নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী	...	১৭৯
মরণ ...	"	...	১৮০
অরুপের রূপ ...	কুহুমকুমারী দাশ	...	১৮১
সাধন পথে ...	"	...	১৮২
রূপ-গর্বি ...	রমণীমোহন ঘোষ	...	১৮৩
আলোক ...	বরদাচরণ মিত্র	...	১৮৪



উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

প্রথম খণ্ড : প্রেম-কবিতা

প্রেম-কবিতা

সখী

মধুসূদন দত্ত

(১)

কি कहিলা कह, সহই, শুনি লো আবার—

মধুর বচন !

সহসা হইলু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,

আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন ?

হাদে তোর পায় ধরি, कह না লো সত্য করি,

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?

(২)

কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে

কুসুমকানন ?

জলহীনা শ্রোতস্বতী, হবে কি লো জলবতী,

পয়ঃ সহ পয়োধে কি বহিবে পবন ?

হাদে তোর পায় ধরি, कह না লো সত্য করি,

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারজন ?

(৩)

হায় লো সয়েছি কত, শ্রামের বিহনে—

কতই যাতন !

যে জন অন্তরবামী সেই জানে আর আমি

কত যে কৈমেছি তার কে করে বর্ণন ?

হাদে তোর পায় ধরি, कह না লো সত্য করি,

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকামোহন ?

(৪)

কোথা রে গোকুল-ইন্দু, বৃন্দাবন-সর—

কুমুদ-বাসন !

বিষাদ-নিখাস-বায়, ব্রজ, নাথ, উড়ে যায়,

কে রাখিবে, তব রাজ, ব্রজের রাজন !

হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাখিকাতৃষণ ?

(৫)

শিখিনী ধরি, স্বজনি, গ্রাসে মহাফণী—

বিষের সদন !

বিবহ-বিষের তাপে শিখিনী আপনি কাঁপে,

কুলবাল! এ জ্বালায় ধরে কি জীবন !

হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাখিকারতন ?

(৬)

এই দেখ্ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি —

চিকণ গাঁথন ।

দোলাইব স্বাস-গলে, বাধিব বঁধুরে ছলে—

শ্রেম-ফুল-ডোরে, তাঁরে করিব বন্ধন !

হাদে তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি

আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাখাবিনোদন ?

(৭)

কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার—

মধুর-বচন !

সহসা হইলু কালা ; জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,

আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন !

মধু—বার মধুধ্বনি— কহে কেন কাঁদ, ধনি,

ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসুদন ?

(ব্রজাবলী কাব্য, ১৮৩১)

চুম্বন

বলদেব পালিত

সুধাংশু-বদনে ! তবে সুধাংশু বদন,
বহুদিন পরে আজি করি দরশন,
এ অধীন চকোরের মনে বড় আশা
অধর-অমিয়া-পানে মিটাবে পিয়াসা ।
হেন সাথে প্রণয়িনি, কেন সাধি বাদ
“না না না না” বলে, মনে ঘটাও বিবাদ ?
অধরেতে মুখ-শশী ঢাকিয়া কি কাজ ?
নাহকে চুম্বন দিতে বল কিবা লাজ
বারেক বদন তুলে দেখ সরোবরে,
নলিনী চুম্বন দান করে মধুকরে ;
সমুখেতে দেখ গুই চন্দ্র-মল্লিকাশ
কীটেরে কৃতার্থ করি অধর পীয়ায় ;
হৃদি-রাজ্যে প্রজাপতি করি প্রজা, পতি,
চুম্ব-কর লয় দেয় সৈণ্ডতী যুবতী ।
এইরূপ দেখ যত রমণী, রমণ ;
চুম্বন-রসেতে মত্ত সবাচার মন ।
প্রকৃতির যদি এই হইল নিয়ম,
ভূমি আর কেন তার কর ব্যতিক্রম ?
তা নয় লো ধনি, তব বুঝিয়াছি ভাব,
চতুরা নবোঢ়াদের এমনি স্বভাব ।
আগ্রহ বাড়িতে শুধু না না না না কহে,
ফলে তাহা মনোগত অভিপ্রাণ নহে ।
গোলাবের কলি যথা এ গুথ-প্রভাতে,
বদ্ধ করি স্বীয় শোভা গুপ্ত রাখে পাতে ;

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

নিকটে আইলে পর নায়ক-পবন,
মাথা নাড়ি, করে ধনী অনেক বারণ ;
কিন্তু সে চতুর কান্ধ না হয়ে নিরাশ,
ছলে বলে পূর্ণ করে নিজ অভিলাষ ;
তাহার চুষনে কলি প্রীতি পেয়ে অতি
হৃদয় খুলিয়া গন্ধ দেয় হৃষ্ট-মতি ;
অথরোতে ধরে আরো গাঢ়তর রাগ,
রমণের মনে যাতে বাড়ে অহুরাগ ।
তেমনি রমণি । হেরি তোমার কোশল,
সোহাগ বাড়তে স্খু করিতেছে ছল ;
না না ধ্বনি ধনি তব শুনিব না আর,
মানিব না কোন মতে নিষেধ তোমার ;
তবে কেন সঙ্গ হৃদয়ে রসবতি,
অধীনে চুষন দান কর না সম্প্রতি ?

(কাব্যমালা, ১৮৭০

পরোধর

বলদেব পালিত

অঞ্চলেতে ঢাকা, প্রিয়ে, তব পরোধর
মেঘাবৃত গিরি প্রায় ছিল শোভাকর ;
উপরেতে তরলিত মুকুতার হার
বিহার করিতেছিল বিদ্যা-আকার ।
এখন অধর মুক্ত করি মনঃসাধে,
অপূর্ব মোহন ঠাম নিরখি অবাধে ;

প্রথম খণ্ড : প্রেম-কবিতা

পীনোন্নত, হৃকঠিন, রক্তবরণ,
জিনিয়া ধবল-গিরি মনোজ্ঞ গঠন ।
পুনঃ ভাবি ধরাধর বঙ্গুর বিমম,
পয়োধর নধর, চিকণ, মনোরম ।
তাই মুক্তি করি মনে, কাম-বায়ু ভরে,
উঠিছে তরঙ্গ তব বক্ষঃ-সরোবরে ;
অথবা মানস সরঃ করি পরিহার,
দিব্য দুই হংস আসি করিছে বিহার ।
আবার মৃগাল তুল্য ভূজ বিলোকনে,
কুচ পদ্ম-কলি বলি ভ্রম হয় মনে ;
যৌবন-প্রভাতে কিবা নব বিকসিত ।
চুচুক ভ্রমর তায় পতিত মোহিত ।
কহু ভাবি, মুগ্ধ হয়ে তব কেশপাশে,
কাদসিনী ভ্রমে বৃষ্টি কদম্ব বিকাশে ।
কহু রজা-তরু সম উরু হেরি প্রাণ,
কুচ নয়, মোচাঙ্গয় করি অহুমান ।
কহু ভাবি তব রূপ-ক্ষীরোদ-মস্থনে,
ঐরাবত-কুম্ভ-যুগ উঠিছে গগনে ।
কখন বা মনে মনে করি অহুভব,
ত্রিভুবন পরাভব করি মনোভব,
আপনি হৃন্দুতি-যুগ অহঙ্কার করি,
রেখেছ উলটি তব বক্ষঃস্থলোপরি ।
এইরূপ বিবিধ কল্পনা করি মনে,
অবশেষে এই স্থির করি, চন্দ্রাননে,
হৃদে তব মনোমত পাইয়া সদন,
সমাগত হয়েছেন আপনি ২-২ ;
তাই তাঁর পূজা হেতু ওখানে নিশ্চিত,
পূর্ণ-কুম্ভ পয়োধর হয়েছে স্থাপিত ।

চন্দনে উহাতে লিখি মকর আকার,
 চৌদ্দিগ বেড়িয়া দিব কুম্বের হার ;
 পল্লবস্বরূপ ধনি এ কর-পল্লবে,
 রাখিব ঘটের মুখে কাম-মহোৎসবে ।
 সিন্দরের বিনিময়ে নখক্ষত-ছটা
 অপূর্ব শোভিবে, যেন প্রবালের ঘটা ।

(কাব্যমালা, ১৮৭০)

ভুল না আমায় বলদেব পালিত

১

ভুল না আমায় নাথ, ভুল না আমায়,
 নিরুদ্বেগে যাও তুমি যেখানে মনন ;
 প্রশস্ত হৃদয়ে আমি দিতেছি বিদায়,
 যদিও বলিতে ইহা ঝরে দু-নয়ন ।
 না চাহি প্রণয়-ভোরে করিয়া বন্ধন,
 পুরুষার্থ হতে করি বঞ্চিত তোমায় ;
 কেবল তোমার কাছে এই আকিঞ্চন,
 ভুল না আমায় নাথ, ভুল না আমায় ।

২

এ মম কুস্তল হতে—সর্বদা যাহারে
 বলিতে কামের ফাঁদ সহস্র বদনে—
 লও এ অলক প্রিয় দিতেছি তোমারে,
 পিরীতির চিহ্ন বলি রাখিও যতনে ।

প্রথম খণ্ড : প্রেম-কবিতা

কখন কখন যদি ইহার ঠিকণে,
স্মৃতিপথে এ অধীনা পড়ে পুনরায়,
শুনিলে কৃতার্থ আমি মানিব হে মনে :
ভুল না আশায় নাথ, ভুল না আশায় ।

৩

বিদেশে, প্রাণেশ, তুমি করিয়া ভ্রমণ,
দেখিবে নূতন দৃশ্য প্রত্যেক দিবস :
পাইবে অনেক বন্ধু হৃদয়-রঞ্জন ;
নব অল্পরাগে পূর্ণ হইবে মানস ।
কিন্তু সে সময় সপে, হয়ে পরবশ,
আমোদে ভুল না পূর্ব-কথা সমুদয় ;
নব নব প্রেমে পেয়ে নব নব রস,
ভুল না আশায় নাথ, ভুল না আশায় ।

৪

বরঞ্চ তখন ভুল, ক্ষতি তাহে নাই ;
সে স্বপ্ন-প্রবাহ-রোধে নাহি কোন ফল ;
মনের আত্মলাভে থাক এই আমি চাই ;
হুথিনীর হুখে কেন হইবে বিকল ?
কিন্তু যদি হয় হায় ! কু-গ্রহ প্রবল,
সেবিকা না পাও যদি এ দাসীর জ্বাঘ,
মন যদি হুখী হয়, শরীর দুর্বল,
ভুল না আশায় নাথ, ভুল না আশায় ।

৫

এহেন অশুভ কথা কেন এল মুখে ?
হায় ! আমি বড় অভাগিনী . দমতি ।
স্বক্কেণে বিদায় হও, সদা থাক স্বপ্নে ;
অক্ষয় সৌভাগ্য তোমা দিন বিশ্বপতি ।

তঁার কাছে এ দাসীর কাতরে মিনতি,
মনোরথ পূর্ণ তব করুন স্বরায় ;
অচিরে আবার বাসে কর প্রত্যাগতি ;
ভুল না আমায় নাথ, ভুল না আমায় ।

(কাব্যমালা, ১৮৭০)

প্রিয়তমা স্ত্রীমতা—র প্রতি

বলদেব পালিত

বড় বড় কবি খায়া, বীর-রস-ভক্ত তাঁরা,
সে রসে মজ্জিতে ধনি, পারে কি সবাই ?
বহিতে গাণ্ডীব-ভার, পার্থ বিনা সাধ্য কার ?
আমি শ্রেম-ফুলধনু কেবল নোয়াই ।
মধুর পিরৌতি রস— আমি ত ইহারি বশ,
অস্ত্র রস কটু বলে স্পর্শিতে না চাই ।
আশা করি ভালবাসা, গাঁথিয়া কোমল ভাষা,
আদি-রসে ডুবাইয়া তোমাতে যোগাই ।
মূৰ্খ পণ্ডিতাভিমানী, কত জন আছে জানি,
এ রসের নাম শুনি বিরক্ত সদাই ;
তুঘিতে তাদের মন, বৃথা মম আকিঞ্চন,
অঙ্ক জনে তব রূপ বুঝান বালাই ।
তোমাতে এ কাব্য-হার, দিই আমি উপহার
রক্তহার পরাবার সাধ্য মম নাই ।
শ্রেয়-সুত্রে গাঁধ মালা, তব যোগ্য বটে, বালা,
তুমি নিলে মনোমত্ত বাহ্য-ফল পাই ।

যদিও এ ফুলচয়, সমুদ্র নব নয়,
 রসপূর্ণ বটে কিনা তোমাতে শুধাই ?
 তুমি যদি হৃষ্ট মনে ভাল বল আলোচনে,
 খল ছলগ্রাহিগণে আমি কি ডরাই ?

(কাব্যমালা, ১৮৭০)

বিচ্ছেদ

বলদেব পালিত

সাধের পিরীতে সই ঘটিল বিষাদ :
 তীরেতে লাগিয়া হায় ! ডুবিল তরণী :
 গ্রাসিল আসিয়া রাহ পূর্ণিমার চাঁদ ;
 ঝড়েতে ফলস্ত তরু ভাঙিল, সন্ধানি ;
 যে শুকপাখীয়ে, পাতি প্রণয়ের ফাদ,
 প্রাণপণে ধরিলাম ক্লেশ তুচ্ছ গনি,
 মাস পূর্ণ না হইতে, বিধি সাধি বাদ
 উড়াইয়া দিল তারে প্রবাসে অমনি !
 সে বিনা আঁধার দেখি এ মহী-মণ্ডল,
 সে গেল চলিয়া, কেন গেল না জীবন ?
 মনোরথ সব মম হইল বিফল,
 বিফল হইল হায় ! এ নব যৌবন,
 বুঝা কেন করি আর আশার সঞ্চল ?
 আর কি পাইব সেই প্রাণাধিক ধন ।

(কাব্যমালা, ১৮৭০)

নারীর প্রেম

বলদেব পালিত

একদিন অস্তগামী দিবাকর-করে,
 স্নানান্তে বসিয়া কোন সরসীর ধারে,
 দেখিলাম এক নারী, নম্রা কূচ-ভারে,
 ভাঙিল মুণাল এক মুণালিনী-করে ;
 জলে তারে পুনরায় ডুবায় সাধরে,
 সোপানে বসিয়া ধনী, হেচ্ছ! অল্পসারে,
 লিখিল একটি কথা দেখায় আমারে,
 'যাক প্রাণ তবু প্রেম থাকুক অস্তরে !'
 সে লেখা পড়িয়া, তার রূপ-রত্নাকরে
 মগ্ন হয়ে, তারে আমি দাঁপিলাম মন ;

কিন্তু কি অশ্চর্য ! তারি দু-দিনের পরে,
 আমারে ত্যজিয়া বলা করিল গমন ;
 উভয় সমান জ্ঞান হইল তখন,
 নারীর পিরীত আর বারির লিখন ।

(কাব্যমালা, ১৮৭০)

প্রেমের প্রতি

বিহারীলাল চক্রবর্তী

"O, God ! O, God !
 How weary, stale, flat, and unprofitable
 Seem to me all the uses of this world !
 Fie on't ! O, fie ! 't is an unweeded garden,
 That grows to seed ; things rank and gross
 Possess it merely."

—Shakespeare.

হায় রে সাধের প্রেম কত খেলা খেল,
 মান্নবে কোথায় তুলে কোথা নিয়ে ফেল !
 প্রথমে যখন এলে সমুখে আমার,
 কেমন সুন্দর বেশ তখন তোমার !
 হাসি হাসি মুখখানি কথা মধুমত,
 গলিল মজিল মন, খুলিল হৃদয় !
 যত দেখি, ততই দেখিতে সাপ যায়,
 যত শুনি, ততই শুনিতে মন চায় ।
 ডুবিয়াছি যেন আমি সুধার সাগরে,
 আসিয়াছি রতনের লুকান আকরে :
 আচ্ছা কিবে ভাগ্যোদয়, ভাল ভাল ভাল !
 হাসিয়ে চাটিয়ে দেখি চারিদিক্ আলো ।
 লতা সব নৃত্য করে, ফুল সব হাসে,
 প্রণয়ের লহরীমালা খেলে চারি পাশে :
 পাখী সব স্তম্বলিত স্বরে ধোরে তান,
 মনের আনন্দে গায় প্রণয়ের গান ।
 মেঘের সমীর হরি' কুস্তম-সৌরভ,
 বেড়াইছে প্রণয়ের বাড়ায়ে গৌরব ।
 চারিদিকে যেন সব চাক উজ্জ্বল,
 বিলসে প্রেমের প্রিয় রসময়ী তন্তু :
 ও তো নয় প্রভাতের অরুণের ছটা,
 অভিনব প্রণয়ের অম্বরাগ-ঘটা ।
 প্রণয় প্রণয় বই আর কথা নাই,
 হায় রে প্রণয়, তোর বলিহারি যাই ।
 যাহা কই, প্রণয়ের কথা পড়ে এসে,
 যাহা ভাবি, প্রণয়ের ভাবে যাই ভেসে ।
 ঘুমায়ে স্বপনে দেখি প্রণয়ের রূপ,
 জাগিয়ে নয়নে দেখি প্রেম-প্রতিরূপ ।

প্রেম ধ্যান, প্রেম জান, প্রেম প্রাণ, মন,
 প্রেমেরি অন্তেতে যেন রয়েছে জীবন ।
 যেথা যাই, দিয়ে যাই প্রেমের দোহাই,
 যাহা গাই, প্রণয়ের গুণ-গান গাই ।
 হৃদয়ে বিরাজ করে প্রেমের প্রতিমা,
 শ্রবণে সঞ্চারে সদা প্রেমের মহিমা ।
 পূর্ণিমার মনোহর পূর্ণ স্খা করে,
 প্রেমেরি লাবণ্য যেন আছে আলো ক'রে ।
 মেঘের হৃদয়ে নয় বিজলীর খেলা,
 ঝলমল প্রণয়ের হাবভাব হেলা ।
 সূর্য্য বল, চন্দ্র বল, বল তারাগণ,
 এরা নয় অগতের দীপ্তির কারণ ;
 প্রেমের প্রভায় বিশ্ব প্রকাশিত রয় ;
 তাই ত প্রেমের প্রেমে মজেছে হৃদয় !

(প্রেম-প্রবাহিনী, দ্বিতীয় সর্গ, প্রথম স্তবক । ১৮৭০)

বাল্মীকি

বিহারীলাল চক্রবর্তী

(নির্বাচিত স্তবক)

১২

যেমন মধুর স্নেহে ভরপুর,
 নারীর সরল উদার প্রাণ ;
 এ দেব-কুলত স্তম্ভ স্তম্ভুর,
 প্রকৃতি ভেদতি করেছে দান ।

১৩

আমরা পুরুষ, পুরুষ নীরস,
নহি অধিকারী এ হেন স্ত্ৰে ;
কে দিবে ঢালিয়ে স্বধার কলস,
অস্তরের ঘোর বিকট মুখে ।

১৪

হৃদয় তোমার কুসুম-কানন,
কত মনোহর কুসুম তায় ;
মরি চারিদিকে ফুটেছে কেমন,
কেমন পাবন স্ববাস বায় !

১৫

নীরবে বহিছে সেই ফুলবনে,
কিবা নিরমল প্রেমের ধারা ;
তারকা খসিল উজ্জল গগনে,
আভাময় ছায়াপথের পারা !

১৬

আননে, লোচনে, কপোলে, অধরে,
সে হৃদি-কানন-কুসুম-রাশি
আপনা আপনি আসি থরে থরে,
হইয়ে রয়েছে মধুর হাসি ।

১৭

অমায়িক ছুটি সরল নয়ন,
প্রেমের কিরণ উজ্জল তায় ;
নিশাস্তের শুকতারার মতন,
কেমন বিমল দীপতি পায় !

১৮

অম্বি ফুলময়ী, প্রেমময়ী সতী,
সুকুমারী নারী, ত্রিলোক-শোভা,

মানস-কমল-কানন-ভারতী

জগজন-মন-নয়ন-লোভা ।

১৯

তোমার মতন সূচাফু চন্দ্রমা,

আলো করে আছে আলয় ঘর ;

সদা মনে জাগে উদার সুষমা,

রণে বনে যেতে কি ভয় তার ?

২০

করম-ভূমিতে পুরুষ সকলে,

খাটিয়ে খাটিয়ে বিকল হয় ;

তব সূশীতল প্রেম-তরু-তলে,

আসিয়ে বসিয়ে জুড়ায়ে রয় ।

২১

তুমি গো তখন কতই যতনে,

ফল জল আনি সমুখে রাগ ;

চাহি মুখ-পানে স্নেহের নয়নে,

সহাস আননে দাড়ায়ে থাক ।

২২

ননীর পুতুল শিশু সুরুমার,

খেলিয়ে বেড়ায় হরষে হেসে ;

কোন কিছু ভয় জনমিলে তার,

তোমারি কোলেতে লুকায় এসে ।

২৩

স্ববির স্ববির জনক জননী,

তুমি স্নেহময়ী তাঁদের প্রাণ ;

রাখ চোখে চোখে দিবস-রজনী,

মুখে মুখে কর আদর দান ।

২৪

নবীনা নন্দিনী কেশ এলাইয়ে,
 রূপেতে উজ্জলি শিকলী হেন ;
 নয়নের পথে ছলিয়ে ছলিয়ে,
 সোনার প্রতিমা বেড়ায় হেন ।

২৫

রোগীর আগার, বিবাদে আঁধার,
 বিকার-বিহ্বল রোগীর কাছে,
 পাখাপানি হাতে করি অনিবার,
 দয়াময়ী দেবী বসিয়ে আছে ।

২৬

নাই আপা-মূল কত বকে ভুল,
 শুনে উড়ে যাত্র তরাসে প্রাণ ;
 হেরি তলতল হৃদয় ব্যাকুল,
 নয়নের নীরে ভাসে বয়ান ।

২৭

সত্তত যতন, সদা ধ্যান জ্ঞান,
 কিরূপে সে জন হইবে ভাল ;
 বিপদের নিশি হবে অবসান,
 প্রকাশ পাইবে তরুণ আলো ।

২৮

দুখীর বালক ধূলায় ধসর,
 ক্ষুধায় আত্মর, মলিন মুখ ;
 ডাকিয়া বসাত কোলের উপর,
 আঁচলে মুছাত আনন বুক ।

২৯

পরম-করণ জননীর মত,
 ক্ষীর সর ছানা নবনী অর্নি,

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

মুখে তুলে দাও আদরিয়ে কত,
গায়েতে বুলাও কোমল পাণি ।

৩০

স্নেহ-রসে তার গলে যায় প্রাণ,
অচলা স্তব্ধতা অনয়ে চিতে ;
ভেসে ভেসে আসে জলে হৃদয়ান,
পদপলি চায় মাথায় দিতে ।

৩১

আহা রূপামহি, এ জগতীজলে,
তুমিই পরমা পাবনী দেবী ;
প্রাণীরা সকলে রয়েছে কুশলে,
তোমার অপার করুণা সেবি ।

৪৫

বাঁচিতে প্রার্থনা নাহিক আমার,
যে ক'দিন বাঁচি তবু গো নাহি,
উদার মধুর মুরতি তোমার,
যেন প্রাণ ভ'রে আঁকিতে পাবি !

(বঙ্গসুন্দরী, ২য় সর্গ ; ১৮৭০)

সুরবালা

বিহারীলাল চক্রবর্তী

(নির্বাচিত স্তবক)

৭৩

সহসা মানস-ভ্রামস-মন্দিরে,
বিকসিল এক নুতন আলো ;
স্তম্ভ করি অমা-নিশির তিমিরে,
প্রাচী দিশা যেন হইল লাল ।

৭৪

প্রকাশ পাইল সে আলো-মালায়,
 অমরাবতীর বিনোদ বন ;
 কত অপরূপ তরু শোভে তার,
 চরে অপরূপ চরিতীগণ ।

৭৫

বিমল সলিলা নদী মন্দাকিনী,
 ছলে ছলে ঘেন মনেরি রাগে :
 ভাঁজি কুলুকুলু মধুর রাগিণী,
 খেলা করে তার মেখলাভাগে

৭৬

নিরবিল এক তাঁর কতনে,
 সে সুবরূপসী উদাস প্রাণে,
 বসিয়ে কোমল নব-দুবাদলে,
 চাহিয়ে আছেন নহরী-প্রাণে

৭৭

ধাম-করতলে কপোল কমল,
 আকুল কুন্তলে আনন ঢাকা ;
 নমনে গড়ায়ে বহে অশ্রুজল,
 পটে ঘেন স্থির প্রতিমা আঁক ।

৭৮

অন্ধের ওড়না ভূতলে লুটায়,
 লুটায় কবরী-কুমুমমালা ;
 পারিজাত-হার ছিঁড়েছে গলায়,
 গলে পড়ে করে রতনবালা ।

৭৯

ধুমায় অদূরে বীণা বিনোদিনী,
 বাধা আছে স্বর, বাজে না তান ;

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

এই কতক্ষণ যেন এ মানিনী,
গাহিতোছিলেন খেদের গান।

৮০

ঝোরে ঝোরে পড়ে তরু থেকে ফুল,
ঠেকে ঠেকে গায় ছড়িয়ে যায় :
মধুকরকুল আকুল ব্যাকুল,

গুহু গুহু রবে উড়ে বেড়ায়।

৮১

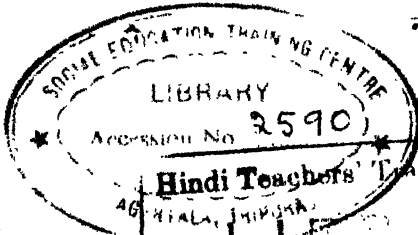
স্বভাব-সুন্দর চাক-কলেবরে,
বিকসে হৃষমা কুহুম রাজি :
স্বর সীমন্তিনী অভিমান ভরে,
কেমন মধুর মেহেছে আজি !

৮২

মধুর তোমার ললিত আকার,
মধুর তোমার চাঁচর কেশ ;
মধুর তোমার পারিজাত-হার,
মধুর তোমার মানের বেশ !

পেয়ে সে ললনা মধুর মুরতি,
দেহে যেন ফিরে আসিল প্রাণ :
হেরিয়ে সবার হয় না তৃপতি,
নয়ন ভরিয়ে করেন পান।

(বঙ্গসুন্দরী, ৩য় সর্গ। ১৮৭০)



Hindi Teachers' Training Institute

Subject

Book No.

Almirah No.

1298
30-370

যোগেষ্কবাল্য

বিহারীলাল চক্রবর্তী

১

অধরে ধরে না হাস,
আঁধার কেশের রাশ,
করণ কিরণে অর্জ্ব বিকসিত বিলোচন ;
প্রফুল্ল কপোলে আসি
উথলে আনন্দ-রাশি,
যোগানন্দময়ী-তন্তু, যোগীশ্বের ধ্যানধন ।

২

পীনোন্নত পয়োধরে
কোটি চন্দ্র শোভা হরে,
বিন্দু বিন্দু ক্ষীর ক্ষরে, স্নেহে স্নিগ্ধ চরাচর,
আর্দ্রিরা হিমাদ্রিমাল্য
স্বরধুনী করে বেলা,
স্বধাকরে
স্বধা ক্ষরে,
পিয়া প্রাণে বাচে প্রাণী, অমর, দানব, নর ।

৩

তরল দর্পণ-ভাস,
দশ দিক সুপ্রকাশ ;
দশ দিকে কার সব হাসিমাপা প্রতিমা ;
রাজে যেন ইন্দ্রধনু !
তোমার মতন তনু,
তোমার মতন বেশ,
তোমার মতন বেশ,
তোমারি মতন দেবি ! আনন-মধুরিমা ।

তোমারি এ রূপরাশি
 আকাশে বেড়ায় ভাসি ;
 তোমার কিরণ-জাগ
 ভুবন করেছে আলো,
 গ্রহ তারা শশী রবি,
 তোমারি চিহ্নিত ছবি ;
 আপন লাভণ্যে তুমি বিভাসিত আপনি
 মোহিত হইয়া দেখে ভক্তিভাবে ধরণী ।

৪

অধরে ধরে না হাস,
 মনে ওঠে কি উল্লাস ?
 অখিল ব্রহ্মাণ্ড বুঝি উদয় হয়েছে প্রাণে ?
 কণে কণে অভিনব
 মহান্ মাধুৰ্য্য তব !
 কি যেন মহান্ গীতি বাজিয়াছে ঐক্যতানে

৫

অমৃত-মাগরে হাসে ধূমস্ত জ্যোছনা জল,
 আহা কি অনয়হারী বায়ু বহে অবিরল !
 ফুলের বেলার কোলে
 সুখীর লহরী দোলে,
 অতি দূর দৃষ্টিপথে অতি ধীর ঢল ঢল ;
 দ্বিৎ দোহুল্যমান প্রফুল্ল কমল বনে
 কে তুমি ত্রিদিবরাণী বিহর' আপন মনে ?

৬

কে এঁরা সঙ্গিনী সব ?
 লোচনের নবোৎসব,
 উদার অমৃত-জ্যোতি, সুধাংগু-কলিত কায়া,
 বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমার প্রাণের ছায়া ।

প্রথম খণ্ড : প্রেম-কবিতা

৭

আকুল কুন্তলজাল,
আননে অপূর্ব আলো,
নয়ন করুণাসিকু, স্তম্ভিত্তী দয়ামহা ;
বেড়িয়ে বেড়ায় যেন তোমারি প্রাণের ছায়া

৮

অমৃত-সাগরে ভাসি,
মুহম্বন্দ হাসি হাসি
আদরে আদরে তুলি' নীল নলিনী আমি,
মিটায়ে মনের সাধ সান্তাইছে পা দুখানি ।

৯

আমিও এসেছি বাল্য !
প্রেমের প্রফুল্ল মালা,
সৌরভে আকুল হয়ে পারি নি পরাতে গাঢ় ;
সজল নয়নে শুধু চেয়ে আছি রাগা পায় ।

(সাধের আসন, ৩য় সর্গ । ১৮৮৮)

বিষাদ

বিহারীলাল চক্রবর্তী

(নির্বাচিত শ্রবক)

২

কেন গো ধরণী-রাণী,
বিরস বহনখানি ?
কেন গো বিষন্ন তুমি উদার আকাশ ?

কেন প্রিয় তরুলতা,
ডেকে নাহি কহ কথা ?
কেন রে হৃদয়—কেন শশান উদাস ?

১০

কোন স্থথ নাই মনে,
সব গেছে তার সনে ;
খোলো হে অমরগণ স্বরগের দ্বার !
বল, কোন্ পদ্বধনে
লুকায়েছ সংগোপনে ?—
নেখিব কোথায় আছে সারদা আমার !

১১

অয়ি, একি, কেন, কেন,
বিষগ্ন হইলে ছেন ?
অনন্ত আনন-শশী, অনন্ত নয়ন,
অধরে মন্থরে আসি
কপোলে মিলায় হাসি,
থই থর গুণ্ঠাধর, ফোরে না বচন ।

১২

তেমন অরুণ-রেখা
কেন কুহেলিকা ঢাকা,
প্রভাত-প্রতিমা আজি কেন গো মলিন ?
বল, বল, চন্দ্রাননে,
কে ব্যথা দিয়েছে মনে,
কে এমন—কে এমন হৃদয়-নিহীন !

১৩

বুঝিলাম অহুমানে,
করণা কটাঙ্ক-দানে
চাবে না আমার পানে, ক'বেও না কথা !

কেন যে ক'বে না, হায়,
হৃদয় জানিতে চায়,
সরমে কি বাধে বাণী, সরমে বা বাঞ্জে ব্যথা !

১৪

যদি মর্ম-ব্যথা নয়,
কেন অশ্রুধারা বয় ?
দেববালা ছল-কলা জানে না কখন ;
সরল মধুর প্রাণ,
সতত মুখেতে গান,
আপন বীণার তানে আপনি মগন !

১৫

অয়ি, হা, সরলা সতী
সত্যরূপা সরস্বতী !
চির-অহরন্তু ভক্ত হয়ে কুতাঙলি
পদ-পদ্মাসন কাছে
নীরবে দাঁড়িয়ে আছে—
কি করিবে, কোথা যাবে, দাগ অশ্রুমতি !
স্বরগ-কুসুম মালা,
নরক-জ্বলন-জ্বালা,
ধরিবে প্রফুল্লমুখে মস্তকে সকলি !
তব আজ্ঞা স্মরণ,
বাই যাব রসাতল,
চাইনে এ বরমালা, এ অমরাবতী !

১৬

নরকে নারকী-দলে
মিশিলে মনের বণে,
পর্যণ কাতর হ'লে ডাকিব তোমায় ;
যেন দেবী, সেইরূপে—

অভাগারে পড়ে মনে,
ঠেল না চরণে, দেখো, ভুল না আশায় !

১৭

অহহ ! কিসের তরে
অভাগা নরকে পড়ে,
মরু—মরু-মরুময় জীবন-লহরী !
এ বিরস মরুভূমে—
সকলি আচ্ছন্ন ধূমে,
কোথাও একটিও আর নাহি ফোটে ফুল !
কভু মরীচিকা-মাঝে
বিচিহ্ন কুসুম রাজে,
উঃ ! কি বিধম বাজে, যেই ভাঙে ভুল !
এত যে যত্না-জালা,
অবমান, অবহেলা
তবু কেন প্রাণ টানে ! কি করি, কি করি !

(সারদামঙ্গল, ২য় সর্গ । ১৮৭০)

ভুল

বিহারীলাল চক্রবর্তী

(নির্বাচিত স্তবক)

১০

তবে কি সকলি ভুল ?
নাই কি প্রেমের মূল ?—
বিচিহ্ন গগন-ফুল কল্পন-লতার ?
মন কেন রসে ভাসে—

প্রাণ কেন ভালবাসে
আদরে পরিতে গলে সেই ফুল-হার ?

২১

শত শত নর-নারী
দাঁড়ায়েছে সারি সারি
নয়ন খুঁজিছে কেন সেই মুখখানি ?
হেরে হারা-নিধি পায়,
না হেরিলে প্রাণ ষার,
এমন সরল সত্য কি আছে না ছানি !

২২

কুটিলে প্রেমের ফুল
খুঁমে মন ঢুল্ ঢুল্,
আপন সৌরভে প্রাণ আপনি পাগল ;
সেই স্বর্গ-সুখা-পানে
কত যে আনন্দ প্রাপে,
অমায়িক প্রেমিকে তা জানেন কেবল

২৩

নন্দন-নিকুঞ্জবনে
বসি স্নেহে শিলাসনে,
খোলা প্রাণে রতি-কাম বিহবে কেমন
আননে উদার হাসি,
নয়নে অমৃতরাশি,
অপরূপ আলো এক উজ্জলে ভুবন !

২৪

পারিজাত-মালা করে,
চাহি চাহি স্নেহভবে
আদরে পরস্পরে গলায় পরাধ
মেজাজ্ গিয়েছে বুলে,

বসেছে দুনিয়া ভুলে,
স্বধার সাগর যেন সমুখে গড়ায় !

২৫

কি এক ভাবেতে ভোর,
কি যেন নেশায় ঘোর,
টলিয়ে চলিয়ে পড়ে নয়নে নয়ন ;
গলে গলে বাহুলতা,
জড়িয়া-জড়িত কথা,
সোহাগে সোহাগে রাগে গল-গল মন !

২৬

করে কর পরধর,
টলমল কলেবর,
গুরু গুরু দুক দুক বৃকের ভিতর ;
তরুণ-অরুণ-ঘটা
আননে আরক্ত ছটা,
অধর-কমল-দল কাঁপে পরধর !

২৭

প্রণয় পবিত্র কাম,
স্বথ-স্বর্গ-মোক্ষ-ধাম ।
আজি কেন হেরি হেন মাতোয়ারা বেশ
ফুলধনু ফুলছড়ি
নূরে যায় গড়াগড়ি ;
হৃতির খুলিয়ে খোঁপা আলুখালু কেশ !

২৮

বিহ্বল পাগল প্রাণে
চেয়ে সতী পতি-পানে,
গলিয়ে গড়িয়ে কোথা চলে গেছে মন ;
বৃদ্ধ বস্ত্র নেত্র ছটি,

আধ ইন্দীবর ফুটি,
তলু তলু তলু তলু করি:ছ কেমন

২২

আলসে উঠিছে হাই,
ঘুম আছে, ঘুম নাই,
কি ঘেন স্বপন-মত চলিয়াছে মনে :
স্বপ্নের সাগরে ভাসি
কিবে প্রাণ-খোলা হাসি !
কি এক লহরী খেলে নহনে নহনে !

৩০

উপলে উপলে প্রাণ
উঠিছে ললিত তান,
ধুমায়ে ধুমায়ে গান গায় ছুটি কন :
স্বরে স্বরে সন রাধি
ডেকে ডেকে ওঠে পাখী,
তালে তালে চলে চলে চলে সমীরণ

৩১

কুঞ্জের আড়াল থেকে
চন্দ্রমা লুকায়ে দেখে,
প্রণয়ীর স্বপ্নে সন্ধ্যা স্বপ্নী স্বধাকর
সাজিয়ে মুকুল ফুলে
স্বাহ্নাদেতে হেলে ছলে
চৌদিকে নিকুঞ্জ-লতা নাচে মনোহর
সে আনন্দে আনন্দিনী,
উখলিছে মন্দাকিনী,
করি করি কলধ্বনি বহে কুতূহলে !

৩২

এ হুল প্রাণের ভুল,
মর্মে বিজড়িত মূল,
জীবনের সঞ্জীবনী অমৃত-বল্লরী :

এ এক নেশার তুল,
 অস্তরাষ্ট্রা নিত্রাকুল,
 স্বপনে বিচিত্ররূপা দেবী যোগেশ্বরী ।

(সারদামঙ্গল, ৩য় সর্গ । ১৮৭২)

আকাঙ্ক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সুন্দরী

(১)

কেন না হইলি তুই, যমনার জল,

রে প্রাণবল্লভ !

কিবা দিবা কিবা রাত্রি, কূলেতে আঁচল পাতি,

শুইতাম শুনিবারে, তোর মুহুরব ।

রে প্রাণবল্লভ !

(২)

কেন না হইলি তুই, যমনাতবঙ্গ,

মোর শ্রামধন !

দিবারাত্রি জলে পলি, থাকিতাম কালো পলি,

করিলারে নিত্য তোর, নৃত্য দরশন ।

গৃহে শ্রামধন !

(৩)

কেন না হইলি তুই, মলয় পদম,

গৃহে ব্রহ্মরাজ !

আমার অঞ্চল ধরি, সতত খেলিতে করি,

নিবাসে খাইতে মোর হৃদয়ের মার ।

গৃহে ব্রহ্মরাজ !

(৪)

কেন না হইলি তুই, কাননকুশুম,

রাধার প্রেমাধার :

না ছুঁতেম অস্ত্র ফুলে, বাধিতাম তোরে চুলে,

চিকণ গাঁথিয়া মালা, পরিতাম হার ।

মোর প্রাণাধার !

(৫)

কেন না হইলে তুমি চাঁদের কিরণ,

গুহে হৃদীকেশ ।

বাতায়নে বিনাদিনী, বসিত ববে গোপিনী,

বাতায়নপথে তুমি, লভিতে প্রবেশ ॥

আমার প্রাণে

কেন না হইলে তুমি, চিকণ বসন,

পীতাম্বর হরি !

নীলবাস তেয়াগিয়ে, তোমাতে পরি কালিয়ে,

রাখিতাম মত্ত করে' প্রদম্ব উপরি ॥

পীতাম্বর হবি ।

(৭)

কেন না হইলে শ্রাম, যেখানে না আছে,

সংসাবে শ্রন্দর ।

ফিরাতেম আঁপি যথা, দেখিতে পেতেম তথা,

মনোহর এ সংসারে, রাধামনোহর ।

শ্রামল শ্রন্দর !

শ্রন্দর

(১)

কেন না হইলু আমি, কপালের দোমে

যমুনার জল ।

লইয়া কম কলসী, সে জল মাঝারে পশি,
হানিয়া ফুটিত আসি, রাধিকা-কমল—
ঘোবনেতে ঢল ঢল ॥

(২)

কেন না হইছ আমি, তোমার তরঙ্গ,
তপননন্दिनि !

রাধিকা আসিলে জলে, নাচিয়া হিলোল-ছলে,
দোলাতাম দেহ তার, নবীন নলিনী—
যমুনাঙ্গলহংসিনী ॥

(৩)

কেন না হইছ আমি, তোম অহরুপী,
মলয় পবন !

ভ্রমিতাম কুত্ৰহলে, রাধার কুস্তলসলে,
কহিতাম কানে কানে, প্রণয় বচন—
সে আমার প্রাণধন ॥

(৪)

কেন না হইছ হায় ! কুস্তমের দাম
কণ্ঠের ভূষণ ।

এক নিশা স্বর্গ স্থখে, বঞ্চিয়া রাধার বৃক্ষে,
তাজ্জিতাম নিশি গেলে জীবন-যাতন—
মেখে শ্রীঅঙ্গচন্দন ॥

(৫)

কেন না হইছ আমি, চন্দ্রকরলেখা,
রাধার বরণ ।

রাধার শরীরে খেকে, রাধারে ঢাকিছে বেগে,
ভূলাতাম রাধারূপে, অস্তজনমন—
পর ভুলান কেমন ?

(৬)

কেন না হইছ আমি চিকণ বসন,
দেহ-আবরণ ।

তোমার অঙ্গেতে থেকে, অঙ্গের চন্দন মেখে,
অঞ্চল হইয়ে দুলে, ছুঁতেম চরণ,—
চুঁষি ও টাঁদবদন ॥

(৭)

কেন না হইছ আমি, যেখানে যা আছে,
সংসারে সুন্দর ।

কে হতে না অভিলাবে, রাখা যাহা ভালবাসে,
কে মোহিতে নাহি চাহে, রাখার অস্তর—
প্রেম-স্বখব্রতাকর ?

(“কবিতা-পুস্তক”, ১৮৭৮)

মৃগাল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃগাল অধনে ।
জলে তানে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে ॥
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন ।
চরণ বেড়িয়া তারে, কনিল বন্ধন ॥
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন ।
হৃদয়কমলে মোর তোমার আসন ॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে ।
কাঁপিল কণ্টক সহ মৃগালিনী জলে ॥
হেনকালে কাল মেঘ উঠিল আকাশে ।
উড়িল মরালরাজ, মানস-বিলাসে ॥
ডাঙ্গিল হৃদয়পদ্ম তার বেগৎ র ।
ডুবিয়া অতল জলে, মৃগালিনী মরে ॥

(‘মৃগালিনী’ উপন্যাস, ১৮৬২)

শ্যামবিলাসিনী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি রে ।
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনী রে ॥
দুন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, কাহে তু তেয়াগী রে ।
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে ॥
বিকচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে, বহত পিয়াসা রে ।
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুসামিনী, না মিটিল আশা রে ॥
সাঁ নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরি, কাঁহা মিলে দেখা রে ।
শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী, বনে বনে একা রে ॥

('মৃগালিনী' উপন্যাস, ১৮৬২)

শ্রীমুখপঙ্কজ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমুখপঙ্কজ—দেখবো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে ।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে ।
মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী ।
এখন বাঁচাও রাধে কথা কয়ে ।
ঘরে বাই হে চরণ ছুঁয়ে ।
দেখবো তোমায় নগ্ন তরে,
তাঁই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে ।

যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী,
তখন নয়ন জলে আপনি ভাসি ।
তুমি যদি না চাও ফিরে ।
তবে যাব সেই যমুনাতীরে ।
ভান্ডবো বাঁশী তেজ্‌ব প্রাণ ।
এই বেলা তোর ভান্ডুক মান ।
ব্রজের স্থখ রাই দিয়ে জলে,
বিকাইছ পদতলে ।
এখন চরণনুপুর বেঁধে গলে,
পশিব যমুনা-জলে ॥

(' বিষবৃক্ষ' উপহাস, ১৮৭৩)

কামিনী-কুসুম

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

কে খোজে সরস মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে ?—
কোথায় এমন আর
কোমল কুসুম-হার,
পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে ?
কোথা হেন শতদল
হৃদে পুরে পরিমল
থাকে শ্রিয়মুখ চেয়ে মধুমাখা সরসে ?—
বঙ্গনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

(২)

কি ফুলে তুলনা দিব, বল, চূতমুকুলে ?
 কোথায় এমন স্থল,
 খুঁজিলে এ ধরাতল,
 যেখানে এমন মুহু মধু ঝরে রসালে ?
 যেখানে এমন বাস
 নব রসে পরকাশ,
 নবীন যৌবনকালে মধু ওঠে উথলে ?
 বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা মুকুলে ?

(৩)

মধুর সৌরভমুগ্ধ, ভাব দেখি, চামেলি
 টালে কি অতুল বাস
 ফুল মুখে মুহু হাস,
 তরু-কোলে তরু রেখে, অলিকূলে আকুলি ।
 কি জ্ঞানি বিদেশী ফুল
 আছে তার সমতুল,
 রাখিতে হৃদয় মাঝে ক'রে, চিত্তপুতুলি ?—
 বঙ্গকুলনারী এর তুলনাই কেবলি !

(৪)

আছে কি স্ফুটে বেল-মতিয়ার তুলনা ?—
 সরল মধুর স্রাণ,
 স্বধাত্তে মিশায়ে ভ্রাণ,
 ত্বলায় মূনির মন নাহি জানে চলনা ;
 না জানে বেশ-বিজ্ঞাস,
 প্রস্ফুটিত মুখে হাস,
 অধরে অমিয়া ধরি হৃদে পূরি বাসনা—
 বঙ্গের বিধবা-সম কোথা পাব ললনা !

(৫)

কে দেয় বিলাতি “লিলি” নলিনীতে উপমা ?

দেশে যে কুমুদ আছে

আসুক তাহারি কাছে,

তখন দেখিব বুঝে কার কত গরিমা !

বিধুর কিরণ কোলে

কুমুদ যখন দোলে,

কি মাধুরী মরি তায় কে বোঝে সে মহিমা !

কোথায় বিলাতি “লিলি” নলিনীর উপমা ?

(৬)

কি ফুলে তুলনা তুলি বল দেখি চাপাতে ?

প্রগাঢ় স্বেদ যার

প্রেমের পুলকাগার,

বঙ্গবাসী রঙ্গরসে মত্ত আছে যাহাতে ।

কোথায় ঈরাণী “গুল”

এ ফুলের সমতুল ?

কোথা ফিকে “ভায়োলেট”, গন্ধ নাহি তাহাতে

কি ফুল তুলনা দিতে আছে বল চাপাতে ?

(৭)

কতই কুমুম আরো আছে বঙ্গ-আগারে—

মালতী, কেতকী, জাঁতি

বাকুলি, কামিনী, পাত্তি,

টগর মল্লিকা নাগ নিশিগন্ধা শোভা রে

কে করে গণনা তার—

অশোক, আতস আর,

কত শত ফুলকুল ফোটে নিশি-তুষারে—

সুধার লহরীমাখা বঙ্গগৃহ-মাঝারে !

(৮)

কিবা সে অপরাঞ্জিতা নীলিমার লহরী !
 লতায় লতায় যায়,
 ভ্রমরে তুষ্ণি স্বধায়,
 লাজে অবনত-মুখী, তলুখানি আবরি ।
 তাই এত ভালবাসি
 মেঘের চপলা হাসি—
 কে খোঁজে রে প্রজ্ঞাপতি, পেলে হেন ভ্রমরী ?
 মরি কি অপরাঞ্জিতা নীলিমার লহরী !

(৯)

এ মাদুরী, স্বধারস কোথা পাব কুসুমে,
 কোথায় এমন আর
 কোমল কুসুম ঘর,
 পরিতে, দেখিতে, ছুঁতে আছে এ নিখিল ভূমে,
 কোথা হেন শতদল
 জুড়ে পূরি পরিমল,
 থাকে প্রিয়মুখ চাহি মধুমাখা সরমে —
 বঙ্গনারী-পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে ?

(কবিতাবলী, ১৮৭০-৮০)

প্রিয়তমার প্রতি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

এয়সি রে, অধীনেরে জনমে কি তাজিলে ?
 এত আশা ভালবাসা সকলি কি জুলিলে ?
 অই দেখ নব ঘন, গগনে আসিরে পুনঃ,
 মুহু মুহু গরজন গুরু গুরু ডাকিছে,

দেখ পুনঃ চাঁদ আঁকা, ময়ূর খুলিয়ে পাখা,
 কদম্বের ডালে ডালে কুতূহলে নাচিছে !
 পুনঃ সেই ধরাতল, পেয়ে জল স্নানীতল,
 স্নেহ করে তৃণদল বৃকে ক'রে রাগিছে !
 হের প্রিয়ে পুনরায়, পেয়ে প্রিয় বরষায়,
 যমুনা-জাহ্নবী-কায়া উথলিয়া উঠিছে ।
 চাতক তাপিত-প্রাণ, পলকে করিয়ে গান,
 দেখ রে জলদ কাছে পুনরায় ছুটিছে !
 প্রেয়সি রে স্নেহোদয়, অখিল-ব্রহ্মাণ্ডময়,
 কেবলি মনের দুঃখে এ পরাণ কাঁদিছে ।

(২)

এই পুনঃ জলধরে বারিধারা ঝরিল !
 লতায় কুসুমদলে, পাতায় দরসী-জলে,
 নবীন তৃণের কোলে নেচে নেচে পড়িল ।
 শ্যামল সুন্দর ধরা, শোভা দিল মনোহরা,
 শীতল সৌরভ-ভরা বাসে বায়ু ভরিল ।
 মরাল আনন্দ-মনে, ছুটিল কমলবনে,
 চঞ্চল মুগালদল ধীরে ধীরে হুলিল ।
 বক হংস জলচর, দ্বৌত করি কলেবর,
 কেলি হেতু কলরবে জলাশয়ে নামিল ।
 দামিনী মেঘের কোলে, বিলাসে বসন খোলে,
 ঝলকে ঝলকে রূপ আলো করে উঠিল ।
 এ শোভা দেখাব কারে, দেখায় সম্ভাষ যারে,
 হায় সেই প্রিরতনা অভাগারে তাজিল !

(৩)

তাজিবে কি প্রাণ-সখি ? তাজিতে কি পারিবে ?
 কেমনে সে স্নেহ-সত্য এ জনমে ছিঁড়িবে ?

(৫)

আহা কি সুন্দর-বেশ সন্ধ্যা অই আসিল !
 ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি, ভায়ুর কিরণ তুলি,
 পশ্চিম গগনে আসি ধীরে ধীরে বসিল,
 অস্তগিরি আলো করি, বিচিত্র বরণ ধরি,
 বিমল আকাশে ছটা উথলিয়া পড়িল ।
 গোধূলি-কিরণ-মাথা, গৃহচূড়া তরুশাখা,
 প্রেমসি রে, মনোহর মাধুরীতে পূরিল ।
 কাদম্বিনী ধীরি ধীরি, হয়, গজ, তরু, গিরি
 আঁকিয়ে সুন্দর করি ছড়াইতে লাগিল !
 দেখ প্রিয়ে সূৰ্য-আভা, গন্ধাজলে কিবা শোভা,
 স্বর্ণের পাতা যেন ছড়াইয়া পড়িল ।
 রুঘক মঞ্চের পরে, উঠিল আনন্দ-ভরে,
 চক্ৰপুটে শস্ত্র ধরে নভঃচর ফিরিল ।
 এ স্থখ-সন্ধ্যায় প্রিয়ে, সাধ জলাঞ্জলি দিয়ে,
 শূন্য-মনে নিরাসনে এ অভাগা রহিল ।

(৬)

আজি এ পূর্ণিমা নিশি প্রিয়ে কারে দেখাবে ?
 কার সনে প্রিয়ভাবে দেহ মন জুড়াবে ?
 এখন যে স্বধাকর, পূর্ণবিধ মনোহর,
 পূর্বদিকে পরকাশি সূধারামি ছড়াবে ।
 এখন যে নীলাম্বরে, শ্বেতবর্ণ ধরে ধরে,
 আসিয়ে মেঘের মালা স্বধাকরে সাজাবে :
 তরু গিরি মহীতল, শিশির আকাশ জল,
 চাঁদের কোমলমাথা কারে আজ দেখাবে ?
 প্রেমসি, অঞ্জলি তুলি, কুসুম-কলিকাগুলি,
 শিশিরে ফুটিছে দেখি কারে আজি স্বধাবে—

'অই বেথ চক্রবাক,
ডাকে অমঙ্গল ডাক,'
বলে স্বধাইবে কারে, কে বাসনা পূরাবে ?
তহু মন সমর্পণ,
করেছিল যেই জন,
তারে কীদাইলে, হায়, প্রণয় কি জুড়াবে ?

(কবিতাবলী, ১৮৭০-৮০)

কোনো একাটি পাখীর প্রতি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

ডাক রে আবার, পাখা, ডাক রে মধুর !
ভুলিয়ে জুড়াক প্রাণ,
তোর স্থললিত গান
অমৃতের ধারা সম পড়িছে প্রচুর ।
বলিয়ে বদন তুলে,
বসিয়ে রসালমূলে
দেখিহু উপরে চেয়ে আশায় আতুর !
ডাক রে আবার ডাক, হুমধুর হুর ।

(২)

কোথায় লুকায়ছিল নিবিড় পাতায় :
চকিত চকল আঁধি,
না পাই দেখিতে পাখী
আবার তুলিতে পাই, সঙ্গীত শুনায় ।
মনের আনন্দে ব'সে তরুর শাখায় ।
কে তোরে শিখালে বল,
এ সঙ্গীত নিরমল ?
আমার মনের কথা জানিলি কোথায় ?
ডাক রে, আবার ডাক, পরাণ জুড়ায় ।

(৩)

অমনি কোমল স্বরে সেও রে ডাকিত,
 কখন আদর করে, কতু অভিমানে-ভরে,
 অমনি ঝঙ্কার করে লুকায়ে থাকিত ।
 কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত ।
 নব অল্পরাগে যবে, ডাকিত প্রাণবল্লভে,
 কেড়ে নিত প্রাণ মন, পাগল করিত ;
 কি জানিবি পাখী তুই, কত সে জানিত !

(৪)

ধিক মোরে, ভাবি তারে আবার এখন !
 ভুলিয়ে সে নব-রাগ, ভুলে গিয়ে প্রেমধাগ,
 আম্বারে ফকীর করে আছে সে যখন,
 ধিক মোরে, ভাবি তারে আবার এখন !
 ভুলিব ভুলিব করি, তবু কি ভুলিতে পারি !
 না জানি নারীর প্রেম মধুর কেমন ;
 তবে কেন সে আম্বারে ভাবে না এখন ?

(৫)

ডাক রে বিহগ তুই ডাক রে চতুর ;
 ত্যজ্ঞে হুধু সেই নাম, পুরা তোর মনস্কাম,
 শিখেছিলি আর যত বোল হুধুর ;
 ডাক রে আবার ডাক, মনোহর হুর !
 না শুনে আমার কথা, ত্যজ্ঞে কুহুমিত লতা,
 উড়িল গগন-পথে বিহগ চুর ;
 কে আর শুনাবে মোরে সে নাম মধুর ।

হতাশের আক্ষিপ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

আবার গগনে কেন সূধাংশু উদয় রে !
কানাইতে অভাগারে, কেন হেন বারে বারে,
গগন-মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে !
ভারে ত পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জলিল যে শোকানল, কেমনে নিবাই রে !
আবার গগনে কেন সূধাংশু উদয় রে !

(২)

অই শশী অই পানে, এই স্থানে দুই জনে,
কত আশা মনে মনে কত দিন করেছি !
কতবার প্রমদার মুখচন্দ্র হেরেছি !
পরে সে হইল কার, এখনি কি দশা তার,
আমারি কি দশা এবে, কি আশ্বাসে রয়েছি !

(৩)

কৌমার যখন তার, বলিত সে বার বার,
সে আমার আমি তার, অশ্রু কারো হবো না ।
ওরে দুষ্ট দেশাচার, কি করিলি অবলার,
কার ধন করে দিলি, আমার সে হলো না ।

(৪)

লোক-লজ্জা মান-ভয়ে, মা বাপ নিদয় হয়ে,
আমার হৃদয়-নিধি অশ্রু করে ঈপিল ।
অভাগার যত আশা জয়শোধ ঘুটিল ।

(৫)

হারাইছ প্রমদায়, তুষিত চাতক-প্রায়,
 ধাইতে অমৃত-আশে বৃকে বজ্র বাজিল ;—
 স্বধাপান-অভিলাষ অভিলাস (ই) থাকিল ।
 চিন্তা হলো প্রাণাধার, প্রাণতুল্য প্রতিমার,
 প্রতিবিশ্ব চিন্তপটে চিরাক্ষিত রহিল,
 হায়, কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদয়েতে বিঁধিল ।

(৬)

হায়, মরমের কথা, আমার স্নেহের লতা,
 পতিভাবে অশ্রুজনে প্রাণনাথ বলিল ;
 মরমের বাথা মম মরমেই রহিল ।

(৭)

তদবধি ধরাসনে, এই স্থানে শূন্যমনে,
 থাকি প'ড়ে, ভাবি সেই হৃদয়ের ভাবনা,
 কি যে ভাবি দিবানিশি তাও কিছু জানি না :
 সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই মান, অপমান—
 অরে বিধি, তারে কিরে জন্মান্তরে পাব না ?

(৮)

এ যন্ত্রণা ছিল ভালো, কেন পুনঃ দেখা হলো,
 দেখে বুক বিদরিল, কেন তারে দেখিলাম !
 ভাবিতাম আমি হুখে, প্রেয়সী থাকিত সুখে,
 সে ভ্রম ঘুচিল, হায়, কেন চোখে দেখিলাম !

(৯)

এইরূপে চক্রেদয়, গগন তারকাময়,
 নীরব মলিনমুখী অই তরুতলে রে ;
 এক দৃষ্টে মুগ্ধপানে, চেয়ে দেখ চক্ৰাননে
 অবিরল বারিধারা নয়নেতে ধরে রে ;
 কেন সে দিনের কথা পুনঃ মনে পড়ে রে ?

(১০)

সে দেখে আমার পানে, আমি দেখি তার পানে,
 চিত্তহারা ছুইজনে বাক্য নাহি সরে রে ;
 কতক্ষণে অকস্মাৎ, “বিধবা হয়েছি নাথ” !
 বলে প্রিয়তমা ভূমে লুটাইয়া পড়ে রে ।

(১১)

বদন চূষন ক'রে, রাখিলাম ক্রোড়ে ধরে,
 গুনিলাম মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে বলে রে—
 “ছিলাম তোমারি আমি, তুমিই আমার স্বামী,
 ফিরে অন্নে, প্রাণনাথ, পাই যেন তোমারে ।”
 কেন শশী পুনরায় গগনে উঠিলি রে !

(কবিতাবলী, ১৮৭০-৮০)

রূপ

স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার

(নির্বাচিত অংশ)

(১২)

নৃত্য করে লয়ে কোথা অন্নে কোন জন
 কৌলীস্কের চিহ্ন থাকে কার ?
 বিধাতার কর কে না করে দরশন
 অন্ধে তার, রূপ আছে যার ?

(২০)

নাই যার সেই বলে রূপ কিছু নয়,
 এল গেল ঋণিক প্রাবন ;

চির নব যদিও না চির দিন রয়
তথাপি সে রূপ পুরাতন ।

(২১)

যত্নে চায় অসিত পক্ষের শশধরে,
যত্নে চায় গ্রীষ্ম-সরোবরে,
ব্যয়ে ক্ষয় দেখে ধন যত্নে চায় নরে
প্রিয় আরো প্রিয় হ্রাস ভরে ।

(২২)

প্রকৃতির বিস্তৃত বিনোদ আবরণ
বিশ্বপটে স্নেহের মার্জ্জন ;
রূপ তুমি প্রণয়ের অঙ্গজ নন্দন,
কর যত্নে পিতার পালন ।

(২৩)

যে যারে সাজায় তারে প্রেম থাকে তার
সামান্য এ কথা বুঝিবার
অঙ্গে রূপ ভালবাসা দান বিধাতার ;
ভালবাস অঙ্গে রূপ ধার ।

(২৪)

রূপবেদী পরে প্রেম উপহার দিয়া
উপাসিব পুলকে ধাতার ;
পাষণ কাষ্ঠের বেদী কি কাজ রচিয়া,
কি কাজ বা পট প্রতিমায়া ?

উপহার

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

(নির্বাচিত অংশ)

(১)

ইন্দুকুন্দ-বিনিন্দিত বরণ বিমল,
সিত কর্ণ-হার, সিত বাস,
সারদে ! চরণারুণে চিত-শতদল
বিকসি আসিয়া কর বাস ;—
ভাব রাগ বাক্ তানে
জাগাও নিদ্রিত প্রাণে,
হৃদি-যন্ত্র কর মা তদ্বিত ,—
স্বীতোচিত কর্ণহানে কিঙ্কর কুণ্ডিত !

(২)

বর্ণিতে না চাই হৃদ, নদ, সরোবর,
সিন্ধু, শৈল, বন, উপবন,
নির্মল নিঝর, মরু—বালুর সাগর,
শীত-গ্রীষ্ম-বসন্ত-বর্ষন ;
হৃদয়ে জেগেছে তান,
পুলকে আকুল প্রাণ,
গাবো গীত খুলি হৃদি-দ্বার,—
মহীশসী মহিমা মোহিনী মহিলার !

(৩)

কোন বরবর্ণিনী বিশেষ নায়িকার
চাটু স্তুতি না চাই রচিতে ;
সমুদয় নারীজাতি নায়িকা আমার,
বাঞ্ছা চিতে বিশেষ বর্ণিতে ;

স্মরি চির উপকার,
 দিব গীত-উপহার,
 শুধিবারে ধার মমতার,
 মায়া-কায়া মাতা, ভগ্নী, নন্দিনী, জায়ার

(৬)

সবিলাস বিগ্রহ মানস স্বয়মার,
 আনন্দের প্রতিমা আস্থার,
 সাক্ষাৎ সাকার যেন ধ্যান কবিতার,
 মুগ্ধমুগ্ধী মুরতি মায়ার ;
 যত কাম্য হৃদয়ের,
 সংগ্রহ সে সকলের,
 কি বুঝাবো ভাব রমণীর ;—
 মণি-মন্ত্র-মহৌষধি সংসার-ফণীর !

(১১)

নবীন জনমে নর জাগি সচকিতে,
 শ্রামকাস্তি নিরখে ধরার,
 জলে স্থলে বিমল আলোকে পুলকিতে
 চরাচর বিহরে অপার ;—
 সমীরণে দোলে ফুল,
 গুঞ্জে কুঞ্জে ভৃঙ্গকুল,
 পাখী গায় বসি শাখী পরে,
 সবে সুখী, নর সুধু কাতর অন্তরে !

(১২)

শূন্য মনে বসি শূন্য আকাশের তলে,
 শূন্য দেখে শোভিত সংসার !
 নিরূপিতে নাহি পারে নিজ দুঃখিবলে,
 কিসে দুঃখী, কি অভাব তার !—

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

বুঝি ভাব মানবের,
ধাতা তার মানসের,
করিলেন প্রতিমা রচনা ;—
ভুলোক পুলকপূর্ণ, জন্মিল ললনা !

(১০)

বিকচ পঙ্কজ-মুখে শ্রুতি পরশিত,
সলাজ লোচন ঢল ঢল,
ঠাচর চিকুর চাক-চরণ-চূষিত,
কি সৌমন্ত্র ধবল সরল !
কান্তর হৃদয় ভরে,
হৃচ্ছ-মুক্তা-কলেবরে,
ঢল ঢল লাবণ্যের জল !
পাটল কপোল কর-চরণের তল !

(১৪)

পূজিবার তরে ফুল ঝ'রে প'ড়ে পায়,
হৃদি-ফল পরশে পাখীতে,
মুগ্ধ মুখে কুরঙ্গিণী মুগ্ধ মুখে চায়,
ধায় অলি অধরে বসিতে !
স্পর্শে পদ-রাগ-ভরা,
অশোক লতিল ধরা ;
এলোকেশে কে এল রূপসী !—
কোন্ বনফুল, কোন্ গগনের শশী II

(২৪)

শ্রুতিহর চাক্রনাদে চরণসঙ্কার
ভাবভরা বিলাস আঁখির,
শোভিত শব্দে অর্থবহ অলঙ্কার,
আবরিত রসের শরীর ;—

পেয়ে হেনরূপ ছবি,
মানব হইল কবি ;
বনিতা সবিতা কবিতার ।
মর্ত্য্য-কুঁড়ে বিকসিল কুসুম মন্দার !

(২৭)

এক হৃৎকে দধি, তক্র, স্নাত, নবনীত,
নানা উপাদেয় যথা হয় ;—
এক নারী নানারূপে করে বিরচিত
সংসারের স্মৃৎ সমুদয় ;—
সৃষ্টি পুষ্টি জননীর,
প্রিয় চিন্তা ভগিনীর,
কস্তা সেবা, জায়গার বিহার ;—
অতুলনা দান যার কুমারী কুমার !

(৩০)

ফুটেছে অতুল ফুল-উত্থান ধরায়,—
নরত্ব বিখ্যাত নাম তার ;
বৃন্দদল, কলেবর,—পুরুষের তায় ;—
নারী—বর্ণ, মধু, গন্ধ যার !
আছে কাঁটা অগণিত,
তবু অতি সুশোভিত ;—
স্বধু এই শোক তার তরে !
কাল-অলি-মধুপান-অবসানে ঝরে ।

(৩০)

সংসারে যে দিকে চাই, করি বিলোকন,
বিপরীত ছইঁডাব মেলা,—
বাছে দোহে অরি, মনে মধুর মিলন,—
কোমল-কঠিনে কিবা খেলা !

ଏକେ ଶୋଷେ, ଅନ୍ତେ ପୋଷେ,
 ଏକେ ରୋଷେ, ଅନ୍ତେ ଡୋଷେ,
 ଏକେ ଯୁଟ୍ଟ, ଅନ୍ତେ ଅତି କୃତୀ ;
 ହରଗୌରୀରୂପ ବିଶ୍ଵପୁଂସ୍ୟ-ପ୍ରକୃତି !

(୫୨)

ଧନ୍ତ୍ଵ ସାଂଖ୍ୟ ତତ୍ଵଶାସ୍ତ୍ର-ସାର-ନିରୂପଣ !—
 ପେୟେ ସ୍ଵସର୍ଵରମ ପ୍ରକୃତିର ,
 ପୁଲକେ ଡଲିଲ କାୟ, ଖୁଲିଲ ଲୋଚନ
 ଅବଶ ପୁଂସ୍ୟ ଅକୃତୀର ;
 ପ୍ରକୃତିର ଭୋଗ୍ୟ କାୟ,
 ଜୀବ ଭୋକ୍ତା ଭୁଞ୍ଜେ ତାୟ,—
 କେ ହିହା କରିବେ ଅସ୍ଵୀକାର ?
 ପତି-ପତ୍ନୀ-ଧାମ ଧରା ପ୍ରମାଣ ସାହାର !

(୫୫)

ସଂସାର ପେଷଣି, ନର ଅଧଃଶଳା ତାୟ,
 ରେଷେ ଯାତ୍ର ଆଲଞ୍ଚନ ସାର,
 ନାଗ୍ନୀ ଓକ୍ତବଞ୍ଚୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛେ ଲୀଳାୟ,
 କାଳେ ରକ୍ତେ ମିଳନ ଦୋହାର !—
 ଭାବ-ଚକ୍ଷେ ନିରସିୟା,
 ନେଧ ହେ ଭବେର କ୍ରିୟା,
 ବିପରୀତ ବିହାର ଅତୁଳ !—
 ରମଣୀ-ରମଣ-ରମେ ପୁଂସ୍ୟ ବାତୁଳ !

(୫୧)

ସୁଧା ଓକ୍ତି, ସାନବେ ମଞ୍ଜାଳେ ମହିଳାୟ,
 ଦିୟା ଜ୍ଞାନ-ରମ-ଆସ୍ଵାଦନ :
 ସମ୍ଭଳେ ସେ ହେତୁ ଡଃଧ ପଶିଲ ଧରାୟ,—
 'ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୋଦନ ମରଣ ।

মিলাইয়া নিজ যুক্তি,
ভাবুকে বুঝিবে উক্তি,
নিন্দা নয়, স্তুতি ললনার ;—
অমরত্ব ছাড়ে নরে প্রেমভরে যার !

(৪৮)

যদি মৃত্যু এনে থাকে মহিলা ধরায়,
সে ক্ষতি সে করেছে পূরণ ;
যম-খানে জরাজীর্ণে লোকান্তরে যায়,
নারী করে প্রসব নূতন !
কোন্‌ ছঃখ ধরা ধরে
নারী যারে নাহি হরে ?
তাই পুন মূনার লিখন,—
নারী-বীজে হবে ফণি-ফণার দলন !

('মহিলা', ১৮৮০)

জায়া

স্বরেন্দ্রনাথ মজুমদার

(নির্বাচিতাংশ)

(১)

নদী-মধ্যভাগে যথা সস্তম্বিত জন
গভীর নীরের নৃত্য করি বিলোকন
সভয়ে সন্দেহ-মনে কুল-পানে চায় :
কবির অবস্থা তাই,
আগে চেয়ে ভয় পাই,
নারী-নদী বিশাল, কি পার পাব তায় !—
ধরি ক্ষুদ্র কীর্ণ তুণ লেখনী সহায় ।

(২)

মাতা যুহু গুটভাগ ভয়-হীন তার,
 না পাই সে শাস্ত্যাব মাঝারে আয়ার,—
 বিষম আবর্ষ ভূক তরক খেলায় ;
 রসিক ভাবুক জনে
 বুঝ বিচারিয়া মনে,
 শত দোষ না পাইলে প্রকোপ মাতায় ;
 অল্পে অভিমানী প্রিয়া ভয় বাসি তার ।

(৬)

এসো এসো প্রিয়তমা প্রতিমা সাকার !
 কাগাণ্ড ভক্তের হৃদে ভাব নিরাকার ;—
 রাগভরে করি তব স্তবন পূজন !—
 পৌত্তলিক ভাবি মনে,
 হাসিবে অবোধগণে ;
 স্ববোধ বুদ্ধিবে আছে নিগূঢ় কারণ,—
 নিরাকারে ধ্যান নভ-কুহুম-চয়ন ।

(৭)

তোমার কাহিনী কাব্য, কবি বস্তু তার,
 অলঙ্কারী কুশ-শিখ-নৃস্ব-মতি যার,
 বিচরিতা ভাব অস্ত নাহি পায় !
 ঘটে পটে মস্ত যারা,
 দেখিতে না পায় তারা,
 মনোহরী তোমার সুষমা প্রতিমা,
 অচিন্ত্য অগম্য ভাবে অধ্যাত্মবিজ্ঞায় ।

(১০)

জন্ম বাল্যকাল মাঝে সুখের যৌবন,
 মাহুসের মধ্যে মাল্য মধ্যস্থ যে জন,
 আঁধি-মধ্যভাগে আঁধি-মণির বিহার ;—

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি মাঝে
 প্রেমভাব যথা সাজে,
 তুমি মধ্যচারী তথা মাতা দুহিতার,
 পূর্ণ চাক বামা-ভাব-সাকার-সীলার ।

(১১)

মধ্যভাব দুইপ্রান্তে বিহরে বিকার,—
 পালন গৌরব-ধর্ম বিকার মাতার,
 সেবাধর্মে লাঘব বিকার দুহিতার ;
 স্ত্রী ভাবের প্রেমপাত্র,
 সবে এক তুমি মাত্র,
 স্ত্রী নারী রমণী বামাঙ্গনা যত আর,
 যত জাতি-উপাধি তোমার অধিকার ।

(১৬)

দ্বিগুণ উষ্ণ তীব্র মন্দ যত বিপরীত,
 প্রহেলি-পুস্তলি ! সব তোমায় মিলিত ;
 হেন স্বন্দ-মিল মিলে ঈশান কেবল !
 দুই বিপরীত যথা,
 মধ্যভাব বসে তথা :
 বিষয় বিরাগ তুমি প্রেম ধর্মস্থল ;
 দিব্য স্বধা মত্ত স্বরা তীব্র হলাহল ।

(১৭)

কুস্তল-কলাপ কিবা কাদম্বিনী কায়,—
 চমকি চমকি চোখে চপলা খেলায়,
 অকলঙ্ক শশাঙ্ক আনন শোভা পায়,
 তরুণ অরুণ রাগে
 সিন্দূর ললাট-ভাগে,
 সন্ধ্যার নিবাস নেত্রপল্লব-ছায়ায়,
 কি শীতল হিম ঝরে মুখের কথায় !

(৩২)

যার মিলে নারী সনে এ হেন মিলন,
নারী সনে সে যৌবন-মিলন কেমন !
হেন কবি কেবা তার করিবে বর্ণন !

পুরুষ পাষণকায়,
যৌবন মিহিরপ্রায়,
প্রতিবিশ্ব তার তার রটে কি তেমন,
রমণী-মণির অঙ্গে ঝলকে যেমন ?

(৩৩)

কুশাদ্যের কলেবরে যৌবন কেমন ?
হৃষির পরশভরে কুশাগু যেমন,

অথবা বসন্তে যেন কাননের কায়,
নদী যেন বন্নিধার
ধরে না রসের ভার,
লাবণ্য-লহরী খেলে ললিত লীলায়,
উছলে উদধি যেন পেয়ে পূর্ণিমায়া !

(৩৪)

ইন্দ্রজাতী মতি করে মাটি-গুটিকায়,
যৌবনে বস্তিত হেন কামিনীর কায়,
কাল পেয়ে কাল কুঁড়ি কুহুম যেমন ;
ছন্দবেশী দেব-বরে

যেন নিজরূপ ধরে ;
ধূলিচারী তন্তুকোট বালিকা তখন
কি বিচিত্র প্রজ্ঞাপতি হুবতী এখন !

(৩৫)

সে দিন না ছুঁইয়াছি যারে ঘৃণাতরে,
আজ তার স্পর্শ পেলে চাঁদ পাই করে ;
কাল ছুটাছুটি, আজ গঞ্জেঙ্গগমন ;

কাল না চেয়েছি যায়,
আজ সে না ফিরে চায় ;
ধূলা-খেলা ছেড়ে আজ কেড়ে লয় মন,
আত্মা-অশ্ব করে কণা-কটাক্ষ শাসন !

(৩৬)

কোথায় উপমা দিব যুবতী শোভায় ?
অতি চারু শশাক শারদ পূণিমায় ?
শারদ সরসি বটে পরম শোভার ;
বিমল রসাল কাচ,
মন্দ আন্দোলিত বায় ;
কিন্তু কোথা পাব তায় বিহার আশ্রয় !—
মদালস সে লোল লোচন লালসার !—

(৪৫)

তপনে কিরণ তুমি, কিরণে প্রকাশ,
হৃদয়ের প্রেম তুমি, বদনের হাস,
জড়ে অবয়ব তুমি, বিজ্ঞান আত্মার,
তুমি শীতগুণ জলে,
তুমি গন্ধ ফুলদলে,
নধুর মাধুরী স্বরে সঙ্গীতে সঞ্চাব,
কাঞ্চনের কাস্তি তুমি বল অবলার !

(৫০)

তহুরূপ রথ, উড়ে পতাকা অঞ্চল,
বল্লা-ধৈর্যে অঙ্গভঙ্গী নাচে হয়দল,
আপনি রমণী রথী, সারথি যৌবন,
মুহূ হাসি বীরদাপে
হেলাইয়া তুরূ চাপে
স্বনে কটাক্ষ-শর সঙ্কানে যখন,
কোন্ বীর পরাভব না মানে তখন !

(৫১)

আছে যে বারিতে পারে মনের শরে,
নাই যে না বাসে রূপ-প্রভাব অন্তরে ;
না থাকে আহারে লোভ, কচিবোধ রয় ;

হের হর-দৃষ্টিভরে

মদন পুড়িয়া মরে,

স্মরারি সৌন্দর্যে তবু উদাসীন নয় !—

পরিচয় হিমাচল-সুতা-পরিণয় ।

(৬৬)

অশে যথা বস্মা, যথা অঙ্কুশ করীর,
দেহে যথা দৃষ্টি, কর্ণ যেমন তরীর,
বুদ্ধি-বুদ্ধি-দলে যথা হিতাহিত-জ্ঞান,

সিন্ধু-ঘাত্রি—পথ-হারা

তার যথা ধ্রুব তারা,

পুরুষে প্রেমসী তুমি সেরূপ বিধান ;—

তোমা বিনা পথ-ভ্রাস্ত পান্থের সমান !

('মহিলা', ১৮৮০)

অষ্টাচলগামী চক্র

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

(১)

ওই দেখ কাড়াইয়া আকাশের পাশে যামিনীবিলাসী ;

পাণ্ডুবর্ণ কলেবর,

কাপিতেছে ধরধর ;

কপোলনয়নজলে ঘাইতেছে ভাসি ;

ছাড়িতে প্রাণের শ্রিরা,

ব্যাকুল প্রণয়িহিয়া ;

প্রেম বিনা এ সংসার অন্ধকাররাশি ;

কেন রে গোকুলচাঁদ তুলিল আমারে ?

বিষের জ্বলে জ্বলি ভব-কারাগারে ।

(২)

বিরহরাত্রি ভয়ে শশীর এ দশা গগনমণ্ডলে ;

দেবতার বুদ্ধি হত, মাহুঘের সহে কত,

দুর্বল মানবকুল সকলেই বলে ;

অবলা সহজে নারী ; যন্ত্রণা সহিতে নারি ;

জীবন জ্বলিছে যেন বাড়ব-অনলে ;

বল সজনি লো বল বাঁচিব কেমনে ?

অথবা মরণ ভাল শ্রামের বিহনে ।

(৩)

প্রেমের কমল, হায়, মানসসরসে ফুটিবে কি আর ?

হৃদয়-গগন-রবি, সংসার-রঞ্জন-ছবি,

উষার সহিত দেখা দিবে কি আবার ?

লোকে মোরে কমলিনী, বলে কেন নিতম্বিনি ?

আমারে ঘেরিয়া আছে চির অঙ্ককার ।

এ নিশার অবসান হবে কিলো সহী ?

আর কার কাছে মোর মনকথা কই ।

(৪)

কেন সহী তোর আঁখি করে ছল ছল বন্ না আমারে ?

কি ভাবি হৃদয়ে তোর, উথলে যন্ত্রণা ঘোর ?

কিসে তোর ফুলমুখ গ্রাসিল আঁধারে ?

বুঝিলাম মোর দুখ, হরিয়াছে তোর সুখ,

সুখ সুখ, দুখ দুখ, চৌদিকে বিহ্বল ।

যেখানে বসন্ত যায়, ফুটে ফুলকুল ;

যথায় শীতের গতি, সৌন্দর্য নিমূল ।

(৫)

সজনি লো সরোবরে দেখনা কাঁপিছে ভয়ে কুমুদিনী,
 নয়ন মুদিতপ্রায়, যেন অবসন্ন কায়,
 নাথ যায়, বলি হায়, এমন মালিনী ।
 না আইল মোর নাথ, কেবল বিরহ সাথ
 যাপিতে হইল মম বিষম যামিনী ।
 নিশা তো হইল গত, বিরহ না যায় ।
 কেন হরি নিদারুণ হইলে আমায় ?

(৬)

বলিতে আমারে তুমি কত ভালবাস, বৃন্দাবনধন ।
 কত প্রেমকথা কয়ে, আমারে হৃদয়ে লয়ে,
 করিতে পুলককায়ে সাদরে চুষন ।
 একেবারে স্বপ্নবৎ, হইল কি সে তাবৎ ?
 অবলা ছলিতে তুমি পার কি কখন ?
 অথবা কপালগুণে—আমি অভাগিনী—
 অমৃত হইল বিষ, লো! প্রিয় ভগিনী ।

(কবিতামালা, ১৮৭৭)

প্রণয়োচ্ছ্বাস

নবীনচন্দ্র সেন

(১)

অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল ?
 অকস্মাৎ কেন মন বিষাদিত হইল ?
 আনন্ধান্ করে প্রাণ ;
 ধরা শর-শয্যা জ্ঞান ;

কিসে হৃদয়েতে মম এত ব্যথা জন্মিল ?
অকস্মাৎ কি অনল হৃদয়েতে জ্বলিল ?

(২)

কেমনে জন্মিল ব্যথা ?—আমি কি তা' জানি না ?
কিন্তু যার জন্মে জ্বলি, সে বে জ্বেনে জানে না।

প্রেমসৌ রে নিরদয় !

প্রেম ভুলিবার নয়,

কত চাহি ভুলিবারে—ভুলিতে যে পারি না।

(৩)

প্রিয়তমে ! এই কি রে ছিল তব অন্তরে ?

আশা-ইজ্জৎহু দূরে দেখাইয়া অশ্বরে

কেন তুষা বাড়াইলে ?

যদি নাহি জুড়াইলে

প্রণয়-শীতল-বারি বরষিয়া আদরে ?

(৪)

কি আর বলিব, প্রিয়ে ! কত আর বলিব ?

তাপিত তৃষিত চিন্তে কত আর সহিব ?

এই পাই, এই নাই,

হারাইয়া পুনঃ পাই,

মরে বেঁচে, বেঁচে মরে, কতকাল থাকিব ?

(৫)

কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে, গত নিশি গিয়েছে !

কি অনলে এ হৃদয় সারা নিশি দহেছে !

তব চন্দ্রানন, প্রিয়ে !

অঙ্ককারে নিরখিয়ে,

সুদীর্ঘ নিশ্বাস, প্রিয়ে সারানিশি বহেছে !

কি দুঃখেতে, প্রিয়তমে ! গত নিশি গিয়েছে !

(৬)

কতবার স্বপনেতে মুগ্ধশী হেরেছি ;
 কতবার স্বপ্ন-ভঙ্গে, স্বপ্ন-ভঙ্গে কেঁদেছি !
 এইরূপে কেঁদে, হেসে,
 হৃৎখের সাগরে ভেসে,
 প্রেয়সি রে ! মনোহৃৎখে গতনিশি কেটেছি ।

(৭)

হবে না আমার, প্রিয়ে ! যদি মনে জেনেছ ;
 এ অধীনে, তবে কেন, এত হৃৎখ দিতেছ ?
 বল, প্রাণ ! একবার,—
 হবে না আমার আর,
 ভস্ম হ'ক এ হৃদয়, যাহা দগ্ধ হতেছে ।

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১)

আকাঙ্ক্ষা

নবানুচন্দ্র সেম

কোমল প্রণয়-বৃন্তে, কুসুম-ঘোবনে
 ফুটিয়াছে যেই ফুল, সাধ ছিল মনে,
 নিরখিয়া জুড়াইব তৃপ্ত নমন,—
 দেখিয়াছি, কিন্তু আশা হলো না পূরণ ।
 নাহি জানি কি কৌশলে বিধি বিচক্ষণ,
 সৃজিলেন তব সেই চাক চন্দ্রানন ;
 নমন ভরিয়া যত করি নিরীক্ষণ,
 ইচ্ছা হয় আর বার করি দরশন ।

কিন্তু মিছে আশা হায়, সরলে তোমার,
 দেখিব কি প্রেমফুল্ল বদন আবার ?
 আবার কি আশামস্ত নয়ন যুগল,
 নিরখিবে প্রিয়ে ! তব নেত্রনীলোৎপল ?

অভাগার ক্রোড়ে গণ্ড করিয়া স্থাপন,
 শ্মিতবিকসিত নেত্রে করি নিরীক্ষণ,
 প্রেমবিগলিত স্বরে বলিবে কি আর,
 মধুমাখা কথাগুলি শ্রবণে আমার ?

বীণা-বিনিন্দিত ধ্বনি করিয়া শ্রবণ,
 নিবিবে কি দুঃখানল, জুড়াবে জীবন ?
 এইরূপ কত আশা নক্ষত্র যেমন,
 ফুটিবে নিশীথে, হবে দিবসে নিধন ।

সে সকল সুখ আহা ! কপালে আমার,
 ফলিবে না এ জনমে ; তবে কেন আর,
 চিত্র করি এই চিত্র, ভাসি অশ্রুজলে,
 মরিয়া মনের দুঃখে বসিয়া বিরলে ?

কেন স্মৃতি-পথে তব, প্রণয়-তুলিতে,
 চিত্র করি তারে, যারে দেখে আর্চাশ্বতে
 তুলিয়াছ এত দিনে ; বল না কেমন,
 তুমি কি লো অভাগারে তুলনি এখন ?

মম দীন হীন মুক্তি ভাসে কিলো আর
 তব চিত্ত-সরোবরে, বল একবার ?
 সুখের সাগরে প্রিয়ে, ডুবিয়া কখন
 (দেখ কি হে বিদেশীয় বন্ধু একজন !)

দেখ কিনা দেখ, কিন্তু আমি আনবার,
 নিরখি সরলে ! তব মোহিনী আকার ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

স্বনীয় উজ্জল দুই নয়ন তোমার,
মানস-সরসে মম দিতেছে সীতার ।

কোমল কাঞ্চনকাস্তি, রূপের কিরণ
হাসিছে আলোকি মম হৃদয়-গগন ।
মুকুতার হারে গাঁথা অধর যুগল,
স্বন্দর গোলাপি রসে করে টলমল ।

মধুর তরল হাসি সতত তথায়
বিরাজিছে যেন স্থির বিজলীর প্রায় ।
এখনও দেখি যেন খরিয় গলায়,
প্রেমভরে কত কথা कहিছ আমার !

ঢলিছে সৌন্দর্য্য তব, স্মৃতির গলায়,
লোলে যথা নব লতা সহকার গায় ।
কিন্তু আহা ! সে সকল করিয়া অরণ,
নিস্তেজ অনল কেন করি উদ্দীপন ?

একদিন তরে মাত্র দেখিয়াছি যারে,
খুলিয়া হৃদয়দ্বার, কি ফল তাহারে,
গুনাইয়া অভাগার মনের পেরন ?
সে আমার দুঃখে দুঃখী হবে কি কখন ?

যাই প্রিয়ে ! যতদিন থাকিবে জীবন,
প্রেম-কমলামনে করিয়া স্থাপন,
রাখিব তোমারে সখি ! হৃদয়ে আমার ;—
তুঃখী আমি, আর কিবা দিব পুরস্কার ?

প্রেম-বিকশিত নেত্রে দেখেছ যখন,
হৃদয় তখন আমি করেছি অর্পণ ।
মনপ্রাণ অভাগার করিয়া হরণ
সুখে থাক বিধুমুখি ! বিদায় এখন ।

তুলিয়া কমল-মুখ দেখ, এক বার,
মনে রেখো দুঃখী বলে ; বিদায় আবার !

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১)

সদয়-উচ্ছ্বাস

মবীনচন্দ্র সেন

(১)

সপি রে !

আর কি বলিব আমি মরিতেছি মরমে,
বচন না সরে মুখে মরে আছি সরমে ।

দিন দিন, পল পল, জ্বলিছে বিরহানল,
নিবিবে না আর তাহা বৃষ্টি এই জনমে ।
প্রিয়সখি, মরিতেছি মরমে ।

(২)

সখি রে !

ওই দেখ ফুলকুল ফুটিতেছে কাননে,
নাচিতেছে অহুরাগে সমীরণ-চূষনে ;
বিহঙ্গিনী ফুল মনে, স্বনাথ বিহঙ্গ-মনে,
বরষি সঙ্গীতস্থধা মোহিতেছে শ্রবণে ;
ফুলকুল ফুটিতেছে কাননে ।

(৩)

সখি রে !

যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি তারে নমনে ;
যেই দিকে বর্ণ পাতি তুনি তারে শ্রবণে ;
নিত্য নমনের কাছে, তার চিত্ত ভেসে আছে,
সে যেন রয়েছে সখি, মিশাইয়া জীবনে,
প্রিয় সখি, মিশাইয়া জীবনে ।

(৪)

সখি রে !

তারে যে পাবার নয় জেনেছি তা অস্তরে ;
 তবে কেন দিবানিশি ভাসি দুঃখ-সাগরে ?
 ছাড়িয়া গিয়াছে যবে, আর কি আমার হবে,
 উড়ে গেলে পাখি পুনঃ ফিরে কি সে পিঞ্জরে ?
 এলো সখি, জেনেছি তা অস্তরে ।

(৫)

সখি রে !

গেলে এ বসন্তকাল আবার সে আসিবে ;
 নীরবি বিহঙ্গকুল পুনর্বীর গাইবে ;
 ফুটিবে কুসুমগণ, বহিবে এ সমীরণ ;
 কিন্তু সেই পাখি পুনঃ পিঞ্জরে না ফিরিবে,
 প্রেমপাখি পিঞ্জরে না বসিবে ।

(৬)

সখি রে !

সুকাইবে এই ফুল ; কিন্তু পুনঃ দেখিবে,
 এ ফুল ফুটিয়া:পুনঃ স্তম্ভোরভ ভরিবে ।
 এ হৃদয়ে পুনর্বীর, সেই প্রেম স্বধামার,
 এই জন্মে প্রিয়সপি আর নাহি বহিবে
 এই জন্মে আর নাহি ফিরিবে ।

(৭)

সখি রে !

কিন্তু সেই প্রেমধারা যেইখানে বহেছে,
 গভীর বিচ্ছেদরেখা সেইখানে রহেছে ।
 এই রেখা চিরকাল, হইবে আমার কাল,
 নদী সহ, নদীরেখা কোথা লুপ্ত হয়েছে,
 সখি রে, যথা নদী বহেছে ।

(৮)

সখি রে !

জীবন যাইবে, এই যৌবন ত যেতেছে ।

ভঙ্গ হবে এ হৃদয়, এবে দগ্ধ হতেছে ।

ক্রমে ক্রমে এই সব, হবে স্বপ্ন অক্ষতব,

দেখিতে দেখিতে সখি অলঙ্কিত হতেছে

প্রিয়সখি, সকলেই যেতেছে ।

(৯)

সখি রে !

বিচ্ছেদ যাবার নহে, বিচ্ছেদ ত যায় না ।

প্রেম সহ এই পোড়া বিচ্ছেদ লুকায় না ।

জীর্ণশেষ ত না ছাড়াবে, প্রাণান্তেও সঙ্গে যাবে,

বিচ্ছেদ যাবার নহে, বিচ্ছেদ ত যায় না,

প্রাণসখি, বিচ্ছেদ লুকায় না ।

(১০)

সখি রে !

যে বিধি চঞ্চল করি প্রেমনিধি গড়িল,

চঞ্চল করিয়া কেন বিচ্ছেদ না সৃজিল ?

লোকে বলে ফুলবাণ, সে কি এত ধরশান ?

ফুলবাণ সখি মম মরমে কি পশিল !

ফুলবাণে এত বাথা সৃজিল ?

(১১)

সখি রে !

কিসের সে ফুলবাণ, কবিদের কল্পনা ।

ফুলবাণে হৃদয়ে কি জন্মে এত বেদনা ।

নিরখি কুহুমবন, যনে ঠাড প্রিয়জন,

স্বতিবাণে হৃদয়েতে বাড়াইছে বেদনা

ফুলবাণ কবিদের কল্পনা ।

(১২)

সখি রে !

দিবানিশি তার স্মৃতি হৃদয়েতে জাগিছে ;

অবলার মনোহুধ অনিবার বাড়িছে ।

যত চাহি তুলিবারে, তত মনে পড়ে তারে,

ততই বিচ্ছেদানল বেগে জলে উঠিছে,

প্রিয়সখি, অবলারে দহিছে ।

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১)

কেন ভালবাসি ?

নবীনচন্দ্র সেন

কি দিব উত্তর ? আমি কেন ভালবাসি ?

আজি পারাবার সম,

হায়, ভালবাসা মম,

কেন উপজিল সিদ্ধ, এই অধুরাশি,

কে বলিবে ? কে বলিবে, কেন ভালবাসি ?

অনন্ত অতল সিদ্ধ !—পশি বারি-তলে

কেমনে বলিব বল,

কোথা হ'তে নিরমল,

বহিল সে ক্ষুদ্রশ্রোত, পরিণাম বা'র,

আজি, প্রিয়তমে, এই প্রেম-পারাবার .

যে তরু অনন্তছায়া হৃদয় আমার

করিয়াছে, আজ প্রিয়ে ! কেমনে চিরিয়ে দিখে,

দেখাব সে পাদপের অঙ্গুর কোথায় ?—

কেন ভালবাসি, হায় ! বুঝাব তোমায় ?

কেন বাসি ভাল ? অগ্নি সচন্দ্র শবরি,
 দেখেছ প্রথম তুমি,
 এ হৃদয় বনভূমি—
 স্বধময়, বলসিক্তে সে রূপ-কিবণে,
 প্রবেশিতে দাবানল কুসুম-কাননে ।

ছিল এ হৃদয় ক্ষুদ্র প্রেম-সরোবর,
 একটি নক্ষত্র তায়
 ভাসিত, সে চিত্ত, হায়
 কেন মরুময় আজি পিপাসা-লহরী ?—
 কেন ভালবাসি, কহ সচন্দ্র শবরি ।

শবরি ! তোমার অঙ্কে চাপিয়া হৃদয়,
 হানিয়াছি, কাঁদিয়াছি,
 মরিয়াছি, বাঁচিয়াছি,
 দহিয়াছি, সফিয়াছি তীব্র জ্বালারাশি ;
 শবরি ! কহ না তুমি কেন ভালবাসি ?

দেখিয়াছ তুমি সেই মাক্তত কুস্তল ;
 স্বকুস্তল কিরাটিনী
 প্রেমের প্রক্তিমাধানি,
 আচরণ-বিলম্বিত দীর্ঘ কেশ রাশি,
 দেখিয়াছ, কহ তবে কেন ভালবাসি ?

এ হৃদয়ে, নিলীখিনি ! জাগতে নিদ্রায়,
 যেই দৃষ্টি-স্বধাদান,
 মোহিয়া বিমুগ্ধ প্রাণ
 করিয়াছে, সেই দৃষ্টি প্রথম হৃদয়তল ।—
 কেন ভালবাসি, নিশি, বুকিলে সকল ?

জীবন, যোবন, আশা, কীর্তিধন, মান,—

তুণবৎ ঠেলি পায়

আসিহু উন্মাদপ্রায়

বা'র কাছে, হায় ! তা'র মন বুঝিবারে,

সে কি জিজ্ঞাসিল কেন ভালবাসি তা'রে ?

তুমি পত্র, তুমি চিত্র—সর্বস্ব আমার !

অক্ষরে অক্ষরে পত্রে,

রেখায় রেখায় চিত্রে,

কত জিজ্ঞাসিয়া, কত কাঁদিয়াছি, হায় !

কেন ভালবাসি, আহা, বল না তাহায় ?

কেন ভালবাসি, প্রিয়ে, বলিব কেমনে,

কোথা আমি, কোথা তুমি,

মধ্যে এই মরুভূমি

নির্মম সংসার,—কিসে শুনিবে হৃদয়

হৃদয়ে হৃদয়ে বা'র সম্ভব উত্তর !

(অবকাশরতিনী, ১৮৭১-৭৮)

প্রাৰ্শিত ভূতৃকা

(আশা-ভঙ্গ—সঙ্গিনীর প্রতি উক্তি)

মোকদ্দাস্বিনী মুখোপাধ্যায়

বল সখি তায়,

কেন মন চায়,

না মানে বারণ কেন ?

কি তবু ভাবিয়া,

উন্মত্ত হইয়া.

রয়েছে বারণ যেন ?

ভাবি নিশিদিন, এদিন শুদিন,
 আর কি আমার হবে ?
 আসি' গুণমণি, প্রফুল্লিত মনে,
 আর কি আমায় লবে ?
 সে হ'ল সাহেব, আমি যে বাঙ্গালি,
 আর কি লো আছে আশা ?
 লয়ে ইংরাজিনী, করিবে সঙ্গিনী,
 ভুলে যাবে ভালবাসা !
 না ভুলেছে যদি, দেখে সে অবধি,
 না লয় সংবাদ কেন ?
 আমার বিরহে, কাতর সে নহে,
 মনে জ্ঞান হয় হেন ।
 তাঁহার বিচ্ছেদ, ভ্রমি করে ভেদ.
 জালা আর সহি কত ?
 মনে ইচ্ছা হয়. নদী তাঁরে বাই,
 গিয়া হুই জলগত ।
 দেখিলে লো জল, যাতনা অনল,
 বা ডয়ে দ্বিগুণ করে ;
 জল যে জীবন, জ্ঞানাতন কেন
 করে খম জীবন রে ?
 যার লাগি ছখ, সেই জন মুখ
 পানে যদি নাহি চায়,
 তবে কেন বল, উন্মত্ত বিকল
 হ'য়ে মন তাঁরে চায় ?
 প্রেমপান আশে, হৃদয়-আকাশে
 রাখিছ যতনে শশী,
 রাখ নানা ফানে, হরিণ সে চাঁদে,
 চাতুরী করিয়া পশি' ।

মিলনে

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়

(১)

প্রিয়তমে !

পেয়ে বহুদিন পরে,
কত সাধ যে অস্তরে
হই'ছে, কি রূপে তোরে
সখি ! প্রকাশি' কহিব,
এবার তোমার ছাডি', আর নাহি ঘাইব

(২)

আন্ধি হেরে গুণবতি !
তব মুখ চাক ভাতি,
আঁধার অস্তরে জ্যোতি
বিকসিত, সুগ মনে
কত, হেন সুগ কভু, পেয়েছ কি ললনে !

(৩)

স্থানাস্তরে মুখশশী
তব, বিরলেতে বসি
ভাবিতাম, দিবা নিশি
সখি তুমি মম তরে
ভাবিতে কি সেই মত , দুখ-মগ্ন অস্তরে ;

(৪)

কেন সখি, মনোমত
হয়েছিলে মম এত
বলনা ; নহিলে চিত
কভু এত ভাবিত না ;
একাধারে এত গুণ ধরে কত ললনা ?

(৫)

মনে সদা ইচ্ছা করে
রাপি কর্তার কোরে,
দিবানিশি হেরি তোরে,
কিন্তু তাহা হইল না

: হাতেই স্নেহ বলি', লোক দেয় পঙ্কনা :

(৬)

রহিলে তোমার সনে,
কত সুখ শাস্তি মনে,
আনন্দ-লহরী, ঘনে
ঘনে উঠে উথলিয়া

সব প্রলোভন হতে সুখ. কাছে থাকিয়া

(৭)

যৌবনে আছিলে মারী,
এবে তুমি সর্বেশ্বরী.
মাতৃ-ভাব অধিকারী
হইলে যে ক্রমে ক্রমে,

সহায় আমার তুমি, এই পরনী দামে ।

(৮)

গৃহলক্ষ্মী পূর্ণশশী,
কখন বা হও দাসী,
প্রকৃত বন্ধু প্রেমসী
হও হে তুমি আমার,

পরামর্শে মন্ত্রী তুমি, জীবনের আধার ।

(৯)

তোমাতে ছাড়িয়া যাই,
এমন বাসনা নাই,
কি করি, যাইতে চাই

সংসার-ভীত তাড়নে,
শ্রম ছুঃখ বিনা অর্থ, নাহি মিলে ভুবনে ।

(১০)

সখি ! করমের তরে,
ছাড়ি যবে ঘাই দূরে,
রহ তুমি এ অস্তরে,
দিনে সে মুরতি দেখি,
তব বাক্য শুনিহে স্বপনে, অমিয়মুখি !

(বনপ্রস্থান, ১৮৮২)

বিবাহে

প্রথম মিলন, হইল বধন,
যেন চাঁদ মিল করে,
পিতার কারণ, দুঃখিতা তখন,
ভুলিলাম সে আদরে ।
ওগো প্রাপসখি, সে মিলনে স্বখী,
কত মোর মন ছিল !
ভাবি নিরস্তর, ছাড়িয়া অস্তর,
সে কেন অস্তর হল ?
তিনি গুণাধার, কত গুণ তাঁর,
কত বা লাভণী হায় !
কেমনে পাসরি, সে সব মাদুরী,
মন যেন সঁপেছি তাঁর ।
স্বধর্ম-মন্দিরে, গেঁথেছি আদরে,
যত্নে তাঁর যত গুণ,
সে সব পাসরি', থাকিব কি করি',
সর্ব গুণে সে নিপুণ ।

লুক, মুগ্ধ, প্রেমে, হয়েছিল ভ্রমে,
কত আশা ছিল মনে !
এতই কেন লো সই, মন্দ হ'ল
অভাগীর ভাগাশুণে ?

সাক্ষাতে সবার, দুখের বিস্তার,
কিন্তু কা'রে দুখ কই ?
কা'র সাধ্য পারে, সাহস্নিতে মোরে,
ইহার ঔষধ কই ?

যে আমারে স্থপী করেছিল সখি,
সে যদি সমুদ্র-পারে,
এ দুখ অনল নিবাইবে বল,
কেবা আছে এ সংসারে ?

কহিব কাহায়, সহি যে একাই,
দুখ-শর-বরিষণ,
স্বপ্ন কে আছে ? আনি তা'রে কাছে,
দিবে মোর প্রাণদান ।

বদিতে এ প্রাণ, হইয়াছে পণ
স্বদৃঢ়, নিশ্চয় তাঁর,
সফল সে পণ হ'ক, নিবারণ
হবে মম দুখ-ভার ।

অদর্শনে

রাজকৃষ্ণ রায়

(১)

যদিও উভয়ে এবে আছি বহুদূরে,
জীবন-সঙ্গিনি !

কিন্তু আমাদের প্রেম, আমা দোহাকার
জীবন-বন্ধনী
পলকের তরে নহে দূরে,
তু'টি ফুল গাঁথা এক ডোরে
দিবস রজনী ।

প্রেম ক'র তফাতে থাকে না,
রবি স'ম ডুবিতে জানে না ।

(২)

কি উষায়, কি দিবায়, কি সঙ্কায়, কি নিশায়,
কি নিদ্রায়, কিবা জাগরণে
তুমি শুধু আগ মোর মনে ।
ভাবনা আমার
ভাবে অনিবার
তোমারে, ললনে !

তুমি বই কিছু নাই অনন্ত ভুবনে ।
আমি বটে আছি কেথা,
কিন্তু মোর প্রাণ কোথা ?—
তোমার সমনে ।

(৩)

যদিও ভাষুর তুলুখানি

লুকায় জলদ কালো, তবু সেথা আছে আলো,

ওরে আলোময়ি !

যদিও এখন

দূরে আছি দুইজনে, সমুখে আঁধার,

তবু তা'র মাঝে, প্রিয়তমে !

ভরপুর আলোক সঞ্চার ;

আছে কি আঁধার কতু প্রেমে ?

বিচ্ছেদে আঁধার !

দূরে আছি ;—এ বিচ্ছেদ বিচ্ছেদ তে নর,

এ বিচ্ছেদে অবিচ্ছেদে প্রেম আলোময় ।

(অবসর-সরোজিনী, ১৮৭৬-৮২)

চোখের দেখা

আনন্দচন্দ্র মিত্র

অনেক দিনের পরে প্রিয়ে,

সেদিন তোমায় দেখেছি,

নয়ন-জলে বক্ষস্থলে

পদচিহ্ন এঁকেছি ।

প্রেম-নয়নে মুখের পানে,

সেই যে তুমি চেয়েছো-,

কোথা হতে নয়ন-পথে

না জানি কি ঢেলে দিলে

(୭)

ତବେ କେନ ପନ୍ଥିୟାଛ ବଳ ଥରେ ଥରେ,
 ହେମ-ରତ୍ନ-ବିଭଜ୍ଜିତ ନାନା ଆନ୍ତରଣ ;
 ପୂର୍ଣ-ଅରସିନ୍ଦୁ ଲାଞ୍ଜେ ତବ କଲେବରେ,
 ହେମ-ରତ୍ନେ ହେନ ଚକ୍ଷେ କେନ ନିପୀଡ଼ନ ।

(୮)

ପର, ଦେବି, ଶେତ-ସୁନ୍ଦର କୋମଳ ବନ,
 ଖୁଲେ ଫେଲ' ବ୍ରତ୍ତ-ମୟ ହେମ-ଅଳଙ୍କାର ;
 ଏ ନିର୍ଦୋଷ-ରୂପେ ନହେ ମଣି ସୁଶୋଭନ,
 ବିଦ୍ରୁପ,—ସେ ଚାକ କେଶେ ପାତି ମୁକୁତାର

ମାଳତୀମାଳା, ୧୮୨୨)

ପ୍ରେମ-ପୂର୍ଣ୍ଣିମା

ହରିଶଚନ୍ଦ୍ର ନିରୋଗୀ

(୧)

କତ ସୁଖେ ଆଜି ଦେଖ, ଏସେଛି ଆବାର
 ବିଭଜ୍ଜିତେ ସୌଦାମିନୀ ତିମିର-ସଂଘଳେ ;
 କତ ସୁଖେ ତୁନି ପୁନଃ ଭ୍ରମର-ଝଙ୍କାର,
 ଚୁସିୟା ଭ୍ରମରୀ ଗାୟ କମଳିନୀ-ଦଳେ ।

(୨)

ସେହି ଏସେଛିଛୁ ଆଜି ହ'ଲ କତ ଦିନ,
 ସମ୍ପତ୍ତି ଉପା ସମ୍ପତ୍ତି କର ଅବସାନ ;
 ଚକ୍ରବାଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ରବି ହ'ଇଲ ବିଲୀନ,
 ବିବାସେ ବିଗତ ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ଦିନସାନ ।

(০)

সেই সপ্ত দিবসের অসহ উচ্ছ্বাসে,
 হৃদয়ের সেই পূর্ব জোয়ারের জল,
 আজি এই আকুলিত প্রেমের সন্তানে
 মিশাইয়া উছলিল সাগর অতল ।

(৪)

যে দিন আসিয়াছিলাম, সেই দিন প্রিয়ে !
 দেখেছিলাম বামিনীর অর্ধ অবসানে,
 রেখেছিল নিশি কাল-অঞ্চলে বাধিয়ে,
 কয়িত-চক্রমা-মণি বিষণ্ণ-বয়ানে ।

(৫)

কিঞ্চিৎ আজি নিশীথিনী কতই পুলকে,
 ফেলিয়া দিয়াছে সেই মণি পুরাতন ;
 নূতন তাঁদের টিপ পরিতে অলকে,
 কালরূপে সাজিয়াছে কত মনোরম !

(৬)

কালরূপে কাল চূলে বিনাইল সতী,
 কাঁচা-হেম-সুগঠিত তারকার ফুল,
 জোনাকীর হীরাকুলি দিয়ে রূপবতী,
 পরিয়াছে শ্রুতি-মূলে রতনের দ্রল ।

(৭)

আজি এই পূর্ণ-অমা,—নাহি চাক-শশী,
 বামিনী তমসে ভরা দেখ মনোরমে !
 জোড়না আলোকময়ী নন্দন-রূপসী,
 নাহি আজি খেলা করে বামিনীর সনে ।

(৮)

সচন্দ্র-বামিনী আর অমা-তমিশ্রায়,
 কি প্রভেদ আছে বল, জীবন-সুন্দরি ?

কেবল না হেরি আজি চারু চন্দ্রমার—

হাসাইতে ধরণীরে রসরস করি ।

(৯)

সকলি সমান আছে দেখ, রূপেশ্বরী !

সেই এ বিনোদ-কুঞ্জ পূর্ণ সুবসায়,

অড়াইয়া সহকারে বিনোদ-বল্লরী,

সেই ফুটি ফুল-পুঞ্জ সৌরভ ছড়ায় ।

(১০)

সকলি সমান যদি আছে অবিকল,

তবে কেন বল, এই অমা-ধামিনীর,

এই প্রেম-অভিষানে হৃদয়-সুগল,

মলিনবে নিরানন্দ পশি স্নগতীর ?

(১১)

না রহিল চারু চন্দ্র নাহি ক্ষতি তার,

নাহি কাষ চন্দ্রভাসে রঞ্জিয়া ধরণী ;

ধাক্কু ধামিনী সতী মাখি তমসায়,

বুছ করে স্বধু তারা অলুক এমনি ।

(১২)

সেই তুমি, সেই আমি, দেখ বিচ্যমান,

সেই প্রাণ, সেই মন, সূচাকহাসিনি !

জলোচ্ছ্বাসে সেই পদ্মা বহে খরসান,

কি ক্ষতি করিবে তবে অচন্দ্র-ধামিনী ।

(১৩)

তবে কেন বুছ হেসে বলিলে এখনি,

“জ্যোৎস্না রাস্তি নহে, নিশি তারা অন্ধকারে ;”

আমি বলিলাম, “আজি আমার রজনী ;”

উত্তরিলে “নাহি স্বধ এ বন-বিহারে ।”

(১৪)

কেন সুখ নাহি বল, শত সুখ আছে,
 চির সুখ-প্রবাহিনী তুমি প্রেম-রাণি !
 শত সুখ পাই যদি থাক তুমি কাছে,
 নেহারি অমৃত-মাধা ও বদন-খানি ।

(১৫)

মরুভূমি মাঝে কিছা বনের ভিতরে,
 যেখানে থাকিবে কাছে তুমি, বিনোদিনি
 অসুখেও স্বর্গ-সুখ পশিবে অন্তরে,
 সেখানে প্রবাহিবে সুখ-প্রবাহিনী ।

(১৬)

কত হুঃখে দেখ অই অমা-তমস্বিনী,
 পঞ্চদশ নিশীথিনী দিবসের পরে,
 পূর্ণচন্দ্র-প্রেম সুখে হ'য়ে সোহাগিনী,
 রাখে পূর্ণ শশধবে হৃদয়ে আদরে ।

(১৭)

সেই দিনকের সুখ পাইবার তরে,
 কত আশা করে থাকে ঘামিনী হৃন্দরী :
 সেই একদিন চাঁদে বন্ধস্থলে ধরে,
 তুল্য করে যত আশা প্রাণের ভিতরি ।

(১৮)

অমাবস্তা আছে ব'লে তাই কি ভগতে,
 পূর্ণিমা-ঘামিনী-ভাতি এত মনোরম ।
 অদেখা-বিরহ-আলা সহি কোন মতে,
 তাই এত আদরের প্রেম-সম্মিলন ।

(১৯)

কি বলিব, অই অমা-ঘামিনীর সম,
 ছিল এ হৃদয় মম পূর্ণ ভমিলায় ;

পঞ্চদশ দিবা নিশি করি অতিক্রম,

পায় তবে নিশীথিনী পূর্ণ-চন্দ্রমায় ;—

(২০)

আমার সে অমা নিশা, কিন্তু প্রিয়তম !

পক্ষ পূর্ণ না হইতে—দেখ—অবসান :

পূর্ণিমা-চন্দ্রমা চাক্র ভাঙিল নয়নে,

কি জ্যোৎস্নায় এ হৃদয় আচ্ছি ভাসমান !

(২১)

আশা-পথ চেয়ে যথা থাকে নিশীথিনী,

চন্দ্রমা হৃদয়-মণি ধরিতে হৃদয়ে ;

আমার সে আশাময়ী তুমি, বিনোদিনি !

তন আশে ছিন্নু কত আশ্বাসিত হ'য়ে ।

(২২)

সেই আশা দেখ প্রিয়ে ! পূরিল আমার ;

পূর্ণ-শশী-রূপে উঠি আমার অধরে,

কুড়াইলে চকোরের প্রাণ অনিবার,

অমল প্রেমের সুধা বরিষণ ক'রে ।

(২৩)

অদর্শনে উচ্ছ্বসিত করিয়া হৃদয়,

দিনেকের সজ্জাষণ সগ্ন দিনান্তরে,

কি কুহকে করে মন চিরানন্দময়,

ফুটায় কুহুম কত হৃদয়-ভিত্তরে !

(২৪)

না হইতে ধামিনীর অর্ধ-অবসান,

হবে অন্তর্মিত পুনঃ, তুমি শশধর !

যে জ্যোৎস্নায় বিভাসিত করিলে এ প্রাণ,

সে বিভাস কোন দিন হবে কি অন্তর ?

(২৫)

সপ্তাহ-অন্তরে কিবা মাসেকের পরে,
 ভালবাসা-নীরে মজি হৃদয় আমার,
 নিরখিব আহুদয় আকিঞ্চন করে,
 পূর্ণিমার চন্দ্র-রূপে তোমায় আবার !

(২৬)

উষ্টিও ডুবিলে, তুমি পূর্ণ-শশধর !
 অদেখা-ভিঁমিরে প্রাণ করিয়া বিকল ;
 দবা নিশি এই সাধ করি নিরন্তর,
 থাকে যেন ভাতি তব অনন্ত, অচল ।

(২৭)

চল তবে ঘাই কুঞ্জ-কানন-বিহারে,
 মুহূ-পদে কুঞ্জ-পথে করি বিচরণ ;
 কি করিবে অমাবস্তা ঘোর অন্ধকারে,
 প্রেমের পূর্ণিমা তুমি বয়েছ যখন !

(২৮)

দেখ কিবা পথগুলি হৃদয় সরল,
 অারক্ত-কঙ্কর দিয়ে হয়েছে সজ্জিত ;
 পাছে ব্যথা পায় তব চরণ-উৎপল,
 সেই ভয়ে যেন কুঞ্জ সদা সশঙ্কিত ।

(২৯)

দেখ ও পথের ধারে হেরিয়া তোমায়,
 চমকি ফুটিল কত ফুল মনোহর ;
 চামেলি শেফালি তরু নমিহা শাখায়,
 বন-রাণী-ভ্রমে ফুলে পুতে নিরন্তর ।

(৩০)

বসন্ত-বরণ-বাসে আবরিত কায়,
 সুটি বাস ফেটে পড়ে চম্পক বরণ ;

ଉନବିଂଶ ଶତକର ସ୍ତବ୍ଧକବିତା ସଂକଳନ

ରୂପ-ଜ୍ୟୋତି ଅଦ୍ଧକାରେ ଦାମିନୀ ଖେଳାଏ,
ତିମିର-ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶୋଭା କର ବିତରଣ ।

(୩୧)

ଏକି ରଜ ସ୍ୱରଦିନି ! ନେହାରି ତୋମାୟ,
ଦେଖି କତ ଅଳି କରେ ମଧୁରେ ଶୁଭନ :
ଆସିଲା ଛୋନାକୌ-ପୀତି ବସନେ ଉଡ଼ାୟ,
ନା ଜାନି କି ମୋହ ତୁମି କର ବିତରଣ !

(୩୨)

ବଲେଛିଲେ ତୁମି ସେହି, —ଗତ ବହୁକ୍ଷଣ,
“ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାତି ନହେ, ନିଶି ଭରା ଅଦ୍ଧକାରେ,”
ଭେବେଛିଲେ ହେରି ବୁଝି ଅଚନ୍ଦ୍ର ଗଗନ,
ତିମିରେ ନାହିକ ସ୍ୱଧ କାନନ-ବିହାରେ ?

(୩୩)

କିନ୍ତୁ କତ ସ୍ୱଧ ତାହେ ବୁଝିଲେ ଏଧନ,
ଅଚନ୍ଦ୍ର ସଚନ୍ଦ୍ର ନିଶି ସକଳି ସମାନ :
ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରେର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବହିଛି ଧନ,
କେମନେ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତ ବହିବେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ?

(ମାଳତୀମାଳା, ୧୮୨୨)

ହାସିଓ ନା

ହରିଂଚନ୍ଦ୍ର ନିରୋଗୀ

(୧)

ହାସିଓ ନା, ହାସିଓ ନା, ଇନ୍ଦୁ ନିତାନନେ !
ତୁଲୋ ନା ଶେକାଳି-ହାସି ମଧୁର ଅଧରେ,
ଓ ମଧୁର ହାସି ଆଜି ସହେ ନା ନୟନେ,
ନେହାରି ଓ ମୁହୁହାସି ଛନ୍ଦ୍ୟ ବିଦ୍ୟେ ।

(২)

জান কি, জীবনাদিকে ! মরমে আমার—

কি অনল জলিতেছে দিবস-যামিনী ?

সেই হতাশন, সেই বিবাদেয় ভার—

পার কি বুঝিতে তুমি, বল, স্নহাসিনী ?

(৩)

বুঝিও না প্রাণ-জালা, প্রেমসি আমার !

বুঝিলে কি জুড়াইবে জলন্ত-অনল ?

পারে কি বারিতে কেহ অনল-উদগার,

করে যবে শতধারে অনল অচল ?

(৩)

সহস্র শিখায় এই দেখ, প্রিয়তমে !

পলে পলে, স্তরে স্তরে, সেই হতাশন—

হৃদয়-কাননে সুপ-ব্রততীর সনে,—

দগ্ধ করিতেছে এই কুসুম-যৌবন !

(৫)

স্বাক্ষি তুমি দূর-দেশে যাবে, স্নহাসিনি !

কত দিনে ফিরিবে, কি ফিরিবে না আর

সেই স্নেহ উচ্ছ্বসিত প্রেম-তরঙ্গিনী

তুখাইছে, দেখ, অই হৃদয়ে আমার ।

(৬)

কালি যবে দিন-মণি পশ্চিম-কুণ্ডলে,

ডুবিবেন স্নান-জ্যোতিঃ, নিদারি-চূষনে

চুপি নলিনীর চাক বদন বিমলে,

রঞ্জি হেমানুহ-দাম আর কু-কিরণে ;

(৭)

চামেলির গন্ধ সনে বহিলে অনিল,

ফুটিলে মল্লিকা বেল সন্ধ্যা-প্রমোদিনী,

কুহরিলে চূত-কুঞ্জে উল্লাসে কোকিল,
 দেখা দিলে ধরাতলে সন্ধ্যা সৌরভিনী ;
 (৮)

এই সন্ধ্যাকালে যবে আসিব হেথায়,
 জুড়াইতে কত হৃদি দিবসের রণে,
 দেখিব—চপলে দূরে গঙ্গা বহে যায়,
 কাপে তাল-তরু-শির স্তম্ভ পবনে ।
 (৯)

দেখিব সকলি অই স্তম্ভ তরুগণ,
 গাহিতেছে দধিমুখ শাপায় শাখায় ;
 নিরখিব নীলানন্ত রঞ্জিত গগন,
 ছড়ান জলদ শ্বেত তুলারাশি প্রায় ।
 (১০)

দেখিব সকলি, কিন্তু দেখিব না আর—
 এই সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা আকাশের তলে
 প্রেম-রশ্মি-স্নাত চারু বদন তোমার ;
 দেখিব না চন্দ্রকর অশোকের দলে ।
 (১১)

যাও তবে, প্রিয়তমে, কি বলিব হায় ।
 জলুক এ হস্তাশন, বিদায় এখন ;
 ভাগ্যে যদি থাকে দেথা হবে পুনরায়,
 তা' না হ'লে এই দেখা জন্মের মতন ।
 (১২)

বিদায়ের কালে এই ধর উপহার ;
 বিমল-মুকুতা কত নয়নের জলে
 করিতেছে, শতেশ্বরী তাহে অনিবার
 গাঁথিলাম,—প'রে যাও তোমার ও গলে

বিদায়

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

(১)

আর নয়, বিদায় লো ! যাই এইবার ;
হৃৎক-অধরোপরি
বিদায়-চুম্বন করি,
চাপিয়া উরসে বর শ্রীমঙ্গের ভার,
হাসিয়া বিদায় দাও, শ্রেষ্ঠসি ! আমার ।

(২)

দেখ নিশি প্রেমময়ি ! মধুর গমনে,
মুহূ পদে যায় চলি,
বন উপবন দলি ;
ঝিল্লির নূপুর তাই যামিনী-চরণে,
বাজে না মধুরে আর হৃদা-বহিষণে ।

(৩)

কি তটিনী উচ্ছ্বসিয়া দেখ, এ কাননে—
কত সাধ-পূর্ণ মনে
আসিলাম হৃৎকনে ;

কি পূর্ণ তরকোচ্ছ্বাস যুগল মরমে,
মিলাইল তটে তটে আঞ্জি প্রিয়তমে !

(৪)

দেখ চেয়ে অন্তপ্রায় টাঁদের কিরণে,
দেবদাক স্ত্রামদলে
অনিলে মাণিক জলে,

যদি জলে সরোজলে, পরশি পবনে
হিজোলে হিজোলে মালা গাঁথিয়া রতনে

(৫)

হোহিগীরে হেরি শশী-বন্ধন 'পরে,
 বিরাগে যামিনী-বালা
 ছিঁড়িয়া হীরক মালা,
 ফেলিয়া দিয়াছে সতী বিন্দু বিন্দু ক'রে :
 চমকে জোনাকী-পাঁতি তরু বনান্তরে ।

(৬)

কি প্রেম-রঞ্জিত আজি বদন তোমার,
 কি প্রেম-অমৃত মাধি
 জলে দুটি কাল জাঁধি,
 প্রাণের কি প্রেম-সাধ মিটাতে আবার,
 হেরি আজি মুখখানি এত সুকুমার ?

(৭)

ও পড়ন্ত চন্দ্রভাস দেখে খরে খরে,—
 কক বাতায়ন দিয়ে
 পড়িয়াছে লুটাইয়ে,
 শয়্যার উপরে আর তব কলেবরে,
 রান জ্যোৎস্না হেরি জ্যোৎস্না অন্ধের উপরে ;

(৮)

বাই তব, যায় নিশি চঞ্চল চরণে ;
 সঙ্ঘায় জাঁচল ভরি
 তুলিলে যতন করি—
 কত বেল, কত যুঁই বকুলের সনে,
 ফুটাইলে হরভিত-খাস-পরশনে ।

(৯)

চন্দ্রকের চারুকলি যুহু সঞ্চালনে,
 দিয়ে ফুল পর পর,
 গাঁধি মালা মনোহর,

ছড়াইলে মনোরমে ! কবরী বন্ধনে,
ছড়াইলে পুষ্পরাশি কোমল শয়নে ।

(১০)

মলিন দলিত মালা ঘামিনীর সনে,
গন্ধ নাই বাসি ফুলে,
কবরী হইতে খুলে,
দেখ মালা কে নুটিল পরিমল-ধনে,
অগন্ধ বেলের মালা দেপ প্রিয়তমে !

(১১)

হৃৎসময় এ জগতে বিধির স্বজন,
রোগ শোক-নিষ্পেষণে
নিষ্পেষিত প্রাণিগণে,
প্রতি পলে ঘোরারাবে অশনি-পতন,
প্রতি পলে প্রতর্জনে সিন্ধু-বিলোডন ।

(১২)

প্রতি পলে ঢাকে ঘন নির্মল আকাশ,
অরুন্ধ প্রাণের দ্বার
রুদ্ধ করে অনিবার,
নিবার আশার দীপ প্রত্যেক বাতাস,
সাধের কানন করে ভুঙ্ক-আবাস :

(১৩)

অয়স্ক-অর্গলে বন্ধ প্রাণের সে দ্বার,
বল কে খুলিতে পারব,
কে সক্ষম তুলিবারে,
হৃদয়ে শায়িত গুরু পাষণের ভার,
কে পারে আশার দীপ জালিতে আবার ?

(১৪)

নিরুদ্ধ কপাট সেই খুলিতে আবার,
পারে হৃদু প্রেমরাগি !
অই তব মুখখানি ;
তোমার ও ভাগবাসা কিরণের হার,
আঁধারে করিতে পারে আলোক সঞ্চার ।

(১৫)

দেখ এ জগতে কত মানবের মনে,
রোগে শোকে অভিমানে,
পাষণ চাপিল প্রাণে ;
সরিল সে গুরুভার পুনঃ, হ্রলোচনে ।
একখানি বিকচিত মুখ দরশনে ।

(১৬)

হেরি আজি হৃদধুর বদন নির্মল,
তুনি তব প্রেমবাণী
সরিল পাষণ খানি,
প্রার্থের কপাট আজি দেখ অনর্গল,
আঁধারে প্রদীপ-ভাতি আবার উজ্জল ।

(১৭)

কবিত্ব-রূপিণীরূপে হৃদয়ে বসিয়ে,
নয়ন-কিরণ দিয়া
মাজিয়া মলিন হিয়া,
আবার নিরুদ্ধ উৎস দিয়াছ খুলিয়ে,
রহিয়াছ চিরালোকে হৃদি আলোকিয়ে !

(১৮)

তোমার ও হৃবিমল প্রেমের প্রভাস,
শোকের জগত আজি
হাসিছে অশোকে সাজি ;

ভালবাস বলে বুকে চাপিয়া তোমায়,
অমৃত-নির্ঝরে আজি হৃদয় জুড়ায় ।

(১৯)

জুড়ায় হৃদয় বটে চাপি বক্ষঃস্থলে,
কিন্তু মরমের সাধ
নাহি হয় অবসাদ,
হইত,—পূরিয়া যদি দগ্ধ হৃদিতলে
রাখিবারে পারিতাম তোমায়, নির্মলে ।

(২০)

মরমজ ভালবাসা কি স্বপ্ন-ভাণ্ডার,
কে বুঝিবে এ ভুবনে ?
বুকে শুধু সেই জনে,—
যে জন মরমে ভাল বাসিয়া অপার,
ভালবাসা-রূপে প্রায় প্রতিদান তার ।

(২১)

সেই প্রতিদানে আজি উদ্ভ্রান্ত হৃদয়,
প্রাণের ভিতরে আনি
রাখিয়াছি প্রেমরাগি !
তোমায় জড়িত দেখ করি প্রাণময়,
যে বন্ধন এ জীবনে খুলিবার নয় ।

(২২)

বাই তবে, যামিনী যে পোহাবে এক্ষণে,
আবার মিলিব আসি,
আবার এ পৌর্ণমাসী
নিরখিব সৌধ-শিরে বসিয়া দুজনে,
প্রকৃতির শান্ত-শোভা দেখিব কাননে ।

(২৩)

করেছিলে ফুলজালে শয়ন সজ্জিত,
 দেখ আজি স্ননয়নে
 মিলি দেহ-গঙ্ঘসনে,—
 অই ভব কৌণ অন্ধ অনিন্দ্য ললিত,
 বৃথিকা বেলের গন্ধে কত সুবাসিত ।

(২৪)

বাই ভবে, নিষে ঘাই বিদায়ের কালে,—
 অই দেখ সুরভিত,
 ফুল গন্ধে সুবাসিত,
 সেই বাসে সুগন্ধিত করি দেহ মন,—
 সেই গন্ধ প্রিয়ে ! ভব প্রেম-নিদর্শন ।

(মালভৌমালা, ১৮২২)

অমৃতে গল্প

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

(১)

এতদিনে বুঝি সখি ! ফুরাল প্রণয় রে !
 এ প্রাণের সাধ যত,
 ফুরাইল অবিরত,
 এতদিনে আজি প্রিয়ে আঁধার হৃদয় রে !
 নিরমল সুধাময়,
 কোথা আজি সে প্রণয়,
 শূন্যের দেখ অই প্রেমের আলয় রে ।

(২)

কি কহিব প্রাণময়ি ! হৃদয়ের যাতনা !
 জুড়াইতে দেশান্তর
 স্বমিতেছি নিরন্তর,
 কাদে প্রাণ দিবানিশি আর চিন্তে সয় না !
 প্রাণবায়ু হহ করে,
 বহিতেছে অকাতরে,
 হৃদয়পিঞ্জর ছেড়ে তবু যেতে চায় না !

(৩)

কোথা আজি সেই দিন বল প্রেম-পুতলি ?
 প্রথম কুহুমকলি,
 যুগল হৃদয়ে খুলি,
 ফুটেছে ;—নবীন মধু পড়িতেছে উথলি' ।
 প্রণয়ের শতদল,
 প্রস্ফুটিত অবিরল,
 অরিতেছে পরিমল এ পরাণ আকুলি' ।

(৪)

এই কি জীবনময়ি ! ছিল মম কপালে ?
 প্রণয়ের পারাবার,
 উচ্ছ্বসিত অনিবার,
 কেন আজি প্রিয়তমে ! শুকাইল অকালে ?
 নয়ন তিমিরে ভরি,
 সম্মিলন-স্বপ্ন হরি,
 কে বিধাতঃ ! কোন্ পাপে অকরণে কাঁদালে ?

(৫)

হৃৎধের তরঙ্গ প্রিয়ে কেন প্রাণে তুড়িল ?
 পাবাণে বাঁধিয়া প্রাণ,
 করি স্বপ্ন অবসান,

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

হৃদয়-কাননে কেন প্রেমলতা ছিঁড়িলে ?
 সে উন্মাদ ভালবাসা,
 সেই উচ্ছ্বসিত আশা,
 সে প্রেমমত্ততারানি সব আন্নি ভুলিলে ?
 ভুলে গেলে সে প্রণয়,
 অমল অমৃতময়,
 স্বাক্ষর বিচ্ছেদ-রেখা হৃদয়েতে রাখিলে ?

(৬)

তুমি ত ভুলিলে প্রিয়ে আমি কি তা পারিব ?
 বত দিন তিন বেলা,
 সংসারে করবে খেলা,
 ততদিন দিবানিশি আঁখি নীরে ভাসিব ;
 ততদিন প্রাণেশ্বরী !
 থাকিব মরমে মরি,
 হৃদয়-ভাণ্ডার-মাঝে শুধু দুঃখ করিব ।

(৭)

কত স্থখে ছিল দৌড়ে প্রণয়ের মিলনে,
 যেন রে কুহুম ঢটি,
 এক বৃন্তে আছে ফুটি,
 সরস মধুর মাসে নিরঞ্জে কাননে ।
 উন্নত যুগল মন,
 একমনে সন্মিলন,
 মধুর প্রণয়স্থখে বিনোদিত ভ'ঞ্জে ।
 পরশি প্রণয়স্বথ,
 আনন্দে নাচিত বুক,
 প্রেম-প্রবাহিনী-নীৰ ছুটিত এ মরমে,
 কত স্থখ হত চায়,
 হবে প্রেমপ্রতিমায়

হৃদয়-আসনে রাখি, দেখিতাম নয়নে ।

সেই মুখ-শশধর,

বর অঙ্গ মনোহর

অধর-জড়িত হাসি নিরুপম হুবনে ।

(৮)

প্রেয়সি !—

বধন তোমারে ধরে,

প্রণয়ে চুখন করে,

রাখিতাম প্রেমভরে এই বক্ষঃস্থলে রে ;

যবে করে কর ধরি,

কহিতাম প্রাণেশ্বরি !

আমার মতন সুখী নাহি ধরাতলে রে,

তখন জানি নি হায়,

প্রণয় যে বিষময়,

প্রণয়-অমৃত সাথে আছে হলাহল রে !

(৯)

কি কহিব প্রাণেশ্বরি ! মরমের যাতনা,

পুড়িমাছে যেই জনে,

এই কাল চতঃশনে,

সেই ভিন্ন হ্রিহুবনে আর কেহ জানে না ।

নব্বর জীবন হাবে,

সেই দিন এ ফুরাবে,

জীবন থাকিতে প্রিয়ে এই আলা হাবে না

(১০)

প্রেয়সি !—

তোমার বিহনে আজি এ জীবন যায় রে ;

হৃদয়ে জলস্তানল,

জলিতেছে অবিরল,

চক্রে'র কলার মত ক্রমে বৃদ্ধি পায় রে ।

যদি প্রিয়ে পারিতাম,
বুক চিরে দেখাতাম,
আমার হৃদয় মাঝে কি করে সমাই রে

(১১)

একদিন—প্রিয়তমে ! আছে কি তা স্বরণে ?

নব শরভের শলী,
নব জলধরে বসি,
শোভে যবে নীলীময় শরদিজ গগনে—

ধরি বন-কামিনীরে,
প্রেমভরে ধীরে ধীরে,
ধরিয়া কুসুমদাম নাচাইছে পবনে ;
নীরব নিদ্রিত ধরা,
হৃদয় আনন্দে ভরা,

চন্দ্রালোক সৌধ-শিরে বসি শুখে ত'জনে,
নেহারি নয়ন ভরে,
বিতাসিয়া বিধাধরে—

শ্রুটিত ভালবাসা, স্মৃ-ইন্দু-কিরণে ।
সেই শোভা মনোরম,
হেরিয়া গলিল মন,

হাসিল প্রেমের লতা হৃদয়ের উপরে :
ত্রিদিব কুসুম শত,
সে আনন্দে অবিরত,

উজলি নন্দনামৃত বিকসিল অস্তরে ।

(১২)

সেই ভালবাসা আজি এত দিনে ফুরাল !

জীবন-কাননে মম,
যেট কুল নিরুপম,
কুটেছিল, প্রিয়তমে, এতদিনে শুকাল

আশার হইল লয়,
শূন্যময় এ হৃদয়,
অতৃপ্ত বাসনা ষত হৃদয়েতে রহিল ।

(১৩)

জুড়াতে জলন্ত জ্বালা ! একবার তায় রে ;
এস এস প্রেমময়ি,
আমার প্রাণের সহি,
এসে দেখ কি কারণে এ জীবন যাচ রে ;
বিকসিত মুখখানি,
হৃদয়ে স্মরিয়া আমি
চলিলাম, মনে রেখ জনম বিদায় রে !

(১৪)

প্রণয়-বন্ধন ধরি,
মমতা স্মরণ করি,
তুমিতে তাপিত প্রাণ বারেক কি আসিবে ?
সেই সুখ, সেই দিন,
মরমে মরম লীন,
এ প্রাণের ভালবাসা মনেতে কি পড়িবে ?
হেরিব কি সেই শশী,
আবার গগনে বসি,
অমিয় বিতরি প্রাণ হৃদয়তল করিবে ?

(১৫)

আর কি জীবনময়ি ! দেখিব এ জনমে !
বিবগ্ন হৃদয়ে মম,
করি সুখ বিকীরণ,
শ্রীতি-হাসি ভাসে তব প্রেমমাথা বদনে ।
হৃদয়-বীণার তার,
বাজিবে কি বল আর,
সেই কল প্রেমগানে জুড়াইয়া জীবনে ?

(১৬)

এই জনমের তরে সকলি ত ফুরাল ;
 আবরি' রবির কর,
 দেখ কাল জলধর,
 শ্রমভাত-আকাশ আসি ধীরে ধীরে ঘেরিল ।
 যৌবন কুহুমময়,
 জীবন হতেছে লয়,
 পাখিব পিঞ্জর তাজি প্রাণ-পাখী উড়িল :
 থাক তুমি শ্রিয়তমে,
 আমি যেন থাকি মনে,
 এ মিনতি,—তবে পুনঃ কেন জীবি ঝরিল ?

(১৭)

আবার নয়নে কেন,
 উথলিল নীর হেন,
 শোকের প্রবাহ বহি জীবন ভাসায় রে ;
 কেন এ আকুল প্রাণ,
 কান্ডিতেছে অবিরাম,
 কান্ডিছে জীবন বৃষ্টি সংসার-মায়ায় রে !

(১৮)

আর কি আছে লো সেই,
 জীবনের সাধ যত সকলি ত মিটেছে,
 কিবা সাধ আছে আর
 জনয়ে, যা পুনর্বার
 চাহিব তোনার কাছে, সব সাধ ঘুচেছে ;
 আর কিছু নাহি চাই,
 একবার দেখে যাই.
 সেই হাসি হাস প্রিয়ে ত্রিভুবন-মোহিনি,

সরল কোমার হাসি,
সরলতা পরকাশি
সরল সৌন্দর্যময়, প্রাণমনতোষিণি !

(১২)

কোমার প্রতিমা সেই মূর্তি নব মাদুরী,
লাঞ্জে মাখা জ্বলন্তান,
চঞ্চল কোমল প্রাণ,
পড়েছে চিকুরদাম বদনের উপরি ।
কখন নয়নজল,
ভাষাইছে বক্ষঃস্থল,
কখন উজলে প্রাণে আনন্দের লহরী :
কখন বিরহ গার,
সোহাগ-ঝঙ্কার তায়,
মিলন-সঙ্গীত কড় মনোদুঃখ পাসরি ।

(২০)

প্রণয়বিরহে জ্বলি,
যখন বাটব চলি,
অনন্ত স্বপ্নের ধাম পরমার্থ ভুবনে :
তখন আসিয়া প্রিয়ে,
মৃতকায়্য বৃকে নিয়ে,
মধুময়ী প্রেমকথা স্তনাইও শ্রবণে ।
ভাসিয়া আঁখির নীরে,
মুখশশী ধীরে ধীরে,
বাঁধিয়া মৃগালভূজে রেখ মম বদনে ;
অধর অমৃতালয়,
সঙ্গীবনী সধাময়,
সেই স্বধা-পরশনে বাঁচাইও জীবনে !

শ্রেয়সি !

দাও লো বিদায় বাই জনমের মতনে ।

(বিনোদমালা, ১৮৭৮)

সে বুঝেছে ভুল

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

ও নহে নয়ন রাঙ্গা,

নৃতন আঁধার ভাঙ্গা,

সে বুঝি দেখেছে ফোটা নীল হুঁদি ফুল !

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

(২)

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

ও নহে অধর মম,

নীলাঙ্ক প্রবাল সম

সে দেখেছে নিসিন্দার নবীন মুকুল !

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

(৩)

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল,

সে বুঝি দেখেছে হায়,

নীল মেঘ উড়ে যায়,

সে ত গো দেখেনি মোর খোঁপা-খোঁপা চুল

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !

(৪)

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !
 আমি গেছি তার কাছে,
 তাও ভুল বুঝিয়াছে,
 উড়ায়ে গিয়াছে উষা কনক মুকুল !
 আমি ত করিনি রাগ, সে করেছে ভুল !

(৫)

আমি ত করিনি রাগ, সে বুঝেছে ভুল !
 আমি ত বিরহ-বাণে,
 তাহারে মারিনি প্রাণে,
 অন্তঃ তাহারে বৃষ্টি মারিয়াছে ফুল !
 আমি ত করিনি রাগ, সে করেছে ভুল !

(চন্দন, ১৮২৬)

বিদায়

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

চলিলাম প্রাণময়ি ! চলিলাম আজি,
 পরাণে পাষাণ চেপে ছাড়িয়া তোমায়,
 এই ভাসাইবু তবী, জানিনা বাচি কি নরি,
 জানিনা মৈবেব বশে যাইব কোন্‌দায় !
 অনন্ত সলিল-রাশি, গর্জিতেছে অটহাসি,
 প্রলয়-পয়োধি যেন উছলিয়া যায় !
 এই ব্রহ্মপুরু-জলে, এই শূন্য বক্ষসলে,

এই যে অনন্ত শূন্য ধূ ধূ দেখা যায়,—
চলিলাম প্রাণময়ি ! ছাড়িয়া তোমায় !

(২)

যাই যে নাহি সে খেদ—নাহি দুঃখ তায়
ভুলিয়াও সে ভাবনা নাহি করে মনে,
কেবল রহিল দুঃখ, ওই পূর্ণচন্দ্রমুখ—
পূরেনি আকাঙ্ক্ষা যারে নিরখি নয়নে :
এত কষ্টে এত ক্রেশে, এত যারে ভালবেসে,
ছাড়িয়া যাহারে যাই বিধি-বিড়ম্বনে,—
একটি মুহূর্ত হায়, দেখিতে নাহিছ তায়,
এই বিদায়ের কালে, চারু-চন্দ্রাননে,
ভবিল না চিত্ত তাব একটি চুষনে !

(৩)

এই দুঃখ প্রাণময়ি ! রহিল অস্তবে,
অষ্ট মণিময়ী মূর্তি বৃকে বসাইয়া,
অস্তির বিদারে হায়, ও কম-কমল পাদ,
নয়নের শেষ অশ্রু উপহার দিয়া,
এই চিরদগ্ধ প্রাণ, করিব যে বলিদান,
প্রেম-বক্ষে স্বাদা-স্বধা মন্ত্র উচ্চারিয়া,
সে আকাঙ্ক্ষা, সে বাসনা, পরিপূর্ণ হইল না,
প্রাণের আশ্রয় আজি প্রাণে লুকাইয়া,
যাই, প্রাণময়ি ! প্রাণ পাষণে বাধিয়া !

(৪)

কোথা যাই প্রাণময়ি ! ছাড়িয়া তোমায় ?
তোমারে ছাড়িয়া যাই, হৃদয়ে বিশ্বাস নাই,
অথচ তরলীখানি দ্রুত ভেসে যায়,
হুর্নিবার স্রোতজলে, এই ব্রহ্মপুত্র চলে,
দেখিতে দেখিতে এই আসিছে কোপায় !

যাই তবে চন্দ্রাননে, রাখিও রাখিও মনে,
কেমনে ভুলিব তোরে হায় হায় হায় !
যাই প্রিয়ে প্রাণময়ি—বিদায় ! বিদায় !

(কল্পরী, ১৮২৫)

বিরহ-সঙ্গীত

গোবিন্দচন্দ্র দাস

মিলন হইতে দেবি বরঞ্চ বিরহ ভাল,
দেখিব বলিয়া আশা মনে থাকে চিরকাল !
নিরাশা নাহিক জানি,
সদা শুনি দৈববাণী,
মৃত-সঙ্গীবনী ভাষা—“বাসি ভাল ! বাসি ভাল !”
যেদিকে—যেদিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
অনন্ত রক্ষাও বিশ্ব বিশ্বরূপে কর অগোচর !
নিলনে বিরহ-ভঙ্গ,
আকুল করে হৃদয়,
চুষ্টিতে চমকি উঠি নিশি বা পোহায়ে গেল !

(কল্পরী, ১৮২৫)

সামান্য নারী

গোবিন্দচন্দ্র দাস

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ ?
শূন্য করে গেছে যেন সমস্তটা প্রাণ !
একটু গিছাছে হাসি,
একটু গিছাছে কাশি,
একটু আঁখির জলে মাখা অভিমান !

একটু চুষন গেছে,
 একটু নিঃশ্বাস দীঘ,
 একটুকু আলিঙ্গন ভূপের সমান !
 যা গেছে, সে ক্ষুদ্র গেছে,
 প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে,
 তবে যে ভরে না কেন তার শূন্য-স্থান ?
 সামান্ত নারীটা তার কত পরিমাণ ?

(কল্পরী, ১৮২৫)

এই এক নূতন খেলা

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

আয় বালিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা !
 রেখে দে তোর টোপাঠালি,
 সারা দিনই খেলিস্ খালি,
 মাটির বেছন মাটির ভাত,—হাত পুঁইয়ে ফেলা !
 পুতুল টুতুল রেখে দিয়ে,
 চল বকুলের বনে গিয়ে,

বৌ বৌ বৌ, খেলি মোরা ফুলল-সন্ধ্যা বেলা !
 আয় বালিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা !

(২)

আয় বালিকা খেলবি যদি, এই এক নূতন খেলা !
 “না ভাই ! তুমি দুটু বড়,
 আঁচল টেনে আঁকুল কর,
 তোমার কেবল ঘোমটা খুলে উড়লা করে ফেলা !”
 হুপ্, হুপ্, হুপ্, কখনে কারে, এই এক নূতন খেলা !

(৩)

আয় বালিকা খেল'বি যদি, এই এক নূতন খেলা !

"না না, আমি তোমার সনে,

যাব না আর বকুল বনে,

চ'খে মুখে বকে তুমি ফুল দে' মার' ডেলা !"

চুপ্ চুপ্ চুপ্, কসনে করে,—এই এক নূতন খেলা !

(৪)

আয় বালিকা খেল'বি যদি, এই এক নূতন খেলা !

"তোমার কেবল কুসুম গৌড়া,

কাণে গৌড়া, খোঁপার গৌড়া,

আমি অমন বউতে না'রি ফুলের বোঝা মেলা !"

চুপ্ চুপ্ চুপ্, কসনে করে, এই এক নূতন খেলা !

(৫)

আয় বালিকা খেল'বি যদি, এই এক নূতন খেলা !

"তোমার সনে গেলে ছাট

সকাল আস্তে ভুলে যাট,

ভয়ে মরি একলা যেতে সবুজ-সন্ধ্যাবেলা !"

চুপ্ চুপ্ চুপ্, কসনে করে—এই এক নূতন খেলা !

(৬)

আয় বালিকা খেল'বি যদি, এই এক নূতন খেলা !

"তুমি কেবল বনে যেয়ে,

মুখের পানে থাক চেয়ে,

লজ্জা করে ! আর যাব না নিত্যা সন্ধ্যাবেলা !"

চুপ্ চুপ্ চুপ্, কসনে করে—এই এক নূতন খেলা !

(৭)

আয় বালিকা খেল'বি যদি, এই এক নূতন খেলা !

"তুমি বড় লক্ষীছাড়া,

ছেড়ে দেওনা ষাড়াক ষাড়া,

আকুল করে বকুল গাছে, কোকিল ডাকে মেলা !”
চুপ্ চুপ্ চুপ্, কসনে কারে—এই এক নৃতন খেলা !

(৮)

আয় বালিকা খেলুবি যদি, এই এক নৃতন খেলা !

“না ভাই তুমি দুই বড়,

একটি বলে আর্ট কর,

ফাঁকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে গেলা !”

চুপ্ চুপ্ চুপ্, কসনে কারে—এই এক নৃতন খেলা !

(কবিতা, ১৮২৫

দিনান্তে

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

একবার

দিনান্তে দেখিতে দিও চাক চন্দ্রানন,

প্রীতির প্রতিমা, প্রিয়ে, করুণার মন !

সংসারের শত দুখে

যে যাতনা জলে বুক,

ভুলিব প্রাণের সেট তাঁত্র জ্বালাতন !

দেখিব নহন ভরি,

দাড়াইও, প্রাণেশ্বরি,

দেখিব লো কি কবিতা চুরি কর মন !

ইন্দ্রকাল রূপরশি,

দেখায়ে ফুলের তাসি,

দেখিব কেমনে কর পরেরে আপন !

দিনান্তে দেখিব তব চাক চন্দ্রানন !

(২)

জীবনের এ দুর্দিনে ঘোর অন্ধকারে,
কে বলিবে কত পুণ্যে,
দেখিলাম দূর শূন্যে,
দয়াময়ী ধ্রুবতারা হাসিতে তোমাতে !
দেখিছু স্বর্গীয় রূপে,
সুন্দরের অঙ্ককূপে,
ঢালিতে কোমুদী শুষ্ক প্রীতি-পারাবারে ।
নিরাশার বজ্ররবে,
যে বৃক বিদীর্ণ হবে,
কোকিল-কোমল কণ্ঠে জাগাইলে তারে,
দিনান্তে দেখিব প্রিয়ে, সরলা তোমাতে !

(৩)

প্রাণমন দগ্ধ এই ঘোর মরুভূমি,
এই মরু-পিপাসায়,
বিশুদ্ধ কণ্ঠের হাচ,
একটি সলিল-বিন্দু শূন্যতল ভূমি,
এ পাপ সংসার হাচ ঘোর মরুভূমি !
প্রফুল্ল কুমুদভার,
প্রাণে ঢালো অনিবার,
সঞ্জীবনী আশা-লতা ছায়াময়ী ভূমি,
এ পাপ সংসার হাচ ঘোর মরুভূমি !

(৪)

দিনান্তে দেখিতে দিশ চারু চন্দ্রানন,
ভরিবে এ শূন্য বৃক, শূন্য প্রাণমন !
আরো যে বাসনা আছে,
বলিব আসিলে কাছে,
কি কাজ আগেই তাহা বলিয়া এখন ?

না, না, না, ও তীক্ষ্ণধার,
 বুকে ঢাকা তরবার,
 পারিলা যে না বলিয়া কেটে যায় মন !
 প্রাণের লুকান কথা—‘একটি চূষন’ !

(কঙ্করী, ১৮২৫)

সারদা ও প্রেমদা

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

সারদা পশ্চিমে ডুবে, প্রেমদা উঠিছে পূবে,
 জীবন-গগন মধ্যে আমি দাড়াইয়া,
 অপূর্ব স্নন্দরী উষা, অপূর্ব সন্ধ্যার ভূষা,
 পৃথিবীর তই প্রাস্ত উঠিছে প্রাবিষা !

(২)

প্রেমদা বা হাত টানে, সারদা ধরেছে জানে,
 বৃষ্টিতে পারিলা আমি কোন দিকে যাই,
 দৌহারি সমান স্নেহ, বেশ কম নহে কেহ,
 হৃৎকনে ওজনে তুল চুকতুল নাই !

(৩)

দৌহারি সমান জোর, প্রাণ ছিঁড়ে যায় মোর,
 হৃৎকনেই চাহে তারা পূরাপুরি নেয়,
 হৃৎকনেই করে আশা, পরিপূর্ণ ভালবাসা,
 তিলমাষা নাহি চাহে কেহ করে দেয় !

(৪)

সারদা যাইতে ভাকে, প্রেমদা ধরিয়া রাখে,
 ঠেকিছি বিধম দায়—বিধম সঙ্কটে,

কে হয় বেজায় খুঁসি, কারে কৃষি কারে তৃষি,
এমন দারুণ দায় কারো নাকি ঘটে ?

(৫)

চেতে প্রেমদার পানে, সারদাও মরে প্রাণে,
বুঝি না কেমন হিংসা—এ কেমন আড়ি
দু'জনেই বলে তারা, কেবল তোমারে ছাড়া,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে চেলে তাও দিতে পারি !

(৬)

প্রেমদা পদার কূলে, কোমল শেফালী-মূলে,
করিয়া বাসর-শয্যা ডাকিছে আমায়,
সারদা চিলাই-তীরে, আমকাঠ নিয়ে শিরে,
খাঁচল বিছায়ে ডাকে চিত্ত-বিছানায় !

(৭)

নাহি নিশি নাহি দিন, দু'জনেই নিজাহীন,
দুই দিকে দুই সিন্ধু গজিছে সমানে,
পাবাণ-হৃদয় স্বামী, পানামা যোজক আমি,
ধারে ধারে ভেঙ্গে না'ম' দু'জন্য বানে !

(৮)

যদি কহু হুলে চুকে, কারো নাম আনি মুখে,
অমনি আরেক জন অভিমানে ভোর ,
না নড়িতে চুলকণা, সাপিনীরা ধরে ফণা,
ভয়ে ভয়ে সদা আছি হয়ে গরুচোর !

(৯)

কিবা ধুম কিবা জাগা, দু'জনে পিছনে লাগা
পারি না তিষ্টিতে বড় পড়েছি ফাঁপরে,
একটু নাহিক স্বস্তি, জালা'য়ে কেলিল অস্থি,
হায় ! হায় ! লোকে কেন দুই বিদ্রা করে ?

পরনাত্তী

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

আজ, সে যে পরনারী !

কেন তবে বল চাঁদ, দেখাও সে মুখ-ছাঁদ,
সে নব-লাবণ্য-আভা—সুখমা তাহারি ?
কেন নিতি নিতি আসি, দেখাও তাহার হাসি,
হৃদয়-সমুদ্রে সে কি সামালিতে পারি ?

সে যে পরনারী !

(২)

সে যে পরনারী !

তোমরা কুসুমগণ, কেন সাধ অকারণ,
মধুর অধর-সুধা লইয়া তাহারি ?
কেন হে গোলাপ লাল, পেতে দাও তারি গাল,
আমি কি তাহারে আর চুমো খেতে পারি ?

সে যে পরনারী !

(৩)

সে যে পরনারী !

তারি আলিঙ্গন দিয়া, ধরিও না জড়াইয়া,
যদিও—যদিও 'কুসুম' আছিল আমারি,
ছুঁঘোনা লতিকা কেহ, আমার এ পাপ-দেহ,
জনমের মত আজ দৌহে ছাড়াছাড়ি !

সে যে পরনারী !

(৪)

সে যে পরনারী !

তোমরা জলদকুল, রাপিও না তার চুল,
ও নবীন নীলিমার গগনে বিথারি,

নিরালা একেলা পেয়ে, চূপে চূপে কাছে ঘেয়ে,
আর কি সে ঝিঞা ফুল গুঁজে দিতে পারি ?

সে যে পরনারী !

(৫)

সে যে পরনারী !

তাহার ললিত গানে, আধা সাধা আধা মানে,
বরষিগা স্বর-স্বধা মূনি-মনোহারী,
নিশীথে কোকিলগণ, কেন কর সস্তাষণ ?
কানাকানি করিবে যে লোক—পাপাচারী !

সে যে পরনারী .

(৬)

সে যে পরনারী !

কেন গো চপলা তার, চপল ঈর্ষির ঠাণ্ড,
হানিতেছ বার বার দিক্-দাহকারী ?
জ্বলিছে পুড়িছে মন, কেন কর জ্বালাতন !
আর ত তাহার পানে চাহিতে না পারি,

সে যে পরনারী !

(৭)

সে যে পরনারী !

তাহারি স্বরভি শ্বাস, মলয়ায় করে বাস ।
তুমি কি হে সমীরণ ফলবনচারী ?
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তবে, ছুঁইলে যে পাপ হবে,
আর কি তাহার হাওয়া পরশিতে পারি ?

সে যে পরনারী !

(৮)

সে যে পরনারী !

মধুময় পুষ্পদোল, তাহারি পুষ্পিত কোল,
কঁদীর কুসুমে ফোটা যৌবন তাহারি,

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

বসন্ত কি মধুমাসে, আমারেই দিতে আসে ?
সে অন্ধ কলক ভরা আজি হুজুরি ।

সে যে পরনারী !

(৯)

সে যে পরনারী !

তোমরা কি হে নক্ষত্র, জ্যোতির্ষ্ম প্রেমপত্র,
অন্ধকারে সন্ধ্যাদুর্ভী দিয়ে গেছ তারি ?
আর সে প্রণয় কথা, সে আদর সে মমতা,
চুপে চুপে চুরি ক'রে পড়িতে না পারি,

সে যে পরনারী !

(১০)

সে যে পরনারী !

কেমন সে আমার তরে, সারা নিশি কেঁদে মরে ?
সঙ্কল সরোজ-আঁশি উঁয়া বলে ত্যাবি ।
দেখিয়া যত্নশা-সার, দুর্ভাগা আমি কি তার
চুমিছা ও চারু-চোপ মোছাইতে পারি ?

সে যে পরনারী !

(১১)

সে যে পরনারী !

প্রাণভরা প্রিয়ধন, বুক ভরা আন্তরন,
যদিও সে একদিন আছিল আমারি,
তবুও হয়েছে পর, শতজন অগোচর,
হুজুরি নামে অন্ধ কলক দৌড়ারি !

সে যে পরনারী !

(১২)

সে যে পরনারী !

যত কিছু উপহার, সব অপবিত্র তার,
মিলনের স্বর্গ সেও নরক আমারি ;

কেবল পবিত্রতম, তার সে বিরহ মম,
 যজ্ঞীয় অনলসম প্রাণদাহকারী !
 পুড়িয়া হইতে চাই, আদরে নিয়েছি তাই,
 হেন প্রেম—উপহার ভুলিতে কি পারি ?
 কহিও সে 'কুম্ভমে'রে, সে যে পরনারী !

(কুম্ভম, ১৮২২)

রমণীর মন

গোবিন্দচন্দ্র দাস

রমণীর মন,

কি যে ইন্দ্রজালে আঁকা, কি যে উদ্ভবত-চাকা
 কামনা-কুয়াশা-মাখা মোহ-আবরণ
 কি যে সে মোহিনী-মস্ত রয়েছে গোপন !
 কি যে সে অক্ষর দুটি, নাল নেত্রে আছে ফুটি,
 ত্রিভুবনে কার সাধ্য করে অধায়ন ?
 কত চেষ্টা যত্ন করি, উলটি পালটি পড়ি,
 কিছুতে পারি না অর্থ করিতে গ্রহণ !
 কি যে সে অজ্ঞাত ভাষা, দেব কি দৈত্যের আশা,
 বলকে বলকে যেন করে উদগায়ণ !
 অতি ক্ষুদ্র হই বিন্দু, অকূল অসীম সিদ্ধ
 উথলি উঠিছে তাহে প্রলয়-প্রাবন !
 ত্রিবিবের হৃদা নিয়া, ধরণীর ধূলা দিয়া,
 রসাতল নিঃপাড়িয়া, করিয়া মিলন,
 ালিয়াছি কত ছাঁচে, মৃত্তিকা কাঞ্চন কাচে,
 পারিনি তোমার আর করিতে গঠন,
 রমণীর মন !

(প্রেম ও কুল, ১৮৮৮)

শত্রু

গোবিন্দচন্দ্র দাস

(১)

রমণী আমার শত্রু, আনি শত্রু তার,
পৃথিবীতে হেন শত্রু কেহ নহে কার ।
শশাঙ্কের রাহ শত্রু সে ত গিলে ছাড়ে,
আমি করি চিরগ্রাস পাইলে তাহারে ।
সে যদি সাগর হয় পৃথিবী প্রাবিষা,
আমি সে অগণ্য ঋষি গিলি তারে গিয়া ।
কঠিন পাষণময় সে হ'লে পাহাড়,
আমি হয়ে মগাবজ্জ শিরে পড়ি তার ।
সে যদি জলন হয় স্নিগ্ধ স্ত্রীতল,
আমি হই বুকে তার অশনি-অনল ।
সে যদি পৃথিবী হয় লোকরক্ষা হেতু,
আমি তার মহারিষ্টি হই ধূমকেতু ।

(২)

যদি কেহ দিয়ে থাকে চোখে চিরজল,
সে আমার মহাশত্রু রমণী কেবল ।
যদি কেহ দিয়ে থাকে চির হাঙ্গাকার,
সে কেবল মহাশত্রু রমণী আমার ।
যদি কেহ করে থাকে মন সর্বনাশ,
সে আমার মহাশত্রু রমণী-নিধাস ।
মুহূর্ত্ত তাহার কথা ভুলিতে না পারি,
সে আমার মহাশত্রু, আমি শত্রু তারি ।

(৩)

পুরুষের তীক্ষ্ণ অসি তীক্ষ্ণ তরবার,
অমৃত মরণে করে যাতনা উদ্ধার ।

নারী করে গুপ্তহত্যা স্বাধির আঘাতে,
 অনন্ত বিবাক্ত মৃত্যু ঢেলে দিয়ে তাতে ।
 জীবনের দিন দণ্ড পল অল্পপল,
 মরণ মরণ মম মরণ কেবল ;
 মৃত্যুময় এ জীবন বহিতে না পারি ।
 রমণী আমার শক্র, আমি শক্র তারি ।

(চন্দন, ১৮২৬)

‘ভুলে যাও’ না বলিলে ভুলিতাম তায়

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

‘ভুলে যাও’ না বলিলে ভুলিতাম তায় ।
 দূর হতে গ্লান মুখে, না চাহিলে আমা পানে,
 ভাসিয়া যাইত প্রেম এই নিরাশায় ।
 বুঝাতেম হৃদয়েরে, তাস্মিতাম এ দুঃশাশ ।
 ‘অভাগিনী’ না বলিলে কথায় কথায় ।
 ভুলিলে সে স্থখে রবে, সে কথা বলিত যদি
 ভুলিয়ে হ’তেম স্থপী কিন্তু তা ত নয় ॥

(২)

সেই নিশি—সেই কক্ষ—সেই দরশন !
 মনে হ’লে বক্ষঃস্থল, এখনো ফাটিয়া যায়,
 পৃথিবী ঘুরিতে থাকে কৈশে গুঠে মন ।
 বিনীর্ণ হৃদয়ে আমি, ‘ডাইয়া বাতায়নে,
 মথিত হইতেছিল অন্তর তখন ।
 অদূরে বসিয়া মম, জীবনের বৈতরণী,
 হৃদয় সমুদ্র মোর করিছে মগন ॥

(৩)

কতক্ষণে ত্যজি শ্বাস চাহিয়া বদনে ।
 দাড়াইয়া কি বলিল, পশিল না স্রুতিমূলে,
 চলে গেল কক্ষান্তরে—আমি শূন্য মনে,
 ভাবিছু চীৎকার করে, বলি তায় কোথা যাও,
 আছাড়ি চরণ-প্রান্ত করিব বেটনে ।
 খুলিয়া শাণিত ছুরি, বিদারিব বক্ষঃস্থলে,
 নিষ্ঠুর সরমে নাহি সরিল বচন ॥

(৪)

মেখিলাম কতক্ষণ বাতায়নে ।
 বিদ্ধ বিহঙ্গিনী মত, অঁধার সে কক্ষান্তরে
 ত্রমিতে লাগিল একা অস্থির চরণে ॥
 অবশ চরণে পুন, ঠাড়াটয়া স্থির নেত্রে
 নিরখিলা কতক্ষণ থাকিয়া গোপনে ।
 কাতরে ডাকিছু তায়, দিল না উত্তর তবু
 একটি স্তম্ভীর্ষ শ্বাস পশিল শ্রবণে ॥

(৫)

পরদিন সন্ধ্যাকালে বসিয়া শয়নে ।
 হৃদয়ের সিদ্ধু মম, উথলি উঠিতেছিল,
 অশ্রময় নেত্রধর হতাশ রোদনে ॥
 ছিন্ন লিপি এক পণ্ড, সহসা পশিল করে,
 শিহরিয়া খুলি তায় পড়িছু যতনে ।
 প্রতি ছত্রে লেখা তার, 'বড় অভাগিনী আমি,'
 "কেন হেন ভাব তব উপস্থিল মনে ॥"

(৬)

ইচ্ছা হোল ভেঙ্গে ফেলি তখনি হৃদয় ।
 নূতন করিয়া গঠি, প্রথমে যেমন ছিল,
 ভুলে যাই স্মরণশোধ ত্বপের প্রণয় ॥

সে কাঁদিয়ে চিরদিন, আমিও কাঁদিব সদা,
 সুখের সংসার হবে দুখের নিলয় ।
 প্রাণের ভিতর দেখি, শিহরি উঠিল মন,
 উথলিছে শত সিন্ধু প্রাবিয়া হৃদয় ॥

(৭)

নহে দিন—নহে মাস—নহেক বৎসর ।
 পঞ্চম বৎসর আজ, লুকায়ে রাখিয়াছিত্ত,
 এই নিরাশার স্রোত প্রাণের ভিতর ॥
 কখনো সন্ন্যাসী হ'য়ে, ভাবিয়াছি ধাই বনে
 না দেখি ভুলিব তায় জুড়াবে অস্তর ;
 দুট পঙ্ক—লীক্ষ দিম, হাতে করি দাড়ায়েছি,
 জীবনের সঙ্কল্পে চট্টয়া কাতর ॥

(৮)

দারুণ যন্ত্রণা এত সহি নিরস্তর ;
 তবু কি ভুলিতে তায়, পারিগাছি একদিন,
 তবু কি যাতনা কড় ভেবেছি কঠোর !
 তাহার ভাবনাগুলি, যতনে রাখিলে বুকে,
 তবে যেন পূর্ণ থাকে প্রাণের ভিতর ।
 এ শ্বতি হইলে লোপ, কি লয়ে পরাণ হবে,
 শূন্যময় মরুভূমি হইবে অস্তর !

(৯)

কিন্তু যার তরে এষ্ট জীবন কাতর ।
 ভবের ভিখারী সাজি, যৌবনে সন্ন্যাসী হ'য়ে,
 যার প্রেম-সাধনায় ব্রতী নিরস্তর !
 সে আজ নিষ্ঠুর মনে, বলে কিনা 'ভুলে যাও,'
 কিসে নিরমিলে বিধি নারীর অস্তর !
 কঠিন পাবাপ ও গলে, অবিরত বিন্দুপাতে,
 রমণীহৃদয় কি হে তা হ'তে কঠোর !

(১০)

চিনিলে না স্বপ্নীয়ে এ প্রেম কেমন ।
 বুকভরা ভালবাসা, দিয়েছিছ হাতে তুলে,
 যুবকের স্বখাপূর্ণ নবীন জীবন ।
 বুক চিরে রাখিতাম, সোহাগে মগ্নিত করি,
 মরতের বৈজয়ন্ত দেপিতে কেমন—
 আপনি কাঁদিয়ে দুখে, কাঁদাইবে অভাগারে,
 নিরাশায় যাবে সখি দুইটি জীবন ॥

(১১)

কোন কথা প্রিয়তমে হটব বিশ্বতে ।
 অতীত ঘটনাগুলি, জনয়ের স্তরে স্তরে,
 অঙ্কিত রয়েছে যেন চিত্রিতের মত ॥
 পঞ্চম পংসর আজ, নিভৃত চিন্তায় বসি,
 জড়ায়েছি আশালতা জনয়েতে কত !
 সাধের সে ভালবাসা, সেই মধুমাখা আশা,
 ভুলে যাও বলিলে কি হবে অস্তরিত ॥

(১২)

জীবনের বঙ্গভূমে প্রথমে যখন—
 বিশ্ববিমোহিনী রূপে, প্রবেশিলে ধীরে ধীরে,
 সেই কথা আজ সপি হতেছে স্মরণ ।
 দুইটি বৃহৎ ঝাঁপি, অনিন্দ্য বদনখানি,
 নিরখিধা কি চকল হয়েছিল মন !
 'অতৃপ্ত জনয়ে সেই, প্রথমে দেপিচাছিত্ত,
 অতৃপ্ত জনয়ে সেই রহিল এখন ॥

(১৩)

রূপলালসায় নহে সে চিত্ত চকল,
 তা হ'লে অনেক ছিল, সে সাথ মিটিয়া যে'ত,
 তা হ'লে নয়নে আজ ঝরিত না জল ।

নারীর অধিক ভাবি, দেখেছিলুম মুখ নেজে,
নরের অধিক হয়ে হয়েছি বিকল ।

স্বধুই বাসিলে ভাল, কুলিয়ে যেতাম তোমা,
স্বধু ভালবাসা এত হয় না অটল ॥

(১৪)

অভিমাণে পরিপূর্ণ পুরুষের মন ।

প্রতিদান নাহি পেলে, প্রণয় ক্রপায়ে যায়,
স্থণায় প্রেমের বেগ করে সঞ্চরণ ।

প্রবৃত্তির তীত্র শ্রোত, অহঙ্কারে চূর্ণ হয়
সময়ে চিন্তের গতি করে নিবারণ !

বন্দন্য তাচ্ছিল্যে সগি, অস্থিরে বড়ই বাজে,
সে যজ্ঞা পুরুষের বড় নিদারুণ !

(১৫)

নারী যজ্ঞা তৃষানলের মতন ।

হৃদয়ের স্তরে স্তরে, নিরস্তর নষ্ট করে,
ভাষায় নাহিক তার একটি বচন ।

স্বর্গের অমিয়া আনি, যদি কেহ দেয় হাতে,
সে হুখীর তৃষ্ণি তাহে হয় না সাগন ।

কুটিতে পারে না ব'লে, মাতন' দ্বিগুণ তার,
নির্জন রোদনে তার স্বধু আকিঞ্চন ।

(১৬)

সেই নিদারুণ বাখা হৃদয়ে আমার ।

এই যে বিদীর্ণ বুক, এই যে অনন্ত দুখ,
এই ভিগ্ন'রীর বেশ—এই নেত্রাসার ।

এই আত্মবলিদান, এ সংসার বিষজ্ঞান,
রমণি রে ! অভিনেতা তুমিই আমার ।

বড় ভাল বাসিতাম, বড় ভক্তি করিতাম,
ভাল প্রতিদান সগি পাইলাম তার !

মহাশ্বেতা

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি মধুর ছবি, অতীত কালের পটে,
রয়েছে অঙ্কিত আঁকো উজ্জ্বল রেণায় ।
তপস্বিনী মহাশ্বেতা, নিবিড় কানন কোলে,
জ্যোৎস্নার ছায়া যথা বনরাজিগায় ॥
নিবিড় তম্বুয়া কিবা, বয়ালের স্ফুট বিভা,
নয়নে বদনে ঘন মাখান মাধুসী ।
কল্পনায় সে প্রতিমা, ধেমালি করিলে তবু,
উঠে ভাবকের চিতে কি স্রবলহরী ॥
কিবা—তপস্বিনী বেশ, কিবা বিষাদের লেশ,
কি গম্ভীর হাবভাব, কি অমিষ্টা তাই !
পলকে পলকে তার, কি গভীর দৃষ্টি করে,
কি পূত ধারণা তার অঙ্গের সৌম্য ॥
বিষাদ-ভাবনা-ভরে, সন্ত বিয়ল অঁপি
স্বন্দর উরসে কিবা ভাবনা মধুর ।
অপাঙ্গে নীরবে করে, মধুর নয়ন স্নান,
মধুর শোকেতে বালা কিবা সে আতুর ॥
বীশরি তুলিয়া মুখে, কি গীত গাহিল গুঁঠ,
ছুটিল পরাণ তার ভাসিয়া সে স্বরে ।
গভীর প্রবাহে যরি মধুর নিমাদ করি
পড়িল ছড়ায়ে প্রাণ সে কানন পুরে ॥
বিকচ-যৌবন-ভরে, চল চল তরুণানি
গভীর বিপিনে একা নসি তপস্বিনী ।
পারশে পড়িয়া তার নাথের অচেত তরু
নয়ন রাখিয়া তার গায় বিষাদিনী ॥

প্রাণ প্রাণ প্রাণ মম, বাস বাস বাস যে রে
অধরে ফুটিছে বাস বাসরির গায় ।

হ্রবিয়া হ্রদয় লোভ আনত নয়ন যুগে
নীরবে পড়িছে ঝরি সেই যাতনায় ॥

বল রে স্রগৎ । তোর, বিপুল সংসারে কোথা
আছে সুখ ওই মত রোদনে যা মিলে ।

কিবা সে গভীর বাথা, মধুরে পরাণে বাজে,
কিবা সে অবশ তত্ব শোক পরশিলে ॥

কিবা সে স্মৃতির জালা, পরাণ আকুল করে.
কি আবেশে বরে জল মুদিত নহনে ।

শুনে পবাণে যেন উথলে তবজরাশি
ঘাত-প্রতিঘাতে কত সুখ উঠে মনে ॥

বিদি রে কন্যাসুরে, দিও তপ কুদি পুরে
ক'দিন পবাণ-ভরে বসি একমনে ।

সংসার বন্ধনগুলি দিও কন্যাসুরে খুলি
দিও কিছু আশা তৃষ্ণা ঢালিয়া জীবনে ॥

আধ লাজ আধ ক্ষুধা দিও না রে হেন ঘিষা
পরাণ ভরিয়া যেন পারি কাঁদিবারে ।

অমনি বাসরি-গলে পরাণ ঢালিয়া দিব
ছডায়ে পড়িবে প্রাণ অমনি সংসারে ॥

পাতায় লতায় মূলে, ও গীত যেমনি বাজে,
যেমনি কানন পুরে উঠে প্রতিধ্বনি ।

আমারো সে গীত যেন, বাজে নরনারী-প্রাণে
সংসার পুরিয়া যেন উঠে সে নিকণি ॥

ওই স্তন তপস্বিনী বাঁচা বাঁচা বাঁচা
সজল নহনে চাহি শবের বদনে ।

না পরশি তত্ব তোর, শুধুই নহনে ছেবে
কি তৃষ্ণা-পূনিত দৃষ্টি করে এ নহনে ॥

নাথের যুগল আঁখি, পল্লবে রয়েছে ঢাকা
 গভীর নিজায় যেন রয়েছে মুদিত ।
 বিকসিত গুঁঠাধরে বিরাক্তে রক্তিম রাগ
 বদনমণ্ডল যেন ভাষায় জড়িত ॥

সে যুগল ভুজঙ্গ আলসে অবশ যেন
 সেই পদ্যরাগ শোভে বিশাল উরসে ।
 প্রশস্ত ললাট খানি শাস্ত খেদ-ক্লেদহীন
 প্রসারিত যেন ধোর নিজার পরশে ॥

জীবিত এখনো যেন, নিদ্রিত শুধু কি তবে
 সে কি রে বিবাদ কেন এতই নিষ্ঠুর ।
 তপস্বিনী প্রিয়তমা এ দীঘ বৎসর ধরি
 কাঁদিয়ে পারশে তবু নিজা নহে দূর ॥

জাগ জাগ পুণ্ডরীক দেখ রে নয়ন মেলি
 কি রহ পড়িয়া আজ পারশে তোমার ।
 স্বরগের পারিজাত, মরতের কোহিনূর
 এ ব্রতন তুলনায় সকলি সে ছার ॥

কে বলে তাপস তোমা, কে বলে ভিখারি তুমি
 কি নরেন্দ্র কি দেবেন্দ্র কাহার ভাণ্ডারে ।
 আছে ৫ অমূল মনি, আছে ৬ প্রেমের খনি
 ৫ অক্ষ রয়েছে বিখে আর কার তরে ॥

কোন ব্রতে ছিলে ব্রতী কি তপ করিলে বল
 অতীত জীবনে বল কি পুণ্য লভিলে ।
 কি শিক্ষা শিগিয়াছিলে, কি মন্ত্র আয়ত্ত করি
 এমন দুর্ভেদ রক্তে সঞ্চয় করিলে ॥

অভাগা কবির ভাগ্যে সাধ্য কি সে দূত ব্রত ?
 কি কঠিন পণ তায় কি বা সে আচার ।
 সাধি যদি যুগে যুগে ধরি সে কঠোর ব্রত
 ফলিবে কি সে তপস্তা অদৃষ্টে আমার ॥

পুণ্যবান পুণ্ডরীক পুণ্যবতী মহাশ্বেতা
 জগতের রম্য ছবি তোমা হৃদয় ।
 কালের বিশাল বক্ষে এমনি মধুর ভাবে
 বিরাজিবে চিরদিন যাবত ভুবন ॥

(বাসন্তী, ১৮৮০)

ভাবিও না

স্বর্ণকুমারী দেবী

উখলিত অশ্রুবারি এ পোড়া নয়নে ছেরি
 ভাবিও না আমারে যে ভুলে গেছ কাদি তাই :
 তুমি আছ শাস্তি-স্বপ্নে, কাদিব আমি কি দুখে ?
 কে আমি করিব আশা! আরো হৃদে পেতে ঠাই ?
 ভাল যে বাস না মোরে, ভুলেছ যে একেবারে,
 ভালই করেছ, সখে, আর কি ভাবনা তবে ?
 ভাবি হুখিনীর কথা, আর ত' পাবে না ব্যথা
 তুমি ত' নিশ্চিন্ত হলে, হোক যা আমার হবে ।
 পাছে সমছুখী জনে, আমি ব্যথা দিই মনে,
 আমি হুখে পাছে তব মুখখানি মলিন হয়—
 এই যে আশঙ্কা ছিল, সে আশঙ্কা দূরে গেল,
 আর ত বাস না ভাল, হয়েছ পাষণময় ।
 তবে আর কিসে ডরি, যাহা ইচ্ছা তাহা করি,
 নাহি ত মমতা-ডোর, কে আর রাখিবে বাধি !
 নিশ্চিন্তে মরণ-বৃকে, ঘুমাতে যেতেছি সখে,
 সুখ-অশ্রু পড়ে তাই, ভেবো না দুখেতে কাদি ।

(কবিতা ও গান, ১৮২৫)

হাস একবার

শ্বৰ্গকুমারী দেবী

হাস একবার, সখি, সে মোহন হাসি
ভ্রমময় হৃদে যাহা ঢালে স্বধারালি ।
বিবাদ-তিমিরে, সই, একটি আলোক ঐ,
আঁপার সংসারে উহা ধ্রুৱতারা মম !
সঙ্কট-কণ্টকগণে ও হাসির পরশনে
শোভে হৃদে স্বথময় কুসুমের সম ।
অনন্ত বিপদে, প্রিয়ে, ভরাচ না এই হিয়ে,
যা লাগি লভেছি তোমা অমূল্য বতন ।
তোমার কোমল বৃকে বাঞ্ছিল অধোগা-দ্রুখে,
তাই ত, সদয়া বালা ! দিলে নিজ মন !
বার বার শত শত ঘেরিল তরঙ্গ বৎ
যতই নিবিড় ঘন বিষাদের রাসি ;
ততই ঘিষণ, প্রিয়া, উচ্ছলিল ঢুট হিয়া,
ততই বিমলতর প্রণয়ের ভাসি ।
যতদিন মোর লাগি সোহাগে উঠিবে আগি,
সখি লো ! অথরে তোর মধুময় হাসি—
ততদিন, প্রিয়ে, শোন, আমার হৃদয় মন
স্বখ বলি মানিবে লো বিপদের রাশি !

(কবিতা ৭ গান, ১৮২৭)

সুন্দরী

শ্বৰ্গকুমারী দেবী

তুমি গো সুন্দরি, প্রাতে জীবনের তব
আছিলে একটি কলি গোলাপের নব
প্রপদ্যী সৃষ্টির করে
সে মুকুল সারা ডরে,
খুলিতে কুমারী-হৃদি সাহস না পাড় ;

অধীর কোমল লাজে
সবুজ পাতার মাঝে
রাজা মুখখানি যথা লুকাইতে চায় !

অথবা মরতে বুঝি নাহি সে তুলনা,
স্বরগ উষাটি তুমি আছিলে ললনা !

প্রভাত-পরশে যথা
প্রাত ফুল লতা পাতা,
হাসিয়া জাগিয়া উঠে ঝারি অশ্রুচল,
তোমার রূপের জ্যোতি
বিমল প্রশান্ত অতি,
তপ মরু স্পর্শ পেয়ে স্নিগ্ধ গুলীতল ।

সেদিন গিয়াছে, তবু দ্রুতগামা কাল
হরিতে পারেনি তব স্তম্ভ্য রূপ-জাল ।
অতুল অশ্রুট সেই সৌন্দর্য লাজের,
সঙ্কিতে নাহিত তাহা জাঁপি অপরের !
কাল শুধু পূর্ণতম যোহিনী প্রভাৎ
কটায়ে তুলেছে তাহা যৌবন-শাতায় ।

ফুটু কুস্তম যথা পাতার মাঝারে
আকুল আবেশে ভরা সৌরভের ভারে !
দিবাকর বিপ্রহরে যথা পূর্ণ শোভা ধরে,
তেমনি কোমল তব আধ-ফুট রূপ নব,
বিকশিত অপকূপ প্রদীপ আকারে !

কেমনে ভুলি

অৰ্ণকুমারী দেবী

সে ভুলেছে, আমি কেমনে ভুলি !

নূতন বসন্তে নূতন হাওয়া,

মধুর নয়নে মধুর চাওয়া,

ফুল তুলে চুলে পরাইয়া দেওয়া,

থাকিয়া থাকিয়া পাপিয়া বুলি,—

হায় ! সে ভুলেছে বলে কেমনে ভুলি !

গাছের তলায় পেলার ভাণ,

প্রাণের মাঝারে প্রেমের টান,

কথায় কথায় মান অভিমান,

ভালবাসে কিনা এষ্ট আকুলি,—

হায় ! সে ভুলেছে তাই কেমনে ভুলি !

ধীরে ধীরে বলা মনের কথা,

নয়নের নীরে প্রেম-আকুলতা,

পুরাতন ছলে নূতন ব্যথা:—

আবেগে দেখান হৃদয় খুলি,—

হায় ! সে ভুলেছে বলে কেমনে ভুলি !

স্বপনেতে যেন আশ্র-বিনিময়,

স্বপ্নের সাগরে মগন হৃদয়,

মূহূর্তের মাঝে অনন্ত বিলম্ব,

স্বর্গে পরিণত মরত-ধূলি ।

সে কি ভোলা যায় ! কেমনে ভুলি !

প্রতিদান

স্বর্ণকুমারী দেবী

প্রতিদান প্রতিদান ! কি দিবে গো প্রতিদান ?

আদর, চুম্বন, হাসি, ভালবাসা, মনপ্রাণ ?

তোমার যা কিছু আছে,

সবই ত আমার কাছে,

কি দিয়ে পূরাবে তবে বৃথা এই অভিমান ?

বুঝিয়াছি মাঝে মাঝে তাই এই তিরস্কার,

ধারকরা ধন তব নিয়ে আস উপহার ।

কেন, সখা, যাও ভুলে, প্রাণের এ অস্তঃপুর

তোমাতেই তন্ময়, তোমাতেই ভরপুর !

তোমার যা কিছু নয়

নাহি স্থান হৃদিময়,

হৃদয়ে পলিতে গিয়ে ফিরে যায় অতি দূর !

আঘাত-বেদনাটুকু শুধু তার প্রাণে লাগে ।

সে কি না তোমারি দান,

তুঙ্গ তাহে অভিমান,

আদরেরি মত তাই হৃদয়েতে সদা জাগে !

কবিতা ও গান, (২২২)

নহে অবিশ্বাস

স্বর্ণকুমারী দেবী

সখা গো, এ নহে অবিশ্বাস !

অপূর্ণ মনের ইলা অতৃপ্ত উচ্ছ্বাস ,

তাই অশ্রু অভিমান,

তাই এ বেদনা-গান,

তাই এই বুক-ফাটা হৃৎকণ্ঠ বিশ্বাস ।

সখা গো, এ নহে অবিশ্বাস !

তব পুণ্য প্রেমে যদি করিব সংশয়,
কোথায় নির্ভর কোথা এ নিখিলময় ?
ঈশ্বরের অমুরূপ সত্য হুমহান
তোমার ও সুনীরব আত্মপ্রেম-দান ।
তৃপ্ত আছ ভালবেসে,
যা পাইছ লও হেসে,
আকাঙ্ক্ষা, অভাব কিবা নাহি কোন জ্ঞান

আত্মা মোর অমুভাবে এ প্রেম-মহিমা,
জ্ঞানেতে বুঝিতে পারি নাহি তার সীমা ;
তবুও যে মাঝে মাঝে এই হাটতাল,
হৃদয় বাহিরে চাহে হৃদয়-প্রকাশ ।

মনে রেখে অসম্পূর্ণ মানব প্রকৃতি,
অপূর্ণ প্রেমেতে তার এইরূপ রীতি !
তাই সাধ দেখিবার
অভাবের অশ্রুধার,
এরূই কথা শুধাইতে তাই চায় নিতি ।

তোমার প্রাণেতে ঠেখে যদি লাগে ব্যথা,
আর, সখা, ভুলিব না হৃদয়ের কথা ;
আর শুধাব না, সখা, ভালবাস কিনা,
আজ হতে আঁপি মোর হইবে অশ্রুতীনা ।

কি কথা কহিব তব, কি গাহিব গান ?
প্রেমেরি বাসনাপূর্ণ হায় যে এ প্রাণ !
হোক সে বাসনা কক,
চলুক মরণ-যুদ্ধ,
নীরব অশ্রুতে হোক সে তাপ নিৰ্বাণ !

সে কেমনে চলে যায়

স্বৰ্গকুমারী দেবী

সে কেমনে চলে যায় !

আমার ত দেখিলে তাহায়, শুধু দেখিলে তাহায়
শুধু মুখপানে চেয়ে, প্রাণ উঠে উখলিয়ে,
শতবার হৃদিমাঝে বিদ্যাতের লহরী খেলায় ।
সদা ভয়ে ভয়ে সারা, বুঝি পড়িলাম ধরা,
হৃদয়ের ভাব বুঝি নয়নে প্রকাশ পায় ;
সে ত বুঝিতে না পারে, শুধু যাই যাই করে
মনে মন না বুঝিলে কে বোঝাবে কায় ।
আমি বড় ভালবাসি সে মুখের হাসি,
যলিন দেখিলে মুখ বুক ফেটে যায় ;
তবু সাধ যায় সখি, একবার দেখি,
সে প্রাণে বেজেছে বাথা না দেখে আনায় !
দেখিতে পাইনে বলে, হৃদয়ে বেদনা জলে,
সখি এ হৈমালি বল কে বোঝায় !

। কবিতা: ৬ শ্রাবণ, ১৮৯৫

যামিনী

স্বৰ্গকুমারী দেবী

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী
সে শুধু গো যদি আসিত ।
পরানে এমন আকুল পিঙ্গাসা ;
যদি সে শুধু গো ভালবাসিত !
এ মধু বসন্ত ; এত শোভা হাসি,
এ নব যৌবন, এত রূপরাশি,

সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি,
সে শুধু গো যদি চাহিত ।
মিথ্যা তুমি বিধি ! মিথ্যা তব সৃষ্টি,
বৃথা এ সৌন্দর্য নাহি যদি দৃষ্টি
যদি হলাহলে-তরা প্রেমসুখা মিষ্টি,
কেন তবে প্রাণ তুঘিত !

(কবিতা ও গান, ১৮২৫)

সাধের ভাসান

স্বর্ণকুমারী দেবী

(প্রথমাংশ)

কে ও উন্মাদিনী, কে ওই বালিকা,
স্বধার সুরেতে ছাড়িছে তান,
আকাশ পাতাল, মোহিয়া কে -ওই,
আপনার মনে গাহিছে গান ?
মলিন বহন, মলিন ভূষণ,
এলোকেশরাশি উড়িছে ব্যঙ্গ,
শৈবাল 'পরে শতদল সম,
নৃপানিব শোভা বেড়েছে তায় ।
তাপর ডাগর বিজলি-উজল
নৌল আভায় নয়ন দুটি,
শুক্ল ভাব ভরে, এদিকে ওদিকে,
চারিদিকে যেন খুঁজিয়া বেড়ায় ।
কি যেন খুঁজিছে নিজেই জানে না,
অথচ পরাণ কি যেন চায়,
চোখের লমুখে গিরিনগীবন,
দেখেও যেন না দেখিছে তায় ।

গরবে উখলি তটিনী শুই যে

আপনার মনে বহিয়ে যায়,

তীরে তীরে তার উন্মাদিনী বালা

ঐ স্তন . স্তন—কি গান গায় !

(ভৈরবী)

“ভূলে যাও ভূলে যাও ভূলে যাও ছুখিনীরে,

নহিলে হবে না স্মৃখী একটি দিনের তরে :

এমনি অভাগী বালা, বিষাদ যাতনা জালা

যেখানে সেখানে আমি,

মোর সাথে সাথে ফিরে,

ভুলিবারে কহিতে, গো,

কি বেদনা লাগে প্রাণে—

কেবলি যাতনা-জীর্ণ মরমে সে ব্যথা জাগে.

হোক তবু তাও সবে, তুমি নাথ, স্মৃখে রবে,

তাই ভিক্ষা, হও স্মৃখী, ভূলে যাও অভাগীরে !”

গাইতেছে বালা, জানে না সে তবু

কি গান গাইছে ? কি ভাব তার !

হৃদি হতে শুধু আপনি উথলে

এ ছাড়া কিছু সে জানে না আর !

গাহিতে গাহিতে চলেছে বালিকা

কিছুতেই যেন খেয়াল নাই.

আপনার ভাবে আপনি ভোর,

বাহিরে যা হয় হোক না তাই !

প্রথর হয়েছে রবির উত্তাপ,

প্রহর তিনেক হলে'চ বেলা,

নদীর উরসে কিরণের রেখা,

চমকিছে যেন দামিনী-মালা ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন
দূর শূন্যপটে আঁকা আছে যেন

ও পারেতে ছোট পাহাড়গুলি,
হু'একটি কভু শাদা শাদা মেঘ
শিখরের পরে পড়িছে ঢুলি ।

দুহু ঝর ঝর, পড়িছে নিঝর,
কোথায় অথচ না যায় দেখা,
মাঝে মাঝে শুধু পাহাড়ের গায়,
ঝলসিছে যেন রক্ত রেখা ।

নদীর মধুর মৃদল সুরেতে,
মিশিছে মধুর নিঝর-তান,
বালিকা গাইছে আপনার মনে,
কোন দিকে তার নাহি ক' কাণ ।

প্রথর উত্তাপ, হুয়েছে, হোক না।
বালিকার জায় আসিবে কিবা ?
বহে যদি ঝড়, বহুক ঝটিকা,
কিবা এল গেল নিশি কি দিবা ?

কিন্তু একি একি, চমকি উঠিয়ে,
সহসা বালিকা ধামিল কেন ?
পরিচিত সুরে, কে গাইছে গান,
কেন রে হৃদয় অবশ হেন ?

মনে পড়ে পড়ে—পড়ে না যে মনে,
কি ভাবে হৃদয় উঠিল পুরে,
কে গাইছে গান—কে গাইছে গান
সেই যে পুরানো মোচিনী সুরে !

কাঁপে যে হৃদয়, বেঁধে যে পরাণে,
গানের একটি একটি কথা ;

একি রে বালার বিভোল হৃদয়ে
একি রে সহসা একি রে ব্যথা ?

নিজের জানে না, কি ভাবে আকুল,
 মাথাটি ঘুরিয়ে আসিল তার,
 নদীর ধারেতে গাছের তলায়,
 রাখিল বালিকা শরীর-ভার ।

(গাথা, ১৮২০)

অক্ষয়

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ওরে প্রিয় অক্ষ-ধার,
 প্রণয়-পূজার চির-সঙ্গিনী আমার !
 পবিত্র প্রণয়-দেবে পূজা করিবারে,
 তোর সম উপচার নাই এ সংসারে ।
 কুম্ববাস পুত্র বলি তাই তারে পরি,
 তা হ'তেও পুত্র তুই, ওরে অক্ষ-বারি ।
 প্রেম ববে মূর্তিমান ছিলেন আনার,
 পূজিছি তাঁহায় দিয়ে প্রীতি-ফুল-হার ।
 কোমল কুম্বমে কত মালিকা গাঁথিয়া,
 তুষিতে প্রণয়-দেবে দেছি পরাইয়া ।
 পরায়েছি বটে ফুল, মনেতে ধরেনি,
 কেহ বা মলিন, শুষ্ক, কেহ বা ফোটেনি
 মধ্যে তার তীক্ষ্ণধার সূতা এক রেখা,
 যোগ্য ইহা নয়, যেন এই তায় লেখা ।
 স্বর্গের দেবতা-প্রেম গেছেন যথায়,
 স্নিকোমল কত হৃদি পূজিতে তায় ।
 উদ্দেশে এখন তাঁর করিব পূজন,
 কুম্বম, কবিতা আর নাই প্রয়োজন ।

পেয়েছি মনের মত রতন আমার,
 হুকোমল, পুতোজ্জল নিধি অশ্রু-ধার !
 আয় অশ্রু, প্রেম-দেবে মানস-আসনে
 ধসায়, সাজাই তাঁরে মুকুতা-ভূষণে ।

(অশ্রুকণা, ১৮৮৭)

প্রিয়তম

গিরীশ্রমোহিনী দাসী

উখলিয়া ওঠে হৃদি, প্রেম-পারাবার ;
 ভেঙে ফেলে দিতে চায় বাহু আবরণ !
 মনে পড়ে কত কি যে উবার, সঙ্কার—
 ' অরণ-বধির-কর তরণ-গর্জন !
 অশ্রুট মুকুল কত গন্ধ-ভার নিয়া
 শুধাইয়া গেছে বা'রে নিদাঘ-মহনে .
 বিফল সাধের ছায়া পরাণে লুকিয়া
 বিরলেতে মুছে অশ্রু, কাঁদিয়া গোপনে ।
 আশা ত জ্বলিয়া গেছে, জানি না ক' হাঙ্গ,
 কোন্ হৃদে বুলিতেছে এ ভার জীবন ?
 শূন্যপথে ফিরিতেছে শূন্য-প্রাণ হায় !
 অলক্ষ্যে ফিরায় তাঁরে কোন্ আকর্ষণ ?
 কোথা হ'তে কার গীত আসিতেছে ভেসে,
 আশ্বাসি রাখিতে মোরে হৃদি-হীন দেশে ।

(অশ্রুকণা, ১৮৮৭)

প্রভেদ

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,—

তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ :

— ভুক্ত সেথায় কোটা বহুক্ষরা,

মুক্ত সেথায় শত সরিষরা,

দীপ্ত সেথায় নবগ্রহ তারা,

বিকীরিত জ্যোতি দশ দিশ :

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,

তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ :

ভূমি ভালবাস রূপ-গৌরব,

স্বকোমল তনু শিরীষপেলব,

বিশ্ব-বরণ অধর-পল্লব,

নয়নের স্খামাখা বিষ :

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,

তৃপ্ত তাহাতে অহর্নিশ ।

সেথা ক'হু ত্রমি আমি

বনবীধিতলে,

হরিণীর মত হরিত শাঙ্খলে,

মুহু-কুহরিত মধুর রসালে,

বাসনা-সায়রে মরালী :

ক'হু শতজন্মার্জিত সাধ-শতদলে,

গুণ্ডিত ভুঞ্জিত মকরন্দে ভূলে,

ছিন্ন-সুন্দরপক্ষ কেতক-মুকুলে,

ঘুরে ঘিরে ঘিরে ৫৬ . লি :

কখন মোহাঙ্ক বদরী-পল্লবে

আবদ্ধ গুটিকা নিজ মুখাসবে :

নিজ কর্ণজালে গাঁথা সে।—

—বিষম-রহস্ত-গাঁথা সে!

কতু

কুলপ্রভ বসন্ত-প্রভাতে

শুফুরিত আপনি আপন প্রভাতে

জানরবি-কর-প্রদীপ্ত-বিভাতে

বিচ্যুত সকল বাসনা ;

বিশ্বয়ে নেহারি আপনা !

তুমি ভালবাস রূপ-গৌরব,

সুকোমল তনু শিরীষপেলখ,

বিধ-বরণ অধর-পল্লব,

নয়নের সুধামাথা বিষ,

আমি ভালবাসি চিত্ত আমারি,

তুলু তাহাতে অহমিশ।

(অখা, ১২০০)

বেলা যায়

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ওগো ছেড়ে দাও পথ

এবারের মত

নইয়া আকুল বিনতি :

আমি করিয়া শপথ

বাছি দূর পথ

শিরে বিরহের বেসতি ;—

অমার আঁধার

ধরে' শিরে কিরে

জ্ঞান শর্বরী যেমতি ।

কোথা যেতে চাই

জানি না যে তাট

শুধু ঘুরে মরি সারাদিন ;

কত ঘোরা নিশি

যাপি শুটে বসি'—

কত মধু-নিশি আশাহীন ।

নাহি কিছু বিত্ত, কুতূহী চিত্ত
 বুধা চঞ্চল লালসে ;—
 শুধু—শুধু আছে আকুল নিশ্বাস,
 অশ্রু-শীকরে মাথা সে ;
 আছে গুণো আর বনপ্রস্থনের
 শুষ্ক গাছের মালিকা,—
 আছে গুণো আর লাজ-পিঞ্জরের
 বন্ধ মুক শুক সারিকা !
 আছে সুরক্ষিত যতন-সংকীর্ণ
 ব্যর্থ বাসনার ছায়া গো—
 বহে' ঘায় বেলা ঘাই এষ্ট বেলা
 ছাড় ক্ষণিকের মায়া গো ।
 হে পথিক বর, কোথা তব ঘর,
 করুণ অঁগথিতে কি ভাষা ?—
 পথে শত ধূলি উড়ে বর চলি
 বুকে বহি মরু-পিপাসা !
 গুণো অনিমিষে, কি দেখিছ মুখে,
 চেয়েনা অমন করিয়া :
 আছে দুই ধানি শ্রাবনের মেঘ
 এষ্ট অঁগথিকোণ ভরিয়া !

(অর্থা, ১২০২)

বিরহ

গিরীশ্বরমোহিনী দাসী

সখি, তেমনি শাউন নিশি, চমকিত দিশি দিশি,
 মুহু মুহু ক্ষীণ হাসি চপলা-বালার ;
 যত মন্দ বসিষণ, পরে শুক গরজন,
 বিকট বজ্র-নাদ চমক হিয়ার ।—

এমনি ষামিনী ঘনে, বেড়ি তুরা সখীসনে,
 মনে পড়ে রাধার সে প্রথমভিসার !
 সেই বাঁশী সেই গান, গানে সে রাধার নাম,
 শিহঁরিত দেহ প্রাণ চমক আমার !
 সেই মেঘ হুকু হুকু, হিয়ার কাপুনি গুরু,
 কম্পিত চরণ উরু বিবশা রাধার ;—
 মনে পড়ে, ললিতে রে, সেদিন আবার !
 যার পলকে আকুল প্রাণ, ছল ছল অভিমান,
 আঁখে উখলিত বান জগত আঁধার,
 পত্র-ভঞ্জে ভাবিত যে গমন আমার—
 মনে পড়ে, ললিতে রে, সেদিন রাধার !
 সেই বৃন্দাবন এট,
 এট ত কালিন্দী সেই,
 সেই কি রাধিকা এই ? বন্ একবার,
 কোথা তবে রাধানাথ, ললিতে, রাধার ?
 কেন তবে বিরহের অকূল আঁধার ।

(শিখা, ১৮২৬)

মধু মাসে মাঘণী

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

তোমার স্বরণে কিঃর' নবীন ঘৌবন আসে,
 তোমারি মনোজ ছবি—অস্তর-নয়নে ভাসে :
 বিলীর্ণ এ দেহ-লতা,
 বিস্তৃত অধর-পাতা,
 পদে দলি' যায় চলি' এবে সবে উপহাসে ;
 তোমারে স্বরিলে তবু নবীন ঘৌবন আসে ।

পুলক-শোণিত-রাশি প্রবাহিত শিরে শিরে,
লাবণ্য-তরঙ্গোচ্ছ্বাস সারা দেহে দুটে ধীরে ;

কচি কিশলয়-রাগ
আবার অধরে ফুটে ;—
সাধের মুকুল-কুল
পরিমলে 'ভরি' উঠে ,—

কোথা তুমি দূর বাসে, স্মৃধ-স্মৃগু পারিজাতে,
তোমার স্বপন-ছায়া, আমারে জাগায় প্রাতে ।

হৃতির যৌবনরাশি
কোথা তব হৃদে রাজে,
যাহার পরশে ধরা
চিত্র নব সাজে সাজে ?

(সিন্ধু-গাথা, ১৯০৭)

পরশমণি

দেবেন্দ্রনাথ সেন

না গো না, এ চক্ষু নয় সে অতুল মণি !
প্রেমই পরশমণি, যাতুকর-স্পর্শে বার
হয়েছে অমরাবতী মাটির ধরণী !
ইহারি পরশবলে অতুল রূপস্যা-সাজে
শাড়ায় যুবর পাখে আমাঙ্গী রমণী !
ইহারি পরশবলে রুক্ষ ভূঞ্জে ক্রোড়ে লয়ে
মদন-লাঞ্জন মুখ নেহারে জননী !
ইহারি পরশ পেয়ে ত্রিভঙ্গের শ্রাম অঙ্গে
হেরে ত্রৈলোক্যের রূপ ব্রজবিহারিণী !
হে কবি, ইহারি বলে হেরিয়াছ বঙ্গ-ঘরে
ডেসি-লোসি-ড্যাফোডিল্-কুসুম-লাহন
বঙ্গনারী-পুষ্পরাজি বিশ্বে অতুলন !

দীপহস্তে যুবতী

দেবেশ্বনাথ সেন

“ছাড় ছাড়, হাত ছাড়—”

ছাড়িলাম হাত,

হে সুন্দরী রোষ কেন ? তুমি যে আমার
পরিচিত, মনে নাই সে নিশি আঁধার ?
তোমাতে আমাতে হল প্রথম সাক্ষাৎ !
তরুটি ভরিয়া গেছে অশোকে অশোকে,
বসেছে জোনাকি-পীতি কুম্ভে কুম্ভে ;
কবিচিত্তে ভরি' গেল মাদুরী-আলোকে,
তুমি সপি তরু হ'তে নেমে এলে ভূমে !
কি অশোক-বার্তা আনি' মরমে মরমে
ঢালি' দিলে কবি-কর্ণে অশোক-সুন্দরী !
দিবসের পাপ-চিন্তা কলুষ সরমে
হেরি ও সাজের দীপ গিয়াছে বিস্মরি' ?
হাসিয়া ছাড়ায় হাত গেল বধু ছুটি—
প্রাণের তুলসী-মূলে জালিয়া দেউটি ।

ভালবেস'না

দেবেশ্বনাথ সেন

(১)

বাস করে থাকে কীট পাখির কুম্ভে রে,
থাকে গুপ্ত বিষধর অগুরু চন্দনে বে,

যুবতী-মৌবন হায়,

ওটিনী-বৃষ্ণপ্রায়

চকিতে মিলায়ে যায় ; ভুল না রে ফুলনা,

কারে ভালবেস না রে বেস না ।

(২)

জতুর কুহ্মে গীথা আশার মালিকা রে,
 দপ্ করে জলে উঠে অনলের শিখা রে,
 মালা সহ শরীরেতে নর-বক্ষ: উপরেতে,
 দন্ধচিহ্ন থেকে যায় ; ভুল না রে ভুল না
 করে ভালবেস না রে বেস না !

(৩)

ওই দিধু তব সঙ্গে গলায় গলায় বে,
 পলকে প্রমাদ গণে না হেরে তোমায় রে,
 এই পুন: আঁপি ঠেঁরে, নিরখিয়ে বিজয়েরে
 প্রণয় দিঘম খেলা ; ভুল না রে ভুল না,
 করে ভালবেস না রে বেস না :

(৪)

মেঘে আবরিত হয় স্বধাংগু-আনন রে,
 দাবানলে দন্ধ হয় আনন্দ-কানন রে,
 যেই ফুল মধু বাগে, সেই ফুল বিষ ঢাকে.
 কাচ হেরি হীরাজমে ভুল না রে ভুল না,
 করে ভালবেস না রে বেস না !

(৫)

ভেবেছ কি মরণাস্তে সতী-দাহ হবে রে ?
 সতীর পদবী সতী পুঞ্জিয়া লইবে রে ?
 তটে কাষ্ঠ স্তম্ভ জলে, সতী কিন্তু কুতুহলে
 নগরে ফিরিয়া যায় ; ভুল না রে ভুল না,
 করে ভালবেস না রে বেস না !

(৬)

নাচে বক্ষ: গুরু গুরু তোমার পরশে রে,
 অমনি গলিয়া যাও মোহ-ভ্রম-বশে রে ;

(১১)

ছুঁইলেই গলে যায়, প্রজ্ঞাপতি-পাখা রে,
 আগমনী না হইতে বিজ্ঞার দেখা রে,
 অভিনয় না ফুরাতে, বঙ্গভূমি-প্রাকপেতে,
 সূর্যরশ্মি দেখা যায় ; তুল না রে তুল না,
 করে ভালবেস না রে বেস না !

(১২)

নদীগর্ভে কিশলয় শিলাময় হয় রে,
 শব্দধরে মান করে উষার উদয় রে .
 সরলা বালিকা হয়, প্রগল্ভা হইয়া যায়,
 বাসি প্রেম তিক্ত বড় ; তুল না রে তুল না,
 করে ভালবেস না রে বেস না !

(১৩)

রুখা বাণী ! রুখা বাণী ! প্রেমাস্ত্র প্রেমিক রে !
 তার কাছে "প্রেম"-সত্য, কতু কি অলীক রে ?
 কতু নয়, কতু নয় ! হে প্রেম, তোমারি জয় ।
 অমলা, ধবলা প্রিয়া, নহে কলঙ্কিনী রে !
 চিরদিন সুধা-প্রসবিনী রে !

(গোলাপগুচ্ছ ১২১২)

যাদুকরি এত যাদু শিখিলি কোথায় ?

দেবেশ্বরনাথ সেন

যাদুকরি, এত যাদু শিখিলি কোথায় ?
 বিহ্বলা মোহিনী বেশে, কথা ক'সু হেসে হেসে,
 জহরির দোকানের পট খুলে ২ ' !
 কোহিছরে কোহিছরে, আলো যে উধলি পড়ে !
 ছড়াছড়ি ইস্ত্রনীলে হীরায় মুক্তায় ;

যেখানে দাঁড়াস্ তুই, জাতী, বেল, মল্লী, যুঁই
 ফুটে ওঠে ; পারিজাত শাখায় শাখায় ;
 সহসা মালঞ্চ রাজে গৃহ-আজিনায় !
 শাপী নাচে, পাখী নাচে, কুহ-শব্দ প্রতি গাছে,
 সারা গৃহ হয় সারা সৌরভ-নেশায় !

হেরি ও মোহন ভেল্
 ভুলে গেছি বৃক্ষি খেল্
 মলিন তারার ভাতি চাঁদনি-নিশায় ;—
 যাদুকরি, এত যাহু শিখিলি কোথায় ?

মনে নাই ? সেই নিশি,
 অঙ্ককার দশ দিলি,
 কলদে চপলা চাহে বিকট বিভায়,
 সোহাগে বাহর ডোরে ঝাঁপিলি আঘাত ।
 স্তম্ভ-পিন্ন হ'ল প্রাণ ;
 কণে মোর হ'ল জ্ঞান
 আমি যেন ডুবে আছি জাগন্তু-নিদ্রায়,
 বাসন্তী যামিনী-কোলে ফুল-জোড়নায় !

জ্ঞানরন্ধ হ'ল রোধ,
 পরক্ষণে হ'ল বোধ,
 চম্পকে, কমলদলে শিরীষ-শয্যায়
 আছি আমি , হাসি মোর অধরেতে তায় !

পাতিয়ে বাতর কল,
 এষ্টরূপে প্রতি পল
 কাটাঠিলি ; তুই যবে আইলি হেথায়,
 সেই দিনই যামিনীর হ'য়েছে বিদায় !
 নিশায় কোকিল গায়,
 কমল মুচকি চায়,

সামিনীতে কোলাকুলি উষায় উষায় !
যাহুকরি, এত যাহু শিখিলি কোথায় ?

যাহুকরি, তুই এলি—

অমনি দিলাম ফেলি

টীকা ভাঙ্গা ;—তোর গুই চক্ষু-দীপিকা
বিজ্ঞাপতি মেঘদূত সব বুঝা যায় !

শব্দ হয় অর্থবান,

ভাব হয় মূর্তিমান,

রস উথলিয়া পড়ে প্রেতি উপমায় !

যাহুকরি, এত যাহু শিখিলি কোথায় ?

শোকদুখে নিঃশ্ব ঘরে,

শোক গেছে চিরতরে ;

পলাতক রাগ-দৈত্য ফিরিয়া না চায় ;

প্রেতি কক্ষে আশা-পরী,

হারার অধুরী পরি,

অন্ধকারে, হাসি মুখে, প্রদীপ দেখায় !

যাহুকরি, এত যাহু শিখিলি কোথায় ?

আমার মলিন নেত্রে,

আমার ক্ষীণ গাত্রে,

কি অনল জ্বলে দিলি !—নিশাঘ-দিবায়,

সে পূত অগ্নির সেকে,

পাপ-চিন্তা, একে একে,

সুকানো পল্লব সম দগ্ধ-হ'য়ে যায় ;—

যাহুকরি, এত যাহু শিখিলি কোথায় ?

ও যাহু পরশে তোর

জড়িত রসনা মোর

বীণার ঝঙ্কার ধ্বনি দিগন্তে বিলায় ।

হের দেখ সারি সারি,
 জগতের নর-নারী
 অথাক, হাসিত নেজে, মোর পানে চায় ।
 যাহুকরি, এত যাহু শিখিলি কোথায় ?

(অশোকগুচ্ছ, ১৩০০)

সাঁজের প্রদীপ

দেবেশ্বরনাথ সেন

(১)

নেজে হাসি, হস্তে দীপ, এস গো রূপসি !
 হোলো মোর শ্যালয়, কুমুদ-কলোবময়,
 চেয়ে গেল নিশিপদে চিত্তের সরসী !
 হের দেখ, হাসি হাসি, নিল মোর কাছে আসি,
 একরাশি ফুলরাশি কল্পন'-রূপসী !
 অধর্ম পাইল জয়, পুণ্যের হটস জয়,
 তেরি স'ধি নিশিমুখে তব মুখশশী !

(২)

গৃহ-রাজত্বের চির-বিক্রমী অধীপ !
 অসাধ্য হইল সাধ্য, পুরুষ হইল বাধ্য,
 জয় জয় নারী তব সাঁজের প্রদীপ !

(৩)

মধুনিশি—জ্যোৎস্নালোক— লালে লাল ফুটালোক,
 কি কাহিনী কানে তব কহিল মোতিনি ?
 তাই ও ভালের টিপ, তাই ও সাঁজের দীপ,
 আভাষে প্রকাশ করে অশোক-কাহিনী !
 তুমি কি নিজের ঝাঁবে, পরীদের ক্ষুদ্র কঁাখে,
 হেরিয়াত কুঞ্জবনে স্রোনা কী-গাগরী ?

হেরি তোমা, হর্ষে সারা, নিশান্তে কি স্তব্ধভারা,
ঢালি দিল প্রাণে তব আলোক-সহরী ?

(৪)

নিশি ভোর হয় হয়,— তুমি সখি সে সময়,
আলোকে দাঁড়ায়েছিলে. করে ফুলসাজি !

শিবের পূজার তরে, প্রহ্লাভেরে, হর্ষভরে,
বাছি বাছি তুলে নিলে ফুল ফুলসাজি ।

হেরি ও ধরণ ধারা, জ্যোৎস্না হাসিয়ে সারা,
লুটায়ে চরণে তব, শেফালী-ছায়ায় !

চন্দ্র ডাকে “আয় আয়” ! জ্যোৎস্না আর কি যায় ?
মাপাইয়া কোড়ে তব পশিল ছিয়ায় !

(৫)

সহসা কৌন্তভমণি হাসিল হরষে !

সহসা ফুটিল পদ্ম মানস-সরসে !

সহসা “উপমা” আসি, স্ফোতিশ্ছটা পরকাশি,
বহুখিল ভাবরাশি, কবির মানসে !

লাবণ্য উথলে দেহে, উন্মিয়া পশিলা’গেহে—
হাসিয়া উঠিল গেহ চরণ-পরশে !

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২)

প্রথম চূষন

দেবেন্দ্রনাথ সেন

(১)

না জানি কি নিধি দিয়া গড়িল চতুর বিধি,

প্রথম চূষন !

কুহরিয়া উঠে পিক,

শিহরিয়া উঠে দিক্,

ভরে মাচ ফল ফুলে শ্রামল ঘৌবন ;

বনফুলসীর গঞ্জে,

বায়ু হয় মাতোয়ারা ;

বিটপির গায়ে গায়ে চাঁদের কিরণ ।

(২)

অজানা স্বরভি ভ্রাণে,
 কি জানি কি জাগে প্রাণে,—
 কোকিলা ঝঙ্কার ছাড়ে মাতায় ভুবন !
 কি জানি কি মেঘ হেরি,
 চঞ্চলা ময়রী নাচে,—
 আবেশে প্যাখম তুলি অশ্রের দোলন !

অজানা স্বরভি ভ্রাণে,
 কি জানি কি বা সে প্রাণে,—
 আগ্রহে দম্পতী করে প্রথম চূষন !

(৩)

কে আনিল আলোরানি হৃদয়-আঁধারে ?
 অধরের ফাঁক দিয়া ;
 স্রোতস্রা পড়ে উছলিয়া,
 দম্পতীর শস্যার আগারে !
 রক্তান বাবুনীস্ পেয়ে, খাটপালা হেসে উঠে !
 কে রে এ চতুর কারিগর ?
 দেয়ালের চিত্রগুলি আবার নূতন হ'ল !
 কে রে সূনিপুণ চিত্রকর ?
 কনক-পারদ লেগে, মলিন দর্পণ খানি
 ধরিল কি অপরূপ শোভা মনোহর !

(৪)

নব বকে নব স্মরণ,
 নব ধর্ম, নব যুগ
 নব শশী হেসে সারা প্রাবিষা ভুবন !
 স্রোতস্রার আবছায়ে যৌবন-নেশার কোঁকে,
 মধুর মধুর এই প্রথম চূষন !

শেষ চুম্বন দেবেন্দ্রনাথ সেন

(১)

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

জীবনের রক্তাগার একেবারে করি খালি,
অ ভাগ্যে ফাঁকি দিয়ে মরণে দিতেছ ডালি ।

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

লয়ে ৬ হীরার কুচি, চক্ষের সলিল মুচি,
দরিদ্র করিবে, সখি, জীবন-বাণন ।

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

(২)

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

এ হেমস্তে দাও সখি, ফুল মালতীর মালা ;
পৌষের ছরস্ত শীতে রৌদ্ররাশি দাও বালা !

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

সবাই কাঁদিছে তাই, তব মুখ পানে চাই,—
মোর নাই অবসর করিতে ক্রন্দন,

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

(৩)

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

ঘন-ঘোর বর্ষা রাতে, কোথা পাব জ্যোৎস্নারাশি ?
এ জলদে ছাড়ি দাও বিকট বিদ্যুৎ-হাসি !

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

পুলিনে দাড়ায়ে হায়, শীতে ধর ধর কাহ্ন,
সলিলে নাগিব, সখি মুদিয়া নয়ন !

দাও, দাও, বিদায়-চুম্বন !

(৪)

দাও, দাও, বিদায়-চুখন !
 কে বলিল, গোধূলিতে, রবি গেলো অস্তাচলে,
 প্রভাতে ডাক্তর হয় অরুণ উদয়াচলে ?
 দাও, দাও, বিদায়-চুখন !
 সূর্যকান্ত মণি সম অধর-প্রবালে মম,
 তরি লব একরাশি কাকন-কিরণ !
 দাও, দাও, বিদায়-চুখন !
 দাও চিত্ত-মণিবন্ধে রাখির বন্ধন বাধি !
 চিরবিরহের দিনে, বিরহের চিরসাপী,
 দাও, দাও, বিদায়-চুখন !

(৫)

দাও, দাও, বিদায়-চুখন !
 একি ! একি ! একি গোল ! একি রোমনের রোল !
 সব শেষ ; তারি সমাচার ?—
 দাও তবে প্রাণ-ভরা শেষ উপহার,
 তথা-হলাহল বই চুখন তোমার !

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২)

মিরেণ্ডা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

দখিত্ত অদ্বিত যন্ত্র । পূর্ণিমা শর্বরী ;
 নিখর শাস্তির রাজ্যে হৃদ্যকর হাসে !
 সহসা উঠিল ঝড় ভোলপাড় করি
 স্বর্গ, মর্ত ; যান শলী কাপিল ওরাসে ।

ব্যোম-যাদুকর কিস্ত করিয়া জুহুটি—
 খামাইল ভীম বাত্যা ; মেঘ-নাট্যাগলে
 অদ্ভুত-অপ্সরবাচ্য বাজে তালে তালে ;
 কি অদ্ভুত ! অস্তরীকে নাচে নটনটী !
 খামাগো স্বপ্নের কায়া ব্যোম যাদুকর
 দিল কি বদলি ? এ কি চমৎকার হেরি !
 চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল চন্দ্র-কলেবর ;
 দেবা দিল রক্তভূমে এ কোন কিয়রা ?
 তুমি কি মিরেঙা ? কিষা আকাশের শলী ?
 বুঝিব কি ? দৃশ্যে আঁধি গেল যে বলসি !

(অপূর্ব নৈবেদ্য, ১২১২)

জুলিয়েট

দেবেন্দ্রনাথ সেন

লাল নীল শ্বেত পীত স্বর্ণ বর্ণরাশি,
 পুষ্পাপরি পুষ্প ঢালা, পরতে পরতে,
 শিশির ও জ্যোৎস্না ঢালা সঙ্গীতের স্রোতে ;
 কি বিচিত্র সমাবেশ ! এ কি ছায়াবাজী ?
 বসন্ত-উৎসব দিনে মালাকার সাজ
 কি গড়িলে একচিত্তে আনন্দ-মোহিনী ?
 স্মৃতিময়ী মূর্তি এ যে ! স্বর-সোহাগিনী,
 ক্লাস্ত তুমি ; ধূনাও ধূমাও, দেবি আজি !
 চূপি চূপি ধারে তথা আসিয়া মদন,
 বিচিত্র সে পুষ্পমূর্তি অবাক নেহারি ।
 মুগ্ধ স্বর, কর্ণে তার করি উচ্চারণ
 অগ্নিমন্ত্র, “উঠ, উঠ” কহিলা ফুকরি—
 বিস্ফারি যুগল নেত্র, মূর্তি হাসিল,
 “আমি জুলিয়েট” বলি উঠি দাঁড়াইল ।

(অপূর্ব নৈবেদ্য, ১২১২)

ব্রাহ্মজা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

বসন্তের উষা আসি, রঞ্জি দিল যুগল কপোলে ;

তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি, আননে প্রিয়ার !

নিদাঘের রৌদ্র আসি, বিলসিল ললাট নিচোলে,

তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা-ছটার !

ঘন-ঘোর বধা-রাত্রি বিহরিল অলক-নিচোলে ;

তাই গো প্রিয়ার পিঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার !

নাচিল শরত শশী রূপ-হ্রদে, হিল্লোলে, হিল্লোলে ;

তাই গো প্রিয়ার দেহ কূলে কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার !

বাহ কেতু দুই ঋতু—শীত ও হেমন্ত স্বপ্ন হায়

প্রিয়ার হৃদয়ে পশি ছড়াইল কঠিন তৃষার !

তাই প্রিয়ে, তাই বৃষি, হৃকঠিন হৃদয় তোমার ?

উপাসনা, আরাধনা সকলি ঠেলিয়া দাও পায় !

আমি গো বৃষিতে নারি দেবী তুমি, অপবা ব্রাহ্মজা !

পৃথিমার জ্যোৎস্না তুমি, কিংবা ঘোরী কৃষ্ণা চতুর্দশী !

(অশোকগুচ্ছ, ১২০০)

চিরযৌবনা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

আমার প্রতিভা আন্ধি কাঙালিনী, হে শ্রামস্বন্দর

কবিতা-মালক তার ভরপুর সৌরভে ও রূপে

নহে আর ; মাধবীমণ্ডপ তার, মধুপে, মধুপে,

নহে আর ঝঙ্কত ও অলঙ্কত ! শুধু সর্বোবর ;

ফোটে না, ফোটে না তথা একটিও পদ্য মনোহর

উপমার ! বরি' গেছে লতা-পাতা ; গুই দীন শুপে

ক্রোটনের পাতা কাঁপে (হায় তারে কে করে আদর ?)

কখন-সখন-হারা দরবেশ কাঁপে যথা চূপে !
 হে বঁধু, হে প্রাণেশ্বর ! নাহি খেদ, নাহি তাহে লাজ !
 তুমি যবে আসিয়াছ, কি গো কাজ গোলাপী ভ্রমণে ?
 যুগান্তে পত্তিরে পেয়ে, বিরহিনী, ভুলি তুচ্ছ শাস্ত,
 আলু-থালু কেশ-পাশ, পড়ে নাকি রাতুল চরণে ?
 জানি আমি, হে স্বামিন্, তুমি মোরে করিবে না স্মৃণা
 পতি-চক্ষে, প্রাণনাশ, প্রবীণা যে স্মৃতির-নবীনা !

(গোলাপগুচ্ছ, ১২১২)

অদ্বুত অভিসার

দেবেন্দ্রনাথ সেন

বান্ধবের মঙ্গলসিদ্ধ মোহন মুরলী
 ধনিল রাধার চিত্ত-নিকুঞ্জ-মোহনে :—
 অমনি রাধার আত্মা দ্রুত গেল চলি
 জামতীর্থে, জামাঙ্গিনী যমুনা-সদনে !
 গেল রাধা : তবে ওই মন্থর গমনে
 মঞ্চল-বকুল-কুঞ্জে, কে যায় গো চলি ?
 আকুল হুকুল ; মান কুন্তল, কাঁচলি ;
 খুম যেন লেগে আছে নিখুম লোচনে ।
 নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া । টানে তরুদল
 লুঙ্কিত অঞ্চল ধরি ! মুখপদ্মোপরি
 উড়িয়া বসিছে অলি গুঞ্জরি গুঞ্জরি :
 বিহ্বলা মেখলা চুখে চরণের তল ।
 আগে আত্মা, পরে দেহ বাইছে দুয়ার
 রাধিকারে, বলিহারি তোর অভিসার ।

(গোলাপগুচ্ছ, ১২১২)

দাও দাও একাটি চুখন

দেবেন্দ্রনাথ সেন

দাও, দাও, একাটি চুখন ।

বিছাইয়া দুটি ওষ্ঠে সোহাগের কচিপাখা
দাও, দাও, প্রাণময়ি, ত্রিবিব-অমিয়-মাখা,

একাটি চুখন ;

আকুল ব্যাকুল হ'য়ে, আত্মা মোর দাতিরিয়ে,
করুক তোমার করে সর্বস্ব-অর্পণ,

দাও, দাও, একাটি চুখন ।

পশে হবে রবিকর পদ্মের উরসে,
তরল কনক সেই শিশির পরশে,

লাজ-রক্ত শতদল, প্রাণপুষ্পে তল তল,

সর্বস্ব বিলায়ে ফেলে চিত্তের তরয়ে ।

তেমতি, তেমতি তুমি, বৈশাখী চুখনে চুমি,

দাও, দাও, (আঁশি মোর আঁসিছে মুদিয়া,)

প্রাণের মদিয়া মন গণ্ডয়ে শুবিয়া :

দাও, দাও, একাটি চুখন—

মিলনের উপকূলে সাগর-সঙ্গমে,

হুর্জয় বানের মুখে, দিব ভাসাইয়া সুখে,

দেহের রহস্যে বাঁধা অদ্রুত জীবন,

দাও, দাও, একাটি চুখন ।

আর এক,— একাটি চুখন ।

তোমার ও ওষ্ঠ দুটি, বাসন্তী যামিনী জাগি,

পাতিয়াছে ফুল-শয্যা বল গো কাহার লাগি ?

দাও, দাও, একাটি চুখন ।

নববধু আত্মা মোর, লাজুক, লাজুক ঘোর,

চক্ৰ বুজি মাথা গুঁজি করিবে শয়ন ।

দাও, সখি! মদির চুষন।
 দাও, দাও, একটি চুষন।
 পুষ্পময়, স্বপ্নময়, তোমার ও ভালবাসা,
 কবিতা-রহস্যময় নীরব তাহার ভাষা,
 তোমার ও মদির চুষন।
 কপোত ও কপোতী সনে
 ময় মুছ কুহরণে
 থাকে যথা, সেইরূপে পরামর্শ করি,
 তব গুণ মম গুণ উর্দ্ধক কুহরি!

(অশোকগুচ্ছ, ১২০০)

দর্পণ-পার্শ্ব

দেবেশ্বরনাথ সেন

(১)

ভাল করি আসি দাড়াও রমণি,
 ও মুখ-কমল হেরিব আজিকে
 ফুটিত দর্পণে চাকচক্রাননি ;
 শ্বেতদূর্বা জিনি ও শোভন অঙ্গ
 নিরখিব আজি মানস ভরিয়া,
 দর্পণের আগে দাড়াও আসিয়া।

(২)

চাক মুখপদ্ম ফুটিছে দর্পণে,
 অধর-সংস্থিত বিরাজিছে তিল,
 ভ্রু-শিখর যেন পদ্মপত্র-কোণে :
 গলদেশে আসি কৃষ্ণ কেশরাণি,
 হরিত্রাজ অঙ্গ চূষিছে সঘনে।
 কৃষ্ণমেঘ যেন স্খাংসু-বদনে।

(৩)

বন্ধুদেশে মরি হস্ত সংস্থাপিত !
 স্মৃচ্ছ হাসিতে দস্ত কুন্দ-পাতি
 কিবা স্ময়মাগ্ন মরি স্মসঙ্কিত !
 রূপের মাধুরী পড়িছে উখলি,
 রূপের গুটিনী বহিছে দর্পণে,
 চন্দ্রলেখা যেন সরসী-বদনে ।

(৪)

দর্পণ-ভিত্তরে চিত্রিত যে ছবি,
 এ ছবি-তুলনা কে দিবে রে বল ?
 এ ছবি বর্ণিতে পারে না'ক কবি,
 কাছে এস প্রিয়ে, মুখে মুছ হাসি,
 তাকাও স্মৃষ্ণি ! মোর মুখ-পানে,
 তোমার তুলনা তুমিই ভুবনে ।

(নিখ'রিণী, ১৮৮১)

নারীমঙ্গল

দেবেন্দ্রনাথ সেন

জানি আমি নারি, তুমি কবি-বিধাতার
 শ্রেষ্ঠ কাব্য ; সুকোমল কাঞ্চ পদাবলী ;
 চন্দ্রাবলি, অমুপ্রাসে মরি কি স্বকার !
 জামের মুরলী সম শব্দের কাকলী !
 উপনার কারিগরি, বর্ণের যোজন্য,
 কল্পনার লীলাখেলা (গোপীর হিন্দোলা !)
 হেরি সখি, মুগ্ধ হয় লুক চেতনা—
 নাচিছে উর্বরী যেন বাসন্তী-নিচোলা !

কিন্তু যবে হেরি সখি, ছন্দ-ভঙ্গিমা
 অর্ধের মধুরতর চিকণ রঞ্জিমা—
 ভাবের সে সমাবেশ ! (রস উথলায়
 পদে পদে—চারুতার গুপ্ত গরিমা !)—
 লুপ্ত হয় বুদ্ধি মোর সরে না গো বাণী !
 কবির এ গুণপনা কেমনে বাখানি ?
 স্নকেশিনি, স্ত্রাসিনি, চম্পকবরণি,
 হে স্নন্দরি, তুমি যবে পোহাতে শর্বরী,
 পতি-পাশে (কুঞ্জে যথা ব্রজের রমণী !)
 বাও অর্ধমামিনীতে—আনন্দ-লহরী
 জাগায়ে প্রমোদ-কক্ষে ! বধু-বিলাসিনী
 অভিসারিকার বেশে ! নৃপুর গুঞ্জরি
 নাচে মরি ; নাচে মরি কঙ্কণ-কিঙ্কণী
 গুঞ্জরি ; প্রমোদ-কুঞ্জে তুমি মধুকরী !—
 কি উৎস ! হাসে দীপ ; হাসে নেত্র-ভাঙ্গা ,
 হাসে অলকের পুষ্প ; ঝঙ্কে ঝলকে
 হাসে তব রক্ত চেলী ; হর্ষে হয় সারা
 সারা গৃহ, গৌরাদীর পরশ-পুলকে !
 রূপে ভোর পতি তব, তোমার স্বপ্নমা
 পান করে শত নেত্রে, অয়ি মনোরমা !
 নিশাস্ত্রে, করিয়া স্নান, পরি শুভ্র শাটী,
 এলাইয়া তরঙ্গিত আর্দ্র কেশরাশি,
 স্বপ্নের পূজার কক্ষে, পশি হাসি হাসি,
 সাজাও পুষ্পের ঝালা, চন্দনের বাটী—
 অর্চনার আয়োজন, কিবা পরিপাটী !
 বধুর স্মৃথ হেরি, স্বপ্নের আ মরি
 নেত্রে বহে আনন্দের বারি !—ত্যাঙ্কি শাটী,
 পরি এক আটপৌরে শাড়ী, হে স্নন্দরি,
 কোথা যাও, বিছাধরে আনন্দ না ধরে ।

পশিয়া রজনগৃহে, তপ্তুল ব্যঞ্জন
 স্বহাছ ! রাঁধিয়া যতনে, পরিবেশন
 করিছ দেবর-বর্গে কতই আদরে !
 শব্দ-ঘটাময়ী শুধু নহ গো কবিতা—
 তুমি সখি অর্থময়ী, ভাবময়ী গীতা !
 তাই সখি বঙ্গ-কবি, রূপে গুণে ভোর,
 রসরসে, মধুমাसे, রচে 'মাধবিকা'*—
 চিকণ গাঁথনি ! চারু কল্পনার ভোর !
 পরাধ তোমার গলে মোহন মালিকা !
 তাই সখি বঙ্গ-কবি (বিদ্বান্তের খেলা
 মেঘে মেঘে ! বহু তুলি নাচিছে শিখিনী !
 হৃদি-করত্মের সাপে দোলাইয়া 'দোলা',*
 ডাকেতোমা—দোলাইতে তোমার রত্নিনি !
 তাই সখি, বঙ্গ-কবি, 'চিহ্না'র* উজানে
 বসিয়া ("অকুল শান্তি, বিপুল বিরতি,
 নাহি কাল, দেশ !") চাহি, তব মুখ-পানে,
 "অনিমেঘে কবে সখি তোমারি আরাতি !"
 "অস্তর-মান্বারে তার একা একাকিনী"
 তুমি জ্যোৎস্না—চারিধারে আঁধার ঘামিনী !
 তুমি মোর স্পর্শমণি ! তোমার হুঁততে
 পিস্তলের বালা যদি পরাট সোহাগে,
 দরিদ্র কঙ্কণ-ছুটি, জ্যোৎস্না-সম্পাতে,
 ঝকমকে ঝলমলে কনকের রাগে !
 গৃহের আরসী, ছবি (তাহাদের সাপে
 কি সখ্যক পাতায়েছ ?) পড়ি এক ভাগে,
 তোমার বিরহে তারা থাকে গো বিয়োগে !
 মেঘের দুঃস্বপ্ন হেরে কি দিবা নিশাতে !

* বসন্ত ঠাকুর-প্রণীত (১৮২৬), স্বধীন্দ্র ঠাকুর-প্রণীত (১৮২৬), রবীন্দ্রনাথ-
 প্রণীত (১৮২৬)

তুমি যবে হাস্তমুখে তাদের সকাশে
 যাও সখি, তোমার ও মোহন পরশে,
 তাদের মলিন তহু কি ছাতি বিকাশে,
 করিয়া অবগাহন সোণার সরসে !
 আমরা ছিল গো সখি, মলিন নয়ন,
 এবে তাহে হাসি-ছটা, সোণার কিরণ !
 সত্য করি বল সখি, কোন্ অলকায়,
 কোন্ যক্ষ-মোহিনীর প্রমোদ-উজ্জানে,
 শোভিতে মর্মর-বেশে ? বেষ্টিয়া তোমায়,
 নীলকান্ত আলবালে, কনক-বিতানে,
 পালিত যক্ষ-মোহিনী ! প্রবাল-শাখায়
 ফুটিত মুকুতা-ফুল ! চাহি তব পানে,
 হৃৎ-দীপ্তি উছলিত মোহিনী-বয়ানে,
 ল'ল নীল পীত রক্ত আভার ছটায় !
 ছিলে কি গো কল্পলতা, ইন্দ্রের উজ্জানে,
 আলিঙ্গিত পারিজাতে ? হ'ত আন্দোলিত
 লীলা-রঙ্গে শাখা-বাহ ! চাহি তব পানে,
 উৎসী মেনকা রক্তা নর্তন শিথিত !
 আকুলি সে দেবভূমি, স্বর্গের শেফালি !
 ফুটিয়া, ঝরিয়া পুনঃ, ফুটিতে কি আলি ?
 তারপরে বুঝি কোনো দুর্বাসার শাপে,
 নারী হ'য়ে জনমিলে অবনী-মাবার ?
 তব পূণ্যফলে, স্বে আনিলে তোমার
 স্বর্ণবর্ণ, শ্রী-মন্দের চাক উদ্ভ্রুচাপে !
 তবু সখি, তোমার ও বদনমণ্ডলে
 উছলে স্বর্গের সেই দুঃস্বপ্ন সৌরভ !
 কি বলিব ? হেরি কেহ অকুণ্ঠিত দান,
 হাসি কহে : "হের দেখ মন্দিরের ঠাট !"
 হায় সে অদূরদর্শী জানে না সন্ধান,

তুমি মোরে—রত্নময়ি !—করেছ সজ্ঞাট্ !
 দেবতা প্রসন্ন—আমি প্রিয় দেবতার !
 কে পায় মরতে বল হেন উপহার ?
 তাই সখি, তোমার ও রূপ-কক্ষে বসি,
 থাকি আমি দিবানিশি । লোকে বলে : “একি !
 নির্জনে কেমনে থাকে !”—হে কবি-শ্রেয়সি,
 বুঝাব এদের, এরা বুঝিবে তবে কি ?
 তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জন ?
 সহস্র সমিতি সে যে সভার আহ্বান,
 সহস্রের সাথে সে যে শত আলাপন,
 সহস্রের সাথে সে যে আদানপ্রদান !
 তুমি একা কথা কও ? হ’চক্ষু চকল
 কথা কয় ; কথা কয় প্রগল্ভ অঞ্চল ,
 কথা কয় শত মুখে কেশের কুন্তল !—
 কারে উত্তরিব ? হট বিশ্বয়-বিহ্বল !
 কি উৎসব । রূপরাজ্যে একি সুমঙ্গল !
 একি তব অঙ্গে অঙ্গে হর্ব-কোলাহল !
 প্রেমের অব্যবসায়ী—কি জানে উহার !
 “নির্জনে, একেলা বসি, আমি গো কেমনে
 বিশ্বের সংবাদ রাখি নগের দর্পণে !”—
 এই ভাবি, হয় তারা বিশ্বয়েতে সারা !
 তোমার সকাশে বাস সে কি গো নির্জন ?
 সহস্র নগর সে যে, সহস্র নগরী,
 সহস্র কান্তার সে যে, নদী, গিরি, দরী,
 সমস্ত মোহন দৃশ্য, নয়ন-রঞ্জন !
 বসি তব, রূপ-কক্ষে বিশ্বের আকাশ
 হেরি সখি, সীমান্ত সে নীল বিতানে
 রবি শশী গ্রহ তারা পাইছে প্রকাশ—
 দেবদৃন্দ, দেববধু, আলোক-বিমানে ।

কি আর দর্শনে তব অদর্শন রয় ?
 জীব-রাজ্য, তরু-রাজ্য নয়নারীময় !
 বিশ্বয়-বিস্ফার-নেত্র জ্ঞাতি বন্ধু বলে :
 “বধুর অঞ্চলে বাঁধা থাকে অহরহ—
 তার এত সহোদর-সহোদরা-স্নেহ ?
 তার এত মাতৃভক্তি ? বুঝি ভ্রমণে
 নাহি হেন বন্ধু-প্রীতি ! দেখেছ কি কেহ
 কুটুম্ব-আদর এত ?”—ও রূপ-অনলে
 (হোমানলে !) পুড়ায়েছি “আমিত্তে”র দেহ !
 অজ্ঞ এরা, তাই এরা এত কথা বলে !
 সজনি লো ! তোমার ও প্রেম-মন্দাকিনী !—
 তাহারি প্রয়াগ-তীর্থে, ত্রিবেণী-সঙ্গমে,
 পুণ্য-কুস্ত-মেলা দিনে, সরমে ভরমে
 অবলজ্জা ত্যক্তি, হইয়াছে সন্ন্যাসিনী
 আমার এ আত্মা-বধু !—গড়েছে মন্দির
 ভিতরে : বাহিরে মাত্র উচ্চ সৌধ-শির !
 লোকে বলে : “সবি এর অদ্বিত ব্যাপার !
 দু’সঙ্খ্যা জোটে না অন্ন, দশা যার এট !—
 লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্র যেই,
 সেও কিঙ্ক দেয় এরে প্রীতি-উপহার !”
 “সেও কিঙ্ক করে এরে প্রীতি-নিমন্ত্রণ ;
 আদর-ক্ষীরাম্বু স্বাহু পিয়াম যতনে !
 পদ্মার পুলিনে যেতে করে আকিঞ্চন ;
 ললাট মণ্ডিয়া দেয় সুমাল্য-রতনে ।”
 অগ্নি যাত্রকরি ! এরা জানে না তেঁমার
 যাতুমন্ত্র—কবিতায়, কল্পনায় দীক্ষা—
 প্রেম-কুশাসনে বসি একান্তে এ শিক্ষা !
 অগ্নি বিশ্বরমে, তব প্রীতি-প্রতিভার
 কি মাহাত্ম্য !—দীন আমি, পথের ভিখারী ;

বন্ধু মম রাজপুত্র, রাজার ঝিয়ারি !
 লোকে বলে : “এর হায় এমন সুস্বীতি,
 পত্র লিখ এরে, তুমি তাহার উত্তর
 পাবে না (হাসির কথা !) দুইটি বৎসর !
 (দৈর্ঘ্যের আশঙ্কায়ল ! বন্ধুতার ভীতি !)—
 তবু কিন্তু এর প্রতি বিরাগ, অপ্রীতি,
 কত নাহি জনমিবে তোমার পরাণে !
 অদৃত আলাপী !—বুঝি যাতুমহু জানে !”
 আমি হই হেসে সারা, শুনে এ ভারতী !
 স্বজনি জানে না এরা—নির্বাক নীরবে,
 তোমার আনত চক্ষু (মুখে নাহি বাণী !)
 ভরি দেয় বক্ষ মোর কথার উৎসবে !
 মুগ্ধ হয়ে শোনে শ্রোতা—মোর অশ্রুঃপ্রাণী !
 বশব্দ বন্ধুবর্গ জানে এ বারতা—
 মুখর প্রেমের উৎস মোরো নীরবতা !
 লোকে হাসে হেরি মোর বিধবার স্বীতি,
 আত্মপ-তুল-তুগ-উস্তিদের বসে
 এ দেহ-পালন ! চাকচিক্য, সজ্জা-প্রীতি,
 নাহি মম : একি বন্ধু হায় এ বয়সে ।
 “পশু, পক্ষী, দাস, দাসী—জীব সমুদয় !”—
 তুমি মোরে শিখায়েছ, অগ্নি স্নেহলতা !
 করুণাময়ীর প্রাণ জ্বব হ’য়ে বয়
 জীব-দুঃখে, নারীরূপা কে তুমি দেবতা ?
 কনকের কাজ করা, স্বর্ণফুলে ভরা,
 তুলে রাখি অনাদৃত বারাণসী শাড়ী,
 অগ্নি গৃহস্থের বধু, অঘটন-অঘরা,
 বিশ্বের সৌন্দর্য তুমি লইয়াছ কাড়ি !
 “বাকল-বসনা শোভা—তাপসী সরলা !”—
 তোমারি এ শিক্ষা, অগ্নি গৃহ-শকুন্তলা !

কেহ বলে : “আছে এর শিরোরোগ-ব্যাদি !”
 কেহ বলে : “এ কবিটি নিশ্চয় পাগল !
 ধরণ ধারণ এর সবি উচ্ছ্বল !”
 এইরূপে পরস্পরে সবে বিসম্বাদী !
 শপথ-কাহিনী মম যারা নাহি জানে,
 তারা বলে : “এ কবিটি পিয়ে মনঃসাধে
 সোমরস : হের ওর রক্তিম নয়না :
 মাদকতা !”—আমি হাসি মিপা অপবাদে !
 তুমি গো মদির-আঁখি, প্রেমের পিয়াল
 দাও ভরি স্বধারসে : আমি হ’য়ে ভোর,
 পিট তাহা—স্বধামুগ্ধি ! নিভৃত নিবালা
 তব সোহাগের কুঞ্জে !—অপরাধ ঘোর
 এইমাত্র মোর !—ও-গো নিন্দা, দৈত্যবাল্য
 পাগল করেছে মোরে পাগলিনী মোর !
 আলুথালু কেশপাশ, মাথার বসন
 চরণে লুটায় পড়ে : ব্যস্ত গৃহকাজে,
 ছুটিতেছ চতুর্দিকে ! জান না বন্ধন,
 মূর্তিমতী স্বাধীনতা ! পাগলিনী-সাজে,
 হাসিয়া করিছ কাজ ! যেন মেঘমাঝে
 জ্রাবণের সৌন্দামিনী ! বিমুক্ত হরিণী
 যেন বনমাঝে ! তটিনী যেন রঙ্গিনী !
 উধাও, অস্থির, তব নারী-মূর্তি রাজে !
 হে নারি ! অবন্ধনের অন্তর-অন্তরে
 তবু কি বন্ধন ! তবু কি শোভা-শৃঙ্খলা,
 তোমার এ উচ্ছ্বল অশোভা-ভিতরে !
 চঞ্চলারে বাঁধিরাছ, অগ্নি স্তম্ভলা !
 স্ফাসিত, নিয়ন্ত্রিত, রাজতন্ত্র-মাঝে,
 রাজ্ঞী হয়ে, তোমার ও নারীমূর্তি রাজে !
 হে মোহিনি শিক্ষাদাত্রি ! তাই এ বন্ধন

মম অবস্থান-মাঝে ! কল্পনা-অধিনী
 ছুটিছে কাঙ্ক্ষায়, তার চরণে শিঙিনী
 দিয়া, আনিছ টানিয়া ; ধস্ত এ যতন !
 নয়—নয় উন্মাদিনী কবির প্রতিভা ;
 ভিমিরপুঞ্জের কুঞ্জে যামিনী যেমনি
 ফুটায় চন্দ্র-কুহুমে, তুমিও তেমনি
 কবি-চিত্ত-অঙ্ককারে ঢালিয়াছ বিভা !
 চারিধারে কোলাহল শব্দের সাগরে ।
 ঘোরা তমস্বিনী নিশি, বহিছে কটিকা !—
 কবি-চিত্ত-বেলাভূমে সৌন্দর্যের শিখা
 কে জ্বালিল ? হে নারি, মোহিনী মূর্তি ধরে,
 'শান্তি শান্তি' উচ্চারিলে !—আইল অমনি,
 সাগর-সঙ্কমে মরি অর্থ-স্বরধুনী !
 নিরানন্দে ছিল সখি প্রেমের নগরী ,
 ছিল না উৎসব ; যত ঐশ্বর্য-বিভব
 ছিল গুপ্ত ; মালঙ্কর পুষ্পতরু সব
 ছিল শুক ; নিদ্রামগ্ন যতেক সন্দরী !
 তুমি এলে একদিন রাজ্যরাণী-প্রায়—
 জাগিয়া উঠিল হর্ষে নিদ্রিত নগরী !
 সে দিন কি ভুলিয়াছি ? ভোলা কি গো যায় ?
 এস সখি, আজি তোমা অভিনেত্রী করি !
 ধর ধর ছত্রপতি, রাজ্যরাজেশ্বরী !—
 বিপুল ভাবের রাজ্য, অদৃশ্য, বিরাট !
 বিচিত্র-কল্প-আলোকে তোরণ-কপাট
 অলোকিত সিংহদ্বারে ; কল্পনা-অপ্সরী
 বরবিছে লাক্ষ্মণী ; গায় শতভাট
 তোমার মঙ্গল-গীতি, হে বঙ্গ-সুন্দরি !

অহল্যা

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

(১)

কেন গো ঝাধিল মোরে বিবাহের ভোরে ?

অসহ বন্ধন !

কিবা স্মৃথে সে স্মৃথিনী পিঞ্জরের বিহগিনী ?

প্রমুক্ত গগন

বিস্তীর্ণ শ্রামল বন হেরি কাদে অল্পক্ষণ ;

স্পিড়িত লোহের দণ্ডে পক্ষপুট তার ।

তবু নিত্য ব্যথা-মাথা ঝাপটে বাসনা-পাথা :

বদিতে যুবতী-জনে একি কাবাগার !

(২)

নিত্য যদি নব কতু না সাজাত ততু

ধবণী তোমার ,

মোহিনী বলিয়া তোরে কে দেখিত আঁধি ভোরে

কহু অনিবার ?

হ'তে কি হৃন্দর ভূমি পুষ্পময়ী বনভূমি ?

নিত্য নব নব ফুল না ফুটিলে হেসে ?

হে গগন, তব পটে কতু নীল শোভা ফোটে

বিজুলি-জড়িত ধন কতু আসে ভেসে ।

(৩)

বিচিক্রতা নাহি যদি প্রেমের সঙ্কোচে

সে কি সুখময় ?

নিত্য যদি নবোৎসবে মন্দির নাহিক শোভে,

আঁধার আলয় ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

জলাঞ্জলি দিয়া সাথে, বাসনা বিষাদে কাঁদে ;
 যৌবন-মন্দির মম পূর্ণ তমিস্রায় ।
 নির্মম পুরুষ-হৃদি, সৃজিল বিবাহবিদি,
 দহিতে রমণীগণে শত যাতনায় ।

(৪)

ভাঙিয়া বালির বাঁধ, প্রেম-প্রবাহিণী,
 বহে যা ছুটিয়া ।
 মুক্তপথে একাকিনী গুড়ে চিত্ত-বিহগিনী
 পক্ষ বিধুনিয়া ।

মিথ্যা কথা, কুল, লাজ ; এস তুমি দেবরাজ !
 তুষ কর ; ক্ষিপ্ত প্রাণ, নবভোগ আশে ।
 যথা নব কুল ফোটে, নব সমীরণ ছোটে,
 এ নব যৌবন লয়ে যাব সেই দেশে ।

(ফুলশর, ১৩০৭)

সাতা

প্রেমখ্যান

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

প্রিয় পঞ্চবটী বনে চিত্র কৃষ্ণ নিরঞ্জন
 কোথা সে নয়নানন্দ কহ গোদাবরি ?
 স্বপ্ন-স্বপ্তি-মাথা তব সদয়-পরশি রব ;
 ঢাল গৌ তপিত বক্ষে করুণা-লহরী ।
 লভায় পাতায় ফুলে সবসীর শ্রাম কুলে,
 গিরি-শিরে, তল নীরে, স্বধু রাম নাম ;
 আজি এই জনস্থানে ছায়া কাঁপে রাম-নামে,
 কহি সে নামের ধনি পাণী গাহে গান ।

নিখাসে শোণিতে মাথা— পরাণের বৃকে আঁকা
 প্ৰীতি খাঁর, ছবি খাঁর, কোথা মে দেবতা ?
 নিত্য পূজি পাদ খাঁর ঢালি ভক্তি-অশ্রুখার
 কোথা সে চরমগতি, প্রেমে মুক্তিদাতা !

ওই পুনঃ পম্পাসরে কলহংস গান করে,
 গগনে বলাকা যেন তোরণে গ্রথিত ;
 ওই রে আকাশ-গায় ক্রৌঞ্চ-গীতি ভেসে যায়
 আনন্দে ময়ূর পুনঃ গাহে কেকাগীত ।

প্রকৃতির প্রেম-পুরে, কার প্রাণ প্রেমে পুরে
 কহিব প্রেমের কথা প্রেমের ইন্দ্রিতে ?
 কোক-বধ যবে ডুখে কাঁদিলে, কাহার বৃকে
 মুখ রাখি যাচিব সে রহিব ভাঙিতে ?

দীপ্তিহীন দুটি আঁধি আজি করপুটে ঢাকি
 দ্যান করি পদযুগ বিরলে বিছনে ।
 আজি শ্রাম চিত্রপটে আজি এ তুটিনী-তবে
 হে দেব ! প্রকাশ তহু জ্বলন-বরণে ।

কে তুমি দুখিনী বালা ? সীতার মরম জ্বালা
 মর্মে অহুভবি, বল, কাঁদ অনিবার ?
 এস হুঁহে গলা ধরি রাম নাম গান করি :
 কাছে এস প্রিয় সখি বাসস্থি আমার :

ভারত চরণে খাঁর এ দাসী হৃদয়ে তাঁর :
 আদরের আদরিণী আমি জান না কি ?
 প্রেমময় মোর স্বামী, প্রেমে ভাগ্যবতী আমি :
 অভাগিনী নহি আমি, দুখিনী জানকী :

প্রাণে প্রাণ আছে গাঁথা, ভিন্ন নহে রামসীতা,
 প্রোজার রঞ্জে দুঃখ কেন না সহিব ?
 আত্ম-স্বপ্ন-অশেষণে না তুহি সন্তুষ্টিগণে,
 অকলঙ্ক রাম নামে কলঙ্ক আনিব ?

কি দুখে দুখিনী সীতা, জান নাকি সেই কথা ?
 একাকিনী নহে সে যে গহনবাসিনী ।
 অষোধ্যার সিংহাসন, আজি যে গহন বন ।
 কি যে ব্যথা বুকে তাঁর জানে বিরহিনী ।
 চিরদিন মোর তরে সে কমল-আঁখি ঝরে,
 এ দুখ কহিব কারে, সহিব কেমনে ?
 কুশাগ্র বিধিলে পায় এবে বুক ফেটে যায় ।
 হায় রে সম্বাপে তাঁর রহিষ বিজনে !
 কপোলে কপোল রাধি, আঁখি দিড়া আঁখি ঢাকি
 আর কি তুমিতে তাঁরে পারিব কখন ?
 এস তুঁহে গলা ধরি রাম নাম গান করি,
 ধ্যান-ভরে, বুকে কোরে, সে রাতঃ চরণ ।

। ফুলশর, ১৯০৪)

অজ-বিলাপ

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

(১)

জাগ গো সখি ইন্দুমণি,
 কেন গো আঁখি মুদিলে ?
 কহ কি ব্যথা লাগিল কোথা ?
 কেন গো পড়ি ভূতলে ?
 কুম্ভ-মালা আঁখিতে বালা,
 মূরছে যন্নি চেতনা,
 উঠ গো স্বরা, কঠোর ধরা
 বাড়াবে আরো যাতনা !

জানি গো জানি অন্থখানি
 কুহুম হতে সুকুমার ;
 জানি গো ক্ষিতি কঠিন অতি,
 ঝটিকা বাজে সমীরে তার ।
 কোমল কচি প্রেমেতে রচি
 আসন মম অন্তরে,
 রাখিব এস ; হৃদয়ে বোসো ;
 উঠে প্রিয় জাগরে ।

(২)

গৃহিণী মম সচিব মম
 লক্ষ্মী সুখ-সম্পদে,
 সহায় মম সঙ্গী মম—
 ওগো ও সখি নরমদে !
 ডাকিছে তোরে আদর করে
 সখীরা কত সাধিগা .
 ডাকিছে সবে করুণ রবে
 পাখীরা হেথা কাঁদিয়া ।
 কাঁদিছে অলি কুহুম-কলি
 বিষাদে পড়ে খসিয়া ;
 শোক-বিনতা কাঁপিছে লতা,
 সমীর কাঁদে খসিয়া ।
 বেদনা-ভরে রোদন করে
 প্রভাত দিবা হাদিনী,
 উপেখি সবে তুমি কি রবে
 নীরবে তবু মালিনি ?

(৩)

তটিনী-পারে ককাবে
 ক্রৌঞ্চ-সম বৃষ্ণিরে ;
 এপারে আমি ওপারে তুমি,
 ডাকিয়া দৈর্ঘে খঁজিবে !

আমার কথা পশে না শুধা,
 তোমারো কথা শুনি না ;
 এ নিশা কবে প্রভাত হবে,
 জানি না ও গো জানি না !
 গরজি হারে অঙ্ককারে
 উর্মি ছোটে অকূলে—
 ওপারে তুমি, এপারে আমি
 ডাকিয়া কাঁদি অকূলে !
 ভাসিয়া শ্রোতে সিদ্ধু-পথে
 তরিয়া আমি বাব কি ?
 জীবন-পারে আবার তোরে
 পাব কি আমি পাব কি ?

যজ্ঞভঙ্গ, ১২০৫)

মোহিনী

নিজয়চন্দ্র মজুমদার

কেন গো গাহ ? আমি তো পান
 স্তনিতে চাহিনি ।
 করুণ এই গীতিতে
 তরুণ হয় স্মৃতিতে
 অস্তিত্ব স্বৰ্ণ সহিত তৃণ-কাহিনী ।
 কর্ণ—গড়া ননীতে—
 স্পন্দিত সে ধ্বনিতে ;
 আঁপির কোণে নাচে সঘনে চাহনি ।
 উরসে তুলি লহরী
 বরষি রস-মাধুরী,
 যদি' অধর বহেরে স্বর-বাচিনী ;

বিভল হ'য়ে চকিতে,
 অতল কোন্ অতীতে
 ডুবিয়া মরি, উঠিতে নারি, মোহিনি !
 কেন গো গাহ ? আমি তো গান
 শুনিতে চাহিনি ।

(যজ্ঞভঙ্গ, ১২০৪)

আমায় ভালবাসি

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

তোমায় ভালবাসিনেক', আমার ভালবাসি !
 বৃকের পাষণ, ঘাড়ের বোকা,
 তোমার উপর চাঁপিয়ে সোজা,
 পথ চলিতে চাঁচি ব'লে, তোমার কাছে আসি,
 তোমায় ভালবাসিনেক', আমার ভালবাসি !
 তোমার শ্রীতির বনে তুলে কুসুম রাশি রাশি,
 ফুলের মালা গলায় পরি ;
 হুলুতে জালা গলা ধরি ,
 করুণ চোখে চাইলে তুমি মুখে ফোটে হাসি ।
 তোমায় ভালবাসিনেক', আমার ভালবাসি !
 বিবাদ যখন ঘনিয়ে এসে বিশ্ব ফেলে গ্রাসি,
 তখন তুমি ওগো বধু !
 চুষনেতে ঢাল মধু ;
 সেই অমৃতে বিবেক জালা নিঃশেষিয়ে নাশি ।
 তোমায় ভালবাসিনেক', আমার ভালবাসি !

ভাঁটার টানে মৃত্যু-সিঁদু পানে চলি ভাসি
 আঁকড়ে ধরি তোমার চরণ,
 তোমার পায়ে পঁপি মরণ,
 তোমার দেওয়া জীবন-ভেলায় উজান বয়ে আসি ।
 তোমায় ভালবাসিনেক’, আমায় ভালবাসি !

(হেয়ালি, ১২১৫)

প্রেম-প্রতিমা

মুল্লী কার কোবাদ

(১)

আমি দেখিতাম শুধু তারে !

মধুর চাঁদনীময়ী মধুরা যামিনী.
 শশধর হাসিত অক্ষর ।
 সে শুখন পীরে ধীরে, এসে এই নদীতীরে,
 গাইত প্রেমের গীত মস্কাবে ধরণী ;
 তাহার মধুর স্বরে মুকূতা পড়িত ঝরে
 নীরবে বহিয়া যেত অঙ্কুলা তটিনী !
 আমি দেখিতাম শুধু তারে !

(২)

সে আমার স্বপ্নে তখনে প্রাণের সঙ্গিনী ।
 তারি তরে বেঁচে আছি হবে ।
 জীবন-জলধি-পাড়ে, আর কি পাটব তারে
 এক ছুঁই করে আমি মাসদিন গপি ।
 সে চাঁদ উঠে না আর, চালে না সে স্বধা-ধার,
 আমি তার সে আমার—শুধু এই জানি ।
 সে আসিবে কবে !

(৩)

তাহারি চরণ চুমি বনকমলিনী

ফুটিয়া উঠিত খরে খরে !

সে নিতি উন্মুক্ত কেশে, ফুলরাণী-বেশে এসে

দাঁড়াইয়া এই সরঃতীরে

গাইত প্রেমের গান, আকুল করিয়া প্রাণ

বিহগ শিখিত সেই প্রেমের রাগিণী ।

আমি দেখিতাম শুধু তারে ।

(৪)

সে সদা কুমুম-সাজে এলাইয়া বেণী

আমার এ প্রাণ নিত কেড়ে !

চারিধারে পুষ্প-তরু, বায়ু ব'ত বুক বুক

কোকিল তুলিত কত কুহ কুহ ধ্বনি !

হেরি তার রূপরাশি, হেরি তার প্রেমভাসি,

পাপিয়া আকুল প্রাণে হ'ত পাগলিনী

আমি দেখিতাম শুধু তারে !

(৫)

তাহারি রূপের ছটা উজলি ধরণী

ঝরিয়া পড়িত চারি ধারে !

আকাশে চক্ৰমা-ভারা, তারি প্রেমে মাতোয়ারা

নয়নে খেলিত তার চঞ্চলা দামিনী !

বুকেতে অমৃত-ধনি কণ্ঠে সুধা-নির্ঝরিণী

সৌন্দর্য-সর্বসে সে যে ফুটন্ত নলিনী !

আমি দেখিতাম শুধু তারে !

কে তুমি ?

মুল্লী কায় কোবাদ

(১)

কে তুমি ?—কে তুমি ?

ওগো প্রাণময়ি,

কে তুমি রমণী-মণি !

তুমি কি আমার, হৃদি-পুষ্প-হার

প্রেমের অমিয় ধনি !

কে তুমি রমণী-মণি ?

(২)

কে তুমি ?—

তুমি কি চম্পক-কলি ?

গোলাপ মতিয়া বেলী ?

তুমি কি মল্লিকা যথী ফুল কুমুদিনী ?

সৌন্দর্যের সুধাসিকু,

শরভের পূর্ণ ইন্দু

অঁধার জীবন-মাঝে পুর্ণিমা রজনী !

কে তুমি রমণী-মণি ?

(৩)

কে তুমি ?—

তুমি কি সন্ধ্যার তারা, সুধাংশুর সুধা-ধারা

পারিজাত পুষ্প-কলি

বিধ-বিমোহিনী

অথবা শিশির-স্রাতা, অর্ধফুট, অনাজাতা

প্রণয়-পীযুষভরা,

সোনার নলিনী !

কে তুমি রমণী-মণি ?

(৪)

কে তুমি ?—

কে তুমি বসন্ত-বালা, অথবা প্রেমের ডালা,
প্রাণের নিভৃত কুঞ্জে
স্বধা-নিবাসিনী !

অথবা প্রেমালঙ্কারা, শোকে চঃখে আস্থাহারা
প্রেমের অতীত স্মৃতি,
বিধবা রমণী !
কে তুমি রমণী-মণি ?

(৫)

কে তুমি ?—

তুমি কি আমার সেই
হৃদয়-মোহিনী ?

সেই যদি,—কেন দূরে ? এস, এই হৃদি-পুরে
এস' প্রিয়ে প্রাণময়ি,
এস' স্বহাসিনি !

এস' যাই সেই দেশে,—দুল ফুটে চাঁদ হাসে
দয়েলা কোয়েলা গায়
প্রাণের রাগিনী !

করা নাই—মৃত্যু নাই, প্রণয়ে কলক নাই
চল যাই সেই দেশে
এস' সোহাগিনী !
কে তুমি রমণী-মণি ?

(অক্ষমালা, ১৮৩৪)

প্রেমের স্মৃতি

মুন্সী কান্নকোবাদ

কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

পাবাণে বাঁধিয়া প্রাণ হৃদি করি খান্ খান্

জনমের মত যারে

গিয়াছিহু তুলে !

কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

সেই মুখ—সেই হাসি, সে অতুল রূপরাশি,

প্রাণের অধিক ভাল

বেসেছিহু যারে !

কেমনে তুলিব আমি তারে ?

সে মোর হৃদয় মণি, সে মোর প্রেমের খনি,

সে বিনে কেমনে আমি

র'ব ধরাতলে !

সে বা কোথা আমি কোথা, এ জনম গেল বুথা,

বসে বসে কাঁদি আমি

তটিনীর কূলে !

কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

যেই ভালবাসে যারে, সে যদি না পায় তারে,

বুথা যে জনম তার

ধিক নরকূলে !

এমন বিধান যার, দয়া মায়া নাই তার

চাইনে এমন জন

পাপ ধরাতলে !

কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

বার্ষিক দেশাচার কেড়ে মোর কণ্ঠ-ভার
পরায়ে দিয়াছে হায়

অপরের গলে !

তারি স্মৃতি বুকে ধরি, দিন রাত কেঁদে মরি,
আর কি পাইব তারে

জীবনের কূলে !

কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

এ প্রাণের কত কথা, এ প্রাণের কত ব্যথা,
চাপিয়া রেখেছি আমি

হৃদয়ের মূলে !

প্রাণ ভরা ভালবাসা, প্রাণ ভরা কত আশা
নারিষ্য জানাতে তারে

এ হৃদয় খুলে !

কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

জগৎ ভরিয়া ভায় দেখি আমি হায় হায়
তাহারি মুখের জ্যোতি:

গগনে ভূতলে !

কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

স্মীরে তাহারি শ্বাস, গোলাপে তাহারি বাস,
দেহের বরণ তার

চম্পকের ফুলে !

অধরে পীয়স্ ভরা, আঁখি দুটি মনোহরা
প্রেমের প্রতিমা সে যে

অবনী মণ্ডলে !

কে দিল সে স্মৃতি আজি তুলে ?

মনে করি তুলে যাই, ভুলিলেও স্থখ নাই
 অশাস্ত হৃদয় মোর
 ভাসে আঁধি জলে !
 নক্ষত্রে তাহারি হাসি, চাঁদে তার রূপরাসি
 তারি মুখ দেখি আমি
 ফুলে ও মুকুলে !
 কে দিল সে স্মৃতি আঁজি তুলে ?

(অশ্রুমালা, ১৮২৪)

প্রণয়ের প্রথম চুষন

মুল্লী কায়কোবাদ

(১)

মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুষন !
 হবে তুমি মুক্ত কেশে,
 ফুলরাণী বেশে এসে,
 করেছিলে মোরে প্রিয় স্নেহ-আলিঙ্গন !
 মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুষন ?

(২)

প্রথম চুষন !
 মানব জীবনে আহা শাস্তি-প্রস্রবণ !
 কত প্রেম কত আশা,
 কত স্নেহ ভালবাসা,
 বিরাজে তাহার, সে যে অপার্থিব ধন
 মনে কি পড়ে গো সেই প্রথম চুষন !

(৩)

হায় সে চুম্বনে

কত স্থখ চুখে কত অশ্রু বরিষণ !

কত হাসি কত ব্যথা,

আকুলতা, ব্যাকুলতা,

প্রাণে প্রাণে কত কথা, কত সম্ভাষণ !

মনে কি পড়ে গৌ সেই প্রথম চুম্বন !

(৪)

সে চুম্বন, আলিঙ্গন, প্রেম-সম্ভাষণ,

অতৃপ্ত হৃদয় মূলে

ভীষণ ঝটিকা তুলে,

উন্মত্ততা, মাদকতা ভরা অনুক্ষণ,

মনে কি পড়ে গৌ সেই প্রথম চুম্বন !

(অশ্রুমালা, ১৮২৪)

বিদায়ের শেষ চুম্বন

মুল্লী কায়কোবাদ

(১)

আবার, আবার সেই বিদায়-চুম্বন,

আলেয়ার আলোপ্রায়,

আঁধারে ডুবায় যায়,

স্মৃতিটি রাখিয়া হাফ করিতে দাহন !

(২)

বিদায়-চুম্বন,

উভয়েরি প্রাণে করে অগ্নি বরিষণ,

উভয়ে উভয় তরে,

আকুলি ব্যাকুলি করে,

উভয়েরি হৃদিস্তরে যাতনা ভীষণ !

এমনি কঠোর হায় বিদায়-চুম্বন !

(৩)

প্রাণের মধুমাথা প্রথম চুষনে,
 শুধু স্বপ্ন সম্ভ্রাস,
 এতে ঘন হারুতাশ,
 কেবলি যে বহে হায় উভয়েরি মনে !

(৪)

সে চুষনে এ চুষনে কি দিব তুলনা,
 সে স্বর্গের পরিমল,
 এ মর্ত্যের হলাহল,
 তাহাতে উল্লাস, এতে কেবলি যাতনা !

(৫)

সে যে শরতের স্নিগ্ধ স্রবাংশু-কিরণ,
 মুহূর্তে মাতায় ধরা,
 এবে শুধু ক্রেশ-ভরা
 বৈশাখের ঘন ঘোর ঝটিকা ভীষণ !

(অক্ষয়লা, ১৮২৪)

রূপ

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

উছলিছে রূপরাশি লাবণ্য-সাগরে,
 কূলে কূলে উছলিছে যৌবনের জল ;
 তন্তুতে তরঙ্গমালা সাজে খরে খরে ;
 অঞ্চলের পূর্ণরূপ হয়েছে চঞ্চল ।
 কপোলে তরঙ্গ দোলে চিবুকে খেলায়,
 সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে নয়নে ঠেকিয়ে,
 উজ্জ্বলিয়ে গুঠে যেন হৃদয়-দোলায়
 শব্দহীন কলস্বর ঘিরিয়ে ঘিরিয়ে ;

উষেলিয়া দেহসীমা ভেঙ্গে ফেলে কুল
 ব্যাপ্ত হতে চাহে যেন বিশ্ব চরাচরে ;
 ত্রিঙ্গগতে আছে যত অক্ষুট মুকুল
 ফুটাবারে চাহে সবে চাপিয়া অধরে ;
 যাচিয়া জগতে দিবে প্রেম-আলিঙ্গন,
 রূপের নীতল জলে জুড়াবে যাতন ।

(স্বপ্নসঙ্গীত, ১৮৮২)

আয় রে বসন্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

আয় রে বসন্ত তোর ও

কিরণ-মাথা পাখা তুলে ।

নিয়ে আয় তোর কোকিল পাখির

গানের পাতা গানের ফলে ।

বলে—পড়ি প্রেমফানে

তার। সব হাসে কাদে ;—

আমি শুধু কুড়ই হাসি—

স্থখনদীর উপকূলে ।

জানি না ত দুখ কিসে,

চাহি না প্রেমের বিদে,

আমি বনে বেড়িয়ে বেড়াই,

নাচি গাই রে প্রাণ খুলে ।

নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,

তারার কিরণ, টাদের হাসি,

মনয়ের চেউ নিয়ে আয়

উড়িয়ে দে মোর এলোচুলে ।

(আর্ধগাথা, ১৮৮২)

ভালবাসিব লো তারে

বিশ্বেশ্বরলাল রায়

ভালবাসিব লো তারে সেও যদি ভালবাসে,
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে ।
কি দৈবশ্রুতি, কে জানে, তারি পায়ে বাঁধা প্রাণ এ ;
দিয়েছি কি ছার প্রাণ সে হৃদিরতন-আশে ;
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে ।
ফিরে কি লো যায় উধা ধরণী না চায় যদি,
সাগর চাহে না বলি ফিরে কি লো যায় নদী ;
প্রেম লো আত্মার গান, প্রেম লো প্রাণের প্রাণ,
প্রেম কি লো বাঁধা কারো আদেশ কি অভিলাষে,
তথাপি বাসিব ভাল যদি ভাল বাসে না সে ।

(আর্ধগাথা, ১৮৮২)

দাঁড়াও

বিশ্বেশ্বরলাল রায়

দাঁড়াও সুন্দরি ! চক্ষের সম্মুখে, ছানাবাজিপ্রায়,
এই বিবর্তিত ব্রহ্মাণ্ড জগৎ এসে চ'লে যায় ;
তার মাঝে তুমি দাঁড়াও সুন্দরি !
একবার দেখি তুটি নেত্র ভরি',
প্রেমের প্রতিমা, প্রিমে, প্রাণেশ্বর !—

দাঁড়াও তেখায় ।

আমি তরঙ্গিত আবর্জসঙ্কুল উন্নত জলধি,
উচ্ছ্বল :—করি তোমারে সত্তত নিপীড়ন যদি ;
তুমি মেহশ্রামা ধরিজৌ !—নীরব,
সহ কর ; বক্ষ প্রসারিয়া, সব
লাঞ্ছনা, ও অপমান, উপদ্রব,

সহ নিরবধি

নিষ্ঠুর সংসার স্বার্থপর,—বার্ধে নিমগ্ন থাকুক ;
 তুমি দাও প্রেম, তুমি দাও শাস্তি, স্নেহ, এতটুক ;
 শূন্য অবসাদে, এস মাথা রাখি
 এ কোমল অঙ্গে : এস চেয়ে থাকি
 এ আনত নেত্রে ;—তুমিই একাকী
 ফিরায়ে না মুখ ।

সব দুঃখ হ'তে, সব পাপ হ'তে, অস্তুর ফিরাই
 তোমা পানে যেন ; সেথা যেন সদা তোনারেই পাঠ ।
 তব ব্রত হোক, প্রীতি-পুণাভরা,
 ওগো শাস্তিময়ি, ওগো শাস্তিহরা—
 শুধু ভালবাসা, শুধু সহ্য করা,
 নীরবে সদাষ্ট ।

যত অপরাধ, যত অত্যাচার, যাহা করি নাক',
 সব কর ক্ষমা ; হস্তমুখে দেবি ! তুমি চেয়ে থাক ।
 পাতকী নারকী আমি যদি হই,
 তবু ভালবাস তুমি প্রেমময়ি !
 এ অধমে তবু সোহাগে চুষয়ি'
 বৃকে ক'রে রাখ !

(মঙ্গ. ১২০২)

মোহিনী

মানকুমারী বসু

(১)

কেন যে এ দশা তার সে তা' জানে না,
 চাহিলে মুখের পানে আঁধি তোলে না ;
 মুখখানি রাজা রাজা,
 কথা বলে ভাড়া ভাড়া,
 কত বলি "সবু সবু" তবু সরে না,
 কেমন সে হতভাগী, কিছু বোঝে না ।

(২)

সকালে গোলাপ ফোটে বন উজলি,
সে এসে দাঁড়ায় আগে সোহাগে গলি,
দেখি তার মুখে চেয়ে,
হাসি পড়ে বেয়ে বেয়ে,
কচি হাতে তোলে কত কুসুম-কলি !—
দেখিলে সে ফুল-তোলা তুলি সকলি ।

(৩)

বাসন্ত বিকালবেলা মুহূর্ত ব্যতীতে,
তারি ছবিখান কেন পরাণে ভাসে ?
শরত-চালেরে চেয়ে,
সে কেন গো থাকে চেয়ে,
শুকতার-রূপে কত নীল আকাশে,
কেন সে মরমে মন; মনাচে আসে ?

(৪)

যতবার উপেক্ষিয়া িয়াছি চলে,
ততবার এসেছে সে “আমাব” বলে ।—
সে মধুব স্নেহ-স্বরে,
পরান দিচ্ছে পুরে,
পথে বাধা, জাপি বাধা, চরণ টলে,
তাই কিরিগাছি তারে “অমাবি” বলে ।

(৫)

কি মোহিনী মায়া যে সে তো ত জানিনে,
ভেঙে যেতে চাছি দু'লে—তাপ পার্বিনে,
উপেক্ষিতে গিয়ে তায়,
প্রাণ কেড়ে চুরে যায়,
পাছে অক্ষ রেখি তার আঁপি-নলিনে !
কি বাধনে বেধেছে সে কিছু জানিনে ।

মৃত্যু-সূত্র

মানকুমারী বন্দু

(১)

আমি দেখিয়াছি তাকে ফুলমালা গলে,
বসস্তের নব হাসি
উল্লাসে উঠিছে ভানি,
মল্লিকা-মালতী-স্নাতী খোপা খোশা দোলে ;
অন্ধের সৌরভ তার
তুলনা মিলে না আর,
নন্দনে মন্দার মরি ! প্রাণ-মন ভোলে !
আমি দেখিয়াছি তাকে ফুলমালা গলে ।

(২)

আমি দেখিয়াছি তাকে মলয়-বাতাস,
তেমনি মধুর ছটা !
তেমনি আনন্দ-ঘটা,
পরাণে তেমনি ক'রে মাথায় উল্লাস :
অতি ধীরে অতি ধীরে
হাসে তোষে চলে ফিরে,
অনন্তে ছুটিতে ঢালে অমৃত-উচ্ছ্বাস,
আমি দেখিয়াছি সে তো মলয়-বাতাস !

(৩)

আমি দেখিয়াছি তাকে শরদের শশী,
শারদ চাঁদের মত
তারও জ্যোছনা কত ।
হাসিয়া মধুরতর সেও পড়ে ধসি ;

ফুটায়ে বনের ফুল,

উছলি নদীর কূল

জীবন-মেঘের পাশে সেও থাকে বসি,

আমি দেখিয়াছি তারে পরদের শরী ।

(৪)

আমি দেখিয়াছি তারে পূরবী রাগিনী,

সে যখন জাগে যত্নে,

কি জানি কি মোহ-মজ্রে—

নিচল নিধর চিত ধুমাধ অমনি ;

সে যেন মধুর উষা,

সে যেন দেবের ভূষা,

সে যেন স্বপ্নের সাধ, সোভাগের ধনি !

আমি দেখিয়াছি সে তো পূরবী রাগিনী !

(৫)

আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতামস,

মমতা রাখান প্রাণ,

• নুখে মমতার গান,

বড় আদরের কথা কানে কানে কহ ;

কাছে গেলে মিঠা হাসে,

আদরে ডেকে নেয় পাশে—

কেমন কেমন যেন প্রাণ কেড়ে লহ,

আমি দেখিয়াছি তারে মধুরতামস !

(৬)

আমি দেখিয়াছি তারে মহাদোষে রত,

সে এক জলন্ত ঘোঙ্গী,

স্বখভোগে নহে ভোগী ;

পোড়ায়েছে নৈরহানে পাপ রিপু হত ;

আশা তার পরমার্থ,

কোথা কিছু নাহি স্বার্থ,

বিশ্বপ্রাণ-খ্যানে যেন আছে অবিরত,
দেখেছি সে পুণ্যময়ে মহাদেব মত !

(৭)

নিকাম সন্ন্যাসী সে যে এ মর-ধরায়,
তারে তো চেনে না কেহ,
করে না আদর স্নেহ,
“আপদ বালাই” ব’লে ফিরে নাহি চায়,
শত ঘণা শত রাগে
তার হিংসা নাহি জাগে,
সব অত্যাচার সে কো হাসিয়া উড়ায়,
অথচ সে মহাবীর
ভাঙে ভূবরের শর,
হৃদয়ে ব্রহ্মাণ্ড-নাশ তার ক্ষমতায়,
ত’ভাবে সে ভালবাসা জগতে বিলাস।

(৮)

আমি তারে চিনি-জানি, ভালবাসি তার,
জানিলে তাহারি নাম,
উখলে হৃদয়ধাম,
পরশ শিহরি উঠে সূধা পড়ে গায়,
এক দিন দূরে—দূরে,
অনন্তে অমরপুরে—
নিম্নে যাব সে আমারে, কয়েছে আমার :
সে আমার কাছে কাছে,
দিন রাত সদা আছে,
পরানে বেঁধেছি পাছে ফেলে চ’লে যায়,
তার নাম “মৃত্যু” আমি ভালবাসি তার।

সখী

মানকুমারী বন্দু

হারে আমি "মোর" বলি,
সেই নাহি আসে কাছে,
তাই ভয় করে, সখি !
তুমি ঝাঁকি দাও পাছে !
এখনো রয়েছি বেঁচে
এই মুখ-পানে চেয়ে
এ মেহে শোণিত বহে
তোমারি বাতাস পেয়ে ।
হৃদয়ে দেবতা তুমি,
কর্মের উৎসাহ বল,
স্বপ্নের উৎসব মম,
বিষাদে আশ্রম-স্থল ;
এই ডিক্কা মাগি তোরে
হ'বানি চরণ ধরি,
দরমে জাগিয়া থাক্
এ আধার আলো করি !
নিশায় হাসিবে শশী
খুলি যবে চন্দ্রানন,
স্বরগ-অমিয় নিবে
বহি যাবে সমীরণ ;
প্রকৃতি মাণিক-ফুলে
সাজাবে গগন-ডালা,
জ্বলাইবে দিগজনা
উজল-আলোক-মালা ;

শ্রীমদ্বৈব নির্জন পুরী

স্তিমিত আলোক-রেখা,

সংসারের অগোচরে

তুমি আমি র'ব একা!

ধীরে ধীরে মহানিদ্রা!

নয়নে আসিবে মম,

দেখিব পুরাণ ভরি

ও আনন নিরুপম!

ঢলিয়া পড়িব যবে,

তোরি কোলে মাথা র'বে,

বল দেখি, সোনামুখি!

এ কপালে তা'কি হবে ?

(কনকাজলি, ১৮২৬)

কর'না জিজ্ঞাসা

কারিনী রায়

(১)

যোরে প্রিয় কর'না জিজ্ঞাসা,
স্বপ্নে আমি আছি কিনা আছি।
ভরি আমি রসনার ভাষা ;
দোহে যবে এত কাছাকাছি,
মাঝখানে ভাষা কেন চাই ;
বুঝাবার আর কিছু নাই ?
হাত মোর বাঁধা তব হাতে,
শ্রান্ত শির তব স্বছোপরি,
জানিনা এ হৃদয় সন্ধ্যাতে
অশ্রু যেন ওঠে আঁধি তরি।

দুঃখ নয়, ইহা দুঃখ নয়,
 এইটুকু জানিও নিশ্চয় ।
 নীলাকাশে ফুটিতেছে তারা,
 জাতী যুথী, পল্লব হরিতে ;
 অতি স্তম্ভ, অত্যাঙ্কন যারা
 আসে চলি অঁধার তরীতে ।
 ভেসে আজ নয়নের জলে
 কি আসিছে, কে আমাদের বলে ?

(২)

সুখ সে কেমন ঘাটকর,
 তাকাইলে হয় অন্তর্ধান,
 ডাকিলে সে দেখনা উত্তর,
 চাহিলে সে করেনা তো দান ।
 দুঃখ যে হইলে অতীত
 সুখ বলি হয় গো প্রতীত !
 সুখ সংঘে আছে, কি না আছে,
 কোন নাই প্রশ্ন মীমাংসার,
 চলিছে সে পার্শ্বে কিবা পাছে ;
 সুখ তুখে চেনা বড় ভার ;
 আমরা তুজনে ত'জন্য,
 শিছে পাশে দৃষ্টি কেন আর ?

গুণে প্রিয়, মোর মনে হয়,
 প্রেম ঘনি পাকে মাঝখানে,
 আনন্দ সে দূরে নাহি রয় ।
 প্রাণ যবে মিলে যায় প্রাণে,
 সক্রান্তে আলোকে পায় জয়,
 যত ভয়, যতক সংশয় ।

কর্তব্যের অন্তরায়

কামিনী রায়

কে তুমি পাড়িয়ে কর্তব্যের পথে,

সময় হরিছ ঘোর ;

কে তুমি আমার জীবন বিরিয়া

জড়ালে স্নেহের ডোর,

চির-নিজাহীন নয়নে আমার

আনিছ যুগের ঘোর ?

হ'নয়ন হ'তে দূরস্থ আলোকে

কেন কর অন্তরাল ?

কেমনে লভিব লক্ষ্য জীবনের

পথে কাটাইলে কাল ?

আমার রয়েছে কঠোর সাধনা,

ফেল না মায়া'র জাল ।

তোমারে দেখিলে গত অনাগত

যাই একেবারে ভুলে,

মুগ্ধ হিষা মম চাহে লুটাইতে

তোমার চরণ-মূলে,

ফেলে যাও তারে, দলে যাও তারে,

নিওনা, নিওনা তুলে ।

তোমার মমতা অকল্যাণময়ী,

তোমার প্রণয় কুর,

যদি লয়ে যায় তুলাইয়া পথ,

লয়ে যাবে কত দূর ?

এই স্বপ্নাবেশ রহিবার নয়,

চলে যাও হে নিঃশর ।

(মালা ও নির্মালা, ১২১৩)

পুষ্প-প্রভঞ্জন

কামিনী রায়

লক্ষ্য কোন্ সাগর উত্তাল,
 এলে তুমি ভীম প্রভঞ্জন,
 ঘন কৃষ্ণ মেঘ-জটা-জাল
 আবরিছে অদৃশ্য আনন ।
 বিছাৎ হানিছে দৃষ্টি তব,
 অশনি কহিছে রোধ বাক,
 আজ আমি নভশিরে রব,
 ওঠাধর আজ কহে থাক ।
 আছাড়ি, আন্দালি, চূর্ণ করি,
 শ্রান্ত হয়ে করিবে শয়ন,
 নিদ্রা শেষে শাস্ত রূপ ধরি
 সম্ভাষিবে প্রসন্ন নয়ন ।
 চুমা লিবে আমার আঁধিতে,
 দুলাইবে চূর্ণালকগুলি,
 হাসি আমি নারিব ঢাকিতে,
 অধর আপনি যাবে খুলি ।
 আপনি আসিবে বাতিরিয়ঃ
 জনয়ের নিভৃত স্রবাস,
 তুমি যোরে ঘিরিয়া ঘিরিয়ঃ
 ফেলিবে অতুল দীর্ঘশ্বাস ।
 কাল দিব রূপ গন্ধ রস,
 মেঘ বৃষ্টি হইলে অতীত,
 অরূপের মুদুল পরশ
 আমারে করিবে পুলকিত ।

চক্রাপীড়ের জাগরণ

কামিনী রায়

অন্ধকার মরণের ছায়

কতকাল প্রণয়ী ঘুমায় ?—

চক্রাপীড়, জাগ এইবার ।

বসন্তের বেলা চলে যায়,

বিহগেরা সাক্ষ্যগীত গায়,

প্রিয়া তব মুখে অশ্রুধার ।

মাস, বর্ষ হ'ল অবসান,

আশা-বাধা ভগ্ন পরাণ

নয়নেরে করেছে শাসন,

কোনদিন ফেলি অশ্রুজল,

করিবে না প্রিয়-অমঙ্গল—

এই তার আছিল যে পণ ।

আজি ফুল মলয়জু দিয়া,

স্তম্ভ-দেহা, স্তম্ভতর হিয়া,

পূজিয়াছে প্রণয়ের দেবে ;

নবীভূত আশারানি তার,

অশ্রুমালা শোনে নাকো আর—

চক্রাপীড়, মেল আঁধি এবে ।

দেখ চেয়ে, সিন্ধোৎপল হুটি

তোমা পানে রহিয়াছে হুটি,

যেন সেই নেত্র-পথ দিয়া,

জীবন, তেষাগি নিজ কায়,

তোমারি অন্তরে যেতে চায়—

ভাট হোক, উঠ গো বাঁধিয়া ।

প্রণয় সে আত্মার চেতন,

জীবনের জনম নূতন,

মরণের মরণ সেধায় ।

চন্দ্রাপীড়, ঘুমা'ও না আর—
 কানে প্রাণে কে কহিল তার,
 ঝাঁঝ মেলি চন্দ্রাপীড় চায়।
 মৃত্যু-মোহ অষ্ট ভেদে যায়,
 স্বপ্ন তার চেতনে মিশায়,
 চারি নেত্রে শুভ দর্শন
 একদৃষ্টে কান্দধরী চায়,
 নিমেষ ফেলিতে ভয় পায়—

“এতো স্বপ্ন—নহে জাগরণ।”

নয়ন ফিরাতে ভয় পায়,
 এ স্বপ্ন পাছে ভেদে যায়,
 প্রাণ যেন উঠে উল্লিঙ্গা।

ঝাঁঝ দুটি মুখ চেয়ে থাক,
 জীবন স্বপ্ন হয়ে যাক,
 অতীতের বেদনা ভুলিয়া।

“আধেক স্বপ্নে, প্রিয়ে,
 কাটিয়া গিয়াছে নিশি,
 মধুর আধেক আর
 জাগরণে আছে নিশি ;

“আঁধারে মুদিত ঝাঁঝ
 আলোকে মেলিছে তার
 মরণের অবসানে

জীবন জনম প্রায়।”

“জীবন ?—জীবন, প্রিয় ?
 নহি স্বপ্নের মোহ ?

মরণের কোন্ তীরে
 অবতীর্ণ আঁজি দৌছে ?”

সে কি ?

কামিনী রায়

“প্রণয় ?”

“ছি !”

“ভালবাসা—প্রেম ?”

“তাও নয় ।”

“সে কি তবে ?”

“দিও নাম, দিই পরিচয়—

আসক্তিবিশীন শুদ্ধ ঘন অহুরাগ,
আনন্দ সে নাহি তাহে পৃথিবীর দাগ ;
আছে গভীরতা তার উদ্বেল উচ্ছ্বাস,
ছ'ধারে সংযম-বেলা, উর্ধ্ব নীলাকাশ,
টেক্সল কৌমুদীতলে অনাবৃত প্রাণ,
বিস্ম প্রতিবিম্ব কার প্রাণে অবিষ্ঠান ;
ধরার মাঝারে থাকি ধরা ভূলে যাওয়া,
উন্নত-কামনা-ভরে উর্ধ্ব দিকে চাওয়া ;
পবিত্র পরশে যার, মলিন হৃদয়,
আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করে দেবালয়,
ভকতি বিহ্বল, প্রিয় দেব-প্রতিমারে
প্রণমিয়া দূরে রহে, নারে ছুঁইবারে ;
আলোকের আলিঙ্গনে, জাঁধারের মত,
বাসনা হারিয়ে যায়, দুঃখ পরাহত ;
জীবন কবিতা-গীতি, নহে আর্তনাদ,
চঞ্চল নিরাশা, আশা, হর্ষ, অবসাদ ।
আপনার বিকাইয়া আপনাতে বাস,
আত্মার বিস্তার ভিঁড়ি ধরণীর পাশ ।
হৃদয়-মাধুরী সেই, পুণ্য তেজোময়,
সে কি তোমাদের প্রেম ?—কখনই নয় !

শত মুখে উচ্চারিত, কত অর্থ যার,
সে নাম দিওনা এরে মিনতি আমার ।”

(আলো ও ছায়া, ১৮৮২)

মুক্ত প্রণয়

কামিনী রায়

সে কি কথা—যারে চেয়েছিলে

পাও নাই সন্ধান তাহার ?

কারে বলে' কার গলে দিলে

প্রণয়ের পারিজাত হার ?

যুগ নর ; জঁখি ছলে মন ;

কল্পনা সে বাস্তবের ছাদ ;

চাক মূর্তি করিয়া গঠন,

শিল্পী ভাল বেছেছিল তায় ।

স্বরচিত প্রতিমার তবে

উন্নত হট্টম যবে প্রাণ,

দেবতারে কছিল কাতরে—

পাষণে জীবন কর দান ;

প্রেমময় বিধাতার বরে

সে বাসনা পূর্ণ হ'ল তার—

অন্তর্ভূতি কঠোর প্রস্তরে,

প্রতিমায় জীবন-সঞ্চার ;

পাষণের প্রতিমাটি যবে

প্রাণময়ী নারীরূপ ধরে,

নারী তবে পারেনা কি তবে

দেবী হ'তে বিধাতার বরে ?

(আলো ও ছায়া, ১৮৮২)

প্রণয়ে ব্যথা

কাহিনী রায়

কেন যন্ত্রণার কথা, কেন নিরাশার ব্যথা,

অড়িত রহিল ভবে ভালবাসা মাথে ?

কেন এত হাহাকার, এত করে অশ্রু ধার ?

কেন কণ্টকের কুপ প্রণয়ের পথে ?

বিশ্তার্ন প্রাস্তর মাঝে প্রাণ এক যবে খোঁকে

আকুল ব্যাকুল হয়ে সাথী একজন,

ভ্রমি বহু, অতি দূরে পায় যবে দেখিবারে

একটি পথিক-প্রাণ মনেরি মতন,—

তখন, তখন তারে নিয়তি কেনরে পারে,

কেন না মিশাতে দেয় দুইটি জীবন ?

অল্পলজ্জা বাধারশি সম্মুখে দাঁড়ায় আসি—

কেন দুই দিকে আহা যায় দুইজন ?

অথবা, একটি প্রাণ আপনারে করে দান—

আপনারে দেয় ফেলে' অপরের পায় :

সে না বারেকের তরে ভুলেও ভ্রক্ষেপ করে,

সবলে চরণভলে দলে' চলে' যায় ।

নৈরাশপূরিত ভবে শুভবৃগ কবে হবে,

একটি প্রাণের তরে আর একটি প্রাণ

কাহিনীবে না সারা পথে ;— প্রঃ স্বয় মনোরথে

স্বর্গমর্ত্যে কেহ নাহি দিবে বাধা দান ?

আসি, প্রিয়, দেখিতে তোমায় ।
 বাই—বাই, নাহি বল, চোখে 'ভরে' আসে জ্বল,
 হৃদয় কাঁপিয়া উঠে সন্দেহে সঙ্কায় ।
 আর বার মনে হয়,— কেন লজ্জা, কেন ভয় ?
 নয়নে লিপিমা দেই অলক্ষ্য চুখনে,—
 যে প্রেম ফুটে না কভু নারীর বচনে ।

(কনকাজলি, ১৮৮৫)

শত নাগিনীর পাকে

অক্ষয়কুমার বড়াল

শত নাগিনীর পাকে বাধ' বাছ দিয়া
 পাকে পাকে ভেঙ্গে যাক এ নোর শরীর !
 এ রুদ্ধ পঙ্কর হাতে হৃদয় অধীর
 পড়ুক কাঁপায় তব সর্বত্র ব্যাপিয়া !
 হেরিয়া পূর্ণিমা-শশী—টুটিয়া লুটিয়া
 স্তুভিয়া প্রাণিয়া যথা সমুদ্র অস্থির ;
 বসন্তে—বনান্তে যথা দুঃস্বপ্ন সমীর
 সায় ফুলবন দলি' নহে তুঙ্গ তিয়া ।

এ দেহ—পাষণ-ভার কর গো অস্তুর !
 হৃদয়-গোমুখী-মাঝে প্রেম-ভাগীরথী,
 ক্ষুদ্র অন্ধ পরিসরে ভ্রমি' নিরস্তুর
 হতেছে বিকৃত ক্রমে, অপবিত্র অতি ।
 আলোকে-পুলকে ঝরি, তুলি' কলম্বর
 ককক তোমারে চির স্নিগ্ধ-সুন্দরতি !

(কনকাজলি, ১৮৮৫)

হৃদয় সমুদ্র সম

অক্ষয়কুমার বড়াল

হৃদয় সমুদ্র সম আকুলি উচ্ছ্বসি'

আছাড়ি' পড়িছে আসি' তব রূপকূলে ।

হৃদয়—পাষণ-দ্বার দাও—দাও খুলে' !

চিরত্ন লুটিব কি ও পদ পরশি' ?

অহুদিন—অমুক্ষণ ছরাশায় বসি'

বুথায় পশিতে চাই ওই মর্ম-মূলে ।

লক্ষ্যহীন নেত্রে, নারী, সাজি' নানাফলে,

মরণ-লুপ্তন হের,—স্থির গবে বসি !

কি মমত্ব-হীন ভূমি, রমণী-হৃদয় !

এত বর্ষে, এট স্পর্শে, এ চির-ক্রন্দনে,

এত ভাঙে, এই দাস্তে, এ দৃঢ়-বন্ধনে,—

দানব সদয় হয়, ত্রস্বাণু বিলয় !

বিফল উদ্ভম, শ্রম, বিক্রম, বিনয়—

মিত্য পরাজিত আমি তোমার চরণে !

(কনকাজলি, ১৮৮৫)

মাতঙ্গী

প্রিয়নাথ সেন

ধরা যে তোমার পাব

কেমনে—কোথায় ?—

লেপিহান দীর্ঘ ভূবা

মিটাই কেমনে ?

কোনরূপে বহুরূপী

হৃদয়-বেলায়—

তোমারে করিয়া বন্দী

নিবাই চরণে

অণেব বাসনা-উর্ধ্বি

সংস্কৃত জীবনে ?

ধ্যান বল, প্রেম বল	নিফল প্রয়াস ।
পাইলেও পাই নাই	মিটে না তিয়াস ।
চির উপভোগ নেশা	চির অধেষণে ।
জড়রূপে দেখা দিলে,—	সদা কাঁদে প্রাণ
চেতনার সাড়া পেতে	অমূর্ত যখন,—
দরশ-পরশ-আশে	হৃদি স্তিমমাণ ;—
দেহ প্রাণ ধরি এলে,—	কোথা সে মিলন
তব অঙ্কে প্রতি অঙ্গ	পাবে পরিভ্রাণ,
প্রাণ পাবে তব প্রাণে	নিশ্চিন্ত নির্বাণ !

হৃদয়-যমুনায

স্বশীলানাথ ঠাকুর

হৃদয়-যমুনায ঐ ভাড়া তরী বাতি
 অহুরাগে ঝিরি ঝিরি
 বায়ু বহে দৌরি দৌরি,
 কূল হ'তে কূলে ফিরি,

কোন বাধা নাহি :

হৃদয়-যমুনায ঐ ভাড়া তরী বাহি ।

শীতের বেলায় যবে মেঘবিন্দু নাই ।

নিস্তরঙ্গ হৃদি-নীর

প্রেমমন্ত্রে রহে স্থির,

আমি বাসনা-অধীর

তরী লয়ে ধাই ।

শীতের বেলায় যবে মেঘবিন্দু নাই ।

মধুমাসে শাখে বসে' গাহে হবে পিক্ ।
 জ্বলিন্দী ভরা টানে
 কোথা দিয়ে কোথা আনে,
 ভেসে যাই কোন্‌খানে
 নাহি তার ঠিক্ ।
 মধুমাসে শাখে বসে' গাহে হবে পিক্ ॥

নিদাঘের কালে হবে অবসন্ন ধরা ।
 তলুখানি তাপে ক্ষীণ,
 ক্রমধ-সলিলে সীন,
 পড়ে থাকে নিশিদিন
 অবসানে ভরা ।

নিদাঘের কালে হবে অবসন্ন ধরা ॥

বরষায় ঘন ঘন মেঘ হবে ডাকে :
 তমে সারা মনে মনে,
 তাঁরে 'আমি' সহতনে
 বাধি তরী প্রাপণে
 ক্রমের বাঁকে ।

বরষায় ঘন ঘন মেঘ হবে ডাকে ॥

আমি নিশিদিন এই ভাঙা তরী বাছি
 সারা ঋতু সারা বেলা
 ভাসাইয়া প্রেম-ভেলা
 জ্বলি-মাঝে করি খেলা,
 কোন কাজ নাহি ।

আমি নিশিদিন এই ভাঙা তরী বাছি ॥

তিথারী

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিথারী এসেছি আমি চরণের মূলে,
যাত্রা দেবে দাঁড় তুমি নিজ হাতে তুলে !

বলয় বাজুক বনবন্দ,

বরষা সম বরিসণ

যত পার তত কর আঁপি মন খুলে !

কিছু নাহি চাহি শুধু দুটি হাত ধরে'
অমর-নিঝর হ'তে হাসি দাঁড় ভরে' !

শুভ্র-বরণ রাশি রাশি

তরল কল স্নিগ্ধ হাসি

যত পার তত দাঁড় ফিরাঘোনা মোরে !

হাসি নাই ! দাঁড় তবে হৃদিপুণ্ড-জলে
সিক্ত করে' রাগি মোর, দুটি করতলে !

কোমল হৃদয়ের জল

মুকুতাসম নিরমল

যত পার তবে' দাঁড় ভিক্ষা-দান-ছলে !

কিছু নাই ! ফরিব কি দুটি শূভ্র হাতে !
সব আশা বার্থ হবে আজি এ নিশাতে !

তবে ঐ অলঙ্ক-বরণ

নৃপুত্র-শিক্ষিত চরণ

হৃদি'পরে তুলে দাঁড় বরণ সাধাতে !

(দ্বোলা, ১৮৯৬)

পরিতাপ

সুখীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আজি সারা দিন ধরে' তোমারে পড়িছে মনে
একেলা এই বিজনে ;

সামান্ত বলে' যে কথা মনে পায় নাই ঠাই
আজি উঠিছে স্বরণে ;—

কি কথা বলেছি কবে কি ব্যথা দিয়েছি মনে
মনে হয় শতবার,—

নিকটে থাকিতে সাহা বায়ুসম লঘু ছিল
আজি তাহা গুরুভার !

আজি মোর মনে পড়ে মুখখানি স্নান করে'
একা ফিরিতে কেবল !

ভাবিতে "কেন আসিহু পরের জীবনখানি
করিতে শুধু নিফল !"

আমি নিভা নবস্থখে মস্ত হয়ে রহিতাম
মদির-রস-বিহ্বল—

প্রদীপ জ্বালায়ে তুমি সারা রজনী বসিয়া
ঐখি দুটি চলচল !

আজি মনে পড়ে সব আর মনে হয় কেন
করিহু এত প্রেমান !

রবির কিরণে জলি' আজিকে বুকিতে পারি
ঘরে ছিলে তুমি ঠান !

যে মুখ থাকিতে কাছে ঐখি তুলে দেখি নাট
আজি সাধ দেখিবার !

যে প্রেম ঠেলেছি পায়ে আজি কি আররে লই
যদি পাই কথা তার !

আজি সাধ যায় মনে বুগল-জীবন দোহে
পুনঃ আরম্ভ করিতে ;

যে জীবন গেছে চলে উজান বাহিয়া গিয়া
 তারে কিরায়ে লইতে ;
 যে ব্যথা দিবেছি মনে সে ব্যথা আপনি লয়ে
 তোমায় সুখী করিতে ;—
 প্রেমতরু-ছায়ে-ছায়ে দুটি প্রাণ এক হ'য়ে
 ধারে ভাসিয়া বাইতে !

রয়েছি পড়িয়া আমি, চলিয়া গিয়াছ তুমি
 জীবনের আর কূলে ;—
 পৌছিব কি আজিকার বিলম্ব-বিলাপ এই
 তোমার হৃদয়-মূলে !
 গৃহের মাঝারে যবে ছিল হার, চলেছিছু
 অনাদরে বিধানল ;—
 কাছে তুমি নাই আর, আজি মনে পড়ে সব
 'আর চোখে আসে কল '

(দোলা, ১৮২৬)

বিশ্বফল প্রয়াস

স্বধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কত রাত্রি কত দিন জীবন মরণ
 কত কিছু ভেসে গেছে নিমিত্ত যেমন,
 আমি ছিছু অন্তমনে

সবারে করিয়া দূর, ছাড়ি' সব কাজ
 নেমেছিছু হৃদি-সিন্ধু-অতলের মাঝ
 ওই মুখ-অন্বেষণে !

ছড়িয়ে মানস-জ্বাল পাগলের মত
 হারা মুখ ধরিবারে খুঁজিয়াছি কত
 শয়নহীন নয়নে !

ছায়ার মতন কভু মনে পড়ে পড়ে,
 পলক নাহি প'ড়তে দূরে যায় সরে',
 ধরিতে নারিছ মনে ।

দেখেছিছ অগ্নে তারে, নিমেঘের মাঝে
 বলসিয়া চলি' গেল আলোকের সাজে
 বিমানে বিজুলা-পারা ।

কোথা আঁধি কোথ' মিটি কোথা মুখখানি,
 সব নিম্নে রেখে গেল শুধু ভাবখানি,
 আমি খুঁজে হচ্ছ সারা !

বুধায় কাটিল দিন নিফল প্রয়াসে,
 স্বপনের ধনে ফিরে' ধরিবার আশে
 গুণা যুঁজি দিশাহারা !

(দোলা, ১৮৯৬)

অদৃষ্টদেবী

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কে তুমি বসেছ মোর অন্তরের মাঝে
 বিচিক্করুপিনি ! কত দিন কত সাজে
 হেরেছি তোমায়ে ;—কত দীপ্ত রবিসম
 আলোকে বলসি' হৃদয়-আকাশে মম
 উঠেছ গরবে ; সহস্র রশ্মির ভায়ে
 টানিয়া লয়েছ মোর হৃদয়ের নীয়ে :
 স্বরায়েছ তাকা নয়নের প্রাস্ত হ'তে
 স্বর স্বর বৃষ্টিসম । বিমল শরতে
 কতু জ্বল, কতু অর্ধ, কতু পরিপূর্ণ
 লশিকলাসম পূর্ণ করি' জ্বলি-শুভ
 কতু বিছায়েছ শেত লাবণ্য-ডুকুল !—

অসি অদৃষ্ট আমার, বিচিহ্ন অন্তুল,
 তোমায় হেরেছি কত দিন কত সাজে,—
 প্রভাতে হেরেছি এক, অলরূপ দাঁকে ।
 কোথা হতে আসিয়াছি, কোথা যেতে হবে
 তাহা নাহি জানি ; জানি শুধু এই ভবে
 প্রথম জনমে জন্মসম এস্থ যবে,
 তুমি এলে সাথে ; শত জনমে জনমে
 জীবন মরণে মোর সকল করমে
 তুমি চির রবে ;—নাড়াতে নাড়াতে রহি ।
 যমজের মত তোমাতে আমাতে অসি,
 পনম-বন্ধন । কড় হাসি মন-স্থখে
 আশাতে মঙ্গল—কড় নিবাসার তুখে
 ঝরে শাঁখিজল ;—এই স্থখ এই তুখে
 সকলি তোমারি গণো,—পরাণ বুরুক্ষ
 নিশিদিন প্রাণপণে কেমনে না জানি
 তোমা হতে প্রাণরস লইতেছে টানি ।
 চিরন্তরঙ্গিত এই জীবন-সাগরে
 এত দূর আনিয়াছ তুমি হাত ধরে' ;
 ঘাড়া ঘটিয়াছে মন হতে দূর করে,
 এবে তোমা কাছে ঘাচি—জ্ঞানত হৃদয়
 অস্তরের মাঝে মোর দিবস শর্বরী
 কি আশা জাগিয়া আছে, তাহে পূর্ণ করি'
 জীবনের সুখপাত্রখানি দাপ্ত তরি',—
 তারপর রথচক্র-ভঙ্গে বাধি' মোরে
 যেথা খুঁস নিয়ে যেয়ো গন্য গন্য ধরে' ।

(দোলা, ১৮২৬)

মাধবিকা

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পক্ষ ভঙু থাক নিষে যাহে খুসী যার,
মধুমাশ থাক, শ্রিয়ে, তোমার আমার ।
তধু এই যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস,
অহুরাগরঙ্গে ভরা নিত্য নব আশ,
এই তন্ময়া, এই স্বপ্ন, এই নিশি-শেষ,
এই মনোমোহকর মন্দির আবেশ,
তধু এই মুকুলিত আম্রকুঞ্জবন,
গঙ্ঘভরা দিশাহারা প্রভাতপবন,
তধু এই পত্রে পত্রে মধুর মর্মর,
কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিত সঙ্গীতনিঝর,
এই স্বচ্ছ নীলাকাশ, কুলুকুলু নদী,
এই বর্ণ, এই গঙ্ঘ, গীতি নিরবধি
এই প্রাণ, এই প্রেম, এ পূর্ণ পুলক
থাক যতক্ষণ থাকে দিনের আলোক ।

(মাধবিকা, ১৮৯৬)

কলবেদনা

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমারে বাধিয়া লহ কটিকটে তব,
হে স্বরসুন্দরি, চাকু অঙ্গে অতিনব
রহিব সরস্ব গুই বসনের মত
তনুপানি সযতনে সর্ষারি' সত্তত
মোর স্বচ্ছ অলধারে ; মুহুমন্দ বাধে
বিণারিয়া তন্তুজাল অকলের প্রায়

লুপ্তিব চঞ্চলহিয়ে কাঞ্চীপরিঞ্চীণ
 ওই তহুতটমূলে, যৌবন নবীন
 পড়িছে স্থানিয়া যেথা কাঞ্চন বরণে
 নিবিড়নিবন্ধ ওই নীবীর বন্ধনে
 করিয়া লঙ্ঘন, মুহূ কনকনিকণে
 ধ্বনিছে ঘটিকা শত বিজ্ঞন বেদনে
 বি'ধি' বিরহার নন ; পরশ লাগিয়া
 উঠিবে আমারো চিত্ত আকুল হইয়া
 নব রাগে, ইন্দ্রধনুসম দিশি দিশি
 বিচ্ছুরিব নিম্বজাল মম অহর্নিশি
 দিবালোকে চন্দ্রিকায় বর্ণে নব নব
 মৌন সুগভরে ; স্নিগ্ধ শুভ্র কাস্তি তব
 স্বচ্ছ অক্ষরের তলে উঠিবে ফুটিয়া
 শরৎ-কৌমুদীসম অক্ষর টুটিয়া
 চাক রশ্মিজালে ।

বড় আশা আছে মনে
 আমারে লইবে, তুলি', অসি সুগঠনে,
 বন্ধজলে তব । তাপে শিথ হবে হবে
 পীন স্তন দুটি রাখিব আচ্ছাদি' তবে
 সলিল-অক্ষরে, স্তনাগ্রশিখর পরে
 শুধু দুটি বারিবিন্দু স্বচ্ছ মেহভরে
 বহিবে উজ্জলি' ; পয়োধর-অস্তরালে
 বিগলিত হারলতা লঘু বাষ্পজালে
 মনে হবে মরীচিকা—বন্ধের স্পন্দনে
 যেথা বহু আশা বহু ব্যথা সঙ্কোপনে
 নিশিদিন ফুটে আর করে ।—অসি প্রিয়ে
 মানব প্রেমসি, চিত্ত উঠে আকুলিমে
 আলিঙ্গন-আশে তব, ওই বন্ধোপরি
 চাহে লভিতে বিরাম চিরদিন ধরি'

তথ্য মেহতলে, কোমল পরশে তব
লভি' নিত্য অল্পপম শাস্তি অভিনব
আনন্দ-নিষ্ঠল ।

আর নাহি লাগে ভাল
সারাদিন কূলে কূলে ছায়া আর আলো
নিধে মিথ্যা বিড়ম্বনা, গুরু মনোভার
বহি' কলকলছল নিত্য অভিসার
কোন অজানা অকূলে । এবে হৃদ মনে
চিরদিন রব পড়ি' কমলচরণে
তব, নৃপুরঞ্জন শুনি' কাটি' ঘাপে
দীর্ঘদিন স্থখে দুখে এইমত ভাবে
যুগ পরে যুগ ; রহিব ঘিরিয়া তব
তবল যৌবনখানি—তম অভিনব—
শত-নাগিনী-বেষ্টনে অনন্দের মত
লঘু স্বচ্ছ আবরণে ; খেলিব সতত
অক্ষ হতে অক্ষে তব যৌবননন্দনে
নিঃশব্দ ঠাঁকাবে কতু বাজিয়া কহণে
মুদ্র ; হারলগ্ন হ'য়ে পড়িব পসিঁয়া
বন্ধতল হ'তে নৌবীতটে, উঘারিয়া
চিয়া তব—হরকোপানলে মনমথ
ভস্মীকৃতহরু পড়েছিল ঘেট পদ
বাহি' রসাতলে , কতু মেখলার মাঝে
হারাতীয়া পথরেখা কোনদিন সাকে
সুকরুক বায়ুবশে পড়িব এলায়ে
বিবল আবেগে তব শিথিলিত কায়ে
তাপকরঞ্জর ; পুলক উথলি' উঠি,
সর্ব অঙ্গে সর্ব বহু ফেলিবেক টুটি ।

বিড়ম্বনা

বলেজনাথ ঠাকুর

চুখন শুজন আর সরস বসন্ত
অত্যাধি হয়েছে বিস্তল, হোক অস্ত
এবে এ সবের । পুরাতন পুষ্পশরে
বিদায় করিয়া দাও এই অবসরে,—
পুষ্পে তার পশিয়াছে কীট, ধতুরের
ছিল গাছে ছিঁড়ে এতদিনে, শুধু এর
আছে মাত্র পূর্ব আফালন ; এতদিনে
অতিব্যয়ী সর্বস্বাস্ত্র যৌবনের ঋণে
বিক্রয়ে গিয়াছে তার পরিপূর্ণ ভূণ ;
মদনের মদপাজে তরল আঙ্গন
নিঃশেষিত এবে ; হারে এসে বারম্বার
গিরে যায় মধুস্বত্ব দৈন্ত হেরি' তার ;—
তবু যদি তার পরে মায়া থাকে, তবে
বহিয়ো গোপনে তাহা, রত্নিয়ো নীরবে ।

(মাধুরিকা, ১৮২৬)

কোথা ?

বলেজনাথ ঠাকুর

বুঝিতে না পারি, প্রিয়ে, আছ কোন্‌খানে-
বুকের পঙ্কর মাঝে অথবা নয়ানে ?
হিয়া যবে ধকনকে বক্ষতলমাঝে
ভয় হয় পাছে তব অস্তরেতে বাজে ;
অশ্রু যবে গরি' উঠে নয়নের পাতে
তোমায়ে ব্যথিছে বুঝি কি বেদনাঘাতে

তাই হয় মনে । চোখে চোখে আছ হবে
 তখনো বিরহ যেন দহিছে নীরবে
 অস্তরে অস্তরে,—মনে হয়, অগ্নসম
 মায়ায় ছলিলে না ত মুঢ় মন মম
 ক্ষণভরে ; প্রবাসে বিরহে হয় মনে,
 নিশিদিন সাথে বুঁকি আছ সন্মোপনে ।
 বাহিরে তোমাতে চাহি' পাই অস্তঃপুরে,—
 অস্তরে খুঁজিতে গিয়া হেরি বহু দূরে ।

(প্রাবন্ধী, ১৮২৭)

বিশ্বামৃত

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটিকে বিষ আর একদিকে স্রুধা
 মিটাইতে জগতের সববিধ ক্রুধা
 দুটি কুস্ত পূর্ণ করি' দিয়াছেন বিধি
 নারীর হৃদয় জুড়ি' দুটি পয়োনিধি ।
 আদিযুগে দেবাসুর-মহনসমরে
 মহামায়া চরেছিলো অশুরের ডরে
 সকল অমৃত বুঁজি গুট বন্ধস্তলে,
 চলিতে অস্তরে শেষে করিয়া গরলে
 অস্তরূপ কুস্ত বিধি বসাইল আনি',—
 দেবাসুরে ভাগ করি' লয় দুইখানি ।
 সে অবধি নারীবন্ধ বিষামৃত ভরি'
 কৃষিতেছে সর্বলোকে দিবসপর্বরী ।
 কেহ বা বাসনারিষ পান করে' যায়,
 কেহ জিহ্ব উৎস হ'তে শুধু স্রুধা পায় ।

(মাধবিকা, ১৮২৬)

দোহে

বলেসুনাথ ঠাকুর

হে বধু, তোনারি নদী, তুমিও নদীর,
অস্তরে অস্তরে দোহে মিলন গভীর ।
তুমি না আসিলে ঘাটে সকালে সন্ধ্যার
কপোলে ছলকি' উঠি' জানাবে সে কাষ
হৃদয়বেদন যত ? কার কানে কানে
উছল যৌবনভরে মৃত কলতানে
ঢালিবে পীযুষধারা ? স্থলনিত স্নেহে
জড়ায় শতক পাকে স্ববন্ধুর দেহে
চুখন ভরিয়া দিবে ললাটে কুস্তলে
পেলব অধরপাতে ? বিবশ অঞ্চলে
আর্জ করি' শতধারে প্রেমলীলাভরে
কাপায়ে পড়িবে আসি' কার বক্ষপরে
দিনশেষে ? কারে দিবে ভালবাসা যত
মৌন হৃদয়ের ? আশা ও দুঃখ শত
অগাধ তলের ?

তুমি শুধু বুঝ ওই
হৃদয় বেদনা—ভাষা কলকলময়ী ।
তাই দিনে শতবার নানা কর্মছলে
এস এই নদীতীরে, পীন বক্ষতলে
নীলাক্ষরীখানি সম্বরিয়া সমতনে,
কলসী লইয়া কক্ষে মরাল গমনে ।
আঁচল খসিয়া পড়ে ধীরে শিথিলি
যৌবন শিবরদেশ হ'তে ! মুক্ত হিয়া
পুলকে মুকুলি উঠে গহিন লালসে
ওই নীলনীরে ; না জানি কি নব রসে

চিত্ত ওঠে ভরি' ; বিবসনা লজ্জাভরে
কাঁপাইয়া পড় আসি' নদীবন্ধ পরে
চাক বন্ধতলে ; পরিবর্তনিনীড়নে
কি বেদনা কি স্থাশা জেগে ওঠে মনে
তস্মাবেশবশে !

চারিদিকে ঘিরে' আসে
শত বাহু বাড়াইয়া তরঙ্গ-উল্লাসে
ফেনিল নীলিমা বন্ধতলে বহুমূলে
বন্ধিম গ্রীবার ভঞ্জে নীবীবন্ধ-কূলে
সব অন্ধে : হৃদ্যস্থিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
শাস্ত কর অস্তর-আবেগ ; হুটী হাতে
মুচ্ছি' দাগ নিদাক্ষণ জালা বিরহের ;
অধরের রাগে দূর কর হৃদয়ের
অন্ধ তমোভার ; স্বপ্ন উঠাশ উথলি',
মুগ্ধ চিত্ততট ভরি' চলচলছলি' ;
অবশেষে কিছুতে না মিটে ঘবে আশ,
কোনমতে নাহি মিটে দাক্ষণ পিয়াস,
সকল হৃদয়ভার কলসীতে ভরি'
লব্ধে' ঘাশ গৃহমাঝে কন্ধতলে করি' :

শ্রাবণ, ১৮৯৭)

অন্তরবাসিনী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেব নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়,
তুমি এস নেমে এস হৃদয়-গুহার
অস্তরের মাঝে, অগ্নি অন্তরবাসিনি ।
ঘনায় আহুক আরো তিমির-ধামিনী
জব চারিধারে, ঘন ঘন পরঅনে
পরিপূর্ণ হোক দশ দিশি, সনসনে

বহুক্ পবন খর বেগে ; তুমি রহ
 অহরহ পূর্ণ করি' সকল বিরহ
 অস্তর-মন্দির-মাঝে ; তব স্নেহছায়ে
 সজীব হইয়া উঠে নব মতিমায়
 পুমানো বিরহ যত, সুক্-অভিসার
 বন্ধা, ঘন-গরজন শ্রাবণ-নিশার ;
 মস্ত দাহুরীর রোলে, দ্বিধা কে কারবে
 তুমি যেন ভরি' উঠ সব অবসবে ;

(শাবণী, ১৮৯৭)

হাসি

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পড়েছে রক্তরেখা রক্তিম অধরে,
 মরমের ভাষা যেন হয়েছে বিকাশ ।
 জোছনার স্নেহ যেন গোলাপের পদে
 ফুটায় দিতে তার স্বপ্না, সুবাস ।
 কোন্ শুভ দিবসের চুখনের স্মৃতি
 অধরের রতিমায় হয়েছে বিলীন ;
 কোন্ স্বপ্নরজনীর টানের কিরণ
 অধর পরশে এসে আপনা-বিহীন ।
 দুইটি তরঙ্গ মাঝে শুভ রশ্মিরেখা,
 তরঙ্গের গতি যেন গিয়াছে থামিয়া ।
 দুটি স্বপ্নস্মৃতি যেন আপনা ভুলিয়া
 সহসা অধর কোণে মিশিছে জ. যো ।
 পড়েছে রক্তরেখা রক্তিম অধরে
 মরমের ভাষা যেন গিয়াছে গলিয়া ।

(শাবণী, ১৮৯৭)

আমার আঙিনায় আজি

অতুলপ্রসাদ সেন

আমার আঙিনায় আজি পাখী গাহিল একি গান ।
তুনি নি এমন গাওয়া, হেন মরম-ভেদী বাণ !
যে করেছে অবহেলা, আমার গানের মালা,
আজি কি পাখীর গলায় তার গলার প্রতিদান ?
যে দিয়েছে এত বাধা, মনে হয় এ তারই কথা :
বুঝি গো ভিক্তেছে আজি তার নিষ্ঠুর ছু নয়ান !
বল্বে অজানা পাখী, তুই তার দূত নাকি ?
এতদিনে ভাঙিল কি, তার গভীর অভিমান ?
মোর প্রাণের গানটি শিখি, বনে যা তুই বনের পাখী
বুঝারে কহিস তারে, আমি তার লাগিয়া ধরি প্রাণ !

ওগো সাথী

অতুলপ্রসাদ সেন

ওগো সাথী ! মম সাথী ! আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-তিলক মাথে ।
যে পথে কাননে আসে ফুলদল, যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশির-সিক্ত প্রান্তে ।
যে পথে বুঝা যমুনার কূলে, যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর মেনে চলে বন্ধুর সাথে ।
যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়, যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে পথে মোদের হবে অভিযার, শেষ ভিমির রাতে ।

এড়াতে পারলে না

অতুলপ্রসাদ সেন

এড়াতে পারলে না আজ প্রভাতে ;
আমার ফুলের ফাঁদে পড়লে ধরা গন্ধে আর ঐ শোভাতে ।
তেবেছিলে গোপন রেণু, ঢাকবে তোমার মোহন বেণু,
লুকাতে পারলে না গো স্নহের এই সভাতে ।
দুঃখ-শোকের ভয় ভিতে, এসেছিলে অলক্ষিত,
বার্ষ-স্থরের দুয়ার দিয়ে পথ পেলে গো পালাতে ।
আগুন নদীর আনাগোনা, কোন পথে তা কেউ জানে না
তধু নুপুর যায় গো শোনা পথিকের মন ভোলাতে ।

আজ আমার শূন্য ঘরে

অতুলপ্রসাদ সেন

আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল স্নহর, ওগো অনেক দিনের পর
আজ আমার সোনার বঁধু এল আগুন ঘর,
ওগো অনেক দিনের পর ।
আজ আমার নাই কিছু কালে,
পেয়ে আজ উজ্জলমণি সব হ'ল আলো ;
আজ আমার নাইকো কেহ পর,
স্বর্ধীরে করিছে সখা, দুর্ধীরে দোসর ।
মনে পড়িল তা কি ? এতদিন যে দুয়ার খুলে হুহু একাকী ।
বুঝি ভিজিল আঁধি
আর ছেড়ে যেওনা বঁধু জন্ম-জন্মান্তর, ওগো আমার স্নহর ।

বিয়হ

প্রিয়স্বদা দেবী

মেঘ নামিঘাছে আজ ঘেরি চারিশাশ,
নব সিন্ধু অঙ্ককার, সম্বল বাতাস
ধরণীর অঃপ্রবন্ধে নিবিড় পরশে
রোমাঞ্চ জাগায়ে তুলি' উদাস হরষে
ছোট্টে গবঃকরে ; বজ্র ডাকে বারে বারে
প্রদীপ্ত অনলশিখা বিদ্যুৎ-প্রিয়াবে
আপন বকের মাঝে, শ্রাম তরুণি
স্বঠাম বঃকিম বাঙ উর্ধ্ব পানে তুলি
আরক্ত চুখন-পুষ্প দেগায় কাহারে !
পূর্ণী তরঙ্গিণী ধঃয় দূর পারাবাবে
মিলন-ব্যাঙ্গুল ; রক্ত ঘরে একা বসি
অক্ষ অঁপি, প্রাণে জাগে তব মুগশনী !
তবু একবার এস নয়ন-সম্মুখে .
বাচ-বন্ধে তুমুখানি গাঁধি লহ বৃকে ।

(১৯১১)

মালসী

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

চিরদিন অঙ্ক সাথে ছায়াটির মত,
অয়ি স্নেহময়ি ! বাণ্যে মুগ্ধকৌড়া কত !
রূপকথা কহিতাম সখা-সাথীগুলি
লয়ে কৈশোরে যখন ; সর্বকর্ম তুলি'
ভূমিও আশিতে নিত্য উৎসুক অঙ্কর,
স্তনিতে সকল কথা ;—ভাবিতাম পর ।

তাই বাধা দিয়েছি তোমারে ; অকাতরে
করিয়াছি অনাদর । কবে তারপরে,
ধরিলে মোড়লীমুতি ; সিকিলে অধিয়া
জীবনের শূন্য মাঝে । সজ্জ তৃষ্ণা দিয়া
চাঞ্চিছু বাধিতে ।—লঙ্কার 'বসন টানি'
চলি গেলে , তদবধি প্রকৃতগুণখানি
অসীম বহুস্র সম ফিরে স'রে স'রে,
হৃৎ পুট দুটি নেত্রে স্নেহ-অশ্রু ঝরে !

আরো

প্রাথমিক রায়চৌধুরী

আরো ভালবাসি তোমা, হে মম স্নেহ,
যবে তব প্রাপণ নীরব সঙ্কম
পড়ে যায় চোখে ! স্নেহ-পক্ষপাত সনে
কত কি সোহাগ ফুটে নিভৃত পতনে !
আরো ভালবাসি, যবে আনন্দ কম্পিত
আপনারে গব ভরে কর বিম্বিত,—
সুন্দর স্বকৃতি সম ঝলকে ঝলকে—
মধুর অমৃত উঠে বিপুল পুলকে !
আরো ভালবাসি, যবে নাহি পার কিছু,
কেবলি ঘুরিয়ে এস হঃস্বপ্নের পিছু ;
সান্ত্বনাবিহীন, আর্দ্র, করুণা-কাতর,
গভীর-বিবাদক্ষীত বিধুর অস্তর !
আরো ভালবাসি, যবে পড় অতি ধীরে
ঘুমাইয়া নিমেষের শান্তিসিদ্ধ নীড়ে ।

অজ্ঞানোর্বশী

প্রথমখণ্ডে রায়চৌধুরী

চিত্রসেন-মুখে শুনি আপনার বাহিত বারতা,
মহত্তরে তরঙ্গিয়া শুকুমার ক্ষণভুলতা
প্রসাধনে রত, স্বর্গে, স্বর্গপুরে অতুল্যা রূপসী :
কলকিত পুলকিত পূর্ণিমার পরিপূর্ণ শশী
অলক্ষ্যে করিতেছিল কক্ষমাঝে কটাক্ষ ক্ষেপণ,
অসম্বৃত্তা, উর্বশী যখন !

মানিক্য-কিকিণী রবে কটিতট নিল আলিতিয়া,
মুক্তিকার কঙ্গমালা স্তনমূলে পড়িল মুছিয়া !
অদৃশ্য অঘরপথে একাকিনী পার্বেয় সদনে
উন্মত্তা উর্বশী চলে অভিসারে, আকুল গমনে !
ফুলশরে বিমোহিল আচম্বিতে ত্রিলোক অজ্ঞাতে
সেইদিন পূর্ণিমার রাতে ।

সভয়ে বিশ্বয়ে দারী দার ছাড়ি গেল দূরে সরি ;
পার্বেয় শয়নকক্ষে উত্তরিল হৃন্দরী অপসরী,
সৌরভে মোদিল কক্ষ, উজ্জলিল লাবণ্যকিরণে !
শিকিনীশিকিত হবে আগি ভঙ্গ, বিমুগ্ধ নয়নে,
মুহুর্তে হেরিলা, যেন মায়াদীপ্ত পপন-আগারে,
পরিচিভা মোহিনী বামায়ে ।

সম্মে উঠিলা যবে নমিবারে রাতুল চরণে,
সন্নমে শিহরি ধনি নিবারিল ঞ্জলিত-বচনে :—
প্রথম্য নহি গো আমি ; যার তরে তুষিত ভুবন,
যার তরে হৃন্দরীর বিবাদিল মূঢ়ের মত্তন,
সে স্বধার যমজ্ঞা যে, সেই আমি হেব ধনজয়,
আসিদ্ধাতি সীপিতে জয় !

স্বস্তিত বিন্মিত, সৌম্য দাঁড়াইলা নত করি শির,
 স্থিরকণ্ঠে আরম্ভিলা সসঙ্কোচে ত্র্যম্ভচারী বীর,—
 স্বরপূরে স্বর্গস্থখে বাক্য দিন, দেখিছ সতত ;
 কিঙ্ক নাহি জ্ঞান, দেবি, কি আমার জীবনের ব্রত ;
 প্রসন্ন প্রশান্ত মনে আশিষিয়া যাও নিজ ধাম,—
 পূর্ণ ঘেন হয় মনস্কাম !

কহিল উর্বশী হাসি,—দেবপূরে হে মুখ অতিথি,
 দেবেন্দ্র প্রেরিলা মোরে তুমিবারে তোমা যথারীতি ।
 দেবাদেশ পাল', প্রিয় এই স্বর্গ ভোগের আধার ;
 জেনো মনে, সুখ-পক্ষী ধরা নাহি দেয় বারবার ।
 তৃষিতে ফিরাও যদি, একদিন এ বিশ্বসংসারে
 কেঁদে কেঁদে খুঁজবে তাহারে ।

ঈশ্বর রোষাগ্নিরেখা চর্মকিল নরেন্দ্র-লোচনে ;
 দেবাদেশ ?—শতধিক্ !—উত্তরিল পক্ষয় বচনে,—
 মোরা দীন মর্তবানী, নাহি জ্ঞানি স্বর্গের আচার ;
 হে অমরা, ফিরে লও তোমাদের অতিথি-সংকার ;
 বলিও মহেন্দ্রে তুমি, এই ভিক্ষা মাগি তাঁর পায়,—
 স্বর্গ হ'তে লইব বিদায় ।

দাগিতা ফণিনী যথা দংশি অরি লুকায় বিবরে,
 গাবতা উর্বশী শূন্যে মিলাইল সন্তপ্ত অন্তরে ;
 ধ্বনিতে লাগিল কঙ্কে নিদারুণ প্রেম-অভিশাপ ।
 হ'ল শেষে দৈববাণী,—হে অজুঁন, তাজ মনস্তাপ :
 অভিশাপ বররূপে দেখা দিবে দ্বিগুণ প্রভায়,
 মহাকাণ্ঠে হইবে সহায় !

পাথার

শ্রমখনাথ রায়চৌধুরী

পড়িতে আসিনি তব তরঙ্গের পুঁথি ।
খুলিতে আসিনি তব য'ছর মহল ।
তালি শুধু হৃদয়ের গাঢ় অশ্রুভক্তি
পরাব তোমার পায়ে প্রেমের শিকল ।
ভাগ্যব তোমার আশ্র ছেড়ে দিলে লুটে,
উড়িব ঘুরিব শুধু আনন্দ-পাথায়
মোর দিগা-নীপ-তরু-শাখায়-শাখায়
কুহুম রোমাঞ্চ হয়ে পলে পলে ফুটে !
ভাব স্তব্ধ, ভাষা স্তব্ধ, গেছে ভেঙ্গে চূরে,
মূছ'না আসিয়া কণ্ঠে পড়িছে মুছিয়া,
গেছে চন্দ, গেছে তাল ধোঁয়া হয়ে উড়ে,
ছিঁড়েছে স্বরের তার চড়াইতে গিয়া ।
আজ মনে হয় যেন নিখিল কুবন *
মংস্ক-বমণীর আধ সলিল-স্বপন ।

মুক্ত বিরহ

শ্রমখনাথ রায়চৌধুরী

মনে হয় যেন তুমি যাও নাই দূরে ;
পরিচিত কলকণ্ঠে,—রহি মাগাপুরে
ডাকিছ আমারে ! সকল ধ্বনির মাঝে
কীণ শিথ মধুস্বর থাকি থাকি বাজে
মানস-শ্রবণে । বসি দূর দূরান্তরে
যে হাসি, যে নিঃশব্দটি দিতেছ আমারে

বিলাইয়া সর্বক্ষণ, সে লাবণ্যরাশি
 স্বর্ণকুরঙ্গের মত খেলা করে আসি
 করুণ স্বপ্নের সনে হৃদি-তপোবনে,
 অপূর্ব অমৃতলোকে ! একাকিনী বনে
 কুহুম চয়ন করি মালা গাঁথ যবে,
 সে সৌরভ, সে পরশ আমারে নারবে
 বহি আনি দেয় বায়ু ! স্বপ্নে মোহে মিশি
 রয়েছে উজ্জ্বল মোর বিরহের নিশি ।

(গীতিকা)

মুক্তকণ্ঠ

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

লুকায়ো না হৃদয়, স্তম্ভরি,
 ভাগে আমা দোহা'পরে যধু বিভাবরী !
 ভালে ভালে নদী-গা'য়, স্বর্ণশোভা ভেসে যায় ;
 • কোলাহল পেয়েছে বিদায় ;
 মুকুলিত আহ্নবনে হৃষ্ট পিক প্রিয়া সনে
 আলাপিছে তরুণ তুদায় ।
 ভালবাসি !—বলার তো এষ্ট শুভক্ষণ ;
 প্রেম র'বে মুকের মতন ?
 কেহ নাই, তবে ত্যক্ত লাজ ;
 বিমানে বিরাজে, হের, প্রেমিকসমাজ ;—
 চন্দ্র-ভারা ভাবে তুলে' বিহারে হৃদয় খুলে'
 বায়ু-সখা বাজাইছে বাশী ;
 বক্ষবধু অলকায় সঁপিছে বঁধুর পায়
 মুখর বেদনা রাশি রাশি !
 উদার অনন্ত ভরি এত ব্যাকুলতা ;
 সাজে কি তোমার নীরবতা ?

একি তব গোপন গল্পনা,
 বচনে দলিতে পার সোনার কল্পনা ?
 তাই হোক, দাও ব্যথা ; ভাদ্রি সব জটিলতা,
 প্রেম-অর্গে ঘটাও প্রলয় ;
 অমরা-মালক হ'তে ফেলে দাও জালা-প্রোতে
 যাই ভেসে, খুচুক সংশয় ।—
 দেখা ভাল, অঙ্ককারে জলিছে যে মণি
 সে ত' নহে শুধু কালফণী ?
 কথার ভিখারী এ হৃদয় ;
 তাও কেন নাহি দেয় .—নারী কি নিদয় !
 ভালবাসি, ভালবাসে,— এসেছিল বড় আশে ;
 দর্প গর্ব আজ চুবমার ।
 থাক, বাল্য, দৃষ্ট সুখে, গুহ-ঘটা নিয়ে বৃকে ;
 কাজ নাই শুনে হাহাকার ;
 ভুবিছে যে, তার লাগি কি তোমার দায় ?
 যাও, যাও ; কাল ব'য়ে যায় !

। শৈতিক)

বিচিত্র বন্ধন

শ্রমথনাথ রায়চৌধুরী

বন্দী করিয়াছ মোরে বিচিত্র বন্ধনে,
 অগ্নি বিজয়িনি । এই বিশাল ভূবনে ।
 সর্বজন শতকর্মে ব্যগ্র অতিশয় ;
 আমি আছি দল-ছাড়া নিশ্চিন্ত গুহায় ;
 পাতিয়াছি হৃদিপদ্ম পাদপদ্ম তলে
 উন্নত জঙ্কের মত । চৌদিকে সকলে,

যে বাহার অংশ, স্বার্থ লইতেছে সাথে
বাটিয়া লুটিয়া ! মোর দুঃখ নাহি ভাতে ;
ধনজন খ্যাতিবৃদ্ধি ভাগ্যের আশায়
উগ্র বিশ্বমুগয়াতে প্রাণ নাহি দায় ।
আমি পাইয়াছি শুই শোভা-আত্মায়
সুন্দর সরল স্বচ্ছ একটি হৃদয় ;
অধীনের পদে তাই বন্ধনশৃঙ্খল,
নিঃসহ স্থখের ভাবে হয়েছে অচল !

(গীতিকা)

প্রেমহীন

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

একি মুক্তি ? নিস্তরঙ্গ সমুদ্র সমান
নিশ্চল নিষ্কম্প প্রাণ :—প্রেম অবসান !
এর চেয়ে কত ভাল লেলিহান লোভ,
কৃত্র মিলনাকুলতা, সংশয়ের ক্ষোভ,
নিত্য নব বাসনার পতন, উত্থান !
—কে জানিত মৃত্যু সত্য মানিবে আহ্বান !
প্রকৃতির উদ্বোধিছে আভি যত কবি ;
পঙ্কর-পিঞ্জরাবদ্ধ আমি শুদ্ধ ছবি !
কোথা গেল মোর শশী, উদার গগন,
সুধাছন্দা তটিনীর বিলোল নর্তন ?
এত ক'রে তবু আমি পারি না গাহিতে,
ক্রন্দনবিহীন প্রাণ নারি উন্মোচিত্তে ।
প্রেম দিয়াছিল যারে মৃত-সঞ্জীবনী,
দেবতা কাড়িয়া নিল তার স্পর্শমণি !

সঙ্কি

শ্রীমথনাথ রায়চৌধুরী

আজ ভুলে যাও বৈর, বিরাগ, সঙ্কোচ ;
বক্ষে তুলি' গও গুরে রমণী বলিয়া ;
ভুলে যাও ইতিহাস ব্যর্থ জীবনের ।
পতিতা ! পাপিষ্ঠা !—এই রক্ষ দুখা যেন
আর আনিও না মুখে ; যবনিকা খুলি'
দে'খ না অস্তরদৈন্ত্য । চিরদিন, আহা,
হয় ত ও এমন ছিল না ; সকলের
মাঝে সেও ছিল কেহ ; হয় ত অতুল
কত শুভ্র আশা গুরো বক্ষে পোষা ছিল ।
কবে মৃত্ত মেঘে করিল বিষম ভুল ;—
এত দৈন্ত, লজ্জা, ক্রাস, অস্তররোদনে
ভয় প্রাপটুকু যদি শ্রলয়ে নিবিল,
আজি গুরে ডেকে এনে সকলের মাঝে,
মার্জনা মাগিয়া লই গত অবজ্ঞার ।

(পদ্মা, ১৮৯৮)

দৃষ্টি

বিনয়কুমারী ধর

হৃদয়ের সাথে বুঝি হৃদয়ের কথা ।
দৌহারে টানিছে দৌহে আপনার পানে,
জানাইতে মরমের চির আকুলতা
এসেছে হৃদয় দুটি ভালিয়া নয়ানে !
গোপন প্রাণের দ্বার গেছে যেন খুলে,
দৌহার লুকানো আশা দেখিছে দৌহার,

উথলিছে প্রেমসিক্ত আঁধি-উপকূলে,
 ভরে উঠে দরশনের হরষ-জ্যোৎস্নায় ।
 কত না মধুর সাধ স্বথের পিপাসা,
 জাগিছে অভৃষ্টি নিয়ে নয়নের কোণে ;
 নীরব মনের কত হুকোমল ভাষা,
 বুঝিতেছে পরম্পরে না বলে, না শুনে ;
 প্রাণে বাধিতেছে প্রাণ গাঢ় আলিঙ্গনে,
 চেয়ে শুধু অনিমেমে নয়নে নয়নে ।

(নিবন্ধ, ১৮২১)

কেন বাঁশী বাজে ?

বিনয়কুমারী শর

ও কেন বাজায় বাঁশী আকুল করে ?
 বাধিতে দেয় না মন আপন ঘরে !
 মধুর মোহন তানে,
 কি মায়া ছড়ায় প্রাণে,
 অবশে, চরণে হৃদি লুটায় পড়ে !
 অধর চুমিয়া বাঁশী,
 চুরি ক'রে মুহু হাসি,
 কি সাথে গাহে লো গান কাহার তরে ?
 কেন, সে জানে মুক্তরে ফুল :
 গুঞ্জরে মধুপ-কুল ;
 পিকবধু ডাকে 'কুক' অধীর স্বরে ?
 ওর দুটি কালো আঁখি...।
 অমল অলস-পারা,
 ঢুলু ঢুলু করে কেন কি ভাব-ভরে ?

কি খেলা খেলিতে চায় ?
 কেন হৃদি লয়ে যায়,
 চরণে দলিবে যদি রূপেক পরে !
 ও কেন বাজিয়ে বাঁশী পাগল ক'রে ?

(নিব'র, ১৮৭১)

যাচনা

কুমারী লজ্জাবতী বস্ত্র

দেবী ! চির অসম্পূর্ণ কাহিনীর মত
 ব্যাকুল রাখিও পরাগি ;
 অকুল নদীর তীর-রেখা মত
 থেকে, আবেগে বহিব ষখনি ।
 থেকে, দীপ্ত যৌবনের রহস্যের মত,
 মোর দুকূল ভরিয়া খমকি ;
 ফুটো, ধরণী যেমন জাগে গো বসন্তে
 নিজ পূর্ণতা ঘ চমকি ;
 জেগো, চির অল্পদেশ পথ-রেখা মত
 মোর দূর দূরান্তর ভরিয়া ;
 এস, নিজ মহিমায়, চির নারব
 আকাশের মত নামিয়া ।
 ঠাড়ায়ে, প্রথম জাগৃত সৌন্দর্যের মত,
 আপন প্রকাশে বিন্মিত ;
 বীণার প্রথম সুরটির মত
 মধুর মরমে জড়িত ।
 যথা, ভাবের বাণীটি কবির গাথায়
 জেগো, তেমনি আমার নয়নে ;
 প্রেমের প্রথম প্লক মতন
 ওগো, চিরদিন এসো স্মরণে ।

সাধনা

সরোজকুমারী দেবী

(১)

জেনেছি বুঝেছি দেবি বিফল সাধনা !
শিখিনি করিতে পূজা ও ছুটি চরণ !
আজন্মের দোর তুয়া অতৃপ্ত বাসনা,
মিটিবে না কভু মোর থাকিতে জীবন !
গোপন মর্মের মাঝে তবু দিবানিশি,
কি রুদ্ধ শোণিত-শ্রোত উছলিতে চায় ।
কি যে ঘোর অমা হের, ছেয়ে দশদিশি,
কি ক'রে আলোক যুগ প্রবেশিবে তাহ !

(২)

শুগভীর অন্ধকারে একেলা বিজনে
তবু দেবি ও হৃন্দর মানস প্রতিমা,
হেরিব সতত ইচ্ছা জ্ঞানে কি অজ্ঞানে,
অন্ধ আমি কোথা পাব অসীমের সীমা !
জানি মনে এ জনমে বিফল সাধনা,
মিটিবে না তুয়া-ভরা অতৃপ্ত বাসনা !

(৩)

তবু দেবি আশাহীন নবীন আশাঘ,
গেঁথেছি ঘটনে এই ঝরা ফুলগুলি,
পর্যাইতে যাই আর সাহস ফুরায় ;
পরিবে না গলে তুমি, লবে না কি তুলি ?
না হয় রাখিয়া দিও চরণের ছায়া,
মুহূর্ত্ত বিফল আশা যদি মেটে হায় !

তবে কেন ?

সরোজকুমারী দেবী

তবে থাক এইখানে হোক সব শেষ,
 বিদায়ের অশ্রুজল মুছে ফেল হায়,
 যেখানে প্রাণের জ্বালা পরাণে মিশায়,
 বলে দাও যাব আমি কোথা সেই দেশ
 এ চির-অতৃপ্তি লয়ে পরাণেতে আর,
 বহিতে পারি না হায় বাসনা-গরল ।
 থামে নাক' উচ্ছ্বসিত নয়নের জল,
 নিশিদিন পরাণে গরজে পারাবার ।
 যাও তবে শেষ হোক সব এইখানে,
 কেন আর মুখ-পানে চাও ফিরে ফিরে
 জ্ঞান নাকি মিটিবে না এ আশা পরাণে.
 নিমেষের স্থখ দুঃখ নিমেষেই ঝরে !
 কেন তবে এইখানে সব যাও ভুলে,
 হের গো গরজে সিদ্ধ সংসারের কূলে ।

(ভাসি ৬ মঙ্গ, ১৮৯৪)

কোথায় সে দৃশ্য ?

সরোজকুমারী দেবী

(১)

জীবনের পরপারে কোথায় সে দৃশ্য ?
 যেথায় রয়েছ তুমি আমারে গো ভুলে
 তুমিত কাতর এই পরাণ লইয়া,
 নিশিদিন বসে আছি কল্পনার কূলে ।

জীবনের পরপারে কোথায় সে দেশ ?
 সেখা কি গো ফুটে ফুল, হাসে কি গো রবি ?
 সেখা কি এমনি বহে মলয় অনিল ?
 এমন কি মোহমাখা আছে সেখা সবি ?

তুমি যে রয়েছ ভুলে এখনো আমার,
 বুঝিতে পারি না সখি কি মোহ-বাঁধনে ?
 ভুলে যেতে তোমা হয় ভুলি গো আপনা,
 কি ভুলে বৈধেছ তুমি আমার পরাণে !

ভাবি সখি জীবনের কোন পরপারে,
 রয়েছ হরষে তুমি ভুলিয়া আমারে ?

(২)

ভাপি আন্ধি তাই আমি কোথায় সে দেশ,
 কি রাগিণী বাজে সেখা কোন অপসরার ;
 কি হুরে গাহিয়া গান বহে মন্দাকিনী,
 কি, হুর বাজিছে সখি পরাণে তোমার !

রবি-কর-জালে গাঁথা শুভ্র সে আঁচলে
 খসিধা পড়িছে কত বিকশিত ফুল,
 উষার রক্তিম মুখে অরুণের রেখা,
 তেমনি অধরে শুয়ে হাসিটি আকুল ।

মাঝে মাঝে হরষেতে হাসিবারে গিয়া
 অজানা বিষাদে স্নান কভু কি মুখানি ?
 কখনও পুরান স্মৃতি জাগে কি পরাণে ?
 গাহে কি হৃদয় কভু অভাব-কাহিনী ?

আমি জীবনের উপকূলে শ্রান্ত ৷ পরাণ লয়ে,
 গণিতেছি দীর্ঘশ্বাস আকাশের পানে চেয়ে !

শ্যাম

সরোজকুমারী দেবী

শ্যাম ! তু'ছ নিকরণ অতি !
একলি রজনী ঘোরা বালিকা যে দিশেহারা
না জানি একেলা যায় কথি !
বাশরীকো রব শুনি যেন ধায় পাগলিনী
আলু থালু কুস্তলক রাশ ;
আঙিয়া খসিয়া যায় কন্টক বি'ধিছে পায়
ম্লান ভেল অধর সহাস ।
নিকরণ তু যে কাল। একা সে দুখিনী বাল।
এ আঁধারে বোলো গেল কথি ?
চকল যমুনা-বারি ডারল কি ক'রে তারি
নিরাশায় জীবনক ভাতি ।
কে বলে করুণ তোম জনম-দুখিনী তোম
তোহার পিরীতি ঘেবা করে ।
তবু ত এ কম-মধু ডুবিয়ে রয়েছি নদু
নিশিদিন আঁখিজল ঝরে ।

(হাসি ও অশ্রু, ১৮২৪)

একটি চুম্বন

সরোজকুমারী দেবী

চলে যায় পুন ফিরে এসে
হাত তার ধরে নিজ করে ।
খর খর কাঁপিল অধর
আঁখি-কোণে দুটি অশ্রু ঝরে ।

কাতর মুখের পানে চেয়ে
 সাস্তনার কথা বলে তারে,
 গলা ধরে উঠিল কাঁদিয়া
 সোহাগেতে বৃকে চেপে ধরে !
 যার যায় পুন ফিরে এসে
 মুখ-পানে চাহিল তাহার,
 ভাঙ্গা প্রাণ আরো ভেঙ্গে গেল
 উখলিত অশ্রু-পারাবার !
 কুসুমের মত গেল ঝরে
 ধীরে ধীরে একটি চুখন,
 অশ্রুজলে ফুটে উঠে হাসি
 বরষাতে রবির কিরণ !

(হাসি ও অশ্রু, ১৮২৪)

সপ্তম বর্ষ

সরোজকুমারী দেবী

বসন্ত সপ্তম আঞ্জি হইল পূরণ !
 সমস্ত অতীত হায় !
 আঞ্জিকে নয়ন ভায়,
 যে দিন প্রথম সেই নয়নে মিলন !
 জাগিয়া মরত-বাসে স্বরণ-স্বপন !
 কিশোর চপল সেই বালিকা হৃদয় !
 কি গভীর প্রেমভরে
 চাহিয়া মুখের পরে
 দেখাতে গো আপনার হৃদি প্রেমময় !
 সেত সেদিনের কথা, বহু দিন নয় ।

তারপর জানাশোনা দুইটি পরাণে !

আকুল ব্যাকুল হৃদি

শূন্য পানে চেয়ে বাঁধি,

নাঝে বিরহের নদী মিলিব কেমনে,

কাটিত দৌরঘ দিন আবার স্বপনে !

তখনো বিরহ শুধু, মিলন কোথায় !

নন্দন-সৌরভ ভেসে

পবাণে মিশিত এসে,

প্রেমের বিকাশ সে যে জানাইত হায় !

মুগ্ধ হিয়া শুধু তার আসার আশায় !

তারপর দেখাশোনা তোমায় আমায় ।

পবিত্র প্রণয়কূলে

তুমি চেয়ে দেখ তুলে,

আমি শুধু দেখিতেছি চাহিয়া তোমায় !

মুহুর্তে সে স্বপ্নস্বপ্ন ফুরাইল হায় !

আবার বাঁধিল হৃদি, স্বরগের ফুল

দেখাতে মাধুরী তার

এসেছিল আর-বার ,

পলকে চলিয়া গেছে ভাঙ্গাইয়া তুল !

আমরা দুজনে চেয়ে, পাথার অকূল ।

আজি কেহ নাহি আর আমরা দুজন !

নাহিক আশার আলো,

নাহি দুঃখ-ভায়া কালো,

শুধু সাধ পাশে পাশে কাটাতে জীবন ।

হেন সপ্তবর্ষ শত হৃটক পূরণ ।

দুটি চুষন

সরোজকুমারী দেবী

আজ আমি এসেছি আবার !

ওগো তুমি মুখ তুলে, মুখপানে চাও ভুলে,
আঁখি দিয়ে দেখি একবার !
অতপ্ত এ দুটি আঁপি, ও মধুর মুখে রাখি,
চেয়ে চেয়ে দেখি শুধু হায়,
সবশ্য বিভুল বৃকে, কি মোহ অধীর কবে,
না জানি আজিকে সপি তায় !

আজ আমি এসেছি আবার !

কি দিব হোতাশায় চাই, কিছুই ভেবে না পাই,
নহ দুটি দীন উপহার ।
ও রাড়া অধর দুটি, লাফ-বীধ গেছে টুটি,
কি মোহেতে মুগ্ধ নখন ;
আপনারে সেছি ভুলে, চাও গো মুখানি তুলে,
ধর সখি দুইটি চুষন !

(হাসি ও অশ্রু, ১৮২৪)

উপহার

সরোজকুমারী দেবী

(১)

সে দিনো কি আছিল এমানি !

গোখুলির আবছায়ে বিস্তৃত প্রাঙ্গণে সেই
পূবজনে করে হলুধনি !

আনত ঘোমটা-ছায়ে লুকায়ে গোপনে সেই,
 একবার সলাজ চাহনি !
 মিলিলে আঁধিতে আঁধি মরমেতে মরে যেন,
 সরমেতে ফিরায় অমনি ।

(২)

এমনি কি আছিল সেদিন !
 কিশোরের নবশুট প্রেমের লতিকা মরি,
 আপনায় আপনি বিলীন !
 ফুটিতে চাহে না কথা লাজে উঠিত না আঁধি
 সরমেতে ব্যাকুল অধীর !
 তোমার নবীন প্রেম তৃষিত আকুল আঁধি
 কি জানাত যাতনা গভীর !

(৩)

সে দিনো হেন কি ছিল হায !
 একেলা বিরহ-তীরে ফেলিয়া নয়ন-নীরে,
 পূজিতাম কে জানে কাহায় ! *
 গণিতাম প্রতিপল কখনো নিরাশ প্রাণে,
 কখনো আশায় ভরা হিয়া ;
 কখনো কল্পন! বৃকে প্রেমাঞ্জলি সঁপিতাম,
 প্রিয়ের চরণতলে গিয়া ।

(৪)

সে দিনো কি আছিল এমন !
 আশা নিরাশায় কতু যাতনা-গরলময়,
 কতু হেরি নন্দন-স্বপন !
 কখনো নিরাশা এসে গাহিত একই গান
 ডুবিতাম দারুণ আঁধারে,
 আশা এসে খেলাত সে মধুর কুকৌমর
 আপনার সৌন্দর্য-মাঝারে !

(৫)

ছিলনা ত কখনো এমনি !
 আজিকে সর্বস্ব মোর তোমাতেই মিলাইয়া
 ছুটিতেছি একই বাচিনী !
 হাসি অশ্রু আজি মোর সকলি যে তোমাময়,
 তোমাময় নিখিল সংসার,
 মিলনের উপকুলে তোমারে পেয়েছি আজ,
 দূরেতে বিরহ-পারাবার !

(হাসি ও অশ্রু, ১৮২৫)

বুথায়

সরোজকুমারী দেবী

বুথায় গেঁথেছি ফুলহার !
 দিয়াছিছু তার হাতে কণ্টক আছিল তাতে,
 বুঝি করে ফুটেছে তাহার !
 সারাটি রজনী ধরে' কাননে কাননে কিরে'
 গেঁথেছিছু সাধের এ মালা !
 হাসিতে অশ্রুতে সারা দিছু ক'রে আত্মহারা
 কে জানিত প্রেম নিয়ে খেলা !
 সে কর পরশে তার পরাণের পারাবার,
 চরষেতে উঠিল উছসি !
 মুখে সরিল না কথা বয়ে গেল হৃদে ব্যথা,
 সে যে হায চলে গেল হাসি ।
 মালাগাছি হাতে নিয়ে, দ্বিয়ে গেল কিরাইধে,
 ফুলহার ধূলিতে লুটায় ।
 প্রেম প্রাণ কেন আর । ঘর আলো থাক তার,
 আমার ত সকলি বুথায় ।

(হাসি ও অশ্রু, ১৮২৫)

সমর্পণ

সরোজকুমারী দেবী

সেই বিদায়ের কালে হাত দুটি ধরে,
সজল দুইটি আঁখে চাহি আঁখিপানে,
দুটি কথা বলেছিল নীরবে কাতরে ;
তারকা হাসিতেছিল স্ননৌল গগনে ।

স্বধীরে বহিতেছিল বসন্ত সমীর,
চুমি চুমি কুসুমের লাজমাখা মুখে ;
কি জানে কিসের স্বখে তটিনী অধীর,
মধুর চাঁদের আলো উছলে সে বৃকে !

নীরব সঙ্ঘায় সেই তটিনীর তীরে,
মুখপানে চাহি চাহি সজল নয়নে,
নীরব প্রাণের ভাষা কহিল স্বধীরে ;
বুঝিল সে ভাষা দৌড়ে দৌহার পরাণে

দৌহার পরাণ ল'য়ে যেন গো দু'জনে
সমর্পণ করিল সে সঙ্ঘার বিজনে ।

(হাসি ৬ অক্ষ, ১৮২৪)

দুরাকাঙ্ক্ষা

সরোজকুমারী দেবী

অসাম জীবন-স্রোতে নাহি ত কিনারা !
চলেছি তাহার মাঝে ভেসে ভেসে হায় !
উছলিছে উর্মিমাল্য পরাণের ছায়,
চেয়ে আছে তার পানে আঁখি আশ্বহারা !

আধ-ফুটো আশাগুলি ধীরে ধীরে যায়,
 মরমের ভাষা যেন ফোটে নাক' আর !
 বৈতরণী বহে যায় পরাণে আমার,
 তরঙ্গিত দিবানিশি ঘোর ঝটিকায় ।

ঝটিকা খামিত যদি দাঁড়াত সে এসে
 একবার জীবনের মাঝখানে মোর,
 ফুটিত কুমুমরাশি চরণ-পরশে
 সে হৃৎ-স্বপনে আঁধি হইত গো ভোর ;

জীবন ছায়াশা শুধু, মিটিবে না ছায়,
 আশায় আপনহার! প্রাণ তবু চায় !

জাসি ৭ অশ্রু, ১৮২৫ ।

বিদায়োপহার

নগেন্দ্রবাল্য মুস্তোফী

(১)

অবশে বিহ্বল প্রাণে
 ছিলাম মূর্খের ঘোরে,
 এ নিষ্ঠুর বজ্রনাদে
 কেন গো আগালে মোরে ?

(২)

“এই তবে শেষ দেখা
 বিদায় লইছু আঁকু”,
 পড়িল মরমে মোর
 যেন কি দক্ষণ বাজু !

(৩)

সহসা ভাঙ্গিয়া যেন
 গেল গো সাধের বাশী,
 সহসা নিবিল যেন
 শারদ-চাঁদের হাসি ।

(৪)

সহসা ফিরিল যেন
 তটিনী উজ্জান-পানে,
 বাজিতে বাজিতে বাঁধা
 বাজিল বেসুর তানে ;

৫)

তেমনি সহসা যোর
 ভেঙে গেল ভাঙা প্রাণ,
 সহসা আজি গো হেন
 কে গাচে বিদায়-গান ?

৬)

এ বিদায়ে ভেসে যেন
 আসে কার স্মৃতিটুকু,
 মনে পড়ে একখানি
 পূত-প্রেম-পূর্ণ মুখ

(৭)

যে হৃদে সে হৃদে বাণ
 প্রাণ যথা ঘেতে চায়,
 স্বরগে আবার পুন
 দেখা হবে তখনায় ।

(৮)

ভূমি আমি ম'রে যাব
প্রেম ত মরণধীন
প্রেম-বলে সেই দেশে
মিলিব রে একদিন ।

(৯)

আজি এ বিদায়কালে
কিবা দিব উপহার,
লও শুধু ঢই ফোটা
এই দয়্য অশংকার !

১৩০৩।১২ই বৈশাখ, হুগলী ।

(প্রেমপাখা, ১৮২৮)

হতাশের আক্ষিপ

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

(১)

এত দুঃ দিতে হয়
ভালবাসি বলিয়া ?
অবশ চিত্তের সনে,
যুঝিয়াছি প্রাণপণে
ফেলিতে মুরতি তব
হিয়া হ'তে মুছিয়া ।

(২)

কই, তা গেল না মুছা
 মরমেই রহিল,—
 মুছে কি প্রেমের ভাতি,
 নিবে কি আশার বাতি ৷
 হৃদয় মথিয়া শুধু
 তপ্ত শ্বাস বহিল ।

(৩)

তুমি ত গিয়াছ ভুলে,
 আমি নারি ভুলিতে,—
 কত ছবি আঁকি মনে,
 ধারা বহে হ'নমনে,
 মরমে আঁকিয়া মুছি
 কল্পনার ভুলিতে !

(৪)

কত্ন বা বিরলে বসি
 করি মনে ভাবনা,—
 যদিই সে কাছে আসে,
 বলে বড় ভালবাসে,
 নীরবে শুনিব শুধু
 মুখ তুলে চাব না ।

(৫)

নকিনী যেমন থাকে
 রবি-পানে চাহিয়া,
 কহে না একটি ভাষা,
 নাহি কোন সাধ আশা,
 নীরবে কেবল তারে
 দেয় প্রেম ঢালিয়া ।

(৬)

আমিও বাসিব ভাল
 নীরবেতে তেমনি,
 ক'ব না একটি কথা,
 দেখাব না মর্গব্যথা,—
 নীরবে বহিব বীধা,
 সাধ মোর এমনি ।

(৭)

হায় মোর ভেঙে গেল
 সে সাধের ভাবনা ।
 কেন স্মৃতিপটে আসি,
 বাড়াও মম-হারানি,
 কেন আর ফিরে চাও
 বাড়*উতে যাকনা ?

(৮)

অঁধিতে মমতা ল'য়ে
 ভালবাসা বুকেতে,
 কেন আর দেখা দাও,
 মাথা খাও সরে যাও !
 না হবার হবে মোর
 ক্রমি রও স্নেহেতে ।

(৯)

কেন আর ফিরে চাও
 ব্যথা দিতে পরাণে ?
 শুধুই নীরবে বসি,
 স্মরবে সে মুখশরী,
 মুছবে না সেই দাগ
 প'ড়েছে যা পাশাণে ।

(১০)

দেখিলে সে মুখ মোর
 হিয়া উঠে উখলি,
 ভাঙে যে বৃকের বাধ,
 জেগে উঠে কত সাধ,
 নয়নের জলে বুক
 ভেসে যায় কেবলি ।

(১১)

তাই বলি কেন আর
 ফিরে চাও বল না,
 যেখানে বাসনা ঘাও,
 এ মুখ লুকাতে দাও,
 পায়ে পড়ি আর তুমি
 স্মৃতিপটে খেল না ।

১৩০৩/৩২২ জৈদ্র, মুর্শিদাবাদ ।

(প্রেমগঙ্গা, ১৮৯৮)

বীরবে

নগেশ্বরবালী মুস্তোফাঁ

(১)

কি যে গো দারুণ ব্যথা
 আমার এ বুকময়,
 কি দারুণ ব্যথায় যে
 পুড়িয়েছে এ হৃদয়

(২)

নীরবে হৃদয়ে আছে

হায় সে অনন্ত ব্যথা,

একটি দিনের তরে

বলি নি একটি কথা।

(৩)

আজ যে গো পূর্বস্মৃতি

জাগিয়াছে সনুদয়,

আজ যে গো পোড়া বৃকে

কত কি উচ্ছ্বাস বয়

(৪)

আর যে নীরবে হিয়া

পারে না সজিতে হায় !

নীরবে নীরবে যে গো

হৃদয় কাটিয়া যায়।

(৫)

আজি গো তোমারে কব

একটি মনের কথা,

নতুবা মরমে আর

সহে না দারুণ ব্যথা !

(৬)

না গো না কব নঃ আর

নারবেই থাক থাক.

মরমের আশা মোর

মরমেই মিলি থাক

(৭)

কব না মুখটি ফুটে
 কখন(ও) একটি কথা,
 বলিব না এ হৃদয়ে
 কি অভাব কি যে ব্যথা।

(৮)

মরমের কথা মোর
 নীরবে মরমে রবে,
 যখন পরাণ যাবে
 মোর সাথে সাথী হবে :

(৯)

স্বপ্নশাস্তি নীরবেতে
 হইয়াছে সমাধান,
 কিছু প্রাণে নাহি মোর
 নীরবতা-মাথা প্রাণ । *

(১০)

আমি যে গে: শুয়ে আছি
 চির-নীরবতা-কোলে,
 ভবে আর কি হইবে
 মিছে দুটো কথা বলে :

(১১)

নীরবে নীরবে থাক
 মরমের ব্যথা মোর,
 নীরবে নীরবে যাবে
 জীবনিশা হয়ে ভোর ।

প্রিয় সন্সোধনে

নগেশ্বরবালা মুস্তাকী

কি মদিরা করে সখে ! নফনে তোমার !

হেরিলে পাগল হই,

আমি যেন আমি নই,

দ্বিজগত পলকেতে হয় একাকার !

মুক্তর্ভেক মাঝে হয়,

অনন্ত জীবন লয়,

নবীন জীবন জাগে চকিতে আবার ।

ভেবেছিল মনে মনে,

দেখা হ'লে দুইজনে,

চোখে চোখে রব, বান্দা মানিব না আর ।

পার্থ সে কল্পনা-লেখা,

যেমন হইল দেখা,

রোধিল শরম আসি মরমের দ্বার ।

কি যেন ও চোখে ছিল,

সর্বস্ব লুটে নিল,

নারিল সহিতে আঁখি ও আঁখির ভার ।

হ'লনাক চেয়ে থাক',

মিছা কল্পনারে ডাকা.

আজি শরমের কাছে প্রণয়ের হার ।

চোর

নগেন্দ্রবাবা মুস্তাফী

আমি যে বেসেছি ভাল আমারি কি দোষ ?
প্রাণচরা প্রেম ল'য়ে
তুষায় আকুল হ'য়ে,
তুমি কি চাহনি সখা, মোর পরিতোষ ?
আমি বাসিয়াছি ভাল এই দোষ মম !
হানিয়া স্নেহের বাণ,
তুমি কি দাওনি টান—
এ ক্ষুদ্র পরাণে,—সত্য বল প্রিয়তম !
আমি বাসিয়াছি ভাল, দোষ এ আমার !
তুমি নব ঘনরূপে,
ঢাল নি কি চূপে চূপে ;
পিয়াসী চাতকী-মুখে অমিয়া-আসার !
ভাল বাসিয়াছি ব'লে দোষ দাও তাই,
সুনাইয়া শুধু কথা,
চাহ এ বুকের ব্যথা,
নুছে দিতে—ছি ছি সখা লাজে ম'রে ষাই
আমি কি একাই ভাল বেসেছি কেবল ?
আমিই কি শুধু হায়,—
আপনা ঢেলেছি পায়,
ঢাল নি গোপনে তুমি নয়নের জল ?
আমিই সমাধি শুধু লতেছি কি পায় ?
একটি মুহূর্ত তরে
তুমি কিগো স্নেহভরে,—
নীরবে নিস্তকে বসি ভাবনি আমার ?

আমিই কি শুধু তোমা করেছি পাগল ?

তুমি এ হৃদয়ে এসে,

মধুর—মধুর হেসে,

করনি কি ক্ষুদ্রপ্রাণ উন্নত বিভল ?

তুমিই সরল নাধু, আমিই কি চোর ?

প্রাণের কবাট হানি,

হৃদয়-সিক্কক টানি,

তুমি কি সর্বস্ব চোর ! লুঠ নাই মোর ?

তোমারে দেখিয়া শুধু আমারি কি সুখ ?

নিকটে বসিলে তব,

তুমি কি ভোল না ভব,

বহে না আমিষা-স্রোত ভরি তব বুক ?

আমিই কি চাহি শুধু দেখিতে তোমাঘ !

বল দেখি প্রাণময় !

চাহে নাকি ও হৃদয়,

বিভলে হেরিতে তব প্রেম প্রতিমাঘ ?

তুমিও যা কর সখা আমি করি তাহ,—

তবু ভালবাসি ব'লে,

দোষ দাও নানা ছলে,

চোর হয়ে সাধু তুমি বলিহারি ঘাই !

ভাল বাসিয়াছি পেয়ে এই দোষ মোর,—

রাজা হ'য়ে হৃদাসনে,

বসিয়াছ ফুলমনে,

চোর হয়ে রাজা হলে—ধন্য পাই চোর !

প্রেম

নগেন্দ্রনাথ মুস্তাফী

(১)

মনে করি ভুলেছি তোমায়,
মনে হয় কাছে এলে,
দেখিব না আঁখি মেলে,
দেখা হ'লে চ'লে যাব আনত মাথায়

(২)

মনে হয় সে সকল কথা,
নাহি লেখা হিয়াতলে,
ডুবেছে বিশ্বতি জলে,
মুছে গেছে মরমের দারুণ ব্যথা ।

(৩)

কিন্তু অতো এ রীতি কেমন !
ভুলেও কেননা তুলি,
কেন বা স্মৃতির তুলি,
আবার এ বৃকে করে সে ছবি অঙ্কন :

(৪)

মনে নীল নৈশাকাশে চাই,
ভাঙিয়া বৃকের বাঁধ,
কত কথা কহে চাঁদ,
নীরব ভাসায় তার গেয়ান হারাষ্ট ।

(৫)

স্মরি তোমা হেরি তারা-হার ।
হেরি যবে ফুলবালা,
তাহে তব স্মৃতি ঢালা,
সারাবিশ্ব-ব্যাপী তুমি একি গো আবার

(৬)

যাহা কিছু মধুর ভুবনে,
 তারেই দেখিলে ঠায়,
 তব ছবি বুকে ভায়,
 ভুলিয়াছি তবে আর বলিব কেমনে

(৭)

এবে চুঁহে বচ ব্যবধান,
 তুমি নায়ারাজা পারে,
 আমি মায়্যা-পারাবারে,
 তবু কেন অলক্ষিতে টানিছ পরাণ ?

(৮)

চঞ্চলদামিনী সম সার,
 কেন মিহা আস আর.
 নাড়াইতে অঙ্ককার,
 কেন হেন টানাটানি ল'য়ে ছেঁড়া তার ?

(৯)

আজু কেন টানে প্রাণমন ?
 কোন মহ হেন আছে
 শতদূর—করে কাছে,
 ভাঙা বীণা মগমেতে বাজায় এমন ?
 আমি জানি প্রেম সে গো, অক্ল নচে জন ।

১৩০৩।১২ই আশ্বিন, হুগলী ।

(প্রেমগাথা, ১৮২৮)

হতাশে

ভিনকড়ি চক্রবর্তী

আমি দূর হ'তে দেখি তারে,
প্রাণ চায় কাছে ছুটে যেতে, তবু যেন সবে না চরণ
আমি সসম্মুখে কই কথা,
প্রাণ চায় খুলিয়া বলিতে, তবু যেন আসে না বচন ॥
স্বতঃই নিরখি আম তারে,
দেখা যেন ফুরাতে চাহে না, ফিরে ফিরে চাই মুখপানে,
দেখিবার তৃষা অধু বাড়ে,
কিছুতেই পিয়াসা ছুটে না, সারা প্রাণ চ'খে টেনে আনে ।
মনে হয় নিশিদিন বসি',
এমনই চেয়ে মুখপানে, কোন এক শূন্য নিবালায়,
কথা কব' মুখোমুখী হ'য়ে,
কত কথা, অস্তরের ব্যথা, আপনা ভুলিয়া গুঞ্জনায়,
কত বা আলরে ধরি' গলে,
ক'হিব অধীর স্বরে তা'বে, প্রিয়তমে ! কত ভালবাসি ,
পুন কত সে বেড়িয়া মোরে,
ত'ব ক্ষুদ্র বাহনতা দিয়ে, কবে—সপা তোমারি এ দাসী ।
কিছা কোনও শূন্য তাঁরে বসি,
করম্পর্শে মুগ্ধ আস্থাহারা, চেয়ে রব দৌড়ে দোহা পানে,
ভাবাশীন মনোভাবগুলি,
হিম্মোলে করিবে চলাচল, নীরবেতে দুজনার প্রাণের
কিস্তি হাট কল্পনা আমার,
কল্পনাট রবে চিরদিন, এ বাসনা পূরিবার নয় ।
প্রাণ তাই করে হাহাকার,

দীর্ঘচূর্ণ হয়ে যায় বুক, একথা যখন মনে হয় ॥
 উদাম-উন্নত-লালসায়,
 উচ্ছ্বল-মত্ত-প্রেম-ভরে, জ্ঞান-হারা ভাবি কতবার,
 সেও বুঝি ভাবে মোরে,
 ভালবাসে কীদে নিরালায়, সে হৃদয় বুঝিবা আমার ।
 তখন এ কুর ব্যবধান,
 ভেঙে চূরে দূরে ফেলে দিয়ে, কাছে তার ছুটে যেতে চাই,
 আমার সর্বস্ব দিব ভাবি,
 কমনীয় ঐ চাকু কর, বারেক যদি গো ছুঁতে পাই ।
 ভাবি পুনঃ না না কান্দ নাট,
 বাধা পায় যদি সে আমার, বাসনার তপ্তকরে ছুঁলে ।
 দূরে দূরে থাকি সদা তাই,
 আকুল এ দীর্ঘশ্বাসে মোর, সুখায় যদি সে কাছে গেলে ॥
 দূরে থেকে দেখি মুখখানি,
 পাছে মোর ত্রিষিত নয়ন, বিঁধে তা'র নবনীত কাষ,
 কাছে তার তাই নাছি ঘাই,
 পাছে মোর মালিন ছায়ায়, স্বর্ণকাস্তি দ্বান হ'য়ে যায়,
 সত্যে সন্তানি তারে তাই।
 প্রাণ খুলে বেদনা জানালে, হচ্ছ হৃদে রেখা পাছে পিচ্ছ,
 সমবেদনায়, প্রেমময়ী,
 মমতার প্রস্রবণ পাছে, আপন কর্তব্য হ'তে নড়ে,
 অনেক ভাবিছা আমি তাই,
 হতাশায় করিয়াছি স্বির, তাহার প্রেমের মন্ত্র লয়ে,
 দীক্ষিত যোগীর মত আজ,
 তারি ধ্যান করিঃ সখল, চলে যাব নিবাসিত হ'য়ে ।

আকুল আত্মা

স্বর্ণলতা বসু

(১)

এস গো ! আমার মানস দেবতা,

শূন্য হৃদয়-আসনে ।

(আমি) সরবস্ব দিয়া সাজায়েছি ডালি

অপিন তব চরণে ॥

(আমি) সারাটি যামিনী তব পথ চাহি,

নারদ নিশীথে প্রেমগান গাহি,

ঘুমভারে নত অলস নয়নে,

বসে আছি নিশি-শবে ।

এস গো আমার সাধনের ধন ।

অধরে মধুর হেসে ॥

(২)

এস গো ! আমার জনম মরণ

চির জীবনের সাপী ।

নিরাশা-আঁধার হিমা-উপকূলে

আশার উজল বাতি ॥

এস গো ! আমার জন্মের দন,

সুখ-অশ্রুসীবে পুঞ্জিব চরণ,

সাধের মালিকা পরাব গলায়

এস ! এস ! হৃদিবাসী ।

শাস্তি-সুখা ভরি নিরমিয়া অর্ঘ্য

বসে আছে তব দাসী ॥

(৩)

কে জানিত এগো ! এ মিলন নিশি
 বিয়হে চট্টবে জোর ?
 কে জানিত হায় ! এ সুখের গীতি
 বরষিবে আঁখিলোর ॥
 সযতনে গাঁথা চারু ফুলহার,
 ঝরিবে প্রভাতে ভগ্নপ্রাণে
 কে জানিত বল শুভ্র নিরমল
 বাসন্তী প্রভাত মাঝে ।
 মলিন আননে দাড়াইব আমি
 বিষাদিনী সাজে সেজে ॥

(৪)

এস গো ! আমার হে মনোমোহন
 এস ! একবার এসো !
 দেবতার বেশে ফুল অধরে ,
 মধুব মুহূর্ত হাসে
 কোথায় স্বদূরে তুটিনীর তীরে,
 আকুল বাশরী বাজিতেছে ধীরে,
 ফুলগুলি হাসি ফুটিয়া উঠেছে
 অকণ-আদর-পরশে ।
 অধীর চপল প্রভাতী সমীর
 চুমিছে কপোল হরষে ॥
 (আজি) এ নব প্রভাতে সে করুণ ভানে
 পরাণ পাগলপার,
 ওগো মনোময় ! এস গো ! বারেক
 মুছাতে নয়ন-ধারা ॥

এস ! শোভাময় দেবতার বেশে,
 দীনার আঁধার অন্তর-আকাশে
 প্রবতারাশম কর বরিষণ
 বিমল কিরণ-ভাতি ।
 সে আলোকে মোর হৃদক উজ্জল
 মৃত্যু-আঁধার রাতি ॥

(গৃহস্থ পত্রিকা, ১৩১৩)

সহযাত্রিণী

রমণীমোহন ঘোষ

বধাতি

আজিকে বিদায় হবে দেহ, দেবযানি,
 ত্যাগ করি' আজন্মের রাজধানী
 চলিছাছি বনাশ্রমে ।

দেবযানী

এখন বিদায় !

কোন অপরাধ দাসী করিয়াছে পায় ?
 এখনি সহস্র বর্ষ হয়েছে কি শেষ,
 টুটেছে কি যৌবনের প্রমত্ত আবেশ,
 নিতানব সুখা মোর কিছু নাট আর—
 প্রিয়তম, ভোগভুক্ষা মিটেছে তোনার ?

বধাতি

মিটে নাট । মিটিবার নহে তো বাসনা,
 যত্নহতি যত পায়—অনল-রসনা
 তন্ত বৈশী অলি উঠে । এ কি আশ্চি হয়,
 স্তোগানলে মহিবারে চাহি বাসনায় !

যৌবন-মদিহা পান করি' নিশিদিন
 জানি নাই বর্ষ মাস কেমনে বিলীন
 হয়েছে স্বপনসম । ভোগ-অভিলাষ
 তবুও বাড়িছে নিত্য, নাহি তা'র হ্রাস ;
 তবুও জাগিছে চিত্তে অতৃপ্ত পিপাসা ।
 এতদিন পরে বুঝি আজি দীর্ঘ নিশা
 হয়েছে প্রভাত, তাই মেলি দুটি চোখ
 দেখিতে পেয়েছি শুভ্র জ্ঞানের আলোক ।
 আজি লভিয়াছি সত্যের আভাষ—
 মরীচিকা নাহি পারে মিটাতে তিয়ার ।
 ভোগ নহে, সুখ নহে, অটল অক্ষয়
 পরিপূর্ণ শাস্তি তাই বুঝিছে হৃদয় ।

দেবযানী

চল তবে, প্রিয়তম, ছাড়ি লোকানন্দ
 শাস্তিপূর্ণ তপোবনে লভিতে আশ্রয় ।
 ঘেপীনে যাইবে তুমি ছায়ার মতন
 নাসীও যাইবে সাথে ।

যথ্যতি

আবার বন্ধন ।

রমণীর প্রেমে কুলি' ছিলাম সংসারে
 আজি যাব বনবাসে, সেথাও কি তা'রে
 লয়ে যাব সাথে করি' !

অগ্নি দেবযানি,

পরিপূর্ণ ছিল মোর এ হৃদয়খানি
 তোমার মোহনরূপে ; কখনো বাহিরে
 অনন্ত বিশ্বের পানে চাহি নাই ফিরে ।
 অলস মগ্নুক যথা অধরকু কূপে,
 মগ্ন হয়ে ছিছু আমি রমণীর রূপে ।

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

আজি সেই মায়ামোহ—সোনার শৃঙ্খল
সবলে ছিঁড়িয়া, শুধু আত্মার মঙ্গল
খুঁজিতে করেছি পণ । থাক তুমি, প্রিয়া,
একা আমি যাব আজি ; অরণ্যে পশিয়া
করিব দুষ্চর তপ ।—বিদায় এখন ।

দেবযানী

হায়, নাথ, নারী শুধু বিনাসের ধন !
যৌবনের কাম্যবস্তু—ক্ষণিক অসার
খেলনা পুরুষহস্তে, নাহি কিছু আর
প্রয়োজন তা'র—খেলা হলে সমাপন ।
ছিন্নদলপুষ্প-সম হেলায় তখন
দূরে ফেলে দিবে তা'রে ! বিলাস-রঙ্গিণী
নারী শুধু ! মুমুকুর হইতে সঙ্গিনী
নাহি কোনো অধিকার ? দিক নারী-প্রাণ,
নীরবে কেমনে সহে এত অপমান
পলে পলে ?

• শুন আজ কহিব সে কথা,
গোপন জনগতলে ছিল যেই বাধা
এতদিন । যবে পুরে সঁপি' জরাভার
তরুণ যৌবন মংগি' লইলে তাচার
ভুক্তিতে বিষহস্ত—রূপ রমণীর—
আসিলে আমার পাশে পুলকে অধীর
আকুল করিলে মোরে সোহাগে আদরে—
তখন সহসা নারীজনমের পরে
আগিল কি স্থণা মনে ! জন্মিল দিক্কার
এ রূপ লাভণ্যে—যাহে ছিল অহঙ্কার—
হেঁচি তব প্রত্যাগত নবীন যৌবনে
শুধু বাসনার জালা ? জ্ঞান হল মনে
মোর প্রতি তোমার সে অক্স উজ্জ্বাস

আদরের—প্রাণহীন শূন্য পরিহাস ।
 নীরবে আপনি সেই বিষ করি' পান
 তবুও তোমায় স্মৃতি করিছাছি দান ।
 আজি নাথ শুভদিন, এস ব্রত ধরি'
 হও তুমি ব্রহ্মচারী, আমি সহচরী
 তপস্বিনী । মহারাজ, চল দুইজনে
 ত্যজি রাজ্যভোগ যাই বিজ্ঞান কাননে
 পবিত্র প্রেমের ব্রত করি উদ্‌ঘাপন ।
 নিবে না বাসনা বহি যোগালে ইক্ষন,
 তপস্তার শাস্তি-বারি করিয়া সেচন
 নির্বাণিত কর তা'রে । করো না বর্জন
 পুণ্যপথে এ দাসীরে ।

যযাতি

অয়ি সূচরিতা,

কুসুম-কোমলা তুমি—বিলাস-লালিতা ;
 কঠোর তপস্তা ক'তু সাক্ষে কি তোমার ?
 প্রিয় গৃহ পরিজন কবি' পরিহার
 কেমনে কাটাবে কাল অরণ্য-আশ্রমে
 অনাসক্ত পলি-সনে ? অয়ি নিকপমে
 ভাল করে ভেবে দেখ ।

দেবযানী

ভুলো না রাজন,

ঋষি-কন্তা আমি, ভালবাসি তপোবন ।
 শিখিছাছি সত্যধর্ম । সে নিজ্ঞন বনে
 প্রতিদিন ফুল তুলি আনিব যতনে
 পুঙ্জিতে দেবাদিদেবে ; প্রভাতে প্রদোশে
 গায়িব বন্দন্যগীতি পরম সন্তোষে
 কলকণ্ঠ-কণ্ঠ সনে মিলাইয়া স্বর ।
 হৃদয়ে বহিবে সদা তুঙ্গির নিখর,

বিষয় বাসনা-জ্বালা, দুঃখ অবসাদ
স্পর্শিবে না কতু প্রাণ। দেব-আশীর্বাদ
ঘোড়করে যাচি' ল'ব তুজনার শিরে
ভক্তিভরে।

যযাতি

ধন্ত আমি, সহধর্মিণী
চিনিতে পারিহু আজি।—তাই হোক প্রিয়া,
ভঙ্গুর বিষয়-ভোগস্পৃহা বিসর্জিয়া
চল তবে যাই মোরা শান্ত তপোবনে,
আত্মার অক্ষয় ধন—শান্তি-অধেষণে।

(দীপশিখা)

মালগা

রমণীমোহন ঘোষ

আর'কত বল ভূলাবে আমারে,
মানসকুলবাসিনি !
নবীন শোভায় নিত্য বিকশি'
চিত্তগগনে পূর্ণিমা-শশী,
একি গো রন্ধে খেলা কর বসি'
সুন্দর স্তম্ভহাসিনি !
নব নব সাধ জাগাও পরাণে
নীরব মঞ্জুভাবিণি !
হেয়ি রূপ তব নিত্য নূতন,
অয়ি নির্মলবরণে !
মনে মাই কবে কোন্ স্থলগনে
কোথা আমাদের দেখা চুইজনে ;

কি মূর্তি ধরি' অয়ি বরাননে
 নূপুর-মুখর চরণে
 পশেছিলে আসি' হৃদয়ে আমার,
 আজ নাই তাহা স্মরণে ।

সংসার নিতি আসে মোর পাশে
 হাতে লয়ে মায়া-শিকলি,
 প্রকৃতি আমায় করে আবাহন
 দেখা'য়ে তাহার শোভা অগণন,
 পারে না বাধিতে কেহ মোর মন,
 তুচ্ছ নেহারি সকলি ।—

উজ্জল তব রূপ অতুলন
 ক্ষেপে থাকে হৃদে কেবলি !
 তাই হেথা বসি' বিজ্ঞন বিপিনে
 বনমর্গর পবনে,

দানসে ও মুখ করি দরশন,
 'ভূনি' শুধু তব অমিয় বচন,
 ভূলে আছি আমি জীবন-মরণ
 কঠিন মলিন হুধনে ।

দিবস রজনী রেখেছ ভূলাতে
 স্বর্গের নব স্বপনে ।
 কত নব নব ছলনার পাশে
 রেখেছ হৃদয় বাধিয়া !

ক'হু মুখ ঢাক টানি' আবরণ,—
 কখনো মুক্ত অবগুণন,
 ক'হু হাসি,—ক'হু মান অকারণ,
 কখনো বা উঠে কাঁদিয়া !

কখনো মৌন, কখনো সোহাগে
 সাহুনা কর সাধিয়া ।

কাছে থাকি তবু থাকিবে কি দূর,—

কখনও চির-জীবনে,

অগ্নি মায়াবিনি, অরুণ-অধরা,

আকুল-অলকা, নীল-অম্বরা,

বাহুবন্ধনে দিবে নাকি ধরা

মর্ত্য বাসর-শয়নে!—

বাহিরিয়া আসি' অস্তর হ'তে

থাকিবে নয়নে নয়নে!

(প্রদীপ পত্রিকা, ১৩০৬)

অভিসার

বরদাচরণ মিত্র

(১)

আগিন্ধ্র নিশীথে দুমঘোর-মাবে

দেখিয়া তোমাতে স্বপনে,

বায়ু বহে মৃদু, তারকা-নিচয়

ফুটিয়া রয়েছে গগনে ;

উঠিল স্বরাব শয়ন তেয়াগি,

চলিল না জানি কেমনে

চরণ আমার,—কি প্রভাব-বশে,—

স্তব বাতায়ন-সদনে ।

(২)

আঁধারে মিলায় চঞ্চল পবন

নিসাড়া-সরিত্ত-সলিলে,

চাঁপার স্বেদ, অধঃপ্রায়,

মিলায় মুহূর্ত অনিলে,

কোকিলের কুহু মিলাইয়া যায়
পশি অন্তরের অন্তরে,
যথা মিলাইব আমি, প্রিয়তমে,
তোমার হৃদয় ভিতরে !

(৩)

দেখ প্রিয়সখি, প্রেম-যাতনায়
কি দশা হয়েছে আমার,
শুকায়েছে মুখ, তেজোহীন আঁখি,
মলিন হয়েছে অধর :
চুম্বন বরষি এ শুষ্ক কুন্তনে
বাঁচান করিয়া করুণা,
হৃদয় উপরে হৃদয় রাখিয়া
ঘুচানও হৃদয়-বেদনা ।

(অবসর, ১৮২৫)

জাগরণ

বরদাচরণ মিত্র

তাহারি লাগিয়া জাগিয়া জাগিয়া
নিশিতে আপনা পাশরি,
মধুকথা তার স্মৃতির মাঝার
পশে যেন দূর-পাশরী !
জ্যোৎস্নানিন্দিত তাব রূপভাতি
উজলে আলোকে হৃদয়ের রাত্তি,
অনৃত কামনা
কুমুদ-বরণা
তরল রক্ততে ঝলসে !

নলিনী-কোমল তার মুখখানি
ভালাই মানস-সরসেতে আনি,—

লহরী-লীলায়
প্রাণ ভেঙে যায়

অসহ স্থখের অলসে !

পরিমল-মাখা অধরে হুহাসি
কোমল নিষ্কণে বাজে হৃদে আসি,

বড় যে তাহায়
ভালবাসি, হায়,

মাণিক কি তার পড়ে গো ?

মধুর বেদনে আঁখি ছল ছল
দেখেছি যে তার নয়নের জল,

চুমেছি বতনে
সে অমূল্য ধনে,—

মুকুতা কি তার গড়ে গো ?

বসন্ত-পবনে সৌরভের মত,
তার মুহু-খাসে পিয়ারা সে কত,

দুলায়ে আদরে
হৃদি-ফুল-থরে,

পশিত মরম-নিভতে,

পরশ তাহার বিজলি সমান

পশিলে ক্ষরণে, মূরছে পরাণ,

মরণের স্থপে

চাহি পুনঃ বৃকে

সে ফুল-অশনি ধরিতে !

তাহারি ত লাগি সায়ানিশি জাগি

গগনে তারকা গুনি রে,

তারি স্থখা কথা, তারি মধু বাখা,

তারি মুহু-খাস গুনি রে !

তুমি কি আমার ?

প্রিয়নাথ মিত্র

(১)

কে তুমি বসিয়ে একা এ অভাগা-ভবনে,
কার হৃদয়ে স্থখী তুমি বল বিধু-বদনে ?

সদা প্রেম-সুখাদানে ,
তোম প্রিয়ে কার প্রাণে ,
বল ওলো হলোচনে ,

তুমি কি আমার ?

দিবানিশি হাসি হাসি,

তোমার এ মুখশশী,

বল ওরে বিধুমুগি,

তুমি কি আমার ?

(২)

অচলা-চপলা-সম আছ নম ভবনে,
অঁধার-হৃদয়-ভার পুঁচিয়াছে জীবনে .

পাতার কুটিরে থাকি,
কি হৃদয়ে হচ্ছো স্থখী,
বল দেবি প্রিয় মখি,

তুমি কি আমার ?

আমার প্রাণেব পাগি,

পাগলিনী তুমি নাকি,

তাই সদা স্থখী দেখি,

বল বল বিধুমুগি,

তুমি কি আমার ?

(৩)

অভাগা-আঁধার-হৃদে কে গো তুমি ললনা,
সদাই হাসিছ তুমি কার হৃথে বল না ?

কার হৃথে স্থখী এত,

দিবানিশি অবিরত,

আমোদ—আমোদে রত,

নিরানন্দ জান না :

বল না কি ভাবি মনে,

সদাই আনন্দমনে,

বল বল স্ববদনে,

তুমি কি আমার ?

(৪)

আঁধার-হৃদয় মোর আঁধার যে আছিল,

বদন সুধাংশু তব দুঃখ-তম নাশিল ;

কি জানি কি গুণ ধরে,

৫ বদন-সুধাকরে,

তেরি যবে প্রেমসি রে,

বদন তোমার,

স্বর্গ, মর্ত্য নাহি চাই,

সুখ, দুঃখ ভুলে হাট,

সুখট তোমারে তাট,

তুমি কি আমার ?

(৫)

কুসুমে গড়েছে বিদি তোমার শরীর রে,

প্রেমের প্রতিমাখানি প্রেমসী আমার রে ।

ভালবাসি ভালবাস,

সদাই সুখেতে ভাস,

আদরে মাখান নাম

তাট কি তোমার ?

আমারে করিতে স্মৃখী,
সদাই ব্যাকুলা দেখি,
বল দেখি বিধুমুখি,
তুমি কি আমার ?

(৬)

সদাই দেখিতে তোরে কেন ইচ্ছা যায় রে,

প্রেমময়ী মূর্তিখানি নয়নে উদয় রে :

দেখিয়াছি কত বার,
দেখিতেছি বার বার,
তবুও মনের আশা,
চন্দরের সে পিপাসা,
নাহি তৃপ্তি পায় রে :

তোমার মুখের হাসি,
কেন এত ভালবাসি,
দেখিবারে দিবানিশি,
বাসনা আমার,
বল গুরে প্রেরসি রে,
তুমি কি আমার ?

(হরিণে বিঘ্ন)

সাবধান

কুঞ্জলাল রায়

জানি আমি রূপবতী ও ত

মূর্তিময়ী ঘোড়নী সুবতী,

কিন্তু সাবধান !

কাল চুক্চুকে চুলগুলি
 কাঁধে পিঠে হেলে ছলি ছলি
 কড়ু কপোলে কড়ু কপালে
 শোভায় শোভা শোভায় গালে,
 কিন্তু সাবধান !

মিহি-হাসি-মাথা মুখখানি
 তাহে মধুর, মধুর বাণী,
 কিন্তু সাবধান !

নয়ন-কোণের দৃষ্টিপাতে
 গগনের চাঁদ আসে হাতে,
 কিন্তু সাবধান !

বসন চাপা যুগল কুচে
 বোধজ্ঞান সব যায় খুচে,
 কিন্তু সাবধান !

স্পর্শমাত্র হাত ছ'খানি
 ভ্রুয়ারসম শীতল প্রাণি,
 কিন্তু সাবধান !

কি জানি কি আছে মনে তার,
 জানা-শুনা নাহিক তোমার,
 তাই সাবধান !

হতে পারে দৃশ্তে দেবানন্দা,
 মায়্যাবিনী কিনা ? নাহি জানা,
 তাই সাবধান !

ভ্রুচাপা বক্রি যথা থাকে,
 জানা নাই বিশ্বাস কি তাকে ?
 সরলতা দেখায় বাহিরে
 কুটিলতা লুকায়ে অন্তরে,
 তাই সাবধান !

অভ্যস্তা কুটিলা মুখে মধু
হৃদয় গরলে ভরা শুধু,

কিন্তু সাবধান !

ওই হের হের হাতে তার
ফুলমালা মরি কি বাহার,

কিন্তু সাবধান !

আসে তব গলে দিতে ওই
বলে মুখে "তোমা ছাড়া নই",

কিন্তু সাবধান !

বিশ্বাস না কর রমণীরে
পিছু হাঁটি চলে যাও ধীরে,

ত-ও সাবধান !

(মাল্য, ১৮২৩)

স্মৃতিপথে

কুঞ্জলাল রায়

প্রাণের অধিক ভাল বাসিতাম যাবে,
আগ্রহে বাহার হায ! মুখ-চন্দ্রানন
অনিমেষে হেরি' আশা না মিটিত মো'ব
বিপলের তরে আজি নাহি দরশন ;
চিকুর কুঙ্কল-বেণী পৃষ্ঠেতে লঙ্ঘিত
কপিনী জিনিয়া, শোভা কত মনোলোভা.
মদনের ফুল-ধনু যথা পরাজিত
যুগ্ম হুকু আহা মরি অপরূপ োভা !
নবনীত হেম আভা উভয় কপোলে,
সুচারু বংশীরে জিনি নাসিকা স্মরণ

ছইখানি ঠোট মরি সম বিছাধর
 স্মৃতিপথে আসি আজি কাদায় অন্তর,
 হয় স্মৃতি ! কেন আজি মাতাও এভাবে,
 কম স্মৃতি ! ধরি পায়, ব্যথা পাই প্রাণে !

(মালা, ১৮২৩)

হাসি

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ

বিধি কি মপুর হাসি দিয়েছে সে বদনে ।
 সে যে হাসি স্খাময়—
 স্খার অধরে রয়—
 সরসী-হিল্লোল যেন মাথা শশি-কিরণে—
 হাসিতেই যেন বিধি গড়েছে সে কামিনী ;—
 হাসি তার স্ঠাধরে
 হাসি সে কপোলোপরে—
 হাসি তার ছুটি চক্ষে—খেলে যেন দামিনী ।
 সে হাসি যখন আসি উজ্জলিল নয়নে,
 চমকিল আচম্বিত
 এ মোর চকিত চিত—
 জাগাইয়া যত মোর নৈশবের স্বপনে ।
 জ্ঞান হ'ল তারে আঁখি যেন কোথা হেরেছে ;
 যেন তারে অনাস্তরে
 হেরেছি স্বপ্নের ঘোরে,—
 সে মধুরী আজো তাই ভাঙা ভাঙা রয়েছে ।

তবু তারে এত করে নারিলাম চিনিতে ;
 কত রূপ গন্ধ আলো
 থাকি থাকি চমকিল
 ঘেরি ঘেরি প্রিয়মুখ লাগিলেক ঘুরিতে ;
 তবু তারে এত ক'রে নারিলাম চিনিতে ।

আঁধার কাননে পলি সৌদামিনী খেলিল ;—
 আঁধারে আলোক ভরি—
 আলো-অঙ্ককার করি—
 কত পরিচিত স্থল দেখাইতে লাগিল ;
 কিঙ্ক সে বিহ্বল আঁপি চিনিবারে নারিল ।

তার হাসি দিখে আমি তারে এবে জেনেছি—
 ওই বটে সেই জন—
 সেই মোর স্বপ্ন-ধন—
 জন জন ধারে আমি প্রাণে ভালবেসেছি !

(কৃষ্ণ-মালা, ১৮৭২)

উপমা

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ

একদা প্রেমসী হাসি হুধা হাসি
 হুধাইল মোরে হুধার সুরে -
 “বলনা আমারে বুঝায়ে কাহারে
 উপমা কহে সে পণ্ডিতবরে

পাঠ্যপুঁথিখানি রহিল পড়িয়া

পদ্ম আঁধি দু'টি হইল স্থির,
হাসিটুকু আসি আগ্রহে ডুবিল,
নয়ন ঘেরিল কোতুক-নীর ।

“অভিধান আমি দেখেছি যতনে—

অভিধান-কথা বুঝিতে নারি ,
বুঝাইলে মোরে সরল ভাবেতে
তবে ত মরম বুঝিতে পারি ।”

এতেক কহিয়া প্রেমসী আমার

রহিল চাহিয়া উত্তর-আশে ;
সে রূপ অস্তুরে পশিল আমার
উজলিয়া মোর হৃদয়াকাশে ।

উছলিল মোর প্রণয়-জলধি,

তাঁহাতে তরঙ্গ ছুটিল বেগে,
নানা চাঁদে কিবা খেলিতে লাগিল
চিস্তার বিজলী ভাবের মেঘে ।

যথা শোভা পায়, নীল-মেঘ-গায়,

সন্ধ্যার আগেতে সন্ধ্যার তারা,
যথা সরোবরে, সলিল উপরে,
ভাসে কুমুদিনী তরঙ্গ-হারা ।

যথা মরুমাকে শোভে স্ত্রাম দ্বীপ—

ছুড়ায় পথিক-তাপিত-আঁধি,
যথা বনফুল শোভে বনস্থলে
স্রামলতা-পরে শিরটি রাধি ।

যথা নিরঞ্জে কুসুম-কাননে,
 বিমল-সলিলা সরসী মাঝে,
 পূর্ণচন্দ্র-লেখা হাসি দেয় দেখা,
 সাজায় নিশিরে রক্ত সাজে ।

যথা কাল রাতে শোভে আলো করি
 অমূল্য মাণিক রাজার নিধি,
 যথা দীন-হৃদে—এ-ঘোর সংসারে—
 আশামণি সেই দিয়াছে বিধি ।

তুমি রে তেমতি—প্রেয়সি আমার—
 পরাগ-পুতলি—ঐশ্বরী তারা—
 বিরাজিছ এই হৃদয়-মাঝারে
 জাঁধার নিশির আলোক-পারা ।

(কুসুম-মালা, ১৮৭২)

বিগত

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ

উদয় হতেছে শশী হাসি হাসি গগনে ;
 বিন্দু বিন্দু হীরা প্রায়
 তারাদল শোভে তায়,—
 তটিনীর কোলে কিবা দোলে তরু পবনে ।

গতদিন—গত স্বপ্ন, প্রেয়সি রে, অমনি
 তব মুখশশী সনে
 উদয় হতেছে মনে,
 উজলিয়া আজি মম এ অস্তর-রঞ্জনী ।

দরশন—অহুয়াগ—বিচ্ছেদেরি যাতনা—

মনে জ্ঞান হয় হেন

সে দিনের কথা যেন,—

কত কাল গেল কিন্তু বৃথা আশে দেখ না !

নহে এ অপার সিদ্ধ কেমনেতে হইল !—

সময়েতে গেল সুখ

সময়েতে হ'ল দুঃখ,—

অবশেষে আশামাত্র অন্তরে না রহিল ।

আর কি সে সব কথা, প্রিয়ে, মনে পড়ে না ?

এ হেন নিশিতে বসি—

নীলাধরে শুভ্র শশী—

হেরিয়ে তারার মালা সে প্রাণ কি দহে না ?

(কুসুম-মালা, ১৮৭২)

দ্বিতীয় খণ্ড : দেশপ্রেম-কবিতা

দেশপ্রেম-কবিতা

ভাষা

ঐশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের ঘেম ॥
অগাধ দুঃখের ছলে সদা ভাসে ভাষা ।
কোন মতে নাহি তার জীবনের আশা ॥
নিশাযোগে নলিনী বেরূপ হয় কীর্ণা ।
বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীন ॥
অপমান অনাদর প্রতি বরে বরে ।
কোনমতে কেহ নাহি সমাদর করে ॥
পণ্ডিতের মনে মনে বিষম বিলাপ ।
একেবারে দু'চিয়াছে শাস্ত্রের আলাপ ॥
ধর্ম যান সত্য সহ দেশ পরিহরি ।
ধর্মভেদ মজে বেদ মিছে খেদ করি ॥
বিশ্বুতি হইল স্মৃতি স্মৃতি তার কত ।
শ্রুতি হয় সকলের শ্রুতিপথ-হত ॥
তত্ত্বের স্বতন্ত্র তত্ত্ব সে তত্ত্ব কে জানে ।
কুতকে লইলে তর্ক তর্ক কেবা মানে ॥
পুরাণ পুরাণ ব'লে করে নানা ছল ।
নাহি মন গীতায় কি তাহ পাবে কল ॥
এইরূপে হইতেছে শাস্ত্রের সংহার ।
রীতি-নীতি প্রাণ ত্যজে সজে সজে তাঁর ॥

লোকের ভাষার প্রতি ভাব দেখে বাকা ।
 সমাচার-পত্রে লিখে কত যাবে রাখা ॥
 শুন হে দেশের লোক ঘেঘ পরিহর ।
 পরস্পর পত্র প্রতি সমাদর কর ॥
 জানিলে জাতীয় বিদ্যা সুখ তাহে নানা ।
 থাকিতে উজ্জল নেত্র কেন হও কানা ॥
 জ্ঞান বিদ্যা সুখ আদি লভ্য হয় যাহে ।
 রীতিমত সুবিদিত যত্ন কর তাহে ॥
 বাহার উচ্ছায় সৃষ্টি হইল সকল ।
 সংবাদপত্রের তিনি করুন মঙ্গল ॥

বঙ্গভূমির প্রতি

মধুসূদন দত্ত

My Native land, Good Night !
 Byron

রেখ মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে !
 সাধিতে ননের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
 মধুহীন ক'রো না গো তব মনঃ কোকনদে ।
 প্রবাসে দৈবের বশে, জীব-তার। যদি প'সে,
 এ দেহ-আকাশ হ'তে নাছি খেদ তাহে ।
 জন্মিলে মরিতে হ'বে, অমর কে কোথা কবে ?
 চির-স্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে ?

কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা ভরি শমনে,
 মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-ভ্রুদে,
 সেই ধন্ত নরকূলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
 মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজনে ;
 কিন্তু কোন্ গুণ আছে যাচিব যে তব কাছে,
 হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্রাবা জয়দে ?

তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
 'অমর করিয়া বর দেহ দাসে, স্ববরদে !
 ফুটি যেন স্মৃতি-জ্বলে, মানসে মা দখা ফলে,
 মধুময় তামরস, কি বসন্তে, কি শরদে ।

(১৮৬২)

ভারত-ভূমি

মধুসূদন দত্ত

"Italia ! Italia ! O tu cui feo la sorte
 Dono infelice di bellezza !"

Filicicia.

"ক্ষুণ্ণে তোরে লো, হায়, ইতালি ! ইতালি !
 এ দুঃ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি ।"

কে না লোভে, ফণিনীর কুম্ভলে যে মণি
 ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে ?
 কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
 কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে ?—
 হায় লো ভারত-ভূমি ! বৃথা স্বর্ণ-জ্বলে
 ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ-নয়নি,
 বিধাতা ? রতন-সিঁধি গড়ায়ে কৌশলে,
 সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি !
 নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী ;
 রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি ;
 পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধীনী,
 (হা দিক্ ।) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্মতি !
 কার শাপে তোর তরে, ওলো অত্যাণিনি,
 চন্দন হইল বিষ, সুধা তিত অতি ?

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬)

বঙ্গভাষা

মধুসূদন দত্ত

হে বঙ্গ, ভাঙারে তব বিবিধ রতন ;—
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিছ ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কৃষ্ণে আচরি ।
কাটাইছ বহুদিন সুখ পরিহরি !
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁশি কায়, মনঃ,
মজিছ বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—
কেলিছ শৈবালে, ভুলি কমল-কানন ।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
“ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
ও ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে !”
পালিলাম আজ্ঞা স্থখে : পাইলাম কাঙ্খে
মাতৃভাষা-রূপে ষনি, পূর্ণ মণিজ্বলে ॥

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬)

স্বাধীনতা-সঙ্গীত

রঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-স্বীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ।
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায় !

দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গস্থপ-তায় হে,
 স্বর্গস্থপ তায় !
 এ কথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
 মানসে উদয় !
 পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
 ক্ষত্রিয়-তনয় ॥
 তখনি জলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
 হৃদয়-নিলয় ।
 নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
 বিলম্ব কি সয় ?
 অই শুন ! অই শুন ! ভেরীর আওয়াজ হে,
 ভেরীর আওয়াজ ।
 সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
 সাজ সাজ সাজ ।
 চল চল চল সবে, সময়-সমাজে হে,
 • সময়-সমাজ ।
 রাখহ পৈতৃক ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের কাজ হে,
 ক্ষত্রিয়ের কাজ ।
 আমাদের মাতৃভূমি রাজপুত্রনার হে,
 রাজপুত্রনার ।
 সকল শরীর ছুটে রুধিরের ধার হে,
 রুধিরের ধার ॥
 সার্থক জীবন আর বাহবল তার হে,
 বাহবল তার ।
 আত্মনাশে ঘেঁই করে দেশের উদ্ধার হে,
 দেশের উদ্ধার ॥
 রুতান্ত-কোমল কোলে আমাদের স্থান হে,
 আমাদের স্থান ।

এসো তার মুখে সবে হইব শয়ান হে,
 হইব শয়ান ॥

কে বলে শমন-সভা ভয়ের বিধান হে,
 ভয়ের বিধান ?

ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি যম* বেদের নিধান হে,
 বেদের নিধান ॥

স্বরূহ ইক্ষ্বাকু-বংশে কত বীরগণ হে,
 কত বীরগণ ।

পরহিতে দেশ-হিতে ত্যজিল জীবন হে,
 ত্যজিল জীবন ॥

স্বরূহ তাঁদের সব কীৰ্ত্তি-বিবরণ হে,
 কীৰ্ত্তি-বিবরণ !

বীরত্ব-বিমুখ কোন্ ক্ষত্রিয়-নন্দন হে ?
 ক্ষত্রিয়-নন্দন ॥

অন্তএব রণভূমে চল ত্বরা যাই হে,
 চল ত্বরা যাই ।

দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
 তুল্য তার নাই ॥

যদিও ধবনে মারি চিতোর না পাই হে,
 চিতোর না পাই ।

স্বর্গস্থখে স্থখী হব, এস সব ভাই হে,
 এস সব ভাই ॥

(পদ্মিনী উপাখ্যান, ১৮৫৮)

* যম সূর্যের পুত্র এবং ক্ষত্রিয়দিগের আমি যমও সূর্যের পুত্র ।

হায় কোথা সেইদিন

রঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

হায় কোথা সেইদিন ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ বে কাল পড়েছে বিষম ।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাই,
মিথ্যাব প্রভুত্ব পরাক্রম ॥
সব পুঙ্খানুপুঙ্খ কিবা পাপ কিবা পুণ্য,
ভেদজ্ঞান হইয়াছে গত ।
বীর-কাখে রত যেই, গোয়ার হইবে সেই,
ধীর যিনি ভীরুতায় রত ।
নাহি ঈরলতা লেশ, ছেবেতে ভরিল দেশ,
কিবা এর শেষ নাহি জানি ।
ক্ষীণ দেহ, ক্ষীণ মন, ক্ষীণ প্রাণ, ক্ষীণ পণ,
ক্ষীণ ধনে ঘোর অভিমানী ।
হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিনয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন-প্রস্ন ।
কবে পুনঃ বীর-রসে, জগত ভরিবে যশে,
ভারত ভাঙ্গর হবে পুনঃ ?
আর কি সেদিন হবে, একতার সূত্রে সবে,
বন্ধ রবে মননে বচনে ?
পূজিবে সত্যের মূর্তি, প্রণয় শাইবে স্মৃতি
স্বপ্নদ সরল আচরণে ?

(কর্মদেবী, ১৮৩২)

দিনের দিব্ সবে দৌব

মনোমোহন বসু

দিনের দিন্ সবে দৌন হয়ে পরাধীন !

অগ্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জ্বীর্ণ, অপমানে তম্ব কৌণ !

সে সাহস বীষ নাহি আর্ধভূমে,
চন্দ্র-সূর্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল,
কেমনে হরিলি কেহ না জানিল,
তুঙ্গ ঘৌপ হ'তে পঙ্কপাল এসে,
দেশের লোকের ভাগে

পূর্ব গর্ব সর্ব খব হলো ক্রমে,
লজ্জা-রাহ-মুখে লৌন ! ১।
যাতুকর জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
এম্মি কৈল দৃষ্টিহীন ! ২।
সারা শস্ত্র গ্রাসে যত ছিল দেশে,
ধোসা ভূষি শেষে, হায় গো রাজা কি
কঠিন ! ৩।

ত্রাহি, কর্মকার, করে হাহাকার, সূতা জ্বাতা টেনে অন্ন মেলা ভার—
দেশী বস্ত্র অস্ত্র বিকায় নাকো আর, হ'লো দেশের কি দুর্দিন ! ৪।
সাজ যদি এরাঙ্গা ছাড়ে তুঙ্গরাজ, কলের বসন বিনা কিসে হবে লাজ ?
ধাবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ—বাকল্, টেনা,

ডোব, কপিন ? ৫।

ছুই সূতো পর্বস্ত্র আসে তুঙ্গ হ'তে ; দাঁড়াশলাই কাটি,

তাৎ আসে পোতে :

প্রদীপটি জালিতে,

খেতে, শুতে, যেতে ;

কিছুতেই লোক নয় স্বাধীন ! ৬।

জগন্মুখি

(প্রবাসীর স্বদেশ-স্মরণ)

মনোমোহন বসু

আহা মরি ! “স্বদেশ” কি সুধা-মাখা নাম !
মনে হয়, তার কাছে তুচ্ছ স্বর্গ-ধাম !
যে স্থানে মায়ায় বস্তু, সকলি আমার !
স্বপ্নের বিষয় যথা, অশেষ প্রকার !
যে স্থানের পূর্বকথা, করিলে স্মরণ ;
অহুরাগে উখলিয়া উঠে প্রাণ মন !
যেখানে আমার পিতা, পিতামহগণ,
বংশের মর্যাদা সদা, করিয়া পালন,
চিরদিন করি মান, যশের বিকাশ,
পুরুষে পুরুষে স্মৃতে, ক’রেছেন বাস !
ফুলের সৌরভ সম, কুলের গৌরব,
যথা চির-ব্যাপ্ত ! যথা জ্ঞাতি বন্ধু সব !
এত প্রেম, ভক্তির বন্ধন, যেই স্থলে—
আহা ! আহা !
আর কি এমন স্থান, পাব ধরাতলে ?

ভারত বিলাপ

(নির্বাচিতাংশ)

গোবিন্দচন্দ্র রায়

কতকাল পরে, বল ভারত রে !
তুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে ।
অবসাদ-হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে ।
নিজ বাসভূমে, পরবাসী হলে
পর-দাস-খতে সমুদায় দিলে ।

পর-হাতে দিয়ে, ধনরত্ন স্বখে
 বহ লৌহিনির্মিত হার বৃকে ।
 পর ভাষণ, আসন, আনন রে
 পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে ।
 পর দীপশিখা, নগরে নগরে
 তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে ।
 খুচি কাঞ্চনভাজন, সৌধ-শিরে
 হলো ইঙ্কন কাচ প্রচার ঘরে ।
 খনি খাত খুঁড়ে, খুঁজিয়ে খুঁজিয়ে
 পুঁজি-পাত নিলে যুটিয়ে লুটিয়ে ।
 নিজ অন্ন পরে, কর পণ্যে দিলে
 পরিবর্ত ধনে ছবু-ভিক্ষ নিলে ।
 মথি অঙ্গ করে, পর স্বর্গ-স্বখে
 তুমি আজও দুখে তুমি কালও দুখে ।
 নিজ ভাল বুঝে, পর মন্দ নিলে
 ছিল আপন যা ভাল তাও দিলে ।
 বিধি বাদ হলে, পরমান রটে
 পরমান করে হিত-বোধ ঘটে ।
 কি হিলে কি হলে, কি হতে চলিলে
 অবিবেক-বশে কিছু না বুঝিলে ।
 নয়নে কি সহে, এ কলঙ্ক-দুখ
 পর রক্তন অঙ্গনে কাল মুখ ।
 নিজ শোণিত শোষি, পরে পুষিলে
 ভূষিতে কুল শীল স্বধর্ম দিলে ।
 পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে
 তবু ঠাই মিলে নাহি দাস বলে ।
 লভিয়ে বল বুদ্ধি, পরের বশে
 হত জীবন চা অহিফেন চষে ।

শিখিলে যত জ্ঞান, নিশীথে ভেঙ্গে
 উপযুক্ত হলো পর-সেবা লেগে ।
 হলো চাকরি সার, যথায় তথায়
 অপমান সদায় কথায় কথায় ।
 গুনিবে বল কে, তব আপন কে
 পরদাস-দশায় বধির হবে ।
 অহ ! কে কহিবে এ সুদীর্ঘ কথা
 সম সিদ্ধ অপার অগাধ বাপা ।
 কহিতে বুক চায় দুভাগ হতে
 নয়নে উথলে জল স্রোত-শতে ।
 কত নিগ্রহ নিত্য অশেষমতে
 সহিতেছ নিরন্তর ঘাট-পথে ।
 নিজ ছায়া পড়ে, পর-কায়ে সদা
 রহ ভীত পদে পথ-পাশে সদা ।
 পড়িলে পর তুঙ্গ-তুরঙ্গ-মুখে
 হয় চাবুক চূর্ণ কপাল বৃকে ।
 কি করে গুণগ্রাম, সহস্র ঘটে
 শির না লুঠিলে রুটি নাহি ঘটে ।
 পথে ব্রহ্ম বনে, তুণ নাহি নড়ে
 তব প্রাণ্তি হলে ভূমিকম্প ধরে !
 উলটে পৃথিবী, পরথা-পরশে
 সুপশান্তি নভে হ'ব কার-রসে !
 আজি বে টুকু মান, লভে কুকুরে
 ঘটে সে টুকু না তব বাসী নরে ।
 করি যেমন কাটিছ, রাখি দিবা
 জীবনে মরণে বল ভেদ কিবা ।
 মন চায় কষায়, কৌপীন পরি
 তব দুঃখ গেয়ে সব দেশ ঘুরি ।

(গীতিকবিতা, ১৮৮২)

(৬)

তব জল-তৌবে, পৌরব ধানব,
পাতিল রাজসিংহাসন ও ।
শাসিল দেশ, অরিকুল নালি,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও ।

(৭)

দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ পতাকা,
উড়িতে দেশ-বিদেশে ও ।
হিন্দু-চীনে, ব্রহ্ম জাতারে,
ভারত স্বাধীন যে দিন ও ।

(৮)

এ জল-ধারে, ধারে বহিল কভু,
প্রেম-বিরহ-আঁখি-নীর ও ।
নাছিল গাটল, কত সুখ-সম্পদ,
এ তব সৈকতে-পুলিনে ও ।

(৯)

এ তপ্ত-মুকুরে, আসি পূর্ণশক্তি,
নিরখিত মুখ যবে শরমে ও ।
ভাসিত দশ দিশি, উৎসব-রঙ্গে,
প্রাবিত চিত্ত সুখ-উৎসে ও ।

(১০)

সে তুমি সে শশী, ধীর অনিল সর,
তবু সব মগন বিষাদে ও ।
নাহিক সে সব, প্রমোদ উৎসব,
প্রাসিল সকলে কালে ও ।

(১১)

যে মুরলী-রবে, নিবিড় নিশীথে,
উন্মাদিত ব্রহ্মবালা ও ।

দেখিছ যে সব, উজ্জল লেখা,
সে গত যৌবন-রেখা ও ।

(২৩)

এর অলিন্দে, হৃন্দরিবুন্দে,
যোগল নরপতি-কেশরী ও ।

বসি ও মর্মরে, উল্লাস অন্তরে,
ভৌলিত মোহন রূপে ও ।

(২৪)

কতু এ গবাক্ষে, কৌতুক-চক্ষে,
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও ।

নিম্ন প্রদেশে, সে গজ-যুদ্ধে,
ভীষণ প্রাণ-বিনাশক ও ।

(২৫)

এ ঘর মাঝে, নারী-সমাজে,
বসি কতু খেলিত চৌসর ও ।

রাখিত পাশে, সে তরবারি,
কাফের-কণ-বিদারী ও ।

(২৬)

কৈ ? সব আঞ্জি, সময়-সমুদ্রে,
মজ্জিত সহ শত আশা ও ।

দেখিল শত শত, হলো কি নিবারিত,
নিস্ত্রপ মস্তক-পিপাসা ও ।

(২৭)

যে গৃহ-পাশে, কাপিত হাসে,
ভূপতি পদ-বিক্ষেপে ও ।

সে সব ভবনে, কত শত অধমে,
পুন্নিছে মুক্ত পুরীয়ে ও ।

(২৮)

যে ঘর মধ্যে, হ্রস্ব সমুদ্রে
সমোহিত চিত্ত কালে ও ।
সে সব সদনে, উদ্ভবে বমনে,
পুষ্টি-গঙ্ঘ-বিকীরণ ও ।

(২৯)

যে গৃহ-অঙ্গে, বহুবিধ রঙ্গে,
বিখচিত ছিল মণিরাঙ্গিণী ও ।
সে সব কালে, হরি এক কালে,
ঢাকিল লুতা-জ্বালে ও ।

(৩০)

এ তব তীরে, শুভ্র শরীরে,
দগ্ধাঘ্নিত গৃহ-রাজ্য ও ।
যার স্বরূপে, দিক দিক হঠতে,
কবে মল্লজ-সমাজে ও ।

• (৩১)

কত নর-পঙ্করে, নিমিল ইহারে,
শোষি শোণিত-কোষে ও ।
দশাউত্তে সব, দর্শক লোকে,
প্রমদা-গৌরব শেষে ও ।

(৩২)

অহ! কত কাল, রবে এ জীবিত,
তটিনি ! তট তব শোভি ও ।
ভ্রমণ হইয়ে, তব জল নীলে,
ব্যঞ্জিতে মন-অভিলাষে ও ।

(৩৩)

হবে কোন কালে, হত ঘোর কালে,
পরিমিত হ্র-পরমায়ু ও ।

রহিবে শেষে, এ গৃহ-দেশে,
আকাশে যুহ বায়ু ও ।

(৩৪)

যদি এই শেষ, রবে সব শেষ,
জীবন-স্বপন-প্রভাতে ও ।
তহু মন ফরিষে, দুঃখ শত সহীয়ে,
চরিতে লোক কি আশে ও ।

(গীতিকবিতা, ১৮৮২)

বন্দে মাতরম্

বাল্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্দে মাতরং

সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাং

শস্ত্র-শ্রামলাং মাতরম্ ।

সুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীঃ

ফুল্ল-সুস্মিত-ক্রমদল-শোভিনীঃ

সুহাসিনীঃ সুমধুর-ভাষিণীঃ

সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।

সপ্ত-কোটি-কণ্ঠ-কল-কল-নিনাদ-করালে

দ্বিসপ্ত-কোটি-ভূজৈগ্ৰ ত থরকরবালে

অবলা কেন মা এত বলে ।

বহুবলধারিণীঃ নমামি তারিণীঃ

ত্রিপুরদলবারিণীঃ মাতরম্ ।

তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,

তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,

হং হি প্রাণাঃ শরীরে ॥

বাহতে তুমি না শক্তি,
হৃদয়ে তুমি না ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি

মন্দিরে নন্দিবে ।

ঐং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-দারিণী,
কমলা কমলদল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যানারিনী ।

নমামি স্বাং,

নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং

সুজলাং সুফলাং মাতরম ।

গামলাং সরলাং স্তম্ভিতাং ভূমিতা

পরনীং ভরণীং মাতরম ।

(১৮৮২)

জন্মভূমি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ত আমার জগতে সার,

স্বতি-স্বথকর জন্ম-গাঁই :

যেখানে আঙ্কাদে নবীন আঙ্কাদে,

শৈশব-জীবন সুখে কাটাটাই ।

যে সুখের দিন আজ , ও) পড়ে মনে,

ভুলিব না বালা কভু এ জীবনে,

যেখানেই থাকি যেথায় যাই ।

হেরেছি কত নগরী নগর,

কত রাজধানী অপূর্ব সুন্দর,

এ শোভা ঐশ্বর্য কোথাও নাই ॥

গৃহ ঘাট মাঠ তরু জলাশয়,
স্মৃতি-পরিমল-মাথা সমুদয়,

হেন স্থান আর কোথায় আছে ।

জগৎ-জননী জনম-ভুবন,
গুরুত্ব-গৌরবে দুই অতুলন,

স্বরূপ (৩) নিকট দুয়ের (ই) কাছে

এই সে মণ্ডপ পবিত্র আলয়
(দশভূজা-পূজা কত সেথা হয়)

গীত-বাস্তুশালা সম্মুখে তায় ।

সেই আটচালা নীচেই অঙ্গন,
ইষ্টক-মুক্তিকা-প্রাচীরে বেটন,

বোধনের বিল পরশে যায় ॥

হেরে যেন সব চারিদিক্‌ময়,
প্রাণভরা স্থখে ভরিল হৃদয়

আবার যেন বা আসিল ফিরে ।

শৈশব কৈশোর সুপের যৌবন,

বাল্য-সখা-সখী বৃদ্ধ গুরুজন,

আবার যেমন চৌদিকে ঘিরে ॥

কত পুরাতন কথোপকথন,

হাস্ত-পরিহাস সঙ্গীত-বাদন,

মানসের চক্ষে দেখিতে পাষ্ট ।

পুনঃ যেন খেলি সঙ্গিগণে মেলি,

মাঠে ঘাটে ছুটি ক'রে জলকেলি,

কালাকাল তার বিচার নাই ॥

কখন যেন বা ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর,

আতপ-উত্তপ্ত কিরি নিজপুর,

জননী-নিকটে ছুটিয়া ঘাই

কখন (৩) যেন মার কোলে শুয়ে,

জড়সড় হয়ে আঁধারের ভয়ে,

আঁচলে ঢাকিয়া বদন লুকাই ॥

কতদিন (ই) হয় সে মায়ের মুখ,
হেরি নাই চক্ষে—দিয়া চির-দুখ,

কাল মেছে মুছে সে আনন্দ-ছবি ;

কত সুখ কথা হইল স্বরণ,
আনন্দময়ীর হেরে সে বদন,

অঙ্ককারে যেন উদিল রবি ;

কতই এ হেন স্মৃতির লহরী,
উঠিতে লাগিল প্রাণ-মন ভরি,

ভূতল আকাশ যে দিক হেরি .

পুনঃ এল সেই নবীন যৌবন

পুনঃ সে ছুটিল মলয়-পবন,

কামিনী-কুসুমে পুনঃ শিহরি ;

ইন্দ্রিয়-উত্তাপে উন্নতির আশা,

ধন-বশ-লোভে বিজয়-পিপাসা,

আবার যেমন প্রাণে জ্বলাই

বাহার আদরে বালা সুখে যায়,

যৌবন-আরম্ভে হারাম্বে যাহার,

কবিতা-সুখার আশ্বাস পাই ;

কতই আগেব সুখ ভালবাসা,

কতই আকাঙ্ক্ষা কতরূপ আশা,

ফুটে উঠে প্রাণে যে দিকে চাই .

কখন একত্রে কত একে একে,

অনিমেস চক্ষু আনন্দ-পুলকে,

হৃদয়-মুকুরে হেরি সদাই ;

আগেকার মত যেন হেরি সব,

আগেকারি মত পশু-পক্ষি-রব,

আগেকারি মত করি শ্রবণ ।

জুড়াতে পরাণ ইহার সমান,

নাহি কিছু আর, নাহি কোন স্থান,

চিরতৃপ্তিকর মধুর এমন ।

মহামহিময় হয় যদি স্থান,
 দাক্ষণ উত্তাপে জলে যায় প্রাণ,
 তবুও সে দেশ স্বদেশ যার ।
 তাহার নয়নে তেমন স্মরণ,
 মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর,
 নাহিক ভূতলে কোথাও আর ॥
 কে আছে এমন মানব-সমাজে,
 হৃদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
 বহুদিন পরে হেরি স্বদেশ ।
 না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে,
 প্রেমভক্তি-মোহ-অনুরাগভরে,
 এষ্ট জন্মভূমি আমার দেশ ॥
 তুমি বঙ্গমাতা এত হীন-প্রাণা,
 এত বে মলিনা এত দীন-হীনা,
 তোমার (ও) সন্তান স্বদেশে ফিরে ।
 তরে তব মুখ মনে ভাবে সুখ,
 প্রাণের আবেগে হইয়া সোৎসুক,
 নিজ জন্মদেশে আনন্দে হেরে ॥
 হে জগৎপতি এ দাস-মিনতি,
 রেখ এষ্ট দয়া বঙ্গমাতা প্রতি,
 বঙ্গবাসী হেন কখনও কেহ ।
 যেখানেই থাক যেখানেই যাক,
 যতই সম্মান যেখানেই পাক,
 না ভুলে স্বদেশ-ভক্তি-স্নেহ ॥

জন্মভূমি

(বীরবাহুর উক্তি)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাগো ওমা জন্মভূমি !
আরো কত কাল ভূমি,
এ দশমে পরাধীনা হয়ে কাল বাপিবে ।
পাষণ্ড যবনদল
এল আর কত কাল,
নির্দয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে ॥
কতই ঘুমাবে মাগো,
জাগো গো মা জাগো জাগো,
কৈদে সারঃ হৃদয় দেথ কত্যা পুত্র সকলে ।
পুলায় পুসর কাষ,
ভূমি গড়াগড়ি ঘাষ,
একবার কোলে কর, ডাকি গো মা, মা বলে ॥
কাতার জননী হয়ে,
কারে আজ কোলে লয়ে,
স্বাধ স্বতে মেলে মেলে কার স্বতে পালিছ ॥
কারে দুহু কর দান,
ও নহে তব সম্মান,
দুহু দিয়ে গৃহমাঝে কালসর্প পুষ্টিছ ।
মোরে দিলে বনবাস,
প্রিয়ে আছে কার পাশ,
হায় কত পীড়া পাত ॥ হৃদযাণ্ড-বদনে !
কোথা বসো কোথা যাও,
কিবা পর কিবা থাক,
হায় পুনঃ কতদিনে জুড়াইব নয়নে ॥

(বীরবাহু কাব্য, ১৮৩৪)

বাধি-বন্ধন

(কলিকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কি আনন্দ আজ ভারত-ভূবনে—

ভারতজননী জাগিল !

আহা কি মধুর নবীন সূহাসি

মায়ের অধরে রয়েছে প্রকাশি,

যেন বা প্রভাতী কিরণের রাশি

উষার কপোলে জ্বলিল !

মরি কি সূষমা ফুটেছে বদনে,

কিবা জ্যোতি জ্বলে উজ্জল নয়নে,

কি আনন্দে দিক পূরিল !—

ভারতজননী জাগিল !

পূর্বব বাঙ্গালা, মগধ, বিহার,

দেবাইসুমাইল, হিমাশ্রির ধার,

করাচি, মাদ্রাজ, সহর বোম্বাই,

সুরাটী, গুজরাটী, মহারাষ্টা ভাই,

চৌদ্দিকে মায়েরে ঘেরিল ;

প্রেম-আলিঙ্গনে করে বাধি কর,

খুলে দেছে হৃদি—হৃদি পরস্পর,

এক প্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর

মুখে জয়ধ্বনি করিল ।

প্রণয়-বিহ্বলে ধরে গলে গলে

গাহিল সকলে মধুর কাকলে

গাহিল—“বন্দে মাতরং,

সুজলাং সূফলাং মলয়জশীতলাঃ

শশ-শ্রামলাং মাতরং ।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-স্বামিনীঃ

ফুল্ল-কুম্বিত-ক্রমদল-শোভিনীঃ

সুহাসিনীঃ সুমধুর-ভাষিণীঃ

সুখদাং বরদাং মাতরং ।

বহুবলধারিণীং নমামি ভারিণীং

রিপুদলবারিণীং মাতরং ।”

উঠিল সে ধ্বনি নগরে নগরে

তীর্থ দেবালয় পূর্ণ অয়স্বরে

ভারত-জগত মাতিল ।

আনন্দ-উচ্ছ্বাস ফুটেছে বদনে

মায়েরে বসায় হৃদি-সিংহাসনে,

চরণযুগল ধরি জনে জনে

একতার হার পরিল,—

পূর্বব বাঙ্গালা, অউদ, বিহার,

দর কচ্ছ দেশ, হিমালয়ের ধার,

তৈলঙ্গ, মাদ্রাজ, সহর বোম্বাই,

সুরাটী, গুজরাটী, মহারাষ্টা ভাই,

মা বলে ভারতে ডাকিল ।

যোগিন্দ্রা শেষ জননীর তায়,

হাসি মুক্ত হাস নগন মেলায়,

নবীন কিরীট নব শোভায়

যেন জ্যোৎস্নারশি ভাঙিল

ভারতজননী জাগিল ।

গাও রে যমুনে, ভাসায় পুলিনে,

গাও ভাগীরথী ডাকি ঘনে ঘনে,

সিক্ক গোদাবরী গোমতীর সনে

ভুবন জাগায়ে গা—

“যোগিন্দ্রা শেষ আজি ভারতের

ভারত-জননী জাগে রে !”

আর নহে আজ ভারত অসাড়,
ভারত-সম্মান নহে শুষ্ক-হাড়,
জ্রাবিড় পঞ্জাব অউধ বিহার

এক ডোরে আজ মিলিল ;

ধ'রে গলে গলে আনন্দে বিহ্বল
চাহিছে মাঘের বদন-মণ্ডল,
দেখ'রে মুহূর্তে ভারত-কঙ্কাল

জীবনের শ্রোতে ভরিল ।

আজি শুভক্ষণে ভারত-উত্থান,
এ দেউটি কতু হবে কি নির্বাণ ?
হে ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান

হের চুপ-নিশি পোহাল ।

শত হৃদি বাঁধা একই লহরে
পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ সাগরে

ত্রিমুগিরি আজি মিলিল ;—

ভারতজননী জাগিল ।

দেখ'রে কি বা সে উজ্জল নয়ন
উৎসাহ-ভাসিত মানব ক'জন
দৈববাণী যেন করিয়ে শ্রবণ

জীবনের ব্রতে নামিল ।

জয় জয় জয় বল রে সবাঁই—

পূর্ববী পঞ্জাবী আজি ভাট ভাট—

সম তযানলে আশাপথে চাট—

একতার হার পরিল,—

ধনু রে 'বুটন' ধনু শিক্ষা তোর,
নুগ-নুগাস্তের অমানিশি ঘোর
তোরি শুনে আজ হ'ল উন্মোচন,
তোরি শুনে আজ ভারত-কুবন

এ সখ্য-বন্ধনে বাঁধিল ।

হবে কি সেদিন হবে কিরে ফিরে
বিশ কোটা প্রাণী জাগি ধীরে ধীরে
হয়ে এক প্রাণ, ধ'রে এক তান

ভারতে আপনা চিনিবে ;
বুঝিবে সবাই হৃদয়-বেদনা

ভারত-সম্মান জানিয়ে আপনা,
চিনিবে স্বজাতি—স্বজাতি-কামনা,

আপনার পর জানিবে !

আর কেন ভয়—হের তেজ্জোময়
ভারত-আকাশে নব সূর্যোদয়

নবীন কিরণ ঢালিল,

ভারতের চির ঘোর অমানিশি

তরুণ কিরণে ডুবিল !

গাও রে যমুনে ছ'ডায়ে পুলিনে

গাও ভাগীরথী ডাকি স্বনে স্বনে

গাও রে যামিনী পোতাল !

সবে ব'ল জয় ভারতের জয়

ভারতজননী জাগিল ।

যোগনিদ্রা শেষ দেখে জননীর

কে নহে বে আজ বোম্বাঙ্ক-শরীর,

কার না নয়ন তিত্তে রে ?

সহস্র বৎসর গোলামের হাল,

ভারতের পথে এত যে জঞ্জাল,

আজি তার ফল ফলে রে !

জীবন সার্থক আজি রে আমার

এ 'রাখি'-বন্ধন ভারত মাঝার

দেখিছু নমনে—দেখিছু রে আজ

অভেদ ভারত চিব-মনোরথ

পুরাবার তরে চলিল ।—

উনবিংশ শতকের গৌতিকাভিত্তিক সংকলন

বে নীরদ উঠি 'রীপন'-মিলনে
 শুক তরু-ডালে সলিল-সিঞ্ঝনে
 আশার অক্ষুর তুলিল পরাণে
 সে আশা আজি রে ফুটিল !

জয় ভারতের জয়
 গাও সবে আজ প্রমত্ত-হৃদয়
 ভারতজননী জাগিল !

(১৮৮৩)

ভারত-বিলাপ

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাঙ্গ অস্ত গেল, গোদুলি আইল,
 রবি-কর-জাল আকাশে উঠিল,
 মেঘ হতে মেঘে খেলিতে লাগিল,
 গগন শোভিল কিরণজালে ;—
 কোথা বা সুন্দর ঘন-কলেবর
 সিন্দূরে লেপিয়া রাখে ধরে ধরে,
 কোথা ঝিকি ঝিকি হীরার কালর
 যেন বা সুল্লাহ গগন-ভালে :

সোণার বরণ মাগিয়া কোপায়
 জলধর জলে, নহন জুড়ায়,
 আবার কোপায় তুলারশি-প্রায়
 শোভে রাশি রাশি মেঘের মালা ।

হেনকালে একা গিয়ে গঙ্গাতীরে
 হেরি ননোহর সে তট উপরে
 রাজধানী এক, নব শোভা ধরে
 রয়েছে কিরণে হয়ে উজলা ।

দ্বিতালা জিতালা চৌতলা ভবন

স্বন্দর স্বন্দর বিচিত্র গঠন

গোধূলি রাগেতে রঞ্জিত কায় ।

অদূরে দুর্জয় দুর্গ গড়খাই,

প্রকাণ্ড-মুরতি, জাগিছে সদাই,

বিপক্ষ পশিবে হেন স্থান নাই :

চরণ প্রক্ষালি জাহুবী ধায় ।

গড়ের সমীপে আনন্দ-উজান,

যতনে রক্ষিত অতি রম্যস্থান,

প্রদোষে প্রত্যাহ হয় বাণীগান,

শমন, শ্রবণ, তরু জুড়ায় ।

জাহুবী-সলিলে এদিকে আবার

দেখ জনমান কাতারে কাতাব

ভাসে দিবানিশি—গুণবৃক্ষ হার

শালবৃক্ষ ছাপি ধ্বজা উড়ায় :

ওহে বঙ্গবাসি, জান কি তোমরা

অলকা জিনিয়া হেন মনোহরা

কার রাজধানী, কি জাতি ইহারা,—

এ স্থখ সৌভাগ্য ভোগে ধরায় ?

নাহি যদি জান, এস এইখানে,

চলেছে দেখিবে বিচিত্র বিমানে

রাজপুরুষেরা বিবিধ বিধানে—

গরবে মেদিনী ঠেকে না পায় ।

অদূরে বাজিছে “রুল ব্রিটানিয়া”

শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া

চলেছে দাপটে ব্রিটনবাসী

ইন্ডের ইন্দ্র আছে কোথায় ?

হায়রে কশাল, ওদেরি মতন
 আমরাও কেন করিতে গমন
 না পারি সত্তেজে—বলিতে আপন
 যে দেশে জনম, যে দেশে বাস ?

ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই,
 গোরাক দেখিলে ভূতলে লুটাই,
 ফুটিয়া ফুকারি বলিতে না পাই—

এমনি সমাই হৃদয়ে জ্বাস !

কি হবে বিলাপ করিলে এখন,
 স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন
 মনের মাহাত্ম্য হইছে নিধন,
 তখনি সে সাধ গিয়েছে যুচে ।

সাজে না এখন অভিলাষ করা,
 আমাদের কাজ শুধু পায়ে ধরা,
 মস্তকে ধরিয়া দাসত্বের ভরা
 ছুটিকে হইবে ওদেরি পাঁছে ।

হাড় বস্ত্রধরা, তোমার কপালে
 এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে
 বিদেশীর পদে জীবন গৌয়ালে,
 পুরাত্তে নারিলে মনের আশা ।

রূপে অল্পপম নিখিল ধরায়
 করিয়া বিধাতা সৃষ্টিলা তোমায়,
 দিলা সাক্ষাইয়া অতুল ভ্রমায়—
 তোর কিনা আন্ধি এ হেন দশা

হায় রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
 হেন অলঙ্কার ; কেন না গঠিলি
 নরকভূমি করে,—অরণ্যে রাখিলি,
 এ হেন যাতনা হতো না তার ।

তাহ'লে এখানে করিত না গতি
পাঠান, নোগল, পারশু ভূমতি,
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি,
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায় !

এই যে দেপিছ পুরা মনোহর,
শতশুণ আরো শোভিত সুন্দর,
এই ভাগীরথী ক'রে ধব ধব
ধাইত তখন কতই সাধে !

গাইত তখন কতই স্বস্বরে
এই সব পাখী তরু শোভা ক'রে
কতই কুসুম পরিমল-ভরে
ফুটিয়া থাকিত কত আফ্লাদে ॥

আগেকার মত উঠিত তখন,
আগেকার মত চাঁদের কিরণ
ভাসিত গগনে—গ্রহ-ভারাগণ
ঘুরিত আনন্দে ধরিয়া ধরা ।

যখন ভারতে অমৃতের কণা
হতো বরিষণ, বাজাইত বীণা
ব্যাস, বান্দ্রীকি,—বিপুল বাসনা
ভারত-হৃদয়ে আছিল ভরা ॥

যখন ক্ষত্রিয় অতীত সাহসে
ধাইত সমরে মাতি বীররসে,
হিমালয়চূড়া গগন পরশে
গায়িত যখন ভারত-নাম :

ভারতবাসীরা প্রতি ঘরে ঘরে
গায়িত যখন স্বাধীন অস্তরে
স্বদেশ-মহিমা পুস্কিত-স্বরে,—
জগতে ভারত অভুল ধাম ॥

ধস্ত্র ত্রিটানিয়া ধস্ত্র তোর বল,
 এ হেন ভূভাগ ক'রে করতল,
 রাজত্ব করিছ হৃদিতে কেবল—
 তোমার ভেঙের নাহি উপমা :

এখন কি কর হয়েছি তোমার
 মনের বাসনা কি কহিব আর ?
 এই ভিক্ষা চাই ক'রো গো বিচার
 অধর্ব দাসেরে ক'রো গো ক্ষমা ॥

দেখ্ চেয়ে দেখ্ প্রাচীন বয়েসে
 তোর পদতলে পড়িয়ে কি বেশে
 কান্নিছে সে ভূমি, পূজিত যে দেশে
 কত জনপদ গাহি মহিমা ।

আগে ছিল রাণী ধরা রাজধানী,
 স্বরণে যেন গো থাকে সে কাহিনী,
 এবে সে কি করী হয়েছে দুঃখিনী
 বলিয়ে দস্ত্র ক'রো না গরিমা ॥

তোমারো ত বৃকে কত শত বার
 রিপু-পদাঘাত করেছে প্রহার,
 কালেতে না জানি কি হবে আমার—
 এট কথা সদা করিও ধ্যান ।

ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর,
 নাহলে স্তনিতে এ বীণা-ঝঙ্কার,
 ব্যক্তিত পরঞ্জে—উখলি আবার
 উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ ॥

ভারত-সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

“আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি ,

দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী

কিবা স্ফুস্কিত, কিবা কুতূহলী,

বিবিধ মানবজাতিরে লয়ে ।

“মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,

প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,

বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,

দেখ হে ধাইছে অকুতোভয়ে ।—

“হোথা আমেরিকা নব অভ্যুদয়,

পৃথিবী গ্রাসিতে করিছে আশয়,

হয়েছে অশৈথিল্য নিজ বীৰ্যবলে,

ছাড়ে হৃৎকার, ভূমণ্ডল টলে,

যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে

নূতন করিয়া গড়িতে চায় ।

“মধ্যস্থলে হেথা আজন্মপূজিতা

চিরবীৰ্যবতী, বীর-প্রসবিতা,

অনন্ত-যৌবনা যুনানীমণ্ডলী,

মহিমা-ছটাতে জগৎ উজ্জলি,

সাগর-হেঁচিয়া, মরু গিরি দলি,

কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায় ॥

“আরব্য, মিশর, পারস্ত, তুরকী,

তাতার, তিব্বত—অস্ত্র কব কি ?

চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,

তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,

দাসত্ব করিতে, করে হেয়জ্ঞান,

ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ।

“বাজ্ রে শিখা, বাজ্ এই যবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,

ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয় ।”

এই কথা বলি মুখে শিখা তুলি
শিখরে দাঁড়িয়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিয়ে বিজলী

গায়িতে লাগিল জনৈক যুবা ।

আয়ত লোচন, উন্নত ললাট,
সুগৌরাক তনু, সন্ন্যাসীর ঠাট,
শিখরে দাঁড়িয়ে গায়ে নামাবলী,
নয়ন-জ্যোতিতে হানিল বিজলী,

বদনে ভাঙিল অতুল আঁচ' ।—

নির্নাদিল শৃঙ্গ করিয়া উচ্ছ্বাস,
“বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারতভূমি যবনের দাস ?

রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বঁধা !

“আধাবর্ত-জয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?
জন কত শুধু গ্রহণী পাহারা,

দেখিয়া নয়নে লেগেছে বঁধা ?

“ধিক্ হিন্দুকুলে ! বীরধর্ম তুলে,
স্বাস্থ্য-অভিমান ডুবিয়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু-করতলে,

সোণার ভারত করিতে ডার !

“হীনদীর্ঘ সম হয়ে কৃতাজলি,
মস্তকে দরিতে বৈরি-পদধূলি,
জাদে দেপ ধায় মহাকুতূহলী,

ভারতনিবাসী যত কুলাঙ্গার ।

“এসেছিল যবে আযাবর্তভূমে,
 দিক্ অঙ্ককার করি তেজোধূমে,
 রণ-রত্ন-মস্ত পূর্ব-পিতৃগণ,
 যখন তাহারা করেছিল রণ,
 করেছিল জয় পঞ্চনদগণ,
 তখন তাঁহারা ক’জন ছিল ?

“আবার যখন জাহুবীরকুলে
 এসেছিল তাঁরা জয়ডঙ্কা তুলে,
 যমুনা, কাবেবী, নর্মদা পুলিনে,
 দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, দাক্ষিণাত্যবনে ;
 অসংখ্য বিপক্ষ পরাজয়ি রূপে,
 তখন তাঁহারা ক’জন ছিল ?

“এখন তোরা দেখ শত কোটি তার,
 স্বদেশ-উদ্ধার করা কোন্ ছার,
 পারিস্ শাসিতে হাসিতে হাসিতে,
 স্ত্রমের অবশি কুমেরু হইতে,
 বিজয়ী পতাকা ধরায় তুলিতে,
 বারেক জাগিয়া করিলে পণ ।

“তবে ভিন্ন জাতি শত্রু-পদতলে
 কেন রে পড়িয়া থাকিস্ সকলে ?
 কেন না ছিড়িয়া বন্ধন-শৃঙ্খলে,
 স্বাধীন হইতে করিস্ মন ?

অই দেখ সেই মাথার উপরে,
 রবি, শশী, তা’বা, দিন দিন ঘোরে,
 ঘুরিতে যেরূপে দিক্ শোভা করে
 ভারত যখন স্বাধীন ছিল !

“সেই আযাবর্ত এখন (ও) বিস্তৃত,
 সেই বিজয়গিরি এখন (ও) উন্নত,
 সেই ভাগীরথী এখন (ও) ধাবিত,
 পুরাকালে তারা যেরূপ ছিল ।

“কোথা সে উজ্জল হতাশন-সম

হিন্দু বীর দর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম,

কাঁপিত বাহাতে স্থাবর অঙ্গম,

গাঙ্গার অবধি জলধি-সীমা ?

“সকলি ত আছে, সে সাহস কই ?

সে গম্ভীর জ্ঞান, নিপুণতা কই ?

প্রবল তরঙ্গ সে উন্নতি কই ?

কোথারে আজি সে জাতি-মহিমা !

“হয়েছে স্বাশান এ ভারতভূমি !

কারে উটেকঃস্বরে ডাকিতেছি আমি ?

গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি !—

আর কি ভারত সজীব আছে ?

সজীব থাকিলে এখনি উঠিত,

বীর-পদ-ভরে মেদিনী তুলিত,

ভারতের নিশি প্রভাত হইত,

হায় রে সেদিন ঘুচিয়া গেছে !”

এই কথা বলি অশ্রুবিহীন ফেলি,

ক্ষণমাত্র যুবা শূন্যনাদ তুলি,

পুনর্বীর শূন্য মুখে নিল তুলি,

গর্জিয়া উঠিল গম্ভীর স্বরে—

“এখন (৯) জাগিয়া উঠরে সবে,

এখন (১০) সৌভাগ্য উদয় হবে,

রনি-কর-সম বিগুণ প্রভাবে,

ভারতের মুখ উজ্জল ক’রে ।

“একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,

কৃত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূন্য মিলে,

করি দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে

তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা ,

“জপ, তপ, আর যোগ-আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চনা,
এ সকলে এবে কিছুই হবে না,
তুণীর কৃপানে করু রে পূজা !

“যাও সিন্দূরীয়ে, ভূদর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন ক’রে,
বায়ু, উদ্ধাপাত, বজ্রশিখা ধরে’
স্বকার্ষ-সাধনে প্রবৃত্ত হও !

“তবে সে পারিবে বিপক্ষে নাশিতে,
প্রতিদ্বন্দ্বী সহ সমকক্ষ হতে,
স্বাধীনতারূপ রতনে মণ্ডিতে,
যে শিরে এক্ষণে পাদুকা বসে

“ছিল বটে আগে তপস্তার বলে
কার্ষসিন্ধি হ’ত এ মহীমণ্ডলে,
আপনি আদিয়া তস্ত-রণস্থলে,
• সংগ্রাম করিত অমরগণ

“এখন সেদিন না হ’ক রে আর,
দেব-আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না,—হবে না—খোল্ তরবার :
এ সব দৈত্য নহে তেমন ,

“অস্ত্র-পরাক্রমে হও বিশারদ,
রণ-রঙ্গ-রসে হওরে উন্নদ,—
তবে সে বাঁচিবে, ঘুঁচিবে বিপদ,
জগতে যত্বপি থাকিতে চাও :

“কিসের লাগিয়া হলি দিশেহারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বহুধর,
জ্ঞান-বুদ্ধিজ্যোতি: তেমতি প্রথরা,
তবে কেন ভূমে পড়ে লুটীও ?

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

“ওই দেখ সেই মাথার উপরে,
 রবি, শশী, তারা দিন দিন ঘোরে,
 ঘূরিত ঘেঁরুপে দিক্ শোভা করে,
 ভারত যখন স্বাধীন ছিল ;
 সেই আর্ধাবৃত এখন (ও) বিস্তৃত,
 সেই বিদ্যাচল এখন (ও) উন্নত,
 সে জাহ্নবী-বারি এখন (ও) ধাবিত,
 কেন সে মহত্ব হবে না উজ্জল ?

বাজ্রের শিক্কা বাজ্র্ এই রবে,
 তুনিয়া ভারতে গাণ্ডক সবে,
 সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
 সবাই জাগ্রত মানের গোরবে,
 ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে ?”

(কবিতাবলী, ১৮৮০ ।)

মাতৃ-স্মৃতি

(নির্বাচিতাংশ)

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার

১

জনন, পালন, পুন শোধন, ত্যাগ,

জননী এ সকল কারণ ;—

যার প্রেম-সিন্ধু পরে, মায়ায় তরঙ্গ সবে,

বিশ্ব-বিশ্ব বিহরে জৌলায় !

প্রসাদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

২

না জন্মিতে আমি, মম মঙ্গল-কামনা !—
 হেন প্রেম ধরে কোন্ জনা ?
 পেতে হৃত স্নলক্ষণ, কত ব্রত-আচরণ,
 কত বা মনন দেবতায় !
 প্রসাদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১১

বিরলে বসিয়া করি যখন চিন্তন,
 সিক্কুজলে তরঙ্গ যেমন,—
 হৃদে তব স্নেহ কথা, একে একে উঠে তথা,
 যত স্মরি তবু না ফুরায় !
 প্রসাদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

১৭

• বিলোকন তব রূপ হয় কল্পনায়,—
 বহু-বেদী, বাসি তুমি তায়,
 বিস্তৃত প্রেমের ছবি, অনল, তরুণ রবি,
 রক্ত-বাসে বিজড়িত কাষ !
 প্রসাদ, প্রসন্ন-মনা জননী আমায় !

(মহিলা, ১৮৮০)

গাও ভারতের জয়

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলে সব ভারত সন্তান,

একতান মন-প্রাণ,

গাও ভারতের যশোগান ।

ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?

কোন্ অত্রি অভভেন্দী হিমাত্রি সমান ?

কলবতী বহুমতী, স্রোতস্বতী পুণাবতী,

শত-ধনি কত মণি-রত্নের নিধান !

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয় ।

কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয় !

রূপবতী শাধ্বীসতী, ভারত-ললনা,

কোপা দিবে তাদের তুলনা ?

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি ।

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামনিগণ,

বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,

বান্দ্যকি বেদব্যাস চবভূতি কালিদাস,

কবিকুল ভারত-ভূষণ ।

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি ।

বীর-যোনি এই ভূমি বীরের জননী ;

অধীনতা আনিল রজনী,

স্বগতীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি হবে চির,

দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি !

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি ।

ভীষ্ম যোগ ভীমাজুর্ন নাহি কি অরণ,
পৃথুরাজ আদি বীরগণ !

ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধূমকেতু,
আর্জবন্ধু হুষ্টির দমন ।

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় ইত্যাদি ।

কেন ভয়, ভীক, কর সাশস আশ্রয়,
যতোধর্মন্ততো জয় !

ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল
মায়ের মূপ উজ্জল হইবে নিশ্চয় ।

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, ইত্যাদি ।

(১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলে হিন্দুমেলায়
দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে গীত হয়)

ভারত-ললনা

স্বাক্ষরকারী গঙ্গোপাধ্যায়

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না ।
অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি,
হও বীরজায়া, বীর-প্রসবিনী ।
শুনাও সম্বন্ধে, শুনাও তথনি,
বীর-প্রপণাথ্য, বিক্রম-কাহিনী,
শুভ্রহস্ত যবে পিয়াও জননী ।
বীরগবে তার, নাচুক ধমনী,
তোরা না করিলে এ মহাসাধনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না

বঙ্গনারী

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কি পাপে পাঠালে বিধি করে বঙ্গনারী ।
প্রকৃতিরঞ্জিত ছবি জন-মনোহারী ॥
জলে স্থলে শূন্যে একা, স্বরূপ লাভণ্যমাধা,
এ পোড়া নয়ন আছে দেখিতে না পারি ।
পিঞ্জরের পাখীসম, দিবানিশি অষ্ট যাম,
ঘুরে ফিরে এক ঠাঁই, বার বার তা নেহারি ।
সেই বাড়ী সেই ঘর, সেই দ্বার নিরন্তর,
দেখে দেখে ক্রান্ত অঁখি আর 'ন' দেখিতে নারি ।
এ চক্ষের কি এই ফল, দিবানিশি অশ্রুজল,
বহিছে অজস্রধারে, যেন নিঝরের বারি ।
মোরে অঙ্ককারে রাখ, প্রকৃতির রূপ ঢাক,
তামসী নিশার সম ঘোর অঁখার প্রসারি ॥

(জাতীয় সঙ্গীত, ১৮৭৬)

ভারতমাতা

রাজকুমার ঘোষ

“গ্নান মুখচন্দ্র ভারতি তোমারি,
হেরি দিবানিশি করে নেত্রবারি,
নিয়ত যে কাম্বি, বরষিত শান্তি,
আজি তা কেমনে এমন নেহারি ;
দুখ-পারাবারে, নিরখি তোমারে,
হৃদয়ে ধৈর্য ধরিতে না পারি ।”

মধুর বচন করিয়া শ্রবণ
চকিতা তুখিনী ফিরায় নয়ন
অমৃত ভাষিণী তরুণী পানে ;
অদৃষ্টের ফের, হায়, দৃষ্টিহারী
পূর্বতেজস্বিনী নয়নের তারা ;
কিছু না হইল জ্ঞানের উদয় ;
পুনঃ কমলিনী ভাষ স্খাময়
বর্ষিলা মধুর মধুর ভানে ।

“দেখ গো ভারতি তোমাবি সন্তান
দুমায়ে রয়েছ সবে হতজ্ঞান ;
বলবীয়শীল, অন্ন বিনা ক্ষীণ,
দেখিয়া চর্দশা, বিদরয়ে শ্রাণ ;
হেরিতে না পারি এ দশা তোমার,
দেশের স্বথের মুখে দিয়া ছার,
হইয়া অপাব জননিধি পার,
চলিলাম আজি হাজি এই স্থান ।”

তুখিনী আবার চাহিলা চকিতে,
কিস্তি সংজ্ঞা তাহে না হইল চিত্তে
দেখিয়া চপলা অদৃশ হইল ;
অমনি আলোকমালিকা নিভিল ।

কতক্ষণ পরে আর্ডনাদ করি
উঠিলা তুখিনী, যেন চোরে হরি
লয়ে গেছে তাঁর মাথার মণি ;
সন্তানগণেরে চান জাগাইতে
আলস্ত্রে কেহই না চাহে উঠিলে,
যে জাগে সে পুনঃ দায় ঘুমাইতে,
করেন জননী রোদনধ্বনি ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

অবশেষে জাগি উঠিল সকলে,
 “কি খাব মা, খাব” স্মৃধাভরে বলে,
 কহেন জননী “কি বলিব, হায়,
 গিয়াছেন লক্ষ্মী ছাড়িয়া আমায় ;
 অন্ন আর কোথা পাইব এবে ;
 কমলা এখন সাগরের পারে,
 বিরাজেন মহারাণীর আকারে,
 অন্ন কর বাছা তাঁহায় সেবে।”

“কয় মহারাণী জয় জয় জয়,
 বিপদ-সময় দেহ মা আশ্রয়”,
 হৃদয় ভরিয়া, উৎসাহ করিয়া,
 কছিল কাতরে তনুচয়।

হেনকালে দ্বৈতকাম্বু মহাবীর,
 জলদায়ি কোপে কাম্পিতশরীর,
 বিদ্রোহী বলিয়া, ভয়সিন্দু গঞ্জিয়া,
 পদাঘাত করে, নিষ্ঠুর অস্তুরে,
 স্বস্থানগণের গায়।

বেগিয়া চাণ্ডিনী জাতিগতভূমি,
 বলে “অহে বিধি, কোথা আছ তুমি ?
 ছাড়িলেন লক্ষ্মী আমায় যে কালে,
 কেন না গেলাম ডুবিয়া পাতালে ?
 কোথায় চরিশ, কোথায় গিরিশ,
 কোথা ফেলি গেলি মায়।”

কবিতামালা)

শূন্য কোটা

রাজকৃষ্ণ রায়

১

একদা বিরক্ত হ'য়ে জন-কোলাহলে
চলিলাম শান্তি-লাভে বিজ্ঞন কাননে ;
নিবিড় পাদপশ্রেণী, দৃষ্টি নাহি চলে ;
বসিলাম স্থির হ'য়ে চিন্তাময় মনে ।
ব'সে আছি ; অকস্মাৎ করিলাম দৃষ্টিপাত
পিছনে—অনতিদূরে পড়িল নয়নে
একটি সূচাক কোটা বিজ্ঞন কাননে ।

২

নিরঞ্জন বনে কোটা ! বিচিত্র ব্যাপার !
কুতূহলী হ'য়ে সেটি কুড়ায়ে নিলাম ।
খুলিলাম 'ভাড়াভাড়ি, ভিতরে তাহার
কি আছে, দেখিতে আশা, শেষে দেখিলাম
কিছু নাই—শূন্যময় ; কিন্তু হেন বোধ হয়,
আছিল রতন তা'য় দেখি' জানিলাম,
যেহেতু রতন-চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম ।

৩

নারকী কলুষী চোরে করিয়া হরণ
এ কোটারে, আনি' এই অটবী মাঝার,
আত্মসাৎ করিয়াছে কোটার রতন,
খালি কোটা ফেলে গেছে আঁটিয়া আবার ।
বিবিধ রঞ্জনে আঁকা কোটা এবে ধূলিমাখা,
রতন হারায়ে যেন মলিন-আকার ;
বাসী ফুল ফুল যথা পল্লব মাঝার ।

নিরখি' কোটায়, মনে হইল উদয়
 ভারতভূমির দশা, দুখের কাহিনী!—
 স্বাধীনতা-রত্ন-হার। এবে শূন্যময়—
 ভারত এ কোটা সহ অদৃষ্টভাগিনী !
 চিত হ'ল ব্যাকুলিত, নানা চিন্তা সম্বাদিত
 হইল মানসে ; হায়, দুখের কাহিনী!—
 ভারত এ কোটা সহ অদৃষ্টভাগিনী !
 (অবসর-সরোজিনী)

ওঠ, জাগ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দান্ত যবনগণ
 গৃহ দেখ করেছে প্রবেশ।
 হও সবে এক প্রাণ মাতৃভূমি-কর ভ্রাণ,
 শক্রদলে করহ নিঃশেষ ॥
 এত স্পন্দা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের,
 অন্যায়সে করিবে হরণ।
 তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারতভূমি,
 পুরুষ নাহিক একজন ?
 'বীর-বোনি এই ছুনি, যত বাঘের জননী',
 না জানে এ কথা তারা অবোধ যবন।
 দাগ শিক্ষা সমুচিত দেখুক বিক্রম ॥
 স্বদেশ-উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে,
 দিক সেই কাপুরুষে শত দিক তারে,
 পচুক সে চিরকাল দাসত্ব-আধারে।
 স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে,
 যে ধরে এমন প্রাণ দিক বলি তারে ॥

স্বয়ং যাক্ প্রাণ যাক্, স্বাধীনতা বেঁচে থাক্
 বেঁচে থাক্ চিরকাল দেশের গৌরব ।
 বিলম্ব নাহিক্ আর, খোল সবে তলোয়ার,
 ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব ॥

(পূর্ববিক্রম, ১৮৭৪)

চল্ রে চল্ সবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

চল্ রে চল্ সবে ভারত-সম্ভ্রান
 মাতৃভূমি করে আধ্বান !
 বীর-দপে পৌরুষ-গর্বে
 সৃষ্টি রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ !
 পুত্র ভিন্ন মাতৃ-দৈহ্য
 কে করে মোচন ?
 উঠ, জাগো, সবে বল—মা গো !
 তব পদে সঁপিছু পরাণ ।
 এক তস্তে কর তপ,
 এক মস্তে জপ্ ;
 শিক্ষা দীক্ষা লক্ষ্য মোর এক,
 এক সুরে গাও সবে গান ।
 দেশ-দেশান্তে যাও রে আনুতে
 নব নব জ্ঞান
 নব ভাবে, নবোৎসাহে মাতো
 উঠাও রে নবতর তান ।

লোক-রঞ্জন লোক-গঞ্জন
 না করি দৃকপাত
 যাহা শুভ, যাহা ঋব, স্নায়
 তাহাতে জীবন কর দান ।
 দলামলি সব ভুলি
 হিন্দু-মুসলমান ;
 এক পথে এক সাথে চল
 উড়াইয়ে একতা-নিশান ।

(বাণাবাদিনী, ১৮৯৮)

সরস্বতী-পূজা

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

কবি-কুণ্ডবনে তুলিতে কুণ্ডম
 কে যাবি রে সাথে আম,
 যদি ছুড়াবি তাপিত প্রাণ ;
 শোক, তাপ, ছরা, যন্ত্রণা তথা
 অনায়াসে ভূলা যায় ;
 ভবে সেই দাত্ত স্তম্ভ-স্থান !

২

দেবতা-বাহিত ত্রিদিব আলয়
 কতই বা শোভা ধ'রে ?
 সে'ত কপোলকলিত কথা ।
 কবি-হৃদ-কুণ্ড অকলিত স্বর্ণ
 দেখগে অবনী 'পরে,
 আহা, সকলি সুন্দর তথা !

৩

কোথা পারিজাত দেবের পীযূর,
ইন্দ্রের অমরাবতা,
তা'কি দেখেছ কখনও চোখে ?
ভ্রাস্ত মানবের স্থপতৃষ্ণা হেতু
বাসনা প্রবল অতি,
তাই স্বরগ স্বপনে দেখে !

৪

কত উচ্চ স্থানে আছে সে স্বরগ,—
স্বরগই কত দূর ?
স্বর্গ কোথায় আছে কে জানে ?
কবি-সুন্দ-স্বর্গ সীমাশূন্য রাজ্য
জীবন্ত অমরাপুত্র
অতি পবিত্র উন্নত স্থানে :

৫

•থাকে যদি সুধা, থাকে পারিজাত,
ইন্দ্রের অমরাবর্তী,
তবে আছে তা' কবির হৃদে ।
থাকে যদি স্থখ, শাস্তি, স্বাধীনতা,
পবিত্র ভক্তি, প্রীতি,
তবে আছে তা' কবির হৃদে

৬

কবি-কুঞ্জবনে জীবন্ত নন্দন
স্বর্গাদপি গরীয়সী ;
আমি কি দিব তুলনা আর ?
বৃক্ষে মোক্ষ ফলে, ফুলে সুধা -ল,
পত্রে শাস্তি ছায়াবাণি,
মূলে ভক্তি-প্রেম-ধারা তা'র

৭

অনন্ত-প্রসন্ন বিবেক-প্রান্তর
 প্রেমের পরিখা-বেড়া,
 তাহে অমৃত-প্রবাহ বহে ।
 (মাঝে) অতি মনোহর শাস্তি-সরোবর,
 মোক্ষ-বৃক্ষ, বলী-বেড়া,
 চরে চৈতন্য-সাগর তাহে ।

৮

শ্বেত-স্বচ্ছদল জ্ঞানের কমল
 প্রসুটিত সারি সারি,
 তাহে প্রীতি-মকরন্দ ফরে
 মনোভঙ্গ তায় মন্ত, নধু খায়
 ফুলে ফুলে সবে ডাঁড়ি ;
 স্বথ-প্রমত্ত অক্ষর ছাড়ে ।

৯

কুঞ্জ-চারি-তারে, বৃক্ষ চারিদারে
 ফলপুষ্প-পত্রের নত,
 চির অশ্রু অচ্যুত তাহা ।
 হৃদয়-সমীরে হৃদয় বিতরে,
 বিশ্ব তাহে আমোদিত,
 স্বথ কিরূপে প্রকাশ, আহা !

১০

নিকুঞ্জ-কুটিরে কল্পনা কুহরে,
 প্রতিভা-পার্শ্বিয়া গায়,
 স্বরে অমিয়-লহরী উঠে ।
 অবনী মোহিয়া আকাশ শব্দিয়া
 উচ্ছ্বাস উঠিয়া তায়,
 স্বর অধর ভেদিয়া ছুটে !

১১

সরসীর কুলে লতাকুঞ্জ-তলে
 ভাবুক-প্রেমিকচয়,
 বসি' পুলক-পুণিত প্রাণে,
 কাব্য-কুন্দ-ফুলে মালা গাঁথি গলে
 পরিছে মাধুরীময়,
 কিবা গায় মধুমত্ত মনে !

১২

পুষ্প-মকরন্দ পরাগ স্তব্ধ
 রসাল পৌষ ফল,
 সব বদৃচ্ছা ভুঞ্জিছে সুখে !
 চিহ্ন ধার বাহা, লভি'ছে সে তাহা,
 না চাহি যতন বল,
 কবি-কল্পবৃক্ষতলে থেকে ।

১৩

কিসের অভাব ? কিসের অসুখ ?
 যা চাই, তা মিলে তথা ।
 তথা অনন্ত ঐশ্বর্যাশি ।
 তথায় যা নাই, ব্রহ্মাণ্ডে তা নাই,
 আর কি কহিব কথা,
 তথ উখলিছে দিবানিশি !

১৪

মণিময় খাতে প্রেমধারা-পাতে
 বহে নদী চতুষ্টিয়,
 নাম, ধন অর্থ কাম মোক্ষ ।
 অনন্ত প্রবাহে নিত্য নদী বহে
 কে জানে কোথায় যায় ।
 তীরে দেব নর যক্ষ রক্ষ

১৫

বসি', পরপারে যেতে ইচ্ছা করে
 বাইতে পারে না কেহ,
 পারী জমে না সময় মাঝে ।
 কালের আশ্বাসে আছে তা'রা বসে',
 যায় নিশা, আসে অহঃ,
 নিত্য সাক্ষী রাখি' প্রাতঃ-সাঁজে ।

১৬

আজি শুভ দিন স্বর্গ মর্ত্য জুড়ি'
 আনন্দ-উন্নত সবে,
 ভবে বসন্ত-পঞ্চমী-তিথি ।
 দেব নর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্বাদি
 জয় জয় জয় হবে
 গায় জ্ঞানদা ব্রহ্মাণী-কৃতি ।

১৭

শাস্তি-সরোবরে জ্ঞানাধুজ 'পরে
 জ্ঞান-রাজ-রাজেশ্বরী,
 সঙ্কে বিদ্যা বুদ্ধি সখীদ্বন্দ
 বিহরে, অধরে হাস্যসুধা ক্ষরে,
 করে বৌণা, আহা মরি,
 রূপে ত্রিভুবন তনময় ।

১৮

বাল্মীকি, ব্যাসাদি, বাণ, ভবভূতি,
 ভারবি, শ্রীহর্ষ কবি,
 তথা কালিদাস মহামতি
 ল'য়ে কাব্য-পুষ্পহার পুষ্পাঞ্জলি না'র
 পানপত্র 'পরি দৈপি'
 কিবা গাইছে স্বপ্নের স্তুতি ।

১৯

দুঃখী বঙ্গ কবি কোথায় কি পাবে ?
 দারিদ্র্য সঞ্চল সার,
 আর কি আছে ?—কি দিয়া পুজে ?
 অন্ধ খজাতুর বদির যে জাতি,
 কঙ্কণে দাসত্ব-ভার,
 গৃহে হর্দশা-চন্দুভি বাজে ।

২০

তা'রা কভু পারে বোড়শোপচারে
 জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ পুত্রসম,
 হা মা । পূজিতে ও পদতল ?
 পূর্ণব্রহ্মময়ি রূপাময়ি অধ !
 জগদম্বা তুনি সত্য,
 তুনি একমাত্র আশা-স্থল ।

২১

প্রসন্ন ! বরদে ! জ্ঞানদে ! মোক্ষদে !
 দে মা, পদ দুটি হৃদে,
 আমি একান্তে ধরেছি তোরে ।
 পাচ মন প্রাণে প্রেমাক্ষ-চন্দনে
 চাঁচি জ্ঞান-পুষ্প পদে
 যেন দিতে পারি প্রাণ ভরে ।

(ভুবনমোহিনী প্রতিভা, ২৪ ভাগ, ১৮৭৫)

ভারত-রাণী

হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

তুমি মা ভারত-রাণী, নহিলে জগতে আর
এত শ্রী-সম্পদরাশি, কোথা আছে হৃষমার ?
সভ্যতার এ জগতে তুমি যে মা বিজয়িনী :
বিজ্ঞাবুদ্ধি-অধিষ্ঠাত্রী, তুমি লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ।
আসি বাণী তব গৃহে ধরি বীণা অবিরত,
গায়িল মা, কবি-কণ্ঠে তোমার মহিমা শত ।
পদ্মরাগ মরকত হিরণ্য হীরক হার,
তব কণ্ঠে আসি রমা পরাটল অনিবার ।
বর্গ হ'তে মন্দাকিনী ঝরি শ্রোত-জলে চুমি',
করিয়াছে পুণ্যময় মা তোমার দেবভূমি ।
বালুক কিরণে মাখি বিসর্পিত গ্রামকাষ,
পুণ্য জলে তব অঙ্কে কৃষ্ণভোদা বহে ষায় ।
তোমার আকাশ বিনা কোথায় মা, নীলাকাশে
নির্মল রজ্জতে মাখা হেন ফুলচন্দ্র হামে ?
কোথায় মা হেন দেশ যেখানে লাবণ্যধান
মনোময়ী প্রকৃতির চাক চিত্র অভিরাম ?
কোথায় মা, আসি বল আপনি প্রকৃতি-রাণী
সাজাইল নানারূপে তার বিধুমুগখানি ?
সেই মা ভারত তুমি, যেখানে মা নিরস্তর
পরতাপে বিভা নিত্য ঢালে প্রভাকর ।
যেখানে নীরল শ্যাম করে মৃদু গরজন,
দামিনী চমকি রূপে আলো ঝরে ত্রিভুবন ।
ময়ূর-চন্দ্রকে যথা শত চন্দ্র পরকাশ
কোকিলের কুহ কণ্ঠে জাগে শ্রাণে অভিলাষ !
আমরণ যথা নারী সতী সাধনী পতিব্রতা,

দ্বিতীয় খণ্ড : দেশপ্রেম-কবিতা

পতি সঙ্গে হাসিমুখে হয় নাগো অচমুতা ।
 যথা গৃহ অস্তুরালে নারী লক্ষ্মী স্বরূপিণী
 মৃত্তিমতী অন্নপূর্ণা চিরধর্ম-সহায়িনী ।
 যথায় কামিনী, টাঙ্গা, কুমুদ কঙ্কণাব শাসে,
 বার মাস সমীপে বহে শতকুলবাসে ।
 সেই মা ভারত তুমি দীপ শত মহিমা
 নইলে মা এ ক্রম্বধ কার আছে বঙ্গধায় ?
 তোমারি মা দেবভূমে আসি হরি দয়াময়
 কতবিধ রূপ ধরি করিল মা অভিনয় ।
 প্রথমে ভাসিল মহী 'প্রলয়-পয়োধি-জলে'
 মীনরূপে চতুর্বেদ উদ্ধারিল কৃত্‌হলে ॥
 ফূনরূপে পৃষ্ঠদেশে আনন্দে মন্দর ধরি
 মস্থিল মা তব সিদ্ধ দেবাসুরে যত্র কবি ।
 মহাকায বরাহের দংষ্ট্রা ধরি বঙ্গমতী
 জলনগ্রে মা তোমায় রাখিল যে পুণ্যভূতী ।
 তৌমাবি মা পুণ্যক্ষেত্রে নরহরি রূপ ধরি
 রক্ষিল, যে ভক্‌তে হবি অস্তুরে বিদীর্ণ কবি ।
 কোটি চক্রপ্রভা মুখে, মা, তৌমাব পুণ্যদেশে
 আপনি আসিয়া হরি অতি খবতর বেশে
 মাগিয়া ত্রিপাদভূমি নভঃস্থল বঙ্গধায়
 ব্যাপিল কমল পদে পুণ্যব্রহ্ম মহিমা
 ভূগুপতি রূপে আসি কোটি-নররক্ত-জলে
 বহাইল মা প্রবাহিনী খবতর কববালে ।
 বুদ্ধরূপে ক্রুদ্ররূপে সহরিয়া পুনবার
 "অহিংসা পরমধর্ম" করিল মা স্বপ্‌চার ।
 রামরূপে দেখাইল প্রেম-প্রীতি-ভক্তিচয়
 পূর্ণব্রহ্ম রূপে দেখাইল ধর্মে জয় ।

ভারত-শ্মশান-মাঝে

আনন্দচন্দ্র মিত্র

ভারত-শ্মশান-মাঝে, আমি রে বিধবা বালা ।
দ্বিষের মূর্তি ক'রে, বিধি আমায় পাঠাইলা !
জানি না কেমন পতি, মনে নাই রে সে মূর্তি ;
তথাপি যুবতী হ'য়ে পেটে অন্ন নাই ছ বেলা ।
বিবাহ কি তাও জানি নে, কেবলমাত্র পড়ে মনে,
অনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেলা ।
পিতা মাতা নিদয় হ'য়ে, পরের হাতে সঁপে দিয়ে ;
ছিঁড়ে নিয়ে কমল কলি, কণ্টকে গাঁথিল মালা ।
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি স্থখ নাহি আশা ;
কারে ক'ব এ দুর্দশা, কে বুঝিবে মর্মজ্বালা ।
পথিক বলে দেশাচারে, গেল ভারত ছারেখারে ;
পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, পামাদ হ'য়ে না দেখিলা ।

মৃত্যু-শয্যায়

গোবিন্দচন্দ্র দাস

১

মা !

এই বড় দুঃখ মনে রছিল আমার—
এই কান্দালিনী বেশে,
এত কষ্টে—এত ক্লেশে,
এই বিমলিন মুখ—এই অশ্রুধার,
দেখিছা যাইতে হ'ল জননী আমার !

২

দেখিয়া যাইতে হ'ল জননী তোমাঘ,
 অল্পপূর্ণা উপবাসী,
 আত্মগৃহে পরদাসী,
 মূর্ছতে মূর্ছতে মব মর্ম-বেদনায়,
 দেখিয়া মরিতে হ'ল জননী তোমাঘ !

৩

উদ্ভট !

এখনো মুমূর্ষ রক্ত উঠে উচ্চলিঙ্গা,
 শতপুত্রে অভাগিনী,
 শত্রুবাছ্যে ভিখারিণী,
 স্বরিতে মুমূর্ষ প্রাণ উঠে হুকারিয়া,
 ধিকারে শিরায় রক্ত উঠিছে গজিয়া ।

৪

মিস্ত্রক জদয়ে হয় আবার স্পন্দন,
 মৃত্যু যেন দূরে যায়,
 • মৃত্যু যেন ভয় পায়,
 শ্রমাদঙ্ক চিস্তের এ তীর উত্তেজন
 থাকিতে মৃত্যু ও প্রাণ করে না গ্রহণ !

৫

নাহি শাস্তি জননি ! রে এ মৃত্যু-শয্যাঘ,
 স্বথ তুমি শাস্তি তুমি,
 স্বর্গ তুমি জন্মভূমি,
 জননী ভগিনী জায়া তুমি সমুদায়,
 মরণে স্বথ মা কোথা তব জর্দশায় ?

৬

কুটার-নিবাসী আমি দরিদ্র ভিখারী,
 জনমে পুরেনি আশা,
 পাই নাই ভালবাসা ।
 নাহি মোর পুত্র কন্তা ভাই বন্ধু নারী,
 পথের কাঞ্চাল আমি দরিদ্র ভিখারী ।

৭

তথাপি জনমভূমি আছিল আমার,
 ভার্যাসম অতি প্রিয়,
 মাতৃসমা অধিতীয়,
 পূজনীয় সমতুল্য পিতৃদেবতার,
 স্নেহের পবিত্র মূর্তি কণ্ঠা করণার !

৮

তোমাকেই প্রাণ ভ'রে বাসিয়াছি ভাল,
 তুমিই সকল ছিলে,
 শাস্তি দিলে সুখ দিলে,
 তোমারি সম্মান বলে' সুখে দিন গেল ;
 তোমাকেই প্রাণ ভ'রে বাসিয়াছি ভাল !

৯

যদিও—

প্রাণের গভীর এই ভক্তি প্রেম স্নেহ,
 স'মাগু পল্লাভে বাস,
 কবিয়াছি বারমাস,
 গোপনে বেসেছি ভাল নাহি জানে কেহ ,
 শতমুখে বাগ্যাবেশে,
 বলি নাই দেশে দেশে
 তোমায়ে করেছি বহু ভক্তি প্রেম স্নেহ ;
 স্বদেশ-হিতৈষ্য বলি নাহি জানে কেহ !

১০

তবু যা তুমি ত জান হৃদয় আমার ?
 এ প্রাণে যন্ত্রণা কত,
 এ হৃদয়ে জ্বালা যত,
 নিত্যা যে তোমার তরে কত অশ্রুধার
 ফেলিয়াছি, জান তা'ত জননী আমার ?

১১

কিন্তু মা এ বড় দুঃখ রহিল অন্তরে,
 বুধাই সে অশ্রুজল,
 বহিষ্কাছে অবিরল,
 যে তুমি সে তুমি আছ যুগ-যুগান্তরে,
 হল না সার্থক চক্ষু দেখিছা তোমায়ে !

১২

একবিন্দু রক্ত এই অশ্রুর বদলে
 যদি পারিতাম দিতে,
 অভাগিনী তোর হিতে,
 যে রক্ত পচিয়া গেল দামহ-গরলে—
 হয়ত সার্থক চক্ষু হ'ত পূণ্য-ফলে ।

১৩

বাক্য বাহা হয় নাই, হল না এখন,
 মরিতে বসিয়া অ'র
 বুধা সে ভাবনা তার
 কৃথা এ মুমূর্ষু প্রাণে মোদের স্বপন,
 এ জনমে এ জীবনে বুধা আকিঞ্চন ।

১৪

কিন্তু মা,
 যদিও বাসনা মম হল না সফল,
 তথাপি আশার নেত্রে,
 জাতীয় মিলন ক্ষেত্রে
 দেখিতেছি ভবিষ্যৎ শক্তি মহাবল,
 সজ্জিত করেছি তব প্রতিমা উজ্জল ।

১৫

শূন্য যেন কোহিনূর করি আহরণ,
 শত সূৰ্য-রাগ-বিভা
 কিরাট গড়িছে কিবা
 জননি । তোমার শিরে করিতে অর্পণ ;
 চমকি জিলোক যেন করে নিরীক্ষণ !

১৬

আবার শোভিবে তুমি রাজরাজেশ্বরী,
 আগেকার হস্ত স্তম্ভ
 মান অস্ত্র যে সমস্ত—
 কলঙ্কিত শেল শূল অসি ভয়ঙ্করী,
 মার্জিত করিছে শত্রু-শোণিত, শঙ্করি !

১৭

কেন না জন্মিছু আরো শতবর্ষ পরে,
 তখন জন্মিবে যারা
 কত পুণ্যবান তারা,
 সূর্যের দেবতা তারা মানবের ঘরে ।
 জন্মিবে ভবিষ্যৎ বংশ তোমার উদরে !

১৮

হৃদিও ব্যাকুল প্রাণ ব্যাধি-যন্ত্রণায়,
 তোমার ভবিষ্যৎ বেশ
 করে চিন্তে মোহাবেশ,
 মিশিব তোমারি বৃক তব স্মৃতিকায়,
 ভয় কি, ঘাই না তবে,—বিদায় ! বিদায় !

জন্মভূমি

গোবিন্দচন্দ্র দাস

জন্মনি গো জন্মভূমি, তোমারি পবন
 দিতেছে জীবন মোরে নিশ্বাসে নিশ্বাসে !
 স্নানর শশাকমুখ, উজ্জল তপন,
 তেরেছি প্রথমে আমি তোমারি আকাশে ।

ত্যজিয়ে মাগের কোল, তোমারি কোলেতে
 শিখিয়াছি ধূলি-খেলা, তোমারি ধূলিতে ।
 তোমারি শ্রামল ক্ষেত্র অন্ন করি' দান
 শৈশবের দেহ মোর ক'রেছে বর্ধিত !
 তোমারি তড়াগ মোর রাখিয়াছে প্রাণ,
 দিয়ে বারি, জননীর স্তনের সহিত ।
 জননীর করাসূলি করিয়ে ধারণ
 শিখেছি তোমারি বক্ষে বাড়া'তে চরণ ।
 তোমারি তরুর তলে কুড়ায়েছি ফল,
 তোমারি লতার ফুলে গাঁথিয়াছি মালা,
 সঙ্গীদের সঙ্গে স্তখে করি কোলাহল
 তোমারি প্রাস্তরে আমি করিয়াছি খেলা ।
 তোমারি মাটিতে, ধরি জনকের কর,
 শিখেছি লিখিতে আমি প্রথম অক্ষর !
 ত্যজিয়া তোমার কোল যৌবনে এখন
 হেরিলাম কত দেশ কত সৌধমালা ।
 কিন্তু তৃপ্ত না হইল এ দক্ষ নয়ন,
 ফিরিয়া দেখিতে চাহে তব পর্ণশালা ।
 তোমার প্রাস্তর, নদী, পথ, সরোবর,
 অন্তরে উদিয়া মোর জুড়ায় অন্তর ।
 তোমাতে আমার পিতা পিতামহগণ,
 জন্মেছিল একদিন আমারই মতন ।
 তোমারি এ বায়ুতাপে তাঁহাদের দেহ
 পুয়েছিলে, পুষিতেছ আমার যেমন ।
 জন্মভূমি জননী আমার বথা তুমি,
 তাঁহাদেরও সেইরূপ তুমি—মাতৃভূমি !
 তোমারি ক্রোড়েতে মোর পিতামহগণ
 নিদ্রিত আছেন স্তখে, জীবলীলা-শেষে ।

তাদের শোণিত, অস্থি সকলি এখন
তোমার দেহের সঙ্গে গিয়েছে মা মিশে !
তোমার ধূলিতে গড়া এ দেহ আমার
তোমার ধূলিতে কালে মিশাবে আবার !

শত কণ্ঠে কর গান

অর্ণকুমারী দেবী

শত কণ্ঠে কর গান জননীর পুত নাম,
মায়ের রাখিব মান—লয়েছি এ মহাত্মত ।
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা,
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত ।
সাক্ষী তুমি মহাত্মা, না লব বিদেশী পণ্য,
ঘুচাব মায়ের দৈন্ত, —করিলাম এ শপথ ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ, মানি ধন্য ধন্য আজ ।
মায়ের দীনত:-লাজ হবে দূর-পরাহত,
এই আমাদের ধর্ম, এই জীবনের কর্ম,
এই বস্ত্র, এই ধর্ম, এই আমাদের মুক্তিপথ ।
নমো নমো বঙ্গভূমি, মোদের জননী তুমি,
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত ।

তবু তারা হাসে

অর্ণকুমারী দেবী

তবু তারা হাসে !
মাগো ! রান তব চন্দ্রানন, অশ্রুপূর্ণ হ'নঘন,
ব্যথিত হৃৎহ লৌহপাশে—
তবু তারা হাসে !

তবু তারা খেলে—

তুমি কুখাতৃষ্ণাতুর, গৃহ ধনধান্যপুর,

অন্নজল তবু নাহি মেলে—

তবু তারা খেলে ।

কেন তবে মরে না তাহারা ?

এ হাসি এ খেলাধুলা শুধু যে জলস্ত চূলা

দেখিতে হৃন্দর শুভ্র বালুক সাহারা !

কেন মরে না তাহারা !

এস, ভাই, ম'রে তবে বাঁচি !

দর্মহীন কর্মহীন, হেয়, পদানত, দীন ;

বাঁচিয়া যে মরিয়াই আছি—

এস, ভাই, ম'রে তবে বাঁচি !

আয়, ভাই, আয় তবে আজি—

সাম্বিতে মাগের কাজ, মুহুর্ত না করি ব্যাজ

এক সূত্রে মরিবারে সাজি—

আয় তবে আয় তবে আজি !

(কবিতা ও গান, ১৮২৫)

মা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

তবু ভরিল না চিত্ত । ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম ! বন্দিহু পুলকে
বৈষ্ণনাথে ; মৃগেরের সীতাকুণ্ডে গিয়া
কাদিলাম চিরদুঃখী জানকীর দুঃখে ;
হেরিহু বিদ্বাবাসিনী বিদ্যে আরোহিয়া ;
করিলাম পুণ্য-স্নান ত্রিবেণী-সঙ্গমে ;
“জগৎ বিশ্বেশ্বর” বলি ভৈরবে বেড়িয়া।

করিলাম কত নৃত্য ; প্রফুল্ল আশ্রমে,
 রাখা-শ্রামে নিরখিয়া হইয়া উতলা,
 গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া
 ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে ; পাণ্ডুরা আসিয়া
 গলে পরাইয়া দিল বরগুঞ্জ-মালা ।
 তবু ভরিল না চিত্ত ! সর্ব-তীর্থ-সার,
 তাই মা, তোমার পাশে, এসেছি আবার !

(অপূর্ব নৈবেদ্য, ১৯১২)

শিবাজী-উৎসব

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

আজি গাও গাও গাও খুলে মন প্রাণ—
 ভারতের কথা ভারতের গাথা
 ভারত-বীরের যশোগান ।
 সদা বীর-প্রসূ ভারত জননী
 বীর-রত্ন-মালে কোহিমুর মণি
 স্মর শিবময় শিবাজী-কাহিনী
 সহায় ভবানী অমূল্য দাম ।
 গাও গাও গাও খুলে মন প্রাণ ।
 কত শিবময় সে শিব-কাহিনী
 কত শক্তিময় সে শিব-বাহিনী
 বলে শিব শিব জপ শিব-বাণী
 নাশিবে অশিব সে শিব গান ।
 শিব-শিব মস্ত্রে ভারত দীক্ষিত
 গাও দেপি বঙ্গ করিয়া কল্পিত
 হর-হর-হর পুণ্যময় গীত
 কোটি কোটি কণ্ঠে মিলায়ে তান ।

ঋণ-শোধ

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

বুঝি এসেছে সে দিন ।
কর পণ শোধিবারে মাতৃ-স্নেহ-ঋণ ।
অরি সেই মহামতি,
প্রভাপ চিতোর-পতি,
হও দূঢ় ব্রতে ব্রতী—স্ববশ স্বাধীন ;
লহ ব্রত শোধিবারে মাতৃ-স্নেহ-ঋণ ।
যে বুঝে সর্বদা স্বীয়,
ভোগ কোথা তার প্রিয়,
সদা শোক কি ছুভোগ ভোগে পরাধীন ।
সাধিলে সাধন! সিক,
দেখ ঋষি বিশ্বামিত্র,
শক্তের ত্রিকুল মৃত্যু সদা—চিরদিন ;
প্রাণ পণ করি শোধ মাতৃ-স্নেহ-ঋণ ।

(স্বদেশিনী, ১২০৬)

মাতৃ-স্তোত্র

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

নমো নমঃ জননি ।
অশেষ-ভুগ-ধারিণি ।
নিত্য সরসা চিত্ত-হরষণ,
রৌদ্র-কনক-বরগি ।
শান্তশ্রামলা, কুন্দপবলা
অধু-মেথলা-ধারিণি ।

নিত্যনবীনা, চিত্ত-দ্রাবিনা,
 সপ্তস্বর-সুভাষিণি ।
 তুঙ্গ-হৃদয়া, দিক্-বলয়া,
 ত্রিঙ্ক-মলয়-বাসিনি ।
 দীপ্তি-প্রোঙ্কলা, চন্দ্র-কুণ্ডলা,
 অঙ্ক-বিলোল-লোচনি ।
 শ্রোত-মধুরা, নীরঞ্জন-ধারা
 সস্তাপ-জয়া-নাশিনি ।
 পল্লী-শোভনা, মল্লী-ভরণা,
 ক্রম-চামর-ধারিণি ।
 লক্ষ-প্রসূতা, মোক্ষ-জ্ঞানদা,
 অযুত-সুত-শালিনি ।
 কৃত্য-কুশলা, চিত্ত-বহলা,
 চিত্ত-বেদন-হারিণি,
 জয়দে, জয়দায়িনি !

আদেশবাণী

গিরীশ্বরমোহিনী দাসী

ঐ শোন শোন কাহার আদেশ
 হতেছে ধনিত বিষাণে
 পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে
 নৈকতে অগ্নি ঈশানে ।

সুখ-দুখ-শোক সকল পাসরি
 চলেছে চুটিয়া কোটি নরনারী ;—
 রাজা মহারাজ দরিদ্র ভিখারী
 নিলিয়া ধরেছে নিশানে ।

চলেছে ভাসিয়ে যে তরঙ্গ-বানে
 কার সাধ্য এরে ফিরায় শাসনে ;
 বাধা-বিল্ল সারি পড়িবে প্রসারি
 বিপুল জীবন-সঙ্গমে ।

বাজ তবে শিঙা ঘন ঘন ঘোর,
 বল ভারতের অমানিশা ভোর ;
 যে আছে নিঞ্জিত ভেঙ্গে থাক ঘোর—
 নব-রবিচ্ছটা গগনে ।

নগরে নগরে গ্রাম গ্রামান্তরে
 কার স্মৃতি-গীতি কম্পিত সমীরে ;—
 পত-পত-পত পতাকা শিরে
 শোভিছে ভারত-গগনে ?

বাঙ্গালী-বিহারী-শিখ-উৎকল,
 মারাঠা-পাঞ্জাবী-পাঠান-মোগল
 চলেছে ধাইয়ে করি কোলাহল,—
 কি জানি কাহার আন্দানে ।

বাজ ওরে শিঙা ভয় ভয় ভোঁন
 চমকিয়া ধরা মক্কাগিরি ব্যোম :
 বল—সত্য জয় জয়ন্ত ধরম—
 কি ভয় হৃদয়-মিলনে ।

দেবের হৃন্দুভি ভারত-গগনে
 উঠেছে বাজিয়ে, ভয় কি মিলনে ;
 দেখানে একতা সিদ্ধি সেইখানে
 কি ভয় জননী-পূজনে ।

যায় যেন জীবন চলে

কালৌগ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

মা গো, যায় যেন জীবন চলে,

শুধু জগৎমাঝে তোমার কাছে

“বন্দে মাতরম্” বলে ॥

(যখন) মুদে নয়ন, করবো শয়ন

শমনের সেই শেষ কালে—

তখন, সবই আমার হবে আঁধার

স্থান দিও মা ঐ কোলে ॥

(আমার) যায় যাবে জীবন চ’লে ॥

(আমার) মান অপমান সবই সমান

দলুক না চরণ-তলে ।

যদি, সহিতে পারি মায়ের পীড়ন,

মানুষ হ’ব কোন্ কালে ? (আর)

(আমার) যায় যাবে জীবন চ’লে ॥

লাল টুপি কি কানো কোর্তা,

জুজুর ভয় কি আর চলে ?

(আমি) মায়ের সেবাগ্ন রইব রত

পাশব বলে দিক্ জেলে ॥

(আমার) যায় যাবে জীবন চ’লে ॥

আমায়—নেত মেরে’ কি “মা” ভোলাবে ?

আমি কি মা’র সেই ছেলে ?

দেখে, রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি

কে পালাবে না ফেনে ?

(আমার) যায় যাবে জীবন চ’লে ॥

আমি, দত্ত হব মায়ের জন্ত

লাঞ্ছনাদি সহিলে ।

ওদের, বেজাঘাতে, কারাগারে

কঁসিকাঠে ঝুলিলে ॥

(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ॥

যে মা'র কোলে নাচি, শশ্রেণী ঝাঁচি

তুফা জুড়াই যার জলে ।

বল, লাহনার ভয়, কার কোথা রহ

সে মাগের নাম স্মরিলে ?

(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে :

বিশারদ কয় বিনা কষ্টে

স্বপ্ন হবে না ভুলে ।

সে ত, অধম হয়ে সইতে রাজি

উত্তমে চাপ মুখ তুলে :

(আমার) যায় যাবে জীবন চ'লে ।

স্বদেশের ধূলি

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

স্বদেশের ধূলি স্বর্গেরেণু বলি'

রেণো রেণো হৃদে এ প্রব জ্ঞান ;

যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে

অনিলে মলয় সনা বহমান ।

নন্দন কাননে কিবা শোভা ছার,

বনরাজিকান্তি অতুল তাহার

কল শস্ত তার স্বধার আবার

স্বর্গ হতে সে যে মহাগরীয়ান ॥

এ দেহ তোমার তারি মাটি হতে
হয়েছে স্বঞ্জিত, পোষিত তাহাতে
মাটি হয়ে পুন মিশিবে তাহাতে

ভবলীলা যবে হবে অবসান ।

পিতামহদের অস্থিমজ্জা যত
ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত
এই মাটি হতে হবে যে উথিত

ভাবীকালে তব ভবিষ্য সস্তান ।

কংস-কারাগারে দেবকীর মত
বন্ধেতে পাষণ লৌহশৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত

পরিচয় তুমি তাঁহারি সস্তান ।

প্রকৃত সস্তান জেনো সেই জন,
নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন,
যে করিবে মা'র দুঃখ-বিমোচন,

হবে তার মাতৃধ্বংস প্রতিদান ॥

সেই ত রয়েছ মা তুমি

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

সেই ত রয়েছ মা তুমি ।

কলকলে প্রশোভিতা শ্যামা জন্মভূমি ॥

শিরোপরি গিরিবর

সেই গুহ্র কলেবর

পদতলে সেই সিন্ধু

আছে অমৃত্যুমৌ ॥

তেমনি বিহঙ্গকুল
কলরবে সনাকুল
তেমনি শুনিতে পাই

মধুপ-ঝঙ্কার—

সেই ত সকলি আছে
তবে না সবার পাছে
তোমার সন্তান কেন,

অধঃপথগামী ॥

কোথা তব সে গোরব
সে সম্পদ কোথা সব
সকলি হয়েছে আজি

নিশার স্বপন—

ফিরিয়া আবার কি না
আসিবে গো সে মহিমা
গাইবে তোমার কবি

তোমাতে প্রণমি ॥

কি জানি কি পাপফলে
পড়ি পর পদতলে
শক্তিহীন তব সূত

ধূলাতে লুটায় -

বিশারদ সে বিষাদে
হতাশ হৃদয়ে কান্দে,
তারে আজি কে দেখালে

এ দশা দশমী ॥

আস্বান

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

আয় আছি আয় মরিবি কে ?

পিশিতে অস্থি শুষ্কিতে রুধির, নিশীথে শ্মশানে

পিশাচ অধীর,

থাকিতে তন্ত্র-সাধন-মন্ত্র প্রেতভয়ে ছি ছি ডরিবি কে ?

মরার মতন না লভি মরণ, সাধকের মত মরিবি কে ?

আয় আছি আয় মরিবি কে ?

অম্বর-নিধনে কিসের তরাস ? পশুর নিধনে তোরা

কি ডরাস ?

না গনি বিজ্ঞান কানন ভীষণ বিষম বিপদ্ বরিবি কে ?

নিষ্ঠুর অরি সংহার করি, বীরের মতন মরিবি কে ?

আয় আছি আয় মরিবি কে ?

আয় আছি আয় মরিবি কে ?

উঠিছে সিন্ধু মথিয়া তুফান, ছুটিছে উমি পরশি বিমান,

সাহসেতে ভর করি সে সাগর হাসিমুখে তোরা তরিবি কে ?

আয় আছি আয় মরিবি কে ?

চরণের তলে দলি রিপুগণ লভিত্ত নির্বাণে অমর জীবন,

তাদেরি অংশে তাদেরি বংশে জনম, সে কথা মরিবি কে ?

লভিতে তূর্ণ ত্রিদিব-পুণ্য, আধের মত মরিবি কে ?

আয় আছি আয় মরিবি কে ?

মাত্তি সৌরভে ঘন গৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে ?

আয় আছি আয় মরিবি কে ?

উদ্‌ঘোষন

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

জাগো জাগো ভারত মাতা !

চরণতলে তব অভিনব উৎসব

করিব, রচিব নবগাথা ।

অগণন-জনগণ-ধাত্রি !

অকথিত মহিমা অশেষ গরিমা

অনন্ত-সম্পদ-দাত্রি !

মঙ্গলযুত তব কীর্তি ;

তব গুণ-গৌরব তব দশ-সৌরভ

ব্যাপিল বিশাল পৃথ্বী ।

শূর-জননি সুর-পুঞ্জ্যে !

নিহত স্কৃতি তব হত স্থখ গৌরব

দম্বজ-দলিত নব রাজ্যে ।

নব্য জগত-ঐতিহাসে

নগণ্য তুমি মা ! অণ্য মহিমা

বিস্মৃত দেশ-বিদেশে ।

জাগো জাগো ভারত মাতা !

চরণতলে তব রোদন উৎসব

করিব, রচিব নবগাথা ।

বঙ্গভাষা

ধ্বজেশ্বরলাল রায়

আজি গো তোমার চরণে জননি !
আনিয়া অর্থ্য করি মা দান ;
ভক্তি-অশ্রু-সলিলে সিক্ত
শতেক ভক্ত দীনের গান !
মন্দির রচি মা তোমার লাগি,
পষদা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি,
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননি
স্নেহের সরিতে করিয়া স্থান ।
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি
অমল-কমল-চরণে স্থান !

জ্ঞান কি জননি জ্ঞান কি কত যে
আমাদের এই কঠোর দ্রত !
হায় না ! দাছারা তোমার ভক্ত
নিঃস্ব কি গো মা তারাই যত !
তবু সে লজ্জা তবু সে দৈন্ত্য,
সহেছি মা স্থখে তোমারি অশ্রু,
তাই দু'হস্তে তুলিয়া মস্তে'
ধরেছি যেন সে মহৎ মান ।
জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে
চাহি না অর্থ চাহি না মান !
যদি তুমি দাও তোমার ও দু'টি
অমল-কমল-চরণে স্থান !

নয়নে বহেছে নয়নের বারা
 জলেছে জঠরে যখন স্নুদা,
 মিটাইছি সেই জঠর-জালায়,
 পিইরা তোমার বচন-স্বদা ;
 মক্ভূমি সন যখন তুমার,
 আনাদের মা গো ছাতি ফেটে দায়,
 মিটাইছি মাগো সকল পিপাসা
 তোমার হাসিটি করিয়া পান ।
 জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে
 চাহি না অথ চাহি না মান,
 যদি তুমি দাও তোমার ও ছুটি
 অমল-কমল-চরণে স্থান !

পেয়েছি য. কিছু কুড়ারে তাড়াই
 তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি,
 বাসনা তাড়াই গুছাদে যবনে
 ম'জাঁপ তোমার চরণ ছুটি ।
 চাহিনাক কিছু, তুমি মা আমার—
 এই জানি শুধু নাহি জানি আর,
 তুমি গো জননি জন্ম আমার,
 তুমি গো জননি আমার প্রাণ !
 জননি বঙ্গভাষা এ জীবনে
 চাহি না অথ চাহি না মান,
 যদি তুমি দাও তোমার ও ছুটি
 অমল-কমল-চরণে স্থান !

('গান)

আমার দেশ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গ আমার ! জননি আমার ! ধাত্রি আমার ! আমার দেশ ।
কেন-গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন-গো মা তোর কক্ষ কেশ ?
কেন-গো মা তোর ধূলায় আসন, কেন-গো মা তোর মলিন বেশ ?
ত্রিশ কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্ছে—“আমার দেশ !”

উঠিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,
স্বাস্তিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে যার ;
অশোক যাহার কীর্তি ছাইল গাছার হ’তে জলধি-শেষ,
তুই কিনা মাগো তাঁদের জননি, তুই কিনা মাগো তাদের দেশ !

একদা যাহার বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ধব-পোত ভ্রমিল ভারত-সাগরময় ;
সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তার কিনা এই ধূলায় আসন, তার কিনা এই ছিন্ন-বেশ !

উঠিল যেখানে মুরঙ্গ-মন্ড্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
কৃষ্ণের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডীদাস যেরা গাহিল গান ।
বুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য, তুই ত মা সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্তলেশ ।

যদিও না তোর দিবা আলোকে ঘিরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর,
স্বামরা ঘৃচাব না তোর দৈন্ত ; মাহুষ আমরা ; নহি ত মেঘ ।
দেবি আমার ! সাধনা আমার ! স্বর্গ আমার ! আমার দেশ !

কিসের দুঃখ ; কিসের দৈন্ত, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ ।
ত্রিশ-কোটি মিলিত-কণ্ঠে ডাকে এখন—“আমার দেশ” ।

(‘গান’)

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব

ছিকেশ্বরলাল রায়

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ বিশ্বনিখিল তোমারি প্রতিমা ;
মন্দির তোমার কি গড়িব মা গো ! মন্দির যাহার দিগন্ত-নালিমা !

তোমার প্রতিমা শশী, তারা, রবি,

সাগর, নিঝর, ভূধর, অটবী,

নিকুণ্ডভদন, বসন্তপবন, তরু, লতা, ফল, ফুলমধুরিমা ।

সতীর পবিত্র প্রণয়-মধু,—মা !

শিশুর হাসিটি, জননীর চুমা,

শাপুর ভকতি, প্রতিভা, শকতি,

—তোমারি মাদুরী, তোমারি মহিমা ,

যেই দিকে চাই এ নিখিল ভূমি—

শতরূপে মা গো বিরাজিত ভূমি,

বসন্তে, কি শীতে, দিবসে, নিশীথে,

বিকশিত তব বিভবগরিমা ।

তথাপি মাটির এ প্রতিমা গড়ি,

তোমারে পূজিতে চাই না ঈশ্বরি !

অমর কবির হৃদয় গভীর

ভাষায় যাহার দিতে নায়ে সীমা ;

যুঁজিয়ে বেড়াই অবোধ আমরা,

দেখি না আপনি দিয়েছ মা ধরা,

ভ্রমারে দাঁড়ায়ে হাতটি বাড়ায়ে,

ডাকিছ নিয়ত করুণাময়ি মা ।

জন্মভূমি

বিশ্বেশ্বরলাল রায়

কি মাদুর্ঘ জন্মভূমি জননি তোমার ।
হেরিব কি তোমায়ে মা নয়নে আবার ।
কত দিন আছি ছাড়ি,
তবু কি ভুলিতে পারি,
তবুও ভাগিছ মাতঃ হৃদয়ে আমার ।
লালিত শৈশবে যথা ঘাপিত যৌবন,
ভুলিতে যে প্রিয় দৃষ্ট চাহে কি গো মন,
শ্রুতি তরুণতা মনে
নিশ্চিত জড়িত মনে,
শ্রুতিচোখে প্রিয় ছকি হেরি বার বার ।
তোমা বিনা অজ্ঞ করে মা বলে ডাকিতে,
কখন বাসনা মাতঃ নাহি হয় চিতে ;
অভয় শোভাবাশি,
মাতঃ তব ভালবাসি ;
চাই না হৃদয়া স্থান নানা অলঙ্কার
স্বপ্নায় মাদুর্ঘনয় স্বদেশ আমার ।

কেব মা তোমারি

বিশ্বেশ্বরলাল রায়

কেব মা তোমারি—
সহস বদন আজ মলিন নেহারি ।
আলুনিত কেশপাশ,
তব এ মলিন বাস ;
হেরিতে না পারি ।

নীরবে সজল আঁখি, উর্ধ্বভাবে স্থির রাখি,
 ডাকিছ কাহারে বন্ধ বাহুগুণ প্রসারি ;
 কেমনে সন্তানগণ
 করিছে মা দরশন
 তব অশ্রুবারি ।

(আর্ঘ্যগাথা, ১৮৮২)

কাঁদিলে কি স্নেহময়ি

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কাঁদিলে কি স্নেহময়ি জননি আমার ;
 পুঙ্কক সন্তান তব ত্যজিলে সংসার ।
 যে ভালবাসিত এত,
 পুঞ্জিত মা অবিরত,
 দিত আসি প্রতি সন্ধ্যা অশ্রু-ফুল-ভার :
 শেষ দিন যে তোমারে
 বিদাইল নেত্রধারে,
 তার তরে এক বিন্দু দিলে নেত্রাসার ?
 স্থির পাণ্ডু মুখ পানে
 চাহিয়ে স্থির নয়নে,
 হবে কি ব্যাধিত তব প্রাণ একবার ?
 কাঁদিলে কি সেই দিন জননি আমার ?
 অথবা মা গুণযুত
 হেরিয়ে অপর স্মৃত
 এ দীন সন্তানে মনে থাকিবে না আর !
 না মা, এ পুত্রেরও তরে
 তরু-পত্র মরমরে,
 গাবে অধোমুখে মৃত্যু-সঙ্গীত তাহার ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

সাহ্য সমীরণোচ্ছ্বাসে
ফেলিবে মা দীর্ঘবাসে,
ঝরিবে অমূল্য অশ্রু নিশীথ-নীহার
কাঁদিবে কাঁদিবে দেবি জননি আমার ।

(আর্ধগাথা, ১৮৮২)

ভারত আমার

বিজ্ঞানজ্ঞান রায়

ভারত আমার, ভারত আমার,
যেখানে মানব মেলিল নেত্র :
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এসিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র ।
দিয়াছ মানবে স্বগজ্জননি,
দর্শন ও উপনিষদে নীক্ষা;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প,
কর্ম, ভক্তি, ধর্ম, শিক্ষা ;
(কোরাস) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥

কে বলে মা তুমি কুপার পাত্রী,
কর্মজ্ঞানের তুমি মা জননী
ধর্মধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ।
ভগবদনীতা গায়িল স্বয়ং
ভগবান যেই জাতির সঙ্গে
ভঙ্গবৎ-প্রেমে নাচিল গৌর
যে দেশের ধূলি মাখিয়া অঙ্গে,
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র
প্রচার করিল নীতির মর্ম :

যাদের মধ্যে তরুণ তাপস

প্রচার করিল মোহহং ধর্ম ।

(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥

আর্ষ ঋষির অনাদি গভীর,

উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র ;

নহ কি মা তুমি সে ভারতভূমি,

নহি কি আমরা তাদের গোত্র ?

তাদের গরিমা-স্মৃতির বস্ত্র,

চলে যাব শির করিয়া উচ্চ,—

যাদের গরিমাময় এ অতীত,

তারা কখনোই নহে মা তুচ্ছ ।

(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥

ভারত আমার, ভারত আমার,

সকল মহিমা হোক খর্ব ;

দুঃখ কি, যদি পাই মা তোমার

পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব ;

যদি মা বিলম্ব পায় এ জগৎ,

লুপ্ত হয় এ মানববংশ ।

যাদের মহিমাময় এ অতীত,

তাদের কখনও হবে না ধ্বংস !

(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥

চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া

অতীতের সেই মহা-আদর্শ,

জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে,

রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ !

এ দেবভূমির প্রতি ভূণ 'পরে,

আছে বিধাতার করুণা-দৃষ্টি,

এ মহাজাতির মাথার উপরে,

করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি ।

(কোরাস্) ভারত আমার, ভারত আমার ইত্যাদি ॥

ক'রো না অপমান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

যেই স্থানে আজ কর বিচরণ,
পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান ;
ছিল এ একদা দেব-লীলাভূমি,—
করোনা, করোনা তার অপমান !

আজিও বহিছে গঙ্গা, গোদাবরী
যমুনা, নর্মদা, সিন্ধু বেগবান ;
অই আরাবলী, তুঙ্গ হিমগিরি ;—
করোনা, করোনা তার অপমান ।

নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার,
পুণ্য হৃদীঘাট আজো বর্তমান ।
নাই উজ্জয়িনী, অযোধ্যা, হস্তিনা ?—
করোনা, করোনা তার অপমান ।

এ অমরাবতী, প্রতি পদে বার,
দলিছ চরণে ভারত-সম্মান ;
দেবের পদাক আজিও অঙ্কিত,—
করোনা, করোনা তার অপমান ।

আজো বুদ্ধ-আত্মা, প্রতাপের ছায়া,—
ভ্রমিছে হেথায়—হও সাবধান !
আদেশিছে শুন অত্রাস্ত ভাষায়,—
করোনা, করোনা তার অপমান ।

বাণী-বক্ষণ

মানকুমারী বসু

জননি আমার ! চরণে তোমার
করিছে প্রণতি এ দীন ভক্ত,
এস স্মিতাননে, শ্বেতপদ্মাননে,
সস্তানে কর মা ! সমর্থ শক্ত ।
যবে উরিলে এ ভারতবর্ষে,
বেদগীতি গাহে বিরিকি চর্ষে,
মহিমা-মণ্ডিত চরণ-স্পর্শে,
ভুলোকে জাগিল ত্র্যলোক বর্গ :
ত্রিদিব-বাহিত ও পাদপদ্ম,
বন্দিল সাধক গাহিচা ছন্দ,
অনল অনিল তপন চন্দ্র,
সদ্রমে মঁপিল ভকতি-অর্ঘ্য :
কুঞ্জনিল বনে বিহগপুঞ্জ,
গুঞ্জরিল ভূঙ্গ মধুর গুঞ্জ,
কুসুমে ভরিল কানন-কুঞ্জ,
সে ললিত শোভা নিখিল-পূজ্য :
হিমাদ্রি শেখরে ছুটিল গন্ধ,
ছুটিল তরঙ্গ পুলক-সংজ্ঞা,
সুবর্ণে শোভিল কাঞ্চনজন্ডা,
আকাশে উঠিল প্রথম সূৰ্য ।
সুভদ্রাতী শিবে ! ও পাদপদ্মে,
এ দীন সস্তানে কাভরে বঃ
তোমার বাণীর স্তান ছন্দে,
জাগাও আঁধারে বিমল দীপ্তি ;

মনে রেখ শরণাগত এ ভক্ত,
 ত্রীপদে ঢালিছে বৃকের বক্ত,
 তুমি যা ! কর গো সমর্থ শক্ত,
 তোমাতে হউক সকল তৃপ্তি ।

(বিভূতি)

মাতৃপূজা

কামিনী রায়

যেইদিন ও চরণে ডালি দিহু এ জীবন,
 হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন ।
 হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
 দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার !
 অনল পুণিতে চাহি আপনার হিয়া মাঝে,
 আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাছে ;
 ছোটখাটো স্বপ্ন-দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার
 তুমি যবে চাহ কান্ত,—মা আমার, মা আমার !
 অতীতের কথা কহি' বর্তমান যদি যায়,
 সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তার ;
 গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
 মরিব তোমারি তরে,—মা আমার, মা আমার !
 মরিব তোমারি কাছে, বাচিব তোমারি তরে,
 নহিলে বিবাদময় এ জীবন কেবা ধরে ?
 যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলক-ভার,
 থাক্ প্রাণ, থাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার !

বক্ষুভূমি

অক্ষয়কুমার বড়াল

প্রণমি তোমাতে আমি, সাগর-উখিতে,
বঁড়শ্বৰ্মমি, অম্বি জননি আমার ;
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট স্কন্ধ পারাবার ।

শত শৃঙ্গ-বাহু তুলি' হিমাঙ্গি-শিয়রে
করিছেন আশীর্বাদ—স্থির নেত্রে চাহি ;
শুভ্র মেঘ-ভ্রটাজ্জালে তুলে বায়ুভরে,
স্নেহ-অশ্রু শতপারে ঝরে বক্ষু বাহি' ।

জ্বলিছে কিরীট তব—বিদায়—তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দাপ্ত-রশ্মি-শিখা ;
জলিয়া-জলিয়া উঠে শুষ্ক কাশতন,
নদীতট-বালুকায় স্বৰ্ণ-কণিকা ।

গভীর হৃন্দরবনে তুমি শ্রামাঙ্গিনী
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিভ্রাকুল ।
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা ছ'বানি আগ্রহে শাদুল ।

নব-বরষার চূর্ণ জলদ-কুন্তল
উড়িয়ে—ছড়িয়ে পড়ে এ.মুগ আবরি' !
চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমল্লৈ কৃষকের চিত্ত যায় ভরি' ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিভা সংকলন

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে

বসে আছ মেঘস্বপ্নে অসিত-বরণা !

নক্রকুল নত-ভুণ্ড পড়ি' পদমূলে,

তুলি শুণ্ড করিয়ুথ করিছে বন্দনা ।

সরে মেঘ, ফুটে ধীরে বদন-চন্দ্রমা !

বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে ;

লুটে ভূমে শ্রীঅঙ্কের শ্রামল স্বযমা,

চরণ অলঙ্ক-রাগ তড়াগে তড়াগে !

মূর্তিমতী হয়ে সতী, এস ঘরে ঘরে,

রাখ ক্ষুদ্র কপর্দকে রাক্ষা পা ত'খানি ।

ধাত্তলীর্ষ স্বর্ণঝাপি লও রাজ্য করে—

ভূলে' যাই—সর্ব দৈন্ত, সর্ব দুঃখ-মানি .

ছুটি নবোৎসাহে মাঠে ল'য়ে গাভীদল,

হিমসিক্ত তৃণভমি, শুক পদ্মদল,

হরিত্র ধাঙ্কের ক্ষেত্র, পীত-রৌদ্র-তলে

বিছায়ে দিয়েছ তব স্ববর্ণ অঞ্চল !

কুজাটি সাঘাফে হেরি—মৃগযুথ সাথে

ছুটিছ নিব্ব-ব-তীরে চকিতা চঞ্চলা !

মন্দির মধুক-বনে স্নান জোৎস্না-রাতে

ল'য়ে তুমি ঝঙ্ক-শিশু ক্রীড়ায় বিহ্বলা !

নিস্তরু জয়ন্তী-চূড়ে সাজে অঙ্ককার

কণ্টকী-লতায় গেছে গোবিভূমি ভরি ;

গহ্বরে গহ্বরে বক্ত-বরাহ-ঘৃৎকার

বহিছে উত্তর বায়ু শিহরি শিহরি ।

হেরি তুমি শাশ্রুনেত্রে, অবনত শিরে

পবিত্রাক্ত গ্রামে গ্রামে ভ্রমিছ দুঃখিনী ।

ভগ্নস্বপ্নে, শিলাখণ্ডে, বিনষ্ট মন্দিরে

খুঁজিছ পুত্রের কীর্তি অতীত কাহিনী !

অশোকে কিংতকে গেছে ছাইয়া প্রান্তর ;
 পিককণ্ঠ-কলতান উঠে দিকে দিকে ;
 চূত-মুকুলের গঞ্জে মরুৎ মন্থর
 এস হৃৎপদ্যাসনে সর্বার্থসাধিকে !
 এস চণ্ডীদাস গীতি, শ্রীচৈতন্য-প্রীতি,
 রঘুনাথ-জ্ঞানদীপ্তি, জয়দেব-ধ্বনি !
 প্রতাপ-কেদার-বাহু, গণেশ-স্বকৃতি,
 মুকুন্দ-প্রসাদ-মধু-বক্রিম-জননি ।

শঙ্খ, ১৯১০)

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

• রজনীকান্ত সেন

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
 মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
 দান-ছুঃখিনী মা যে তোদের
 তার বেশী আর সাধা নাই ।
 ঐ মোটা সূতের সঙ্গে, মা'য়ের
 অপার মেহ দেখতে পাই ।
 আমরা, এমনি পায়াল, তাই ফেলে ঐ
 পরের দোরে ভিক্ষা চাই ।
 ঐ ছুঃখী মা'য়ের স্বরে, তোদের
 সবার প্রচুর অন্ন নাই ;
 তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান মোজা,
 কিনে কল্লি ঘর বোঝাই ।

আয় রে আমরা মায়ের নামে
 এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই ;
 পরের জিনিষ কিনবো না, যদি
 মায়ের ঘরের জিনিষ পাই ।

(১২০৫)

বঙ্গ-সংস্রা

নিত্যকৃষ্ণ বসু

কে আছে অধিনী হেন অবনী-মাঝারে ?
 হেরি নিত্য বিদলিত পর-পদতলে
 স্বর্ণতম্বুখানি মাগো ! তপ্ত অশ্রুজলে
 সশ্রু কোটি শিশু কা'র করে হাহাকার ?
 কিন্তু অরি জন্মদাজি জননি আমার,
 আজিও এ বক্ষ মোর উল্লাসে উথলে
 স্মরি' কীৰ্ত্তিরাশি তোর ;—প্রেমপুণ্য-বলে
 আজিও অজের তুই, গর্ব বসুধার ।
 যে মহিমা-শৈল-শিরে, রাজরাজেশ্বরি,
 আছিস্ বসিয়া, দেবভোগ্য সে বিভব
 অংগ লভিয়াছে কেবা এ মকতুবনে ?
 কি ছায় সন্দেহ-স্থ ?—চঞ্চল লহরী
 কাল-সিন্ধু-নীরে যথা নখর সে সব ।—
 অনখর স্বর্ণ মা গো তোর ও চরণে ।

(সাহিত্য পত্রিকা, ১৯০০)

ভারত-লক্ষ্মী

অতুলপ্রসাদ সেন

উঠ গো, ভারত-লক্ষ্মী ! উঠ আদি জগত-জন-পুত্র্যা !

দুঃখ দৈন্ত সব নাশি', কর দূরিত ভারত-লক্ষ্মা ।

ছাড়গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা

পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধাত্তে !

জননি গো, লহ তুলে বক্ষে, সাস্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে ;

কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো ।

কাণ্ডারি । নাহিক কমলা, দুখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,

শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে,

তোমার অভয়-পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,

পুনঃ চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে ।

জননি গো, লহ তুলে বক্ষে, সাস্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে ;

কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো ।

ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কুঞ্জিত কুঞ্জে-

ধ্বন-হিংসা করি' চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জ

দূরিত করি পাপ-পুঞ্জ, তপঃ-পুঞ্জ,

পুনঃ বিমল কর ভারত-পুণ্যে ।

জননি গো, লহ তুলে বক্ষে, সাস্বন-বাস দেহ তুলে চক্ষে :

কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো ।

বল, বল, বল সবে

অতুলপ্রসাদ সেন

বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,

ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে ।

ধর্মে মহান্ হবে, কর্মে মহান্ হবে,

নব দিনমণি উদ্বিবে আবার পুরাতন এ পুরবে !

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
 ঘিরি তিনদিক নাচিছে লহরী,
 যায়নি শুকায় গঙ্গা গোদাবরী, এখনও অমৃতবাহিনী ।
 প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,
 প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন, কহিছে গৌরব-কাহিনী ।
 বিদুষী মৈত্রেয়ী ধনা লীলাবতী,
 সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
 বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি, আমরা তাঁদেরই সন্ততি ॥
 ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা,
 অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা,
 নানক, নিমাই করেছিল ভাই, সকল ভারত-নন্দনে ।
 ভুলি ধর্ম-দেহ জ্ঞান-অভিমান,
 ত্রিশকোটি দেহ হবে এক প্রাণ, একজাতি প্রেম-বন্ধনে ॥
 মোদের এ দেশ নাহি হবে পিছে,
 ঋষি-রাজকুল জন্মেনি মিছে,
 দুদিনের তরে হীনতা সহিছে, জাগিবে আবার জাগিবে ।
 আসিবে শিল্প-ধন-বাণিজ্য,
 আসিবে বিদ্যা-বিনয়-বাধ, আসিবে আবার আসিবে ॥
 এস হে কৃষক কুটির-নিবাসী,
 এস অনাথ গিরি-বনবাসী,
 এস হে সংসারী, এস হে সন্ন্যাসী,—মিল হে মায়ের চরণে ।
 এস অবনত, এস হে শিক্ষিত,
 পরহিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত,—মিল হে মায়ের চরণে ।
 এস হে হিন্দু, এস মুসলমান,
 এস হে পারসী, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান,—মিল হে মায়ের চরণে ॥

বিদ্যাপতি, চণ্ডী, গোবিন, হেম, মধু, বঙ্কিম, নবীন ;

(আরও কত মধুপ গো ।)

ঐ ফুলেরই মধুর রসে বাঁধলো স্নেহে মধুর বাসা ॥

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে, আনলো মালা জগৎ জিনে ।

(গরব কোথায় রাখি গো ।)

তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা ॥

ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকছু মায়ে "মা, মা" ব'লে ;

ঐ ভাষাতেই বলবো হরি, সাক হ'লে কাদা হাসা ॥

বাস্পালীর মা

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

হিমাত্রি তোমার শিরে তুবারের শ্বেতছত্র ধরে
মেঘের বালর তায় ঢেউ খেলি দিক শোভা করে
গর্জে নিয়ে পর গর

লক্ষ-ফণা অজগর

বঙ্গসিদ্ধ পদযুগ শিরে রাখি যতনে ধোয়ায়,

অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পগন্ধ, মিষ্ট বায়ু চামর ঢুলায় ।

তব মুক্ত বেণী সম শোভা পায় সুনীল অটবী

কাঞ্চী সম কটি বেড়ি ধ্বনিতোছে নাচিয়া জাহ্নবী

হিরণ-হরিতে গড়া

সরসী-সরিতে ভবা

আনন্দ-কানন তব আয়োদিত বিহগের গতি,

স্বর্গ নামে তব স্বারে তোমার ও ধূলায় লুটিতে ।

চরে তব শ্রাম গোষ্ঠে বেণু-রবে ধবলী শ্রানলী,

কৃষ্ণ দেয় ফুলপুষ্পে পাদপদ্মে পরাণ অঞ্জলি ।

রবি দেয় নিত্য প্রাতে

কিরণ-কমল হাতে

জ্যোৎস্না নামে যুত্বপদে কাঁপি লয়ে লক্ষীর যতন,

রঞ্জিতে অলক্তরাগে তোমার ও রাতুল চরণ ।

তোমার গহনে সদা উচ্ছ্বসিছে কল কল রব,

মেলি সক্রমণ আঁধি দেখিতেছ বোবার উৎসব ;

ময়ূর কলাপ ধরে, কোকিল কুঞ্জন করে,
 করিশিশু সনে খেলে বঙ্গ-ভরে স্নেহার্জ করিশী,
 অবিচ্ছেদে খেলে সুখে প্রেমমুগ্ধ হরিশ হরিশী ।
 ব্রহ্মপুত্র দামোদর জলসখা দুটি বৈতালিক,
 ভীমা পদ্মা নৃত্যে যার টলমল নিত্য দশদিক ;
 নিনাদি তোমার পুরী, ভৈরব বাজায় তুরী,
 তব নভ-স্বর্গ হ'তে ঝরু ঝরু ঝরিছে অমিয়'
 ক্ষুধিতে যোগায় অন্ন পিপাসিতে শীতল পানীয় ।
 নিপিল-সাগর-বক্ষে তুমি যেন কমলে-কামিনী
 বসে আছ পদ্মাসনে মহাধ্যানে দিবসযামিনী ;
 ঝঙ্কি সিক্কি দুই করা শাস্তি-ঘট শুণ্ডে ধরি
 ঢালিতেছে তব শিরে দেবতার পাদোদক-সুধা,
 নিজে রহি অনশনে হরিতেছ জগতের ক্ষুধা ।
 উষা আনে প্রতিদিন ধূপগন্ধ তোমার আগারে,
 নক্ষ্যা আসে দীপ লয়ে করিবারে আরতি তোমারে ;
 নন্দিরে মন্দিরে শাঁখ 'মা' বলিয়া দেয় ডাক,
 তুমি যেন অমরার পুঞ্জীভূত দুর্বা আর ধান,
 তোমায় আশীষি পুনঃ নমেন আপনি ভগবান্ ।

বঙ্গভাষা

শ্রীমথনাথ রায়চৌধুরী

আহা, দীনা বঙ্গভাষা !

ভাঙ্গে নাই যেন তন্দ্রা-অলস,

নুচ্ছেনি শীতের কুহেলি-তমস.

কেবল উষার অক্ষণ-পরশ

বহিয়া আনিছে আশা :

আহা, দীনা বঙ্গভাষা !

আহা দীনা বঙ্গভাষা !

আধখানি কথা ফুটেছে সরমে ;
 আধখানি বাথা লুটিছে মরমে,
 ছলকি ঝলকি তবু মধুক্রমে
 করিছে তৃষ্ণানাশা ;
 আহা, দীনা বঙ্গভাষা !

ছিলে মুগ্ধা কামপুস্পিতশরনে,
 শিরীষকোমল বচনরচনে,
 ভাজিল কুহক, ছন্দুভির স্বনে
 জাগিয়া উঠিলে কবে ?

রৌদ্র, বীর-রসে উঠিলে মাতিয়া,
 বাশরী-আলাপ কণেক ভুলিয়া,
 তেজস্বিনী-সমা দিলে কাঁপাইয়া
 বিশ্বয় মানিষ্ঠ সবে ।

শুনাইলে ব্যাস, বান্দ্রীকি এ বঙ্গে
 ডুবিল কোরব বিদেহ-তরঙ্গে ;
 পিতৃসত্য লাগি ভ্রাতা ভাৰ্ষা সঙ্গে
 হন রাম বনবাসী ।

দেখাইলা—ভীষ্ম, পার্থ, যত্নপতি,
 দ্রৌপদী, সাবিত্রী, দময়ন্তী, সতী ;
 উদিল তুমিত বঙ্গে জ্ঞানজ্যোতি,
 নিবিড় তমিস্র নাশি ।

আবার যথায় ব্রজকুঞ্জবন,
 “ললিতলবঙ্গলতার শীলন—”
 ভুলিয়া—শুনিব গাহিছে কেমন,
 তোমার বৈষ্ণব কবি :—

“সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি—”

প্রেমে মাতোয়ারা ধায় গোপধনী,
দেপিব তথায় রাধা, ব্রজ-মণি,

ভক্তের ‘মাদুর্ষ-ছবি !’

প্রতীচ্য প্রাচ্যের ভাবসংমিশ্রণে,
সেজেছ কি এক অপূর্ব ভূষণে ;—

ধ্রুবজ্যোতি সম উজলি কিরণে

সাহিত্য-জগদাকাশে !

মধুর ভাণ্ডার আনিলে লুটিয়া,
ত্রিদিবের গন্ধ আনিলে বহিয়া,
নব আনন্দে উঠিলে ফুটিয়া,

কোমল কোরকাবাসে !

অয়ি সালঙ্কারে ! স্বভাবসুন্দরি !

মধুর-করণ-রস-অধীশ্বরী !

কবিতার চির-প্রিয়-সহচরী

• আরো এস চ’লে কাছে !

ধন্য, ধন্য, হে ভাববিচিত্রে !

নহ তুমি দীনা,—তব ছত্রে ছত্রে

যৌবনপুলক ; তব পত্রে পত্রে

বসন্ত চুমিয়া আছে !

(পদ্মা, ১৮২৮)

উপহার

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

জানি, তাহা জানি আমি, অয়ি মাতৃভূমি,

সব ভাল, ভালবেসে যা দিয়েছ তুমি ।

তোমার দিবস নিশি, তোমার আকাশ,

তোমার আলোক ভাল, তোমার বাতাস ;

তরু তব ছায়া দেয়, সাজি ফল-ফুলে,
 তটিনী মিটায় তুবা ফিরি কূলে কূলে :
 তব গ্রন্থে করি আমি জ্ঞানসুধা পান :
 শিরে তুলে ঘরে আনি আশীর্বাদী ধান ।
 তুমি দাও স্বাস্থ্য, মাতা, তুমি দাও ধন ;
 বন্ধে ধরি আছ মোর গৃহ পরিজন ।
 তোমারে বিরিহা নিভা হয় মহোৎসব :
 অনিমেষ নেত্রে শুধু হেরিতেছি সব ।
 বাহা আনি, মনে হয় তুচ্ছ উপহার,
 তোরি ভাষা দিয়ে তোর কণ্ঠে দিব তার ।

। গীতিকারী, ১২১৩ ।

বঙ্গভূমি

শ্রমধনাথ রায়চৌধুরী

নম বঙ্গভূমি-শ্যামাকিনি,
 যুগে যুগে জননি-লোকপালিনি !
 হৃদয় নীলাধর-প্রাস্ত সজে
 নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে ;
 চুমি পদধূলি বহে মদীগুলি,
 রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণি !
 তাল-তমালদল নীরবে বন্দে,
 বিহঙ্গস্তুতি করে ললিত হৃদয়ে ;
 আনন্দে জাগ, অগ্নি কাঞ্চালিনি !
 কিসের ছঃখ, মাগো, কেন এ দৈত্য,
 শূন্য শির তব, বিচূর্ণ পণ্য !
 হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ !

ভাক মেঘমস্ত্রে হৃষুস্ত সবে,
 চাহ দেখি-সেবা জননী-গল্পবে,
 জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি ;
 জ্ঞান না আপনায় সন্তানশালিনি !

গীতিকা

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

কি শ্লোক রচিব আজি তোমার লাগিয়া,
 অগ্নি বঙ্গভাষা,
 সোহাগ-সাস্ত্রনা-পাশে কেন জড়াইলে দাসে,
 জাগায়ে তুলিলে কেন ভক্তের অন্তরে
 মধুর পিপাসা,
 পূজিবার আশা !
 তোমার নন্দনলোক, বহু উদ্দেশ্য দেথা যায়,
 * মহিমায় জলে ।
 দিশাহারা পক্ষীসম মানসসঙ্গিনী নম
 অতদূর যেতে যেতে যদি শ্রান্তিতরে
 নামে পলে পলে
 লুটীতে ভুতলে !
 কোন্ ধ্বনি তব কণ্ঠে শুনাইবে ভাল,
 আমি কি তা জানি ?
 নাহি বুঝি, ভালবেসে কোন্ গান নিবে শেবে :
 আমি কি যোগাতে পারি ওই স্বধামুখে
 স্বধাময়া বাণী,
 অগ্নি বাণাপানি !
 তবে মুখপানে চাহি করিও না ৷
 করুণ প্রভাশা ;

তব তুষা স্বগভীর, কোথা পাব তার নীর ;
 কোন্ বলে কোন্ ছলে কেমনে তুলিব
 আমার নিরাশা,
 অগ্নি মাতৃভাষা ?
 তবু যদি চাহ সেবা, দিব আনি পদে
 আমার সকল ;
 ভগ্ন-মনোরথ মাঝে মগ্ন-মুক্তা নাহি সাজে
 ভিখারীর ক্ষুধা সম, দাসের গীতিকা
 দৈন্তের সহল,
 শুধু অশ্রুজল ।

(গীতিকা, ১২১৩)

উদ্বোধন

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

শুধু মেহে কাজ নাই, কমা কর দূর ;
 মাতৃযোগ্য গর্বভরা, তেজস্বল হ্র
 আন, মাতা, রুদ্ধকণ্ঠে । তব দীন ভাষা
 প্রনিতে পারে না কি, না, অপ্রভেদী আশা
 নিশ্চল অস্তর মাঝে ? ও আকুল বরে
 জাগ্রক, নিশ্চিন্ত যারা, মহাব্রত তরে
 সন্তয়ে সলজ্জ্বল ত্রেস্তে ! তীব্র অভিমানে
 হের, মাতা, এই সব অবাধ্য সন্তানে ;
 দিকে দিকে নির্বাসিত করে দাও শেষে
 লভিতে নবীন জ্ঞান দূর দেশে দেশে ।

আলস্ত্র সঞ্চয় করি, এরা কোণে বসি
বলিছে বৈরাগ্য তারে ! তুমি মাঝে পশি
দ্বিধা দাও ভাঙ্গি ; আরোহি' কর্ণের বৃথে
সবাই করুক যাত্রা দীপ্ত দিব্যপথে ।

(গীতিকা, ১৯১০)

নমো হিন্দুস্থান

সরলা দেবী চৌধুরাণী

অতীত-গৌরববাহিনী মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !

২৫শত-ঐন্দ্ৰাদিনী মম বাণি ! গাহ আজি হিন্দুস্থান !

কর বিক্রম-বিভব-যশঃ-শৌরভ পুরিত সেই নামগান !

বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠ,

গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !

হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !

গাও সকল কর্ণে, সকল ভাবে "নমো হিন্দুস্থান !"

(কোরাস) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—

"নমো হিন্দুস্থান !"

ভেদ-রিপুবিনাশিনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্যগান !

নহাবল-বিধায়িনি মম বাণি ! গাহ আজি ঐক্যগান !

দ্বিলাও চঃথে, সৌখ্যে সমো, লক্ষ্যে, কাম মনঃ প্রাণ !

বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠ,

গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !

হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !

গাও সকল কর্ণে, সকল ভাবে "নমো হিন্দুস্থান !"

(কোরাস) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান

"নমো হিন্দুস্থান !"

সকল-জন-উৎসাহিনি মম বাণি ! গাহ আজি নূতন তান !

মহাজাতি-সংগঠনি মম বাণি ! গাহ আজি নূতন তান !

উঠাও কর্ম-নিশান ! ধর্ম-বিবাণ ! বাজাও চেতায় প্রাণ !

বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, মারাঠ.

গুর্জর, পঞ্জাব, রাজপুতান !

হিন্দু, পার্শি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান !

গাও সকল কর্ণে, সকল ভাষে "নমো হিন্দুস্থান !"

(কোরান্) জয় জয় জয় জয় হিন্দুস্থান—

"নমো হিন্দুস্থান—"

(শতগান. ১২০০)

[১২০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা-কংগ্রেসে গীত]

জয় যুগ আলোকময় .

সরলা দেবী চৌধুরাণী

জয় যুগ আলোকময়,

হল অস্ত্রায় চ্যুত শাসন

নিষ্ঠুরাচার নাশন

সংস্কার-দৃঢ়-আসন

হল ক্ষয়,

দিলে বরাত্তয়

যুগ আলোকময়,

আজি তেজভরিত ভারত-বক্ষ

নির্মলবোধপুষ্ট-পক্ষ,

মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ

গাহে জয় ।

জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ আলোকময় ।

আলো—আলো—আলোকময় ।

হল অজ্ঞানতমো ছেদন

ভ্রাস্তির জাল ভেদন

আত্মার শত ক্লেদন

অপনয়,

দিলে বরাভয়,

যুগ আলোকময় ।

আজি তেজ্জভরিত ভারত-বন্ধ

নির্মলবোধপুষ্টে-পক্ষ

মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ

গাহে জয় ।

জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ আলোকময়,

আলো—আলো—আলোকময় ।

হল বুদ্ধির মোহ মোচন

বুদ্ধি অতি-রোচন

উয়েলি শুভ লোচন

হে সদয়,

দিলে বরাভয়

যুগ আলোকময়,

আজি তেজ্জভরিত ভারত-বন্ধ

নির্মলবোধপুষ্টে-পক্ষ

মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ

গাহে জয় ।

জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ, আলোকময়,

আলো—আলো—আলোকময় ।

হল শক্তির পুন বোধন

পৌরুষ-ঋণ-শোধন

আর্ডের প্রাণ মোদন
 বীরোদয়,
 দিলে বরাভয়,
 যুগ আলোকময় ।
 আজি তেজ্জ চরিত ভারত-বক্ষ
 নির্মলবোধপুষ্ট-পক্ষ ।
 মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ
 গাহে জয় ।
 জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ, আলোকময়,
 আলো—আলো—আলোকময় ।

(শতগান, ১৯০০)

ভারত-জননী

সরলা দেবী চৌধুরাণী

বন্দি তোমায় ভারত-জননি, বিজ্ঞা-মুকুট-ধারিণি
 বর-পুত্রের তপ-অর্জিত গৌরব-রশ্মি-মালিণি ।
 কোটি-সন্তান-ঐশি-তর্পণ-হৃদি-আনন্দ-কারিণি—
 মরি বিজ্ঞা-মুকুট-ধারিণি ।
 যুগ-যুগান্ত তিমির-অন্ধে হাস মা কমল-বরণি !
 আশার আলোকে ফুল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী ।
 নব জীবনের পসরা বহিরা
 আসিছে কালের তরণী, হাস মা কমল-বরণি ।
 এসেছে বিজ্ঞা, আসিবে ঋদ্ধি
 শৌর্ধ-বীর্ধশালিণি !

আবার তোমায় দেখিব জননি

সুখে দশদিক-পালিনী ।

অপমান-কৃত জুড়াইবি মাতঃ

খর্পর-করবাগিনি ! শৌর্যবীৰশালিনি ।

(শতগান, ১২০০)

বঙ্গ-জননী

স্বরমাসুন্দরী ঘোষ

আমার জনমভূমি,

অভাগিনী না গো !

আর ক্ষমাঘো না তুমি,

জাগো, স্নেহে জাগো !

শত কবি গান গায়, অর্থ্য দেয় তব পায়,

আজন্ম দিতেছে ভরি অঞ্জলি অঞ্জলি ।

সেই স্তব-স্তুতি বিফল সকলি ?

ছাঃখিনী জননী, ওগো

বিষাদ-প্রতিমা,

ভাসাবে কি অশ্রুজলে

তোমার মহিমা ?

চারিদিকে শুন সব আনন্দ-উৎসাহ-রব,

তুমি একা বসে আছ, ধূলিবিমলিন;

হে আমার জনমভূমি, অভাগিনী দীনা ।

পতিতা, তাপিতা ।

হে আমার ভগ্নভূমি,
 মুখে তব অন্ন নাই,
 বৃকে জলে চিতা !
 ঘরে ঘরে, মা, তোমার, উঠে শুধু হাহাকাহর,
 ভূমি হাসিতেছ বসি, চির-উদাসীনা !
 তাই মা, তোমার লাগি বাক্যে না এ বীণা !
 তাই ত খিল্লার উঠে
 হৃদয় মাঝার,
 না বাহারে ছেড়ে আছে
 মিছে গর্ব তার ।

তাই ছিন্ন হীনবল তোমার সম্মানদল
 নাই শক্তি নাই ভক্তি, নাই মান অপমান,
 আছে শুধু সভ্যতার লক্ষ কোটি ভাগ ।

(রঞ্জিনী, ১৯০২)

অমৃত-সন্ধান

সুরমাশুদ্ধরী ঘোষ

আজ টুটিয়াছে মোর মোহের বন্ধন,
 গেছে পক্ষা, গেছে লাজ, জেগেছে ক্রন্দন—
 বহিছে জীবন-স্রোত দ্রুত বেগভরে,
 সহসা লাগিবে ভাঁটা উচ্ছল সাগরে ।
 অতীতের খেলাধুলা মিশাবে দুলায়,
 আমি বসে থাকি তবে কার প্রতীক্ষায় ?
 কৈশোরে ঘোমটা-ঢাকা এই ছুটি চোক,
 রেখে নাই জগতের অক্ষয় আলোক ।

আজ বুঝিয়াছি আছে আমারও কাজ
কেহ বুঝা জন্মে নাই ধরণীর মাঝ !
মুক্ত রহিয়াছে মোর স্মৃতির দুয়ার,
পশিবে না মৃতপ্রাণে স্মৃতি-সম্ভার !
কল্পনা-কবিতা-গীতি উথলি নিমেষে,
নিবে মোরে উড়াইয়া অমৃতের দেশে ।

(রঞ্জিনী, ১২০২)

বুতল রাগিণী

মৃণালিনী সেন

শুধুই গাহিতে গান বদি গো ! জনম মম,
তবে দেবি ! গানে মোর দাও সেই সুর,
যে সুরে মৃতেরো প্রাণে অমৃতলহরী বহে,
যে সুরে জড়েরো করে অবসাদ দূর !
নরুতে জনমে তরু, পাষাণেতে বহে নদী,
অঙ্গার সে হয়ে যায় সহসা হীরক !
যে তীব্র উন্নত সুর তড়িৎ সঞ্চারি দেহ
জন্ম হইতে জন্মে, ফেলিতে পলক ।
এমন করিয়া শুধু গতাঙ্গগতের মত
কেবলি জ্যোছনা, পুষ্প, কল্পনা-বধূর
সহিত করিয়া খেলা, জীবন অপ্নের মত
করিতে চাহিনা আর সমাপ্ত মধুর ।
আমি অগ্রসর হ'ব নতোর ধরিয়া হাত,
স্বর্ষের রশ্মির মত কিরণ যাহার ?
নিখিল বিশ্বের সর্ব-স্বচ্ছ মুকুরের সম,
সবাই হেরিবে তাহে চিত্র আপনার ।

ক্ষুদ্র যশ অপযশ থাকে ক্ষুদ্র গৃহ-কোণে ;

—এ সঙ্কীর্ণ সীমা মম দাও বাড়াইয়া,
কেবল আমারি তরে রেখো না অস্তিত্ব মম,
—আমারে অনন্ত মাঝে দাও হারাইয়া ।

ব্রহ্মাণ্ডের সাথে মম দাও এক করি দেবি !

দাও যোগ করি দেবি ! হৃদয়ের তার,
ওই ক্ষুদ্র তৃণগাছি, ওরো সূখ, ওরো দুখ,
—অসুভব করি যেন আমার আমার !

(মনোবীণা, ১২০০)

দেশভক্তি

যোগীশ্বরনাথ বসু

সত্য কি তোমাবে আমি বাসি ভালো ? স্বদেশ জননি !
কহি বটে, সাধনার ধন তুমি, নগনের মণি !
কিছু যবে অস্তরের অস্তরেতে করি নিরীক্ষণ,
বুঝি সব শূন্যগর্ভ, অর্ধহীন অলৌক বচন ।
প্রবঞ্চিত প্রবঞ্চক হ'য়ে হেন র'ব কতকাল ?
পুত্র, শুদ্ধ কর মা গো, দূর কর মনের জঞ্জাল ।
পারিত্যম সত্য যদি মাতৃরূপে ভাবিতে তোমাংরে,
হইতাম বধির কি এত ডাকে, এত হাহাকারে ?
দারিদ্র্যের কশাঘাতে কাঁদে ভ্রাতা, কাঁদে ভগ্নী মোর,
বিলাসে নিমগ্ন আমি, কই ঝরে নয়নের লোর ?
অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে আছে কোটি কোটি জন,—
একটিও দীপ আমি নাহি করি কেন প্রজ্বালন ?

কোটি কণ্ঠে রোগে শোকে শুনি উঠে তীব্র আর্ডনাদ
 আমি হাসি হা-হা ক'রে, নাহি চিন্তা নাহিক' বিবাদ !
 সত্য দেশভক্তি যাহা, এ তাহার নহে পরিচয় ;
 দেশভক্তি ত্যাগে, ধর্মে, কর্মে, প্রেমে,—বচনেতে নয় ।
 বাক্যভারে ভারাক্রান্ত, অবসন্ন হয়ে গেছে শ্রাণ,
 কর্মক্ষেত্রে শক্তি, ক্ষুণ্ণ, অসুস্থামী ! কর মোরে দান ।
 অকপটে তব পদে এই ভিক্ষা চাহি পরমেশ !
 সত্য সত্য বুকি যেন মাতৃরূপা আমার স্বদেশ ।

সোনার স্বপন মোহে

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

সোনার স্বপন-মোহে ভুলিও না, ভাই, সাধনা !
 এ যে আলেয়ার আলো, মায়ী-মরীচিকা, আশ্বাস-ঢাকা ছলনা !
 ওদের রুদ্ধ দুয়ারে করি' করাঘাত, পেয়েছ করে বেদনা ;
 ওরা বুঝিল কি তব মর্মকাহিনী, বুঝিল কি তব যাতনা ?
 ওরে ঘৃণা করে মোদের বর্ণ, মোদের আছরানে বধির কর্ণ ;
 তুচ্ছ ফুৎকারে দেয় ভেঙ্গে চূরে, সকল সঞ্চিত কামনা !
 ওরা মোদের দৈন্তে করি' পরিহাস, কেড়ে নিতে চায় মুখের গ্রাস ;
 তবু যুক্তকরে ওদের দুয়ারে কেন নিত্য নিফল যাতনা ?
 এখন আপনার পানে ফিরাও নয়ন, জাগাও আপন শক্তি ;
 পরের চরণ না করি' লেহন, কর আপনার মাথের ভক্তি ;
 তবে আগিবে নবীন রঙ্গে, নবজীবন নববঙ্গে ;
 বিশ্ব কাঁপায়ে উঠিবে বাস্তব্যা রক্ত-বিজয় বাজনা !

শাসন-সংযত কণ্ঠ

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

শাসন-সংযত কণ্ঠ জননি ! গাহিতে পারি না গান !
(তাই) মরম-বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ ।
সহি প্রতিদিন কোটা অত্যাচার,
কোটা পদাঘাত কোটা অবিচার,
তবু হাসি মুখে বলি বার বার,—
'স্বখী কেবা আর মোদের সমান ?'
বিনা অপরাধে অন্তহীন কর,
অন্নভাবে অতি সীর্ণ কলেবর
তবু আশে পাশে শত গুপ্তচর,
প্রতি পলে লয় মোদের সঙ্কান ।
শেষে শৃঙ্গ কমলা-ভাণ্ডার,
গৃহে গৃহে মর্মভেদী হাহাকার,
যে বলে একথা, অপরাধ তার,
হায় হায় একি কঠোর বিধান !
না জানি জননি ! কত দিন আর
নীরবে সহিব হেন অত্যাচার
উঠিবে কি কতু বাজিয়ে আবার
স্বাধীন ভারতে বিক্রয়-বিষণ ?



জননী

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

জাগো ওগো কাদালিমি, জননি !

তব কুটার-দ্বারে আজি মিলিত তব সন্তান,
দেশ দেশান্তর করি' অহুসঙ্কান—কুসুম চন্দন
এনেছি জননি, পৃথ্বিতে তব চরণ ।

মঙ্গল মস্ত্রে হিন্দু মুসলমান, বিশ্বত গর্ব ভেদ
অভিমান, নব-আশা-পুলকিত প্রাণ,
দেহি নব শিক্ষা—নব দীক্ষা জননি ! মেলি মুদিত নয়ন ।

কর আশীষ তুলি পুণ্যপাণি, শুনাও নন্দনে তব অভয় বাণী,
শত বিষাদ দৈন্ত সন্ধ্যা মানি' পড়ুক সরিয়া,
দিকে দিকে তব বিজয়-শব্দ উঠুক বাজিয়া বাজিয়া,
পুলক-উৎসবে হোক পরিপূরিত তব দীন ভবন ।

ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ : ଗାହିନ୍ଦ୍ୟଜୀବନ-କବିତା

গার্হস্থ্যজীবন-কবিতা

প্রবাসীর বিলাপ

দীনবন্ধু মিত্র

কোথায় জনমভূমি শুভ বঙ্গদেশ !
তব ক্ষেত্রে শস্তরূপে বিরাজে ধনেশ,
বাহিনী তোমার অঙ্গে পবিত্র জাহ্নবী,
শ্রেষ্ঠতম হেরি তব প্রান্তর অটবী,
তব কোলে দোলে বিষ্ণা, দেশ-অনুরাগ,
সুজনতা, সুবিচার, মৌহর্দ্য, সোহাগ ;
তোমা বিনা কাঁদে প্রাণ মনে স্থখ নাই,
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

আর কি দেখিতে পাব পিতার চরণ,
স্নেহ-বিকসিত মুখ শঙ্কা-নিবারণ !
বিপুল আয়াসে শিক্ষা করেছেন দান,
পটুতা হেরিলে কত সুখী হত প্রাণ ।
শৈশবে পিতার পাতে বসিয়ে পুলকে,
খাইতাম স্থখে অন্ন এলোমেলো ব'কে,
বাসনা পিতার পাতে আজো বসে খাই,
বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

পরম-আরাধ্যা দেবী জননী কোথায়,
বিপদ ব্যসন ব্যথা যে নামে পলক !
না হেরে আমার মাতা ব্যাকুলিত-মনে
সিঁঝাছেন পরলোকে বিভূ-দরশনে ।

স্বর্গীয় জননী-স্নেহ এত দিনে হত,
 মা বলা হইল শেষ জনমের মত ;
 ভিক্ষা করি খাব দেশে, যদি মাতা পাই,
 বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

সহোদর স্নসহায় সংসার-ভিতর,
 রক্ষিতে সোদরে সদা বন্ধ পরিকর,
 আনন্দ-প্রফুল্ল মুখে অমিয় বচন,
 হাসিয়ে করেন দান স্নেহ-আলিঙ্গন,
 না হেরে সোদর-মুখ বিদরে অস্তর,
 কত দিন রব আর হয়ে দেশান্তর ?
 দিক খন-অল্পরোধে ছেড়ে আছি ভাই !
 বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

স্নেহের লতিকা মম স্নশীলা ভগিনি !
 কত শত দিন গত তোমায় দেখিনি ।
 ভ্রাতৃস্থিতীয়ার দিন সহোদরা-ঘরে
 আনন্দ-উৎসব হয় তুমিতে সোদরে,
 সমাদরে সহোদরে ভাই-ফোটা দান,
 বসন চন্দন খান গুয়া গোটা পান,
 স্নেহে স্নেহে হই যেন ভগিনীর ভাই,
 বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

নীরস হৃদয় মম প্রণয়বিহীন,
 কেমনে কামিনী ভুলে আছি এত দিন ?
 ভুলি নাই, বামাস্ত্রিনি পবিত্র-লোচনে ।
 দিবা-নিশি হেরি মুখ মনের নয়নে,
 ভাবিতে ভাবিতে কান্তি একতান-মনে,
 ভ্রমবশে আলিঙ্গন করি সমীরণে,
 রহিব তোমার পাশে, স্বর্গে দিব ছাই,
 বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

কোথায় হৃদয়-নিধি তনয়-নিচয়,
 কবে তোমা সনে হেরে জুড়াব হৃদয় ?
 কেহ পাঠে দেবে মন, কেহ দৌড়াইবে,
 কেহ কেহ কোল লয়ে বিবাদ করিবে,
 কেহ করতালি দেবে, কেহ বা নাচিবে,
 আধ বোলে বাবা ব'লে কেহ বা হাসিবে ।
 দেখিতে এসব পেলো স্বর্গ নাহি চাই,
 বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

মাঝার যুগল সম মেয়েটি কোথায় ?
 মরি রে জননি ! কোলে না লয়ে তোমায়,
 চিত্রিত পুতুল পেলো স্থখী শিশুকুল,
 আমি শিশু, তুমি মম খেলার পুতুল ।
 কবে নব-প্রামরস-দাম রসনায়
 লেহন করিতে নাসা শৈশব-লীলায়,
 তাই তাই 'তমালিনি' তাই তাই তাই ;
 বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

বিপদ-নিস্তার বন্ধুনিবর কোথায় ?
 আনন্দে হৃদয় নাচে যাদের কথায়,
 উল্লসিত হয় যারা আমায় হেরিয়ে,
 অশ্রুত খটিলে এসে পড়ে বুক দিয়ে,
 কবে তোমাদের কাছে বসিব হাসিয়ে,
 মন খুলে কব কথা সরম ছাড়িয়ে,
 বন্ধুর নিকটে দিন নিমেষে কাটাই ;
 বিদেশে বিষাদে মরি, দেশে চলে যাই ।

কোথায় যমুনা নদী গুপন-নন্দিনি ?
 শৈবাল বিরাজে অঙ্গে কত কুম্বী,
 কেমন বিমল বারি স্তমধুর তার,
 আমোদে মাতিয়ে তায় দিতাম সঁতার,

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

কত ভরী কত লোক বিজয়ার দিন,
কৈলাসে চলিছে গোরী কাঁদিয়ে মলিন,
বাসনা যমুনা-জলে এ দেহ ভাসাই ;
বিদেশে বিবাহে মরি, দেশে চলে যাই ।

কোথা সে বিলের কূলে বিটপী বিশাল ?
চন্দ্রাতপ পায় যার আতপে রাখাল,
যথায় বিকালে বন-ভোজনের দিন,
সমবেত কত পুরমহিলা প্রায়ীণ,
আনন্দে ভোজন করে শতদল-দলে,
লাফালাফি খেলে মাঠে বালকেরা বলে,
বসিনা তাদের সনে লাফিয়ে বেড়াই,
বিদেশে বিবাহে মরি, দেশে চলে যাই ॥

(ছাদশ কবিতা)

সম্ম্যার প্রদীপ

সুরেন্দ্রনাথ মল্লমদার

(১)

হের দেখ জলিরাছে প্রদীপ সঙ্কার,
দেব-রূপ দৃশ্য ধরা'গরে,
চারিদিকে ছায়া পড়ে কাঞ্চন কায়ার,
আলো-দ্বীপ আঙ্কার-সাগরে ।
ললিত লীলায় কায়,
হেলে হুলে বীণা বায়,
পিখার শরীর মাঝে নড়ে যেন প্রাণ,
দীপ নয়,—যেন কোন দেব বিজমান ।

(২)

দূর হ'তে রূপ কিবা হয় দরশন,
চৌদ্দিকে কিরণ পড়ে চিরে,
আন্ধারের মাঝে তায় দেখায় কেমন,—
জ্বা যেন যমুনার নীরে ।
আন্ধারের কলি কায়,
তায় অস্ত্রাঘাত প্রায়,
দীপ দেখি রক্তমাথা ক্ষতস্থান হেন,
কাল কেশে কামিনীর পদ্যরাগ যেন ।

(৩)

জালিয়া প্রদীপ, বাঁশি বসন-অঙ্কলে,
রূপসী প্রবেশে নিজ পুর,
রক্ত-আভা-মাথা রক্ত বদনমণ্ডলে
রক্তশিখা সৌম্যে সিন্দুব,
চঞ্চল নয়নে চায়,
প্রদীপ চঞ্চল বায়,
পায় পায় কাঁপে স্তন, শিখা মনোলোভা,—
কারে ছেড়ে কারে দেখি কে অধিক শোভা ।

(৪)

কি ফুল ফুটেছে আগ্রা অঙ্ককার বনে,—
নদী-পারে প্রদীপ সজ্জার,
প্রিষ্ঠা-মুখ-খান যেন প্রবাসীর মনে,
যেন শিশু-স্মৃত বিধবার,
হয়ে গেছে সর্বনাশ,
আছে একমাত্র আশ,
হেন নর-হৃদয়ের দেখায় আভাস
মেঘের মণ্ডলে যেন মঙ্গল*-প্রকাশ ।

(৫)

ক্রমে ঘোর হ'য়ে এল সন্ধ্যার অধর,
 পাহা অতি ক্লান্ত পর্ধটনে,
 অজ্ঞানিত দেশ, শুধু চৌদিকে প্রান্তর,
 দামিনী চমকে কণে কণে ;
 হেন কালে হেন স্থলে,
 দূরে সন্ধ্যা-দীপ জলে,
 পথিকের প্রাণে পুন আশার সঞ্চার ;
 সে জানে কি বস্তু তুমি প্রদীপ সন্ধ্যার !

(৬)

বদনের কাছে বাস্তি জননী চুলায়,
 খল খল হাসে শিশু তায়,
 আভায় আভায় মিশে শোভায় শোভায়,
 হেরে মাতা স্নেহের নেশায় ;
 হাগারে বালক-মেলা,
 ছায়া-ধরাধরি খেলা,
 হেরে প্রবীণেরা হাসে, গণে না আপন,
 ছায়া-ধরা খেলাতেই কাটালে জীবন ।

('নসিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত, ১৮৮০/পরে 'প্রদীপ'-এ প্রকাশিত, ১৯০০)

শিশুর হাসি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কি মধু-মাখানো, বিধি, হাসিটি অমন
 দিয়াছ শিশুর মুখে ।
 স্বর্গেতে আছে কি ফুল
 মর্চে যার নাহি তুল,
 তারি মধু দিয়ে, কি হে, করিলে সৃজন ?
 সৃজিলে কি নিজ মুখে ?
 কিষা, বিধি নয়-তুঃখে
 মনে করে,—ও হাসিটি করেছ অমন ?

জানি না তুমিই কিনা আপনি ভুলিলে

সৃষ্ণের কালে, বিধি ?

গড়েছ ত এত নিধি ?

উহার মতন, বল, কি আর, গড়িলে ?

নবনীর সর ছাঁকা,

স্বন্দর শরৎ-রাকা,

তরুণ প্রভাত কি হে কোমল অমন ?

কারে গড়েছিলে আগে,

কারে বেশি অল্পরাগে,

সৃষ্ণ করিলে, বিধি, সৃষ্ণিলে যখন ?

ফুলের লাষণ্য, বাস

অথবা শিশুর হাস

কারে, বিধি, আগে ধ্যানে করিলে ধারণ ?

ছিল কি হে নরজাতি-সৃষ্ণের আগে

এ কল্পনা তব মনে ?

অথবা শিশুর-কিরণে

গড়িলে যখন—এরে গড়' সেই রাগে ?

দেখায়েছিলে কি উঠি সৃষ্ণিলে যখন

অমৃত-পিপাসু দেবে ?

কি বলিল তারা সবে

দেখিল যখন অই হাসিটি মোহন ?

অমৃত কি, অহে বিধি, ভাল ওর চেয়ে ?

তবে কেন ছাড়ে তার?

সুধা-অঙ্ক দেবতারী—

অমৃত-অধিক মধু ও হাসিটি পেয়ে ?

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

কিছা চেয়েছিল তারা তুমিই না দিলে ;
 দিয়াছ এতই হায়,
 চিরস্বধী দেবতায়,
 হুঃখী মানবের তরে ওটুকু রাখিলে ?

দেখিলে শিশুর হাসি জীবিত যে জন
 কে না ভাসে, কে না চায়
 আবার দেখিতে তায় ?
 একমাত্র আছে অই অখিল মোহন—

জ্ঞাতি দেশ বর্ণভেদ ধর্মভেদ নাই
 শিশুর হাসির কাছে,
 সব পড়ে থাকে পাছে,
 যেখানে যখন দেখি তখনি জুড়াই ।

নাহি পর, আপনার, নাহি হুঃখ স্বপ্ন,
 দেখিলে তখনি মন
 মাদুরীতে নিমগন.
 কি যেন উখলি উঠে পূর্ণ করে বুক !

আয় আয় আয়, শিশু, অধরে ফুটায়
 অই স্বরগের উষা,
 অই অমরের ভূষা
 তুলিয়া হৃদয়ে—দে রে মানবে তুলায়ে

হে বিধি, নিষাছ সব, করেছ উদাসী,
 এক হৃদয়ের আলো
 উহারে করো না কালো,
 অতুলনা দীপ ওটি—নিও না ও হাসি !

চাহি না শীতল বায়ু, মুকুল-অমিয়,
 চন্দ্রকর বারি-কোলে
 নাচিয়া নাচিয়া দোলে,
 তাও নাহি চাই, বিধি—ও হাসিটি দিও !

ভাস রে চাঁদের কর—হাস রে প্রভাত,
 ডাক পাখী প্রিয় সুরে
 দোল পাতা বুঝে বুঝে
 পিঠে করি প্রভাকর-কিরণ-প্রপাত :

উর্ধ্বক মানবকণ্ঠে ললিত সঙ্গীত,
 বাজুক “অর্গান” বাশী,
 তরল তালের রাশি
 ছটুক নর্তকী-পায় করিয়া মোহিত ;—

কিছুট কিছুই নয়
 ও হাসির তুলনায়,
 জ্বাতে কিছুই নাই উহার মতন !
 কি মধুমাধানো, বিধি, হাসিটি অমন
 দিয়াছ শিশুর মুখে !

(বিবিধ কবিতা, :৮২৩)

ভারু

শিবনাথ শাস্ত্রী

লজ্জাবশুগ্ননে কেন স্থাংগু-বদন,
 স্নান বোন ! ভয় নাই আমি লো সরলে,
 ও পবিত্র মুখে তব নীচের মতন
 ফেলিব না পাপদৃষ্টি চাও মন খুলে ।

দখ হোক দৃষ্টি তার, পুড়ুক হৃদয়,
যার প্রাণে, প্রফুটিত-কুসুম-নির্মিত
স্বকোমল কান্তি তব পবিত্রতাময়
মেখে, নীচ পাপচিন্তা হয়লো উদিত ।

ওই মুখে স্বর্গশোভা, সে চক্ষে নিরয়,
ওই নিঃকলঙ্ক দৃষ্টি তাহার ভৎসনা ;
সতীত্ব-উন্নত-শৃঙ্গে তোমার আশ্রয়,
কীট সম ভুলুষ্ঠিত তাহার বাসনা ।

শুন গো ললনে ! প্রাতে বিহগী হেমতি
তরল তপনালোকে খেলে নিজ মনে,
কোথা ব্যাধ ধরা-পৃষ্ঠে ! তুমি লো তেমতি
পুণ্যালোকে বিহরিছ ফেলিয়া সেজনে ।

বালকে কুসুম তোলে, পণ্ডিত তাহার
সৌরভে আনন্দ পান, তুলিলে সে ফুল,
স্নান হয়, যার শোভা, যায় গন্ধ-ভার ;
থাক বৃক্ষে, গন্ধে দেখ করলে! আকুল ।

তুমি নারী, জান নাকি নারী এ জগতে
এ মরু-জগতে যেন বটচ্ছায়া-সমা,
নারী আতপত্র এই জীবনের পথে
গৃহলক্ষ্মী কুললক্ষ্মী নারী নিক্রপমা ।

কিন্তু বন্ধে নারীভঙ্গ বড় বিড়ম্বনা,
তাই ভাবি ও বিশাল সুন্দর নয়নে,
বহে না ত ধারা বোন ! নারীর যাতনা
এ বঙ্গ-সংসারে মেখে কাঁদিলো নির্জনে ।

কে এত সহিষ্ণু বদ্ববালার সমান !
 বন-সুগী সম ভৌরু, লাজে নিমীলিতা,
 প্রেমের কিরণ-স্পর্শে প্রফুল্লিত প্রাণ,
 সে কিরণে তবে কেন তারাও বঞ্চিতা ।

দেখ বোন ! তোমা সম অনেক যুবতী
 এই বঙ্গে পশুসম পূকবে ভঞ্জিয়ে,
 কাঁদিতেছে দিবারাতি ! প্রেমে পূজে সতী
 পতি সে পবিত্র প্রেম আসে বিকাইয়ে ।

আরো কত বদ্ববালী নিরাশ-সলিলে,
 প্রেম-আশা বিসজ্জিয়ে বৈধব্য-আগারে
 বসি কাঁদে, বল দেখি সে কথা স্মরিছে
 এ বঙ্গে রমণী-জন্ম কে চাহিতে পারে ?

ভূমি-যাত্র তোমারো কি তিনি লো স্মন্দরি !
 আহা যেন তাই হয় ! হৃদয়ে হৃদয়ে
 প্রাণে প্রাণে মিশে সূখে বহুক লহরা
 প্রণয় আনন্দ শাস্তি থাকুক আলয়ে ।

বুঝেছ কি কি পদার্থ প্রণয় জগতে ?
 প্রাণে প্রাণে সদা কথা, প্রাণে প্রাণে লয়,
 এক প্রাণ স্রোত যেন অল্প প্রাণে বয়,
 ভাঙ্গে না ছেঁড়ে না প্রেম যেন কোনমতে ।

প্রণয় সহিষ্ণু, প্রেম মধুরতাময়,
 চক্ষের কঙ্কল প্রেম, হৃদয়ে চন্দন,
 প্রাণে সুখা-বিন্দু-সেক, প্রেম জ্যোতির্ময়,
 বিষম-বিপত্তি-ঘোরে, নির্জনে সজ্জন !

শ্রেমে জীক দুঃসাহসী, বোবারে বলায়,
নির্বোধে স্ববুদ্ধি করে, হাসায় দুঃখীরে,
ভূলায় আহার নিত্রা, স্বার্থ দূরে যায়,
মজে শ্রাণ করি স্নান হুধা-সিদ্ধু-নীরে ।

এ প্রণয়ে বীধা কাস্ত আছে কি তোমার !
ভাল বেস ভাল বাসা মিলিবে তখনি !
সমগ্র শ্রাণটি ধরে দিও উপহার,
সমগ্র শ্রাণটি হাতে পাটবে অমনি !

কবি আমি দিতে পারি প্রণয়ের শিক্ষা ;
এই মন্ত্র মনে রেখ ক'রো লো সাধনা,
এই মন্ত্রে নিজ কাস্তে করাইও দীক্ষা ;
বিমল আনন্দ-শ্রোতে ভাসিবে হৃৎকনা !

(পুষ্পমালা, ১৮৭৫)

নির্বাসিতের বিলাপ

শিবনাথ শাস্ত্রী

[নির্বাচিত অংশ]

হায় মা ! রহিলে কোথা ; এট রসাতলে
বাট মা ! জনম মত সাগরের জলে ;
নমস্কার, ননস্কার ! দেও মা ! বিলায়,
অভাগা তনয় তব যমালয়ে যায় ।
জননি ! তোমার ভালে এ হেন ঘটনা
লিখেছিল পোড়া বিবি, মনের বাসনা
রহিল মা ! মনে মনে ; যাই মা ! এখন-
মনে রেখ দণ্ডাময়ি ! জন্মের মতন ।

তোমার মহৎ ঋণ রহিল সমান,
 তিলমাত্র না শুধিছ আমি কুসন্তান !
 লইয়া সে গুরু ঋণ যমালয়ে যাই,
 তোমাকে জননী যেন লোকান্তরে পাই ।

কোথায় রহিলে প্রিয়ে ; চলিছ স্বন্দরী,
 তোমাকে ভবের মাঝে একা পরিহরি,
 দেও লো বিদায়, যাই জন্মের মতন
 আর কেন খুলে ফেল অন্ধের ভূষণ,
 এত দিনে বিধুমুখি ! হারালে আমার
 বিধাতা বিধবা আজি করিল তোমায় !
 বড় আশা ছিল মনে, দেখিয়া তোমার
 প্রেম-পূর্ণ মুখখানি, ছাড়িব সংসার !
 বড় আশা ছিল মনে, মরণ-শয্যায়
 বসায় তোমারে পাশে, লইয়া বিদায়,
 চারি চক্ষু এক করে মুদিব নয়ন !
 আজি সে স্বপ্নের আশা দিছ বিসর্জন,
 একাকী বিজন দেশে জীবন হারাই,
 পামরের তরে কেহ কাঁদিবার নাই ;
 এখন রহিলে কোথা জীবনের ধন !
 এস এস একবার করসে রোদন ।
 আর যে পাব না দেখা জনমের মত,
 এস এস, বলে যাই কথা গুটিকত ।
 আজি সিন্ধু মুক্তি দিল বুঝিবা আমার ;
 স্বপ্নে থেকে প্রাণেশ্বরী, বিদায় ! বিদায় !

কোথা রে অভাগা শিশু ! পানীর সন্তান !
 জনমের মত পিতা করিল প্রেহান
 বাছা রে তোমার দুখে কাটিছে হৃদয়,
 করেছি জীবন তোমার আমি বিষময়,

না পাইলে করিবারে পিতৃ সন্তাষণ,
 না দেখিলে জননীর প্রসন্ন বদন !
 জন্মাবধি দুঃখভোগে কাটাইলে কাল,
 বয়োবৃদ্ধি হবে যত বাড়িবে জঞ্জাল !
 পাপীর সন্তান বলি ঘৃণা হবে মনে,
 থাকিবে লোকের মাঝে মুম্বিত বদনে,
 এই সে পাপিষ্ঠ পিতা যমালয়ে যায়,
 মনে রেখো বাছাধন, বিদায় ! বিদায় !

(নির্বাসিতের বিলাপ, ১৮৬৮)

মাতৃ হারা

মানকুমারী বন্দু

১

মা আমার ! মা আমার !
 আমারে একেলা ফেলে
 কোথা মাগো চলি গেলে,
 এখানে থাকিতে আমি পারি না যে আর,
 দশদিক করে ধু ধু,
 আঁধার আঁধার শুধু,
 আকাশ-অবনীভরা শুধু অন্ধকার ।

২

মা আমার ! মা আমার !
 মাতৃশ্নেহ-পিপাসায়
 হিন্না যে শুকায়ে যায়
 চাতকের তৃষ্ণা যে না তব তনয়ার ;
 কই মা, মমতা কই,
 তোমারি করুণা বই
 কতু যে এ মহাস্তুয়া মিটে না আমার ।

৩

মা আমার ! মা আমার !
 খুঁজিতেছি প্রতি ঘরে
 ডাকিতেছি এত ক'রে,
 কোথা যে মিলে না মাগো কিছুই তোমার,
 সে দেবী-মূর্তিখানি
 সে অমৃত-মাখা বাণী,
 সীমাহীন, রেখাহীন, স্নেহ-পারাবার ।

৪

মা আমার ! মা আমার !
 ধরার বিষাক্ত বায়
 লাগে পাছে নম গায়,
 হ্রাস্ত যে রাখিতে ঢাকি আঁচলে তোমার,
 আজি কোথা সেই ছায়া,
 কোথা সে মমতা মায়া,
 কোথা সে আরামদাত্রী অভয়া আমার !

৫

মা আমার ! মা আমার !
 বৎস সখা গাতীহীন,
 বারি বিনা যথা মৌন,
 আশাশূন্য চিত্ত যথা চিত্র বেদনার,
 তেমনি (হারায়ৈ তোমা)
 আমি হয়ে আছি ও মা !
 কেমনে সহিচ্ছ তুমি এ ব্যথা আমার !

৬

মা আমার ! মা আমার !
 কে নিষ্ঠুর নিরমম
 ভীষণ ভীষণতম,
 করি গেল অনায়াসে হেন অত্যাচার,

মা'র কোল নিল কাড়ি,
 মরু মাঝে দিল ছাড়ি,
 সরবস্ব নিল তব অভাগী কল্লার !

৭

মা আমার ! মা আমার !
 নিদারুণ চৈত্ৰমাস
 করি গেল সর্বনাশ,
 সিত নবমীর তিথি বৃহস্পতিবার—
 জলদে লুকাল রবি,
 মসীমাখা বিখ-ছবি,
 পড়িল আকাশ থেকে অশ্রু দেবতার !
 মুক্তিপ্রদ প্রাণারাম,
 সে তারকব্রহ্মনাম,
 উচ্চারিত শতমুখে হরিধ্বনি আর !
 আমারে মা দিবে ফাঁকি
 তখন মুদিলে আঁখি
 জনমের মত ফিরে চাহিলে না আর !

৮

মা আমার ! মা আমার !
 মুখে দিহু গঙ্গাজল,
 শিরে দিহু পদতল,
 মা মা বলি ডাকিলাম করি হাহাকার .
 হায় মা, নিষ্ঠুর মেয়ে,
 তবু দেখিলে না চেয়ে,
 বুঝিলে না কি যে গতি হবে অনাথার !

৯

মা আমার ! মা আমার !
 তোমা বিনা বসুন্ধরা,
 হবে যে কালাগ্নি-স্তরা,
 তোমা বিনা কে করিবে সঙ্কটে নিস্তার ?

কক্ষভ্রষ্ট গ্রহসম,
এ দীর্ঘ জীবন মম,
ছিঁড়ে চিরে, ভেঙ্গে চূরে করে চুরমার !

১০

মা আমার ! মা আমার !
অত দয়া অত স্নেহ,
হারালে কি বাচে কেহ,
হোক না মানব-ভাগ্য কর্মফল তার ।
হোক না সে শক্তিহীন,
হোক না অদৃষ্টাধীন,
তবু তো ক্ষমতা তার চাহি সহিবার !

১১

মা আমার । মা আমার !
তোমারি চরণ নিতা,
মার সব পুণ্যতীর্থ,
প্রত্যক্ষ দেবতা তুমি এ জগতে মার,
তার শিরে বজ্র হানি
কে তোমারে নিল টানি'
জানি না এ নির্মমতা কার স্বেচচার ।

১২

মা আমার ! মা আমার !
আজি আমি বড় দীনা,
আজি আমি মাতৃহীনা,
'গৃহধর্ম', সব কর্ম ঘুচেছে আমার,
তোমারে বিদায় দিখে
রব আর কিবা নিখে,
সকল কাজের শেষ তব সেবিকার ।

১৩

মা আমার ! মা আমার !
 ওমা সতী ! পুণ্যবতী !
 ধর্মপ্রাণা শুদ্ধমতি ;
 তিনকুল উজলিয়া করেছ সংসার ;
 বিশ্বের আরামদাত্রী
 অল্পপূর্ণা জগদ্ধাত্রী,
 তোমারে মা রূপে পাওয়া সিদ্ধি তপস্কার ।
 পোহালে এ কালরাত্রি,
 দিও দিও কোল পাতি,
 দেখাইয়া দিও পথ বৈতরণী পার,
 তোমার মা-হারা মেয়ে,
 পুনঃ মার কোল পেয়ে,
 লভিবে সে শান্তি তৃষ্ণি, আনন্দ আবার,
 পুণ্যদাত্রী মুক্তিদাত্রী তুমি মা আমার ।

('বিভূতি')

ববঘোর সঙ্ক্যা

(বিজয়া)

রজনীকান্ত সেন

দেখিয়া পিয়ার না মিটিতে, উমা
 বছরের মতন হও অনর্শন ;
 'মা' ভাক শুনিয়া, না জুড়াতে হিয়া,
 নিশ্চরু হয়, মা, অভাগীর ভবন ।
 কোলে নিয়ে আমার না জুড়া'তে বুক,
 কেড়ে নিয়ে যায়, মা, বিধাতা বিমুখ,
 (আমার) বছরের আগুনে, স্ততাহাঁত দিয়ে,
 প্যাগণ হয়ে, কর কৈলাসে গমন !

তোমার আগমনে চাঁদ হাতে পাই,
 স্নেহের সাথে শঙ্কা, কখন বা হারাই ।
 এই) আকাশ হতে খসি', কখন কৈলাস-শলী,
 কৈলাসের আকাশে সমুদিত হন ।

কোন্‌বার এসে আমায় করবি শঙ্কাসূক্ত ?
 এত ভাগ্য কোথায় ? কি করেছি পুণ্য ?
 তোর আগমনানন্দে বিরহের আতঙ্ক
 জড়িয়ে থাকে, তাইতে পাইনে আশ্বাদন ।

কত কি খাওয়াব, সব ভুলে যাই,
 বড় ব্যাকুল হিয়া, স্মৃতি ভাল নাই,
 গৌরি ! তোমায় পূজে প্রফুল্ল সবাই,
 আমার পক্ষে বিধান অশ্রু-বরিষণ ।

ঐ অস্ত গেল, অকরণ রবি,
 নবমীর শলী, পাষাণেব ছবি
 • ঐ দেখা যায়,—আয় কোলে আয় ;
 কাস্ত বলে, মা, আর করিসনে রোদন ।

('অনন্দময়ী')

মা

ব্রজনীকান্ত সেন

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
 শিয়রে জাগে কার ঝাঞ্চি রে ।
 মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
 এনেছে, অশরণ লাগি রে ।

প্রান্ত অবিরত বামিনী-জাগরণে,
 অবশ ক্লম তম্ব মলিন অনশনে ;
 আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ স্বখে,
 তপ্ত তম্ব মম, করুণা-ভরা বুকে
 টানিয়া লয় তুলি', যাতনা-তাপ তুলি',
 বদন-পানে চেয়ে থাকি রে !
 করুণে বরষিছে মধুর সাস্বনা,
 শাস্ত করি' মম গভীর যন্ত্রণা ;
 স্নেহ-অকলে মুছায় আঁধিজল,
 ব্যথিত মস্তক চুখে অবিরল,
 চরণ-ধূলি সাথে, আশীষ রাখে মাথে,
 স্তম্ব হৃদি উঠে জাগি রে !
 আপনি মজলা, মাতৃরূপে আসি',
 শিরেরে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহরাশি,
 বক্ষে ধরি' চির-পীযুষ-নির্ঝর,
 নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর ;
 নমো নমো নমঃ, জননি দেবি মম !
 অচলা মতি পদে মাগি রে !

('বাণী')

অদ্বৈত রোদন

দেবেশ্বনাথ সেন

"এতদিনে মহাব্রত সাধ হ'ল মোর—
 রাখ্ বোন ফুল, তেল, গুঁজিকাটি তোর ;
 সময় বহিয়া যায়, কি হবে মান-সজ্জায় ?
 কক্ষবেশে, কক্ষকেশে ভেটিব তাঁহায় ।

পয়েছি সিন্দূর আমি, গৃহে এসেছেন স্বামী,
 মঙ্গলের বাকি তবে কি রহিল হায় ?
 চল্ বোন রান্নাঘরে, আন্টি পরিপাটি করে'
 রাঁধি দুইজনে মিলি পায়স ব্যঞ্জন ;
 বিদেশে বিভূঁয়ে হায়, অনাহারে অনিদ্রায়
 কত কষ্ট পাইয়াছে গরীব ব্রাহ্মণ !"—
 বাড়ী ফিরে এল পতি চিরবিরহিণী সতী
 হাসিছে মধুরে কিবা গালভরা হাসি !
 গেল গেল মোর নেত্র অশ্রুজলে ভাসি' ।

পড়ে গেল হুলস্থল পাড়ার ভিতরে ।

কারয়ে শশুর-ঘর বহু বহুদিন পর
 এসেছে, এসেছে কন্যা নিজ পিতৃঘরে ।
 বহুকাল মা'র কাছে, পানিক পিতার কাছে,
 খোকারে পিঠেতে তুলি পানিক বাণানে ;
 খুকির ধরিয়া কর দেখে তার খেলাঘর,
 ছুটি কথা পানিক সহর কাণে কাণে ;
 ঝি-মারে বসায় দূরে সলিতা পাকায় ধীরে,
 কতু কাটে ফলমূল মার কাছে বসে' ;
 ছোট বো'র হাত হ'তে কাড়ি' লয়ে আচঘিতে
 নিজে কতু সাজে পান মনের হরণে ।
 বহু বহুদিন পরে কন্যা আসি পিতৃ-ঘরে
 মূর্তিমান হাসি যেন ছুটিয়া বেড়ায়—
 হায় রে আমার চক্ষু জলে ভেসে যায় !

কৌটার সিন্দুর

দেবেশ্বরনাথ সেন

কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর !

সেই আঙ্গুলের দাগ কৌটা মাঝে লেগে থাক্,

অধরে লাগিয়ে থাক্ চুষন মধুর ;

কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর ?

রঙে-রঙে খেসাখেসি, রাগে-রাগে মেশামেশি,

থাক্, থাক্, নিও না ও কৌটার সিন্দুর !

ও বাগ মিলায়ে যাবে, কৌটা বড় তুঃখ পাবে !

মিলন-মধুর হবে বিরহ-বিধুর !

কেন আহা নিতে চাও কৌটার সিন্দুর ?

রেখে দে মতন ক'রে ;—দেখিস্ তখন

তুঃখিনীর হবে হবে অস্তিম শয়ন !*

অবাক হইয়ে যাবি, মনে কত ভয় পাবি,

সিন্দুরের কৌটা খোলে আপনা আপনি !

তাঙ্গুলের বাটা খোলে আপনা আপনি !

অধরে তাঙ্গুল-রাগ, ললাটে সিন্দুর-দাগ.

চ'লে দাবে উচ্চ কণ্ঠে গাহিয়ে রাগিনী,

তুঃহাদেরি মাঝ দিয়া বিধবা ভামিনী !

তোরা সব এছা মিলে, কৌটা খুলে নিস ঢেলে,

ললাটে সিন্দুর-কৌটা দিস্ ভরপুর ;

আহা এবে থাক্ প'ড়ে কৌটার সিন্দুর !

রাণীর চুমো

দেবেন্দ্রনাথ সেন

“দাও রাণি, চুমো দাও”—ছ’বাহু ছড়ায়ে
 মার গলে, রাণী গিয়া করিল চুম্বন !
 উষার উৎসঙ্গে উঠি, উল্লাসে ঘুমায়ে,
 পড়িল রে প্রজাপতি বিচিত্র-বরণ !
 গুরু-ভারকার রশ্মি পড়িল ছড়ায়ে,
 হেরি যেন হিমাংশুর পাণ্ডুর বদন !
 কনক-চম্পক হেন পড়িল গড়ায়ে,
 ভূমি-চম্পকের শাখে ; মরি কি মিলন !
 মরি মরি কি মিলন !—কত ভাগ্যা-ফলে,
 হুঃখী মোরা পাইয়াছি তোরে ওরে রাণি !
 ধন গেছে, স্বথ গেছে, আশা গেছে চ’লে,
 তবু ফল-ফুলে ভরা দাবদস্ত প্রাণী !
 আয় রাণি, বৃকে আয়—থাকুক কবিতা,
 চুমো খাই—ভুলে যাই বিশ্বের বারতা !

(অপূর্ব শিশুমঙ্গল, ১৯১২)

খোকাবাবু

দেবেন্দ্রনাথ সেন

কহিলাম চুপি চুপি, “ধরণ তোদের
 সকলি রহস্যময় ! শিশু-রাজত্বের
 ব্যবস্থা, আইন, বিধি অদ্ভুত সকলি !
 কেন আকাশের পানে তাকায়ে দেখিলি
 করিস্ দেয়ালী ? কেন পায়ের আঙ্গুল
 চুমিস্ অনন্তমনে ? হায় রে বাঙাল !”

কে যেন উত্তর দিল নীরব ভাষায়—
 “স্বর্গ-অমৃতের স্বাদ ভোলা কতু যায় ?
 এখনও যায় নাই আলোকের নেশা ;
 এখনও ঘোচে নাই আঁধার-কুয়াশা ;
 এখনও চুম্বি-কাটি আর ঝুন্ঝুনি
 সাধেনি তাদের কাজ—এখনও শুনি,
 শিয়রেতে দেবশিশু বাজায় নূপুর,
 নারদের বীণা বাজে মধুর মধুর !
 তাই শুনে গদ গদ আহ্লাদে ভাসিয়া
 করি গো মেয়লা ; তাই থাকিয়া থাকিয়া,
 নীরবে চুপন করি আপন চরণ,
 এখন সে সুখস্বপ্নিত হয় গো স্বরণ !
 উর্বশী অমৃত-বাটি আনন্দে ধরিত !
 ইন্দ্রাণী সে সুধারাশি পিয়াইয়া দিত !”

(অপূর্ব শিশুমঙ্গল, ১২১২

ডাকাত

দেবেন্দ্রনাথ সেন

মহা আফালন করি, গৃহে যবে আইল ডাকাত,
 কপাট খুলিয়া দিহু,—দিহু তারে ধনরত্নরাশি
 যত ছিল, কিন্তু সে গো হাসি হাসি, আসি অকস্মাৎ,
 বুকে উঠি, ছুটি বাহু প্রসারিয়া,—গলে দিল ফাঁশি !
 তার কাছে ত্রুণ্ড হয় পরিজন, যত দাস দাসী !
 বর্গি যেন দেশে এল ! “দস্যুরাজ” শিবাঙ্গী সাক্ষাৎ ।
 গুরে দহ্য ! ‘আর কেন ? কমা কর, বোড় করি হাত,—
 হৃদয়-ভাগুর খালি ! সব তুমি লুটিয়াছ আসি !

ওরে শিশু ! নাহি তোর ঢাল, খাঁড়া, শাপিত ক্রপাণ ;
কিন্তু তোর দম্ভহীন হৃ-অধরে ওই চারু হাসি,
কাড়িয়া লয়েছে মোর ভালবাসা-স্নেহরত্নরাশি !
তোর হাতে কি দুর্দশা ! আমি এবে ভিখারী-সমান !
কেবা শোনে কার কথা ! দস্য মোর কেশরাশি ধরি,
হাসিতেছে ঝল্‌ঝল্—চারিধারে মুক্তা পড়ে ঝরি !

(অপূর্ব শিশুমঙ্গল, ১২১২)

খোকাবাবু

দেবেশ্বরনাথ সেন

মোর কণ্ঠ জড়াইয়া, শিশু কহে “সবারি কবিতা
হ’ম্বে গেল !—মোর কই ? মোর প্রতি নাহি ভালবাসা ?”
খোকার সে কান্দো কান্দো মুখখানি, আধো আধো ভাষা
নিরখি, হইল মোর চিন্ত-রাধা দুঃখিতা, লজ্জিতা !
কহিলাম মনে মনে “খোকাবাবু, ভ্রাতা, ভগ্নী, পিতা,
সবারি তুলনা আছে ! সৃষ্টিছাড়া ! কোথা তোর বাসা ?
চন্দ্র হারে, তারা হারে তোর কাছে !—একি রে তামাসা !
লাঞ্জে তাই অধোমুখী আমরা এ বাসন্তী কবিতা ।”
শাদা কুন্দ নিরানন্দ হেরি তোর অতি শুভ্র হাসি ;
লাল পদ্ম লাজ পায়, হেরি তোর টুক-টুকে মুখ !
কেমনে কবিতা লিখি ? যাহু ! তুই আনন্দের রাশি !
তোরে হেরি আশা, প্রেম, স্নেহ, ভরি গেল বুক !
অপূর্ব বাৎসল্য-ভাব চিতে জাগে !— সুঝি এত কালে,
পাব আমি নীলকান্ত-মণি-ধনে, ননীচোরা লালে ।

(অপূর্ব শিশুমঙ্গল, ১২১২)

শিশিরকুমার

দেবেশ্বনাথ সেন

১

আয় যাহু শিশিরকুমার ;
আয় আয়, এ বুকে আমার !
হেরি তোর মুখ-ইন্দু
উখলিছে স্বধা-সিন্ধু,—
কল্লোল-হিল্লোলনয় প্রীতি-পারাবার !
ওরে মোর অতুল, অতুল,
নব বসন্তের নব ফুল,
রক্তপদ্ম, গোলাপ গরবী,
গন্ধরাজ, টগর, করবী,
ইহাদের সাথে আচ্ছি করিব না ও মুখের তুল !
সুগভীর অরণ্য-অটবী—
দক্ষিণ-কাননে এক হেরেছিল জ্যোতির্ময় ফুল,
মহিমার ছবি !
বন আলো করি ফুল হেসেছিল, অজানা, অচেনা,
রূপ তার ফাটি পড়ে,
অন্ধে অন্ধে দ্যুতি ঝরে !
চন্দ্রকান্তমণি-দেহে ঝরে যথা চাঁদের জোহনা ।
বিতোর বিভোর ফুল নিজ গরিমায় !
নাযের কলক-চিহ্ন নাহি তার গায় !
ওরে যাহু, তুই সেই ফুল,
অতুল, অতুল !

২

ওরে মোর মনচোর,
 সরল হাসিতে তোর,
 ধরা পড়িয়াছে মরি,
 আদি-রহস্যের কায়া !
 বড়ই লাগেতে ভাল,
 তোর ফুটফুটে আলো ;
 পলায়েছে
 সংশয়ের, সন্দেহের আবছায়া !
 উদার আলোক
 উছলিছে মুখে তোর,—
 দেখা যায় ভুলোক, ছালোক !

৩

রে স্বচ্ছ সরসী !
 বিম্বিত বদনে তোর,
 নীহারিকা, পূর্ণিমার শশী !
 একি স্থির নীর !
 পরিষ্কার, পরিষ্কৃত ! দেখা যায় অন্তর, বাহির :

৪

চিন্তসরে, নিদাঘে নিবুদ,
 আমার এ প্রাণবৃক্ষে ছিল আহা কুমুদ কুমুম !—
 তোর ও মোহন স্পর্শে,
 জাগিধা উঠিছে হর্ষে,
 আমার এ ঘামিনী-কুমুম !
 বুঝিয়াছি, মর্ডধামে, দেবতার করুণার নীর,
 শিশুর পরশস্বধা ! সঞ্জীবনী নিশির নিশির !

(অপূর্ব শিশুসঙ্গল, ১৯১২)

শিশুর স্তব্যপান

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা—
নিক্তিতে ওজন ক'রে,
দেখ দেখি ভাল ক'রে,
বোঝা যাক্ কার কত উপমার গরিমা !
বলিহারি, বলিহারি,
মোর পাল্লা হ'ল ভারি,
খর্ব-গর্ব হ'য়ে গেল সর্ব-কবি-মহিমা !

২

“এই দেখ প্রজ্ঞাপতি ব'সে আছে কুম্বে—
নাহি জ্ঞান, নাহি সাড়া,
আত্মহারা, দিশেহারা,
চক্ষু বুজে, করবীর মুখ চূমে নিঝুমে !
কারো ঠাণ্ডি, কোনো ঠাণ্ডি,
ইহার তুলনা নাই ;
কে পারে দেখাতে এর উপমা নিখিল কুম্বে ?”

৩

ও তুলনা মোর কাছে তুল না হে তুল না !
সৌন্দৰ্য-ঐশ্বৰ্য লাগি
আমি গো সর্বস্বত্যাগী ;
বিবাগী-বৈরাগী-সাথে কোরো না রে চলনা !
বেথে তব রক্ত ছল,
দুই চক্ষে দিয়ে জল,
শুদ্ধ-অস্তঃপুরে গিয়ে দেখে এস সুবমা !
শুক্ৰভারা ক্রোড়ে ল'য়ে ব'সে আছে চন্দ্রমা !

৪

চূপ্ ! চূপ্ ! চূপে এসে, ঐখানে থাক ব'সে—
 জননী-উৎসকে শিশু দুগ্ধ খায় নীরবে ;
 গৃহখানি গেছে ভরি পারিজাত-সৌরভে !
 অল্পপম, অপরূপ ! দেখিছ না ? চূপ ! চূপ !
 দেখিছেন দেব সব এই দৃশ্য নীরবে ।
 এক স্তন হস্তে ধরি, অন্য স্তন মুখে পুরি,
 চক্ষু বুজি !—ভুঙ্গ যেন কমলের আসবে !
 মূল্ল বুক !—রাজা যেন বৈভবের গরবে !
 স্বাস্থ্যহারা ! প্রজাপতি যেন পুষ্প-গরভে !
 তুমিও গো চূপে এসে, এইখানে থাক ব'সে—
 একটি প্রহর ধরি দৃশ্য দেখ নীরবে !—
 ভাতিছে স্বর্গের আলো ওই দেখ পূরবে !

৫

লোকে বলে অতুলনা কালিদাসী উপমা—
 নিস্ত্রিতে ওজন ক'রে,
 দেখ দেখি ভাল ক'রে
 বোঝা যাক্ কার কত উপমার গরিমা !
 বলিহারি, বলিহারি,
 মোর পাল্লা হ'ল ভারি,
 ধর্ব-গর্ব হ'য়ে গেল সর্ব-কবি-মহিমা !

(অপূর্ব শিশুমঙ্গল, ১২১২)

ভয়ে ভয়ে

গিরীশ্রমোহিনী দাসী

ভয়ে ভয়ে কেন, বাছা, বাস্ ফিরে ফিরে ?
 কচি কচি ঠোট ছুটি কেন কাঁপে ধীরে ?
 বিষাদ-গম্ভীর মুখ,
 দেখে কি কাঁপিছে বুক ?

—ঢল ঢল ঔঁধি-ঝুগ ছল ছল নীরে ।
 আসিতে সাহস নাই,
 দুয়ারে দাঁড়ায়ে চাই’,
 ডাকিলেই আস ধাই, আজ কেন চেয়ে রে ।

আমার স্নেহের লতা,
 তুমি কি বুঝেছ ব্যথা !
 কাপিছে অধর-পাতা, অভিমानी মেয়ে রে !
 মুচেছি, মা, ঔঁধি-জলে ;
 ভয় কি, মা, আয় কোলে !
 ডাকি দেখ্ ‘মা’ ‘মা’ বলে, আয় বুকে, রাগি রে !
 —আয় বুকে অবশিষ্ট স্মৃৎ-হাসিখানি রে !

(অশ্রু-কণা, ১৮৮৭)

চোর

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

কোথা হ’তে এলি তুই, ওরে ওরে ওরে চোর ;
 সর্বস্ব লইলি হরি যাহা কিছু ছিল মোর ।
 কোলের উপরে বসে’
 হৃদয় লইলি চুষে’—
 বুকেতে কাটিয়া সিঁধ, এমনি সাহস তোরা ;
 কোথা হ’তে এলি রে হৃদে রে ক্ষুদে সিঁধেল চোর
 কিছু খুতে সাধ নাই,
 সকলি তুহার চাই ;
 মুখের তাম্বুলটুকু,
 সিঁধির সিঁদুরটুকু,
 গলার হাঁসুলি হার—বাহুর কনক ভোর ;—
 চাই আকাশের চাঁদ কপালের টিপ্ ভোর ।

হায়রে সিঁথেল চোর,
 আরো নিতে বাকি তোর !
 নগনের নিদ্রা নিলি, উদরের ক্ষুধা,
 তুষার পানীয় নিলি, নিলি স্নেহ-ক্ষুধা ।—
 নিলি যৌবনের চাক
 কাস্তি মনোহর ;
 মরমে কাটিয়া সিঁধ
 নিলি সর্বস্তর :—
 কোথা হ'তে এলি তুই রে ক্ষুদে তন্দর !

নেই তব নেই শ্রাস্তি,
 অন্নান-কুশুম-কাস্তি,
 গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি এ ঘর ও ঘর ।—
 বন্ধিম অধরপুটে
 তুখে দাত দুটি ফুটে ;—
 পলকে পলকে ছুটে হাসির লহর !
 ভূত ভবিষ্যৎ নিলি,—
 নিলি বর্তমান ;
 হরিলি সমগ্র ধরা
 জগতের প্রাণ ;

আপনা হারায়ে শেষে হাসি-ভাবে ভোর,—
 কোথা হ'তে এলি তুই গুরে ক্ষুদে চোর ।
 এই কালা এই হাসি,
 রোদ বৃষ্টি পাশাপাশি ;—
 গলায় তুলিয়া দিয়া কচি বাহু-ডোর,
 সর্বশ্ব লইলি হরি ক্ষুদে ছুঁমে চোর !

গ্রাম্য-ছবি

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

মাটিতে নিকানো ঘর, দাওয়া-গুলি মনোহর,
সমুখেতে মাটির উঠান ।
খ'ড়ো-চাল-খানি ছাঁটা, লতিয়া করলা-লতা
মাচা বেয়ে ক'রেছে উত্থান ।
পিঁজারায় বস্ত্র বাধা, 'বউ-কথা' কহে কথা,
বিড়ানটি শুইয়া দাবাতে ;
মঞ্চে তুলসীর চারা, গৃহে শিল্প কড়ি-ঝার,
খোকা শুয়ে দড়ির দোলাতে ।
কাণে হুল, হুল-হুল, গাছ-ভরা পাকা কুল,
ধীরে ধীরে পাড়ে ছুটি বোনে ।
ছোট হাতে জোর করে, শাখাটি নোয়ায়ে ধরে,
কাটা ফুটে হাত লয় টেনে ।
পুকুরে নির্মল জল, ঘেরা কলমীর দল,
হাঁস ছুটি করে সস্তরণ ;
পুকুরের পাড়ে বাশ-বন ।
শূন্ত জন-কোলাহল, কিচিমিচি পাখী-দল,
সাঁই সাঁই বায়ুর স্বনন,
ঝোদ-টুকু পোনার বরণ ।
লুটায় চুলের গোছা, বালা ছুটি হাতে গোঁজা,
একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গণে ।
শাস্ত, শুক্ব বিগ্রহবে গ্রাম্য মাঠে গোক চরে ;
ভর-তলে রাখাল শয়ান ;
সক মেঠো রাস্তা দিয়ে পথিক চ'লেছে গেয়ে,
মনে পড়ে সেই মিঠে তান ।

আজি এই বিগ্রহরে, বাল্য-স্মৃতি মনে পড়ে,—
 মনে পড়ে ঘুঘুর সে গান ।
 স্খামরি জন্মভূমি, তেমতি আছ কি তুমি,
 শাস্তি-মাথা, শিথ, শ্রাম প্রাণ !

(অশ্রুকণা, ১৮৮৭)

গার্বস্থ্য চিত্র

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

ফুটফুটে জোছনায়, ধবধবে আঙ্গিনায়,
 একখানি মাদুর পাতিয়ে,
 ছেলেটি গুয়ায়ে কাছে, জননী শুইয়া আছে,
 গৃহকাজে অবসর পেয়ে ।
 সাদা সাদা মূখ তুলি', জুঁই, শেফালিকাগুলি,
 • উঠানের চৌদিকে ফুটিয়ে ;
 প্রাচীরেতে স্খশোভিতা রাধিকা, কুমুদকান্তা,
 হুলিতেছে চন্দ্র-করে নেয়ে ।
 মৃদু বুরু বুরু বায় বসন কাপায়ে যায়,
 ঝ'রে পড়ে কামিনীর ফুল ;
 প্রশান্ত মুখের পরে কালো কেশ উড়ে পড়ে,
 অলসেতে আঁধি ঢুলু ঢুলু ।
 মৃদু মৃদু ধীর হাতে, আঘাতি শিশুর মাথে,
 গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান ।
 মোহিয়া স্বপ্নর ভাবে, আকুল কি ফুলবাসে,
 শিঙরে ধরেছে পাখী পিউ পিউ তান !
 শিয়রেতে জেগে শশী, ঘেন সে সৌন্দর্যরাশি,
 নেহারিছে ময় হ'য়ে ভাবে ।

৩

“এ জগতে কেউ মোর নাই
 আমি অস্বস্তি ভিখারিণী তাই ;
 দুয়ারে দুয়ারে ডাকি ‘ভিক্ষা দাও’ ব’লে,
 ঘর নাই, রে’তে তাই থাকি তরুজলে ;
 কিছু নাই আমার সম্বল,
 সবে ধন নয়নের জল !

৪

ছেলে মেয়ে পথ বেয়ে যায়,
 অভাগিনী নীরবে তাকায় ;
 ‘পাছে রাগ করে’ ভেবে কথা বলি নাই ;
 তারা কেউ নহে মোর বোন কিংবা ভাই ;
 তাই তারা আমারে ডাকে না,
 মোর পানে চেয়েও দেখে না !

৫

এ জগতে কে আছে আমার,
 আমার বলিবে ‘আপনার’ ;
 আপনা আপনি কাঁদি কেউ নাহি শুনে,
 আমারে জগতে কি গো ! কেউ নাহি চিনে ?
 এ দেশে তো এত আছে লোক,
 মোর তরে কেবা করে শোক ?

৬

হায় বিধি ! আমার কপালে,
 মরণ আছে কি কোনো কালে ?
 বাবা গেছে, দাদা গেছে, মা’ও গেছে চ’লে,
 একা আমি প’ড়ে আছি, এত সব’ বলে,
 ভাগ্যবান্ তাড়াতাড়ি মরে,
 অভাগারে যমে ভয় করে ।

৭

তিনদিন ভাত নাই পেটে,
 চলিতে পারিনে পথ হেটে,
 আকাশে উঠিছে মেঘ উড়িছে পরাগ,
 যদি আসে বড় জল কোথা পাব স্থান ?
 এইমাত্র ভিক্ষা দাপ হরি !
 আজ যেন একেবারে মরি !

৮

দারুণ দুঃখের জ্বালা স'য়ে,
 বেঁচে আছি আবদার হ'য়ে,
 এখন বাসনা শুধু, জনম-মতন—
 মরণের কোল পাই করিতে শয়ন,
 এ জগতে কেউ দার নাই,
 মরণ ! ভূমিই তাব ভাই !”

৯

কচি মুখে এ বিষাদ-গান,
 শুনে কা'ব কাঁদে না পরাগ ?
 আর তোরা ভাই বোন, সবে মিলে ৭ঃ
 চখিনীর আঁখি-জল যতনে মুছাই,
 আমাদের মাহুনের প্রাণ,
 কেন হবে নিরেট পাষণ ?

১০

চল ! তোরা গুর হাত ধ'রে,
 ভেকে আনি আমাদের ঘরে,
 এ জগতে কেউ গুর আপনাব নাই,
 কেউ হ'ব বোন যোরা কেউ হ'ব ভাই,
 তা হ'লে ও বেদনা ভুলিবে,
 তা হ'লে বা পুঙ্কে হাসিবে !

(কাব্যকুসুমালি, ১৮২৩)

অতিথি

শ্রীমৎসুকুমারী বসু

(কোন সঙ্ঘোজাত শিশুর মৃত্যু-উপলক্ষে লিখিত)

১

তুমি আসিবে তা' করিয়া শ্রবণ,
দেখায়েছে আশা হৃথের স্বপন ;
হেরিব একটা অমূল্য রতন,
খেলিতে পাইব একটা সাথী ;
তোমারে আনিতে আশু বাড়াইব,
আদরের ধন আদরে আনিব,
স্বমঙ্গল শাখ হৃথে বাজাইব,
ঘরে জালাইব মঙ্গল-বাতি ।

২

ছড়ায় ধরিয়া জননী উষ্ম,
শিশু রবি রাঙা কিরণ ছড়ায়,
তাদের ডাকিয়া এনেছি হেথায়,
দেখা'তে তোমারে সোহাগ-ভরে ;
তুমিই আসিবে, তুমিই হাসিবে,
এ আনন্দ-ধামে আনন্দ বাড়িবে,
রাঙা পা দু'খানি যেখানে রাখিবে,
কুসুম ফুটিবে কুসুম পরে ।

৩

কিন্তু, হা ! কল্পিত সে হৃথ-কামনা
মনেই রহিল—কাজে তা' হ'ল না
ভেঙে দিল ঘুম—নিষ্ঠুর চেতনা !
দেখিলাম, তুমি যেতেছ দূরে ;

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

সেই রবি পুন পশ্চিমে হেলিল,
 উষার সে আলো আঁধারে মিলিল,
 বীণা বাঁশী সব বেহুয়া বাজিল,
 হায় ! তুমি গেলে অজানা পুরে !

৪

একদিন—মরি ! তাও দাঁড়ালে না,
 কেন এসেছিলে বলিয়া গেলে না,
 ফুটিতে আসিয়া ফুটিতে পেলে না,
 গোলাপ-মুকুল পড়িলে ঝরি !
 দ্বিতীয়ার সেই শিশু-শশি-সম,
 একবিন্দুখানি—তবু নিরুপম !
 নিদয় নিষ্ঠুর কাল নিরুপম
 দেখিতে দিল না নয়ন ভরি !

৫

মা'র বৃকে ভরা অমৃতের সিদ্ধ,
 পেলে না'ক স্বাদ তা'ব একবিন্দু,
 দেখিতে পেলে না রবি, তারা, ইন্দু,
 আশীষ আদর সকলি ফেলে,
 আতপ-তাপিত ফুল-কলি হেন
 ফুটিতে ফুটিতে শুকাইলে যেন,
 তোমা লাগি চোখে জল আসে কেন ?
 তুমি ত্রো "অতিথি" চলিয়া গেলে !

অভ্যর্থনা

মানকুমারী বন্দু

(কোনও সন্তোজ্ঞাত শিশুর প্রতি)

পথ ভুলে এ মর-জগতে

এলি যদি যাহু ! আয় আয় !

হৃদয়ের সোহাগ-মমতা,

দিব তোরে সহস্র ধারায় ।

স্বরগের এক বিন্দু সূধা,

কিন্নরের “মোহিনী”র তান—

পরশনে সূখে ভেসে যায়

আমাদের মানব পরাণ ।

চিরদিন অতৃপ্ত হিয়ার

ধরা বুঝি ছিল তোর তরে,

নাথ-আশা পথ চেয়ে ছিল

তোরি লাগি অতৃপ্ত অন্তরে ।

ফুলে ফুলে উঠিত কি ভেসে

অই কচি দেহের জ্যোছনা ?

মলয়ায় পড়িত কি এসে

তোরি গন্ধ অমর-বাসনা ?

জগতের ভালবাসারানি

রাশিতে কি নাহি ছিল ঠাই ?

আমাদের মাটির ধরায়,

যাদুমণি ! তুমি এলে তাই ?

আমাদের বিষাক্ত নিশ্বাস,

বুকে বুকে লুকানো গ্ল,

পর্যাণেও পাপের কালিমা ;

তোরে যাহু ! কোথা খোব বল ?

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

তবু যদি—দয়াময় বিধি—

দেছে তোরে এ মর ধরায়,

দূর হোক বেদনা যাতনা,

অয়ি হাহ ! বুকে আয় আয় !

উষার নবীন আলো-কণা

চাঁদের প্রথম হাসি-রেখা,

থাক্ স্তখে থাক্ চিরদিন

স্তম্ভ হোক বিধাতার লেখা ।

তোর অহী ক্ষুদ্র হিয়াভলে

থাকে যেন মহত জীবন,

তোমারে করুন অগদৌশ,

মরত্তের উজ্জল রতন ।

এই মোর প্রাণের আশীষ,

এই মোর স্ত্রীতি-উপহার,

ধর মোর স্তম্ভ 'অভ্যর্থনা'

আমি কি কোথায় পাব আর ?'

(কাব্যকুসুমাজলি, ১৮২৩)

বুলবুল

মানকুমারী বসু

১

সে যে বুলবুল—

কি বা দিব পরিচয়,

কোকিল পাগিয়া নয়

তার গানে কিঞ্চি নহে প্রাচ্য কবিকুল ;

সে যে অতি ক্ষুদ্র পাখী,

উষার অমিয় মাধি

এসেছে হেমন্ত দিনে হ'রে অহুকুল ;

আমার আঁখার ঘরে রাজা বুলবুল ।

২

সে যে বুলবুল
 মন্দার তরুর শিরে,
 সোনার বিহঙ্গ কিরে
 গাহিয়া নন্দন বনে সঙ্গীত অনুল ;
 তাজের একটি সাথী
 (আঁধারে আলাতে বাতি)
 এসেছে মানব-পুরে আনন্দ-আকুল !
 তাই মোর ভাঙ্গা ঘরে রাঙা বুলবুল ।

৩

সে যে বুলবুল—
 এতদিন বসুন্ধরা,
 ছিল শত দুঃখভরা,
 প্রকৃতি-দেবতা ছিল বিষাদ-ব্যাকুল ,
 কি যেন কি ছিল দৃশ্য,—
 অপূর্ণ, বিষন্ন বিশ্ব,
 বাহা বিনা ছিল সব হ'য়ে কোভাকুল,
 সেইটুকু যেন এই রাঙা বুলবুল !

৪

সে যে বুলবুল—
 তাই তার মুখ চেয়ে,
 পাখী উঠে গান গেয়ে
 আকাশে চাঁদমা হাসে বাগানে পারুল !
 সে যবে উল্লাস ভরে,
 মধুর স্বাক্ষর করে,
 বসন্ত ছুটিয়া আসে হইয়া আকুল !
 বিধির আশীষ যেন ক্ষুদ্রে বুলবুল !

৫

সে যে বুল্‌বুল—
 অনাহৃত অমানিত,
 তাহাতে, “অপরিচিত !”
 তবে সে লইল লুটি হৃদয় আমূল ;
 বিশ্বের সোহাগ নিতে
 সে এসেছে অবনীতে,
 কোথাও দেখি না “চোর” তার সমতুল,
 কোথাকার ষাট্‌কর, ক্ষুদ্রে বুল্‌বুল !

৬

সে যে বুল্‌বুল—
 শত বরষের পরে,
 টেনে নিয়ে খেলাঘরে,
 আমারে খেলায় খেলা দিয়া শতভুল !
 তারি জয় মোর হারি
 তবু পলাইতে নারি,
 তবু হ’য়ে আছি তারি “খেলার পুতুল”
 আমারে নক্ষালে সেই ক্ষুদ্রে বুল্‌বুল !

৭

সে যে বুল্‌বুল—
 যা কিছু আমার ছিল,
 সবি সে কাড়িয়া নিল,
 তবুও মিটে না তার কামনা বহল,
 নিল নিজা, নিল স্বত্তি,
 নিল সে কবিতা গীতি,
 নিতি লয় লক্ষ চুমা, ছিঁড়ে লয় চুল ;
 দারুণ দুঃস্বপনা,
 শুনে না করিলে মানা,
 বোঝে না সে রীতিনীতি মানে না সে “কল্‌ !”

(আমি) “ভীক কাপুরুষ” মত,
পরিহার মাগি যত,
তত সে করিতে চাহে সংগ্রাম তুমুল,
আমারে মজ্জা’লে সেই ক্ষুদ্রে বুলবুল ।

৮

সে যে বুলবুল—
তার সে হাসির ষা’য়
চপলা চমকি’ বায়
সরমে ঝরিয়া পড়ে গোলাপ-মুকুল ।

সেই হাসি মুখে মাখি
খুল নীলপদ্ম জাঁখি
চেয়ে থাকে মুখপানে দিষ্টি তুলতুল,
সে চাহনি দেখি হায়,
কোথা দিয়া দিন যায়,

রাখিতে হিসাব হয় আগাগোড়া ভুল !
শুধু তারি স্রোতে হিয়া,
দিয়ে আছি ভাসাইয়া,
কে পারিবে এ তুফানে হ’তে প্রতিকূল ?

আর কি বলিব বেশী,
ছদ্মবেশে দেবদেশী
আমার ব্রহ্মাণ্ড বুঝি ক’রে দিল ভুল,
ভবসিন্ধু দিতে পাড়ি
মানিলাম পুনঃ হারি
আসিলাম খেলাঘরে সাজিয়া পুতল,
বিধির আশীষ সম রাঙা বুলবুল ।

(বিজুতি, ১৯২৪)

চাহিবে না ফিরে ?

কাঞ্চিনী রায়

পথে দেখে', ঘৃণাভরে, কত কেহ গেল সরে',
উপহাস করি কেহ যায় পায়ে ঠেলে ;
কেহ বা নিকটে আসি, বরষি গঞ্জনায়াশি
ব্যথিতেরে ব্যথা দিয়া যায় শেষে ফেলে' ।
পতিত মানব তরে নাহি কি গো এ সংসারে
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার,
পথে পড়ে' অসহায়, পদে তারে দলে' যায়
ছুখানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ?
সত্য, মোঘে আপনার চরণ স্থালত তার ;
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে ?
তাই তার আর্দ্রবে সকলে বধির হবে,
যে বাহার চলে যাবে—চাহিবে না ফিরে ?
বর্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিল এক সাথে,
পর্থে নিবে গেল আলো, পড়িয়াছে তাই ;
তোমরা কি দয়া করে' তুলিবে না হাত ধরে,
অর্ধদণ্ড তার লাগি খামিবে না, তাই ?
তোমাদের বাতি দিয়া, প্রদীপ জালিয়া দিয়া,
তোমাদের হাত ধরি' হোক অগ্রসর ;
পদ মাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি বাও তারে,
স্বীকার রজনী তার হবে নিরস্তর ।

(আলো ও ছায়া, ১৮৮২)

ডেকে আন্

কামিনী রায়

পথ ভুলে গিয়াছিল, আবার এসেছে ফিরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে দূরে, লাজে ভয়ে নত শিরে ;
সম্মুখে চলে না পদ, তুলিতে পারে না আঁধি,
কাছে গিয়ে, হাত ধরে, ওরে তারে আন্ ডাকি ।

ফিরাসনে মুখ আজ নীরব থিক্কার করি,
আজি আন্ স্নেহ-সুখা লোচন বচন ভরি ।
অতীতে বরষি ঘুণা কিবা আর হবে ফল ?
আঁধার ভবিষ্য ভাবি, হাত ধরে লয়ে চল্ ।

স্নেহের অভাবে পাছে এই লজ্জানত প্রাণ,
সঙ্কোচ হারিয়ে ফেলে—আন্ ওরে ডেকে আন্ ।
আসিয়াছে ধরা দিতে, শত স্নেহ-বাহ-পাশে
বেঁধে ফেল্ ; আজ গেলে আর যদি না-ই আসে ।

দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘৃণাক্রোধ,
একটি জীবন তোরা হারাবি জীবন-শোধ ।
তোরা কি জীবন দিবি ? উপেক্ষা যে বিষবাণ,
দুঃখ-ভরা কমা লয়ে, আন্, ওরে ডেকে আন্ ।

(আলো ও ছায়া, ১৮৮২)

প্রসূতির পূর্ব ভাগ

নিত্যকৃষ্ণ বসু

১

কে জানে কাহার লাগি ব্যাকুল বাসনা-রাশি !

কার আশে রয়েছে বাঁচিয়া !

নীরব মায়ের কোলে সুখের শৈশব-হাসি

কেবা সেই হাসিবে আসিয়া ?

২

কেমন শিরীষ-সম কোমল মূ'খানি তার !
 কেমন সে নয়ন-কমল !
 আগাগুলি বাকা-বাকা চিকণ কেশের ভার ;
 ওষ্ঠ দুটি রক্তিম-ত্তরল !

৩

কেমন লাবণ্য-ঘেরা ননৌর শরীরখানি,—
 লতাটি আবৃত জোছনায় ;
 কেমন সে অর্ধভরা অক্ষুট অমিয়-বাণী,
 বাণী-বীণা বচনের প্রায় !

৪

গোধূলির স্নিগ্ধকোলে সে কি গো উঠিবে তারা,
 সন্ধ্যা তাই রয়েছে চাহিয়া ?
 না—না ! সে যে প্রভাতের অরণ-কিরণ-ধারা,
 নিশি তাই উঠেছে জাগিয়া !

৫

বুঝি সে বিহগ-সম গাহিবে বসিবে ডালে ;
 তরু তাই সেজেছে মধুর !
 তাই বুঝি মধু ঋতু কাঁচ কিশলয়জালে
 উপবন রচেছে প্রচুর !

৬

বুঝি সে ফুলের মত ফুটিবে বিজ্ঞন বাসে
 সৌরভেতে ভরিয়া কানন ;
 চুমো খেয়ে, গান গেয়ে দোলন দিবার আশে
 আসে তাই মলয়-পবন ।

৭

না—না ! সে নন্দন-বায়ু, বসন্ত-রাগিণী তুলি
 মেঘ-পথে আসিবে ভাসিয়া ;

ସରଳ ସ୍ନେହର ଛଲେ ମନ୍ଦାର-ମୁକୁଳଗୁଳି
ମାର ବୁକେ ଦିବେ ବିକଶିୟା !

୮

ଉଦାର ଆଲୋକେ ତାର ନିଶାର ତମସ ନାଶି
ଏ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ବହିୟା ;—
କେ ଜ୍ଞାନେ କାହାର ଲାଗି ବ୍ୟାକୁଳ ବାସନାରାଶି,
କାର ଆଶେ ରସେଇଛି ବାଞ୍ଚିୟା !

('ସାହିତ୍ୟ', ୧୮୨୭)

ଅବୋଧ ବ୍ୟଥା

ପ୍ରଥମାଧ୍ୟାୟ ରାମଚୌଧୁରୀ

ସତ ବଂସରର ଛେଲେ, ଏତନ୍ତେ ତାର
ଶତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅତ୍ୟାଚାର ସହା ହ'ତ ତାର ।
ଆଜ୍ଞି ଶୂନ୍ତେ ସକଳ୍ପ ଅଧି-ତାରା ଭୁଲି
ସେ ରସେଇଛି କୋଣେ ଗିରୀ ଖେଳା-ଧୂଳୋ ଭୁଲି ।
ହେରି' ସକୌତୁକ ସ୍ନେହ ଜାଗିଲ ଅନ୍ତରେ ;
ଛୋଟ ଛୁଟି ହାତେ ଧରେ' ହୁସିଲ୍ ଆଦରେ—
କି ହସେଇଛି ତୋର ?—ଖୁସି, ଖୁସି, ପରେ,
କମ୍ପ୍ୟାନ୍ ଓର୍ଡ଼ଟୁକୁ ଜ୍ଞାନାଳ କାତରେ—
ତାର ବୋନ୍—ମାସୌମାରଓ ମେଘେ ବଟେ ସେ ;
ଏକ୍ଲାଟି ଫେଲେ କିନା ଚଲେ ଗେଲ ଦେଶେ !
ଖୁନିଲ୍, ଉଠିଲ ଘେନ କାଦିୟା ବାତାସେ
ଶିଶୁର ଅବୋଧ ବ୍ୟଥା ଉଦାସ ଆକାଶେ ;
ଭାବିଲ୍, ସେ କୋନ୍ ଦୂରେ ଆରେକଟି ହିୟା
ଏମିନି ବେଦନାଭରେ ପଢ଼ିଛି ଛୁଇଁୟା !

(ଶିକ୍ଷା, ୧୨୧୭)

সেকাল আর একাল

শ্রমখনাথ রায়চৌধুরী

অন্তঃপুরে দিদিমার শুভ সিংহাসন
কে নিল কাড়িয়া কবে ! আছে কি এখন ?
মাহুর বিছারে শত অন্ধনে অন্ধনে
দিদিমা আছেন বসি সহস্র আননে ;
সন্ধ্যাবেলা ঘিরে তাঁরে বালিকাবালক
রূপকথা শুনিতেছে আঁধি অপলক ;
চলিতেছে কৌতূহল, অদ্ভুত কল্পনা
কত প্রাণ, কত ব্যাখ্যা, সরল জল্পনা !
দিদিমার নিম্ন কোল, ধৈর্য-কমাময়,
লালন করিত আগে শিশুর হৃদয় ;
শৈশবের দিনগুলি স্নেহের ছায়ায়
অবাধে ফুটিতে পেত স্বাধীন শোভায় ।
এখন লয়েছে সেই সোনার আসন
কঠোর কর্তব্য আর শাপিত শাসন ।

(সীতিকা, ১৯১৩)

দাদার চিঠি

কুসুমকুমারী দাশ

আম্বরে মনা, কুতো, বুলী আদরে তাড়াতাড়ি,
দাদার চিঠি এসেছে আজ, শুনাই তোদের পড়ি ।
“কল্কাতাতে এসেছি ভাই কালকে সকালবেলা,
হেথায় কত গাড়ি, ঘোড়া, কত লোকের মেলা ।
পথের পাশে সারি সারি ছুকাতারে বাড়ী
দিন রাস্তির হস্ হস্ করে ছুটেছে রেলের গাড়ী ।
আমি কি ভাই গেছি ভুলে তোদের মলিন মুখ,
মনে পড়লে এখনও যে কেঁপে ওঠে বুক ।
সেই যে মায়ের জলে-ভরা স্নেহের নয়ন দু'টি
সেই যে আমার হাতটি ছেড়ে দিতে চায়নি পুঁটি—

ভূতি মনার আবদেরে ভাব, দাদা, কোথায় যাবে ?
 যদি ভূমি যেতে চাও তো সঙ্গে মোদের নেবে ।
 সেই যে বুলী ঠোঁট কাঁপায়ে চুলের গোছা ছেড়ে
 'যেতে নাহি দিব' ব'লে দাঁড়িয়েছিল দোরে—
 সেই যে নলিন ষ্টেশন-ঘরে চোখে কাপড় দিয়ে
 কাঁদছিলি তুই হাতখানি মোর তোর হাতেতে নিয়ে ।
 সে সব কথা মনে প'ড়ে চোখে আসছে জল
 দিনে দিনে কমে যাচ্ছে ভরা বৃকের বল ।
 এসব কথা মায়ের কাছে বলোনাক' ভাই,
 আজকে আমি এখান হ'তে বিদায় হ'তে চাই ।
 আর এক কথা, নিয়মত লিখো আমার চিঠি
 কেমন আছে ভূতি, মনা, বুলী, ছোট পুঁটি ?
 মা বাবাকে প্রণাম দিয়ে বলবে আমার কথা,
 সিটি কলেজ খুললে আমি ভর্তি হব তথা ।
 ছ'চার দিন আর আছে বাকি, ভাল আছি আমি
 আমার হ'য়ে ভাইবোন্দের চুমু দিও তুমি ।
 বিদেশ এলে বুঝতে পারবে কেমন করে প্রাণ,
 বুঝেছি ভাই, কাকে ব'লে এক রক্তের টান ।
 এখন আমার চোখের কাছে যেন জগৎখানা
 ভাসছে নিয়ে ভূতো, পুঁটি, বুলী, ননী, মনা ।"

('মূল', ১৮২৫)

খোকায় বিড়াল ছায়া

কুমুমকুমারী দাশ

সোনার ছেলে খোকামণি, তিনটি বিড়াল তার,
 একদণ্ড নাহি তাদের করবে চোখের আড় ।
 খেতে শুতে সকল সময় থাকবে তারা কাছে,
 না হ'লে কি খোকামণির খাওয়া দাওয়া আছে ?

নিমেষের তরে রিক্ত-ভূষণ
 গোর শিশুর পানে
 চাহি'—কি বেদনা উঠিল জাগিয়া
 চোরের কঠোর প্রাণে ।
 মরি মরি ! একি অপরূপ রূপ !
 ধূলি-ধূসরিত কায়
 সোনার পুতলী, শিশু-সন্ন্যাসী !
 আয় বাছা, কোলে আয় !
 সযতনে চোর কোলে লয়ে তা'রে
 ধূলি মুছি দিল ধীরে,
 যেখানে যা ছিল— রতনে ভূষণে
 সাজাইয়া দিল ফিরে' ।
 কোথা গেল তা'র অর্থ-লালসা,
 কোথা গেল পাপে মতি,
 মুগ্ধ নয়নে রহিল চাহিয়া
 গোর শিশুর প্রতি ।

(দীপশিখা)

ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ
ଐକ୍ୟ-କବିତା

প্রকৃতি-কবিতা

সাগরে তরী

মধুসূদন দত্ত

হেরিছ নিশায় তরী অপথ সাগরে
মহাকায়া, নিশাচরী, যেন মায়া-বলে
বিহঙ্গিনী-রূপ ধরি ধীরে ধীরে চলে,
স্ব-ধবল পাখা মরি বিস্তারি অথরে ।
রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জলে
দীপাবলী, মনোহরা নানাবর্ণ করে,
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত মিশ্রিত পিকলে ।
চারিদিকে ফেনাময় তরঙ্গ স্রস্বরে—
গাইছে আনন্দে যেন, হেরি এ সুন্দরী
ধামারে বাখানি রূপ, সাহস, আকৃতি ।
ছাড়িতেছে পথ সবে আশ্বে-ব্যশ্বে সরি,
নীচ জন হেরি যথা কুলের যুযুতী ।
চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি,
শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি :

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬)

সায়ংকাল

মধুসূদন দত্ত

চেয়ে দেখ চলিছেন মুদে অন্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায় স্বর্ণ, রক্ত রাশি বাশি
আকাশে, কত বা যত্নে কাছখিনী আসি
খরিতেছে তা সবারে সুনীল ঐচলে !

কে না জানে অলঙ্কারে অঙ্গনা বিলাসী ?
 অতি-স্বরা গড়ি ধনী মৈব-মায়াবলে
 বছদিন অলঙ্কার পরিবে লো হাসি,
 কনক-কঙ্কণ হাতে স্বর্ণমালা গলে ।
 সাজাইবে গজ, বাজী ; পর্বতের শিরে
 সুবর্ণ-কিরীট দিবে ; বহাবে অঘরে
 নদস্রোতঃ, উজ্জলিত স্বর্ণবর্ণ-নীরে ।
 সুবর্ণের গাছ রোপি শাখার উপরে
 হেমান্ন বিহঙ্গ খোবে !—এ বাজীকরীরে
 শুভক্ষণে দিনকর কর-দান করে ।

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬)

সায়ংকালের তারা

মধুসূদন দত্ত

কার সাথে তুলনিবে, লো স্ব-সুন্দরি,
 ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?
 আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে কলে
 রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
 গোধুলির ! কি ফণিনী, যার সু-কবরী
 সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জলে ?—
 ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র মণ্ডলে
 কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না শবরী ?
 হেরি অপরূপ রূপ বৃষ্টি স্তম্ভ-মনে
 মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
 না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
 বরে কেলি করে তারা সুহাস অঘরে ?
 কিন্তু কি অভাব তব, গুলো বরাঙ্গনে !
 ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির-আঁধি স্মরে ।

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬)

পরিচয়

মধুসূদন দত্ত

(১)

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিশ্বাধর চুছেন আদরে
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে স্মধুর-কলে
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদমণ্ডলে
(তুষারে বপিত বাস উর্ধ্ব-কলেবরে,
রক্ততের উপবীত শ্রোতোরূপে গলে)
শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে

(স্বচ্ছ-দরপণ) হেরি ভীষণ মূর্তি ;
যে দেশে কুহরে পিক বসন্ত-কাননে,—
দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী,—
টাদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে ;—
সে দেশে জনম মম ; জননী ভারতী ;
তেই প্রেমদাস আমি, ওলো বরাদনে !

(২)

কে না জানে কবি-কুল প্রেমদাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি ।
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বুধা সংশয় কেন ? কুসুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি । কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি ; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি',
ব্রজে যথা রসরাজ রাসের পরবে ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

কামের নিকুঞ্জ এই । কত যে কি ফলে,
 হে রসিক, এ নিকুঞ্জে, ভাবি দেখ মনে !
 সরঃ ত্যজি সরোজিনী ফুটিছে ও স্থলে,
 কদম্ব, বিধিকা, রজা, চম্পকের সনে ।
 সাপিনীয়ে হেরি ভয়ে লুকাইছে গলে
 কোকিল ; কুরঙ্গ গেছে রাখি দু'নয়নে ।

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬)

প্রকৃতি-রমণী

বিহারীলাল চক্রবর্তী

প্রণয় করেছি আমি

প্রকৃতি-রমণী সনে,

বাহার লাভ্যাচ্ছটা

মোহিত করেছে মনে ;

মুখ—পূর্ণ সুধাকর,

কেশজাল—জলধর,

অধর—পল্লব নব

রঞ্জিত যেন রঞ্জনে,

সমুজ্জল তারাগণ,

শোভে হীরক ভূষণ,

শেত ঘন স্তবসন

উড়ে পড়ে সমীরণে,

বায়ুর প্রতি হিল্লোলে

লতাগুলি হেলে দোলে

কৌতুকিনী কুতূহলে

নাচে চঞ্চল চরণে ;

হেলিয়ে স্তবক-ভরে
মরি কত লীলা করে,
পয়োধরভারভরে

ঢলে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে ;

প্রফুল্ল কুসুমরাশি,
অধরে উজ্জ্বল হাসি,
বাক্সায় মধুর বাঁশী

অলির সূধা-শুভ্রনে,

কমল-নয়নে চায়,
স্বাহা কি মাদুরী তায় !
মুনিমন মোহ যায়,

হেরিলে স্থির নয়নে ;

পাখীর ললিত তান,
প্রাণপ্রিয়া গায় গান,
উদাস করয়ে প্রাণ,

সূধা বরষে শ্রবণে ;

যখন যথায় যাই,
প্রকৃতি তো ছাড়া নাই,
ছায়াসমা প্রিয়তমা

সদা আছে মনে মনে !

তেমন সরল প্রাণ
দেখিনি কারো কখন,
মুহু মধু হাসি, যেন

লেগে রয়েছে আননে !

হেরিয়ে তাহার মুখ
অস্তরে পরম সূধ,
নাহি জানি কোন হুধ

সদা তার হৃসেবনে ;

সুখার সুখাতু ফল,
 তুমার শীতল জল
 যখন বা প্রয়োজন,
 যোগায় অতি যতনে ;

সাধের বসন্তকালে
 চাঁদের হাসির তলে
 নিদ্রা আকর্ষণ হ'লে
 তুলায় ধীরে ব্যঞ্জে ;
 যাহাতে না হই দুখী,
 যাহাতে হইব সুখী,
 সর্বদাই বিধুমুখী
 আছে তার অদেষণে ;

(যথা যার ভালবাসা,
 পাছু পাছু ধায় আশা,)
 ইহার কামনা নাই,
 ভালবাসে অকারণে ।

একান্ত সঁপেছে মন,
 সম্ভাব অহুঙ্কণ,
 এত করিয়ে যতন
 করিবে কি অস্ত্র মনে ?

যেমন রূপ লোভন,
 তেমনি গুণ শোভন,
 এমন অমূল্য ধন
 কি আছে আর জিতুবনে ।

গোধূলি

বিহারীলাল চক্রবর্তী

(১)

শান্ত গোধূলি-বেলা !

নদীর পুতুলগুলি ভুলিয়াছে খেলাদেলা ।

চেয়ে দেখে কুতূহলে

সূর্য যায় অন্তাচলে,—

কেমন প্রশান্ত মূর্তি, কোথায় চলিয়া গেল !

লাল নীল মেঘে মাখা,

কিরণের শেষ রেখা,

আর নাহি যায় দেখা, আঁধার হইয়া এল ।

(২)

বসিয়ে মাঘের কোলে

আদর করিয়া দোলে,

জ্বালাশের পানে চায় তারা ফোটা দেখিতে,

হয়েছে নৃতন আলো চাঁদমুখের হাসিতে !

(৩)

চিবুক ধরিয়ে মা'র

সুধাইছে বারেবার

কত কথা শতবার, ফুরাইতে পারে না !

দিগন্তের কালো গায়

মেঘ চলে পায় পায়,

চাতক বেড়ায় উড়ে, কোথা যায় জানে না ।

(৪)

সুশীতল সমীরণ,

কোথা ছিলে এতক্ষণ ?

জুড়াল শরীর মন, জুড়াইল ধরণী,

ফুটিল গোলাপ ফুল, ঘুমাইল নলিনী ।

(৫)

গঙ্গা বহে কুলু কুলু,
 যেন ঘূমে ঢুলু ঢুলু ;
 ধীরে ধীরে দোলে তরী, ধীরে ধীরে বেয়ে যায়,
 মাঝিরা নিমগ্নমনে ঝুমুর পূরবী গায় ।

(৬)

ভিমিরে করিয়া স্নান
 নিমগন দিনমান ;
 সৌমস্বে সাজের তারা, মহুরগামিনী,
 বিরাম-আরামমধী আসিছেন যামিনী ।

(সাধের আসন, ২য় সর্গ, ১৮৮৮

মধ্যাহ্নসঙ্গীত

বিহারীলাল চক্রবর্তী

চরাচরব্যাপী অনন্ত আকাশে
 প্রথর তপন ভায়,
 দিগ্দিগন্ত উদাস মুরতি
 উদার স্ফুরতি পায় ।

বিমল নীল নিখর শূন্য,
 শূন্য—শূন্য—শূন্য—অগম শূন্য ;
 দূর—অতি দূর ছ'পাখা ছড়িয়ে
 শকুন ভাসিয়া যায় ।

তুঙ্গ তুঙ্গ অভ্ররাজি
 ধ্বলা শিখরী সাজি,
 চলিয়াছে ধীরে ধীরে, না আনি কোথায়

নীরব মেদিনী, পাদপ নিঝুম,
নত-মুখ ফুল ফল,
নত-মুখী লতা নেতিয়ে প'ড়েছে
স্তবধ সরসী-জল ।

শান্ত সঞ্চরণ, শান্ত অরণ্যানী,
মুক বিহঙ্গম, মুঢ় পশু প্রাণী,
'ঘৃষ্ণু—ঘৃষ্ণু' কাতরা কপোতী
করণা করিয়া গায় !

স্তবধ নগর, স্তবধ ভূধর,
স্তবধ হ'য়ে আছে উদার সাগর,
ধু-ধু মরুস্থলী, বিহ্বলী হরিণী
চমকি চমকি চায় ।

স্তবধ ভুবন, স্তবধ গগন,
প্রাণের ভিতর করিছে কেমন,
তুষার কাতর, কঠোর মরুত
একটুও নাহি বায় !

বিরামদায়িনী কোথা নিশীথিনী
শিখর-চন্দ্র-তারা-নক্ষত্র-মালিনী
মহা-মহেশ্বর-করণা-রূপিনী
মোহিনী মাযার প্রায় !

ল'য়ে এস সেই মেঘর সমীর,
ঝুঝু—ঝুঝু—ঝুঝু, মধুর অধীর,
স্নেহ-আলিঙ্গনে জুড়াব জীবন,
জুড়াব তাপিত কায় ।

বার্টিকার পরদিনের প্রভাত

বিহারীলাল চক্রবর্তী

‘হাহাহুতাং তঙ্গ বমুগ সর্গ’

—বান্দীকি

১

কই, ভাল হয় নাই ফরসা তেমন,
এখনও বেশ জোরে বহিছে বাতাস,
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিবিন্দু হ'য়েছে পতন,
জলে মেঘে ঘোলা হয়ে রয়েছে আকাশ ।

২

হেরিয়া নিসর্গ-দেব সংসারের প্রতি
পবন-হৃদাস্ত-পুত্র-কৃত অত্যাচার,
দাঁড়িয়ে আছেন যেন হ'য়ে ভ্রাস্তমতি,
নিস্তক গম্ভীর মূর্তি, বিষণ্ণ বদন ।

৩

ধরা অচেতনা হয়ে প'ড়ে পদতলে,
ছিন্ন-ভিন্ন কেশ-বেশ, বিকল ভূষণ,
লাবণ্য মিলায়ে গেছে আনন-কমলে,
বৃষ্টি আর মেহে এর নাহিক জীবন ।

৪

দিগজনা সখীগণে মলিন বদনে
স্তক হয়ে দূরে দূরে দাঁড়াইয়ে আছে,
অবিবল অশ্রুজল বহিছে নয়নে,
যেন আর জন-প্রাণী কেহ নাই কাছে !

৫

হা অননী ধরণী গো, কেন হেন বেশ,
 কেন মা পড়িয়ে আজি হয়ে অচেতন ?
 জানি না কতই তুমি পাইয়াছ ক্লেশ,
 কত না কাতর হয়ে করেছ রোদন !

৬

কি কাণ্ড করেছ রে রে ছরস্ব বাতাস !
 স্থল জল গগন সকল শোভাহীন,
 ভূচর খেচর নর বেতর উদাস,
 ব্রহ্মাণ্ড হয়েছে যেন বিষাদে বিলীন !

৭

ওই সব বিশীর্ণ প্রাসাদ-পরম্পরা
 দাঁড়াইয়ে ছিল কাল প্রফুল্ল বদনে ;
 আজ ওরা লণ্ড-ভণ্ড, চূরমার-করা,
 • হাতী যেন দলে গেছে কমল-কাননে !

৮

একি দশা হেরি তব উপবনেশ্বরী,
 কাল তুমি সেজেছিলে কেমন সুন্দর !
 বিবাহের মাজলিক বেশভূষা পরি—
 যেমন রূপসী কনে সাজে মনোহর ;

৯

সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একেবারে,
 প্রাণ ত্যেজে প'ড়ে আজি কেন গো ধরায় ?
 সাধের বাসর-ঘরে কোন্ ছরাচারে,
 এমন করিয়ে খুন করেছে ভোমায় ?

১০

খোলার কুটীর ওই সব গেছে মারা,
ভেঙ্গে চূরে প'ড়ে আছে হয়ে অবনত ;
না জানি উহায় কত গরীব বেচারা,
ঘুমাইয়ে আছে হায় জনমের মত !

১১

কাল তা'রা জানিত না স্বপনে কখন,
উঠিয়াছে অন্ন-জল চিরকাল তরে ;
জননীর কোলে শিশু ঘুমায় যেমন,
ধরণীর কোলে ছিল নির্ভয় অন্তরে ।

১২

এখনো ধাইছ দেব অশাস্ত পবন,
দয়া-মায়ী নাই কি গো তোমার হৃদয়ে ?
স্থির হও, খুলে দাও মেঘ-আবরণ,
বাঁচুক ধরার প্রাণ অরুণ-উদয়ে !

(নিসর্গ-সন্দর্শন, ১৮৭০)

বৈকালিক ঝড়

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

সাজিয়াছে বায়ুকোণে মেঘ ভয়ঙ্কর ;
ক্রোধভরে রাহ যেন গ্রাসিছে অক্ষর ;
ধীরে ধীরে দক্ষিণেতে আসিছে বাড়িয়া,
পাকাম ধরিয়া শিখী নাচিছে দেখিয়া ।
দেখিতে দেখিতে মেঘ ঢাকিল গগন,
যদি কি বিচিত্র ভাব নিরখি এখন ।
প্রগাঢ় সবুজ নীল বরণে ভূমিয়া,
রাশি রাশি তুলা যেন বেড়ায় উড়িয়া ।

কতগুলি দক্ষিণে বাইছে বেগভরে,
 উর্ধ্বে তার কতগুলো ধাইছে উত্তরে ।
 কিছু দূর যেয়ে পুন অত্র দিকে যায়,
 ভেদিয়া নামার মেঘ নীচপানে ধায় ।
 নীলাধরী পরা গায় সবুজ মকমল,
 নাচে রে প্রকৃতি যেন উড়ায়ে অঞ্চল ।
 ধীরে ধীরে দক্ষিণের বায়ু এতক্ষণ,
 বহিয়াছে কিন্তু আর বহে না এখন ।
 নড়ে না গাছের পাতা নড়ে না পুকুর,
 বোধ হয় বায়ুশূন্য হল বিশ্বপুর ।
 দেখরে ভাবুক দেখ দেখরে কেমন,
 হয়েছে গভীর স্থির প্রকৃতি এখন ।
 শকুন শকুনী চিল এইত গগনে,
 পুলকে উড়িতেছিল মণ্ডলগমনে ;
 দেখিয়া জলদ-ঘটা বিপদ ভাবিয়া,
 দ্রুতগতি ধরাভলে আসিছে ধাইয়া ।
 হু পাশের ডানা ছুটি উচু করি কেহ
 সোজাহুজি ছাড়িয়া দিয়াছে দেখ দেহ ।
 কেহবা বাঁকিয়া ডানা বাঁকা পথ ধরি,
 ছুটেছে নক্ষত্রবেগে উপহাস করি ।
 রাখাল গরুর পাল লইয়া সত্তরে,
 ধাইল গোয়াল-পানে সভয় অন্তরে ।
 উচ্চপুচ্ছ ধেমুগণ হাথা রবে ধায়,
 সন্মুখের তৃণ প্রতি ফিরিয়া না চায় ।
 ব্যাকুল পথিকগণ আশ্রয় লাগিয়া,
 ঝটপট লোকালয়ে চলিছে ধাইয়া ।
 কেহ বা বৃক্ষের মূলে আশ্রয় করিছে,
 অকুল প্রান্তরে কেউ প্রমাদ গণিছে ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

পড়িল তটিনী-ভীরে সার সার শোর,
 নেয়ে মাঝি ভাড়াভাড়া ফেলায় নদ্যের ।
 যাদের নদ্যের নাই, খুঁটো গাড়ে তারা,
 এঁটে বাঁধে দড়ি তাতে, কেহ পুঁতে পাড়া ।
 আসিতেছে পাড়ী দিয়া যে সকল নেয়ে,
 উড়িল তাদের প্রাণ মেঘপানে চেয়ে ।
 কসে কসে টানে দাঁড় ঘনাইতে পারে,
 থেকে থেকে 'বদর' 'বদর' ডাক ছাড়ে ।
 লোকালয়ে ঘন ঘন শব্দনাদ হয়,
 কি হয়, কি হয় আজি ভাবে গৃহিচয় ।
 ঘরে ঘরে ঘরে ঘরে কপাট পড়িল,
 আঁধার দেখিয়া কেহ প্রদীপ জালিল ।
 ঠকি ঠকি বায়ুকোণে হাঁ হাঁ শব্দ হয়,
 বুঝি আজ উপস্থিত হইল প্রলয় !
 ভয়ানক ঝড় এ যে ভয়ানক ঝড়,
 মর্মরিছে গাছগুলি মড় মড় মড় !
 ছলিছে ছপাশে ঘন বাঁকাইয়া কায়,
 মদ খেয়ে মাতাল হয়েছে বুঝি হায় !
 ছুইছে বাঁশের আগা মাটির উপরে,
 ধামাইতে বায়ুদেবে যেন নতি করে ।
 নারিকেল তাল পূগ আদি তরু কত,
 মাঝামাঝি ভাঙ্গিয়া পড়িছে শত শত,
 যুঝিয়া বীরেন্দ্রগণ সম্মুখ সমরে,
 শুইছে সমর-ক্ষেত্রে যেন শত্রুশরে ।
 উন্নত সহকার মাধবী দেখিয়া,
 অমনি ধরণী পরে পড়ে আছড়িয়া ;
 সূচীর কুম্বরূপ অলঙ্কার যত,
 বুঝিয়া কেলিল ধনী শোকে ইত্তস্তত : ।

অই দেখ মহাবৃক্ষ পড়িছে পিঙ্গল,
 চড় চড় ছিঁড়িতেছে শিকড় সকল ।
 আশ্রিত বিহঙ্গগণ প্রমাদ গনিয়া,
 ক্ষতগতি স্থানে স্থানে যাইছে উড়িয়া ;
 যেদিকে বহিছে ঝড় সেইদিকে ধায়,
 আশ্রয় করিছে তাহা সমুখে বা পায় ।
 ও পাখীটা কেন কেন না যায় উড়িয়া ?
 যতনে রেখেছে ঢেকে কি ও পাখা দিয়া ?
 ছানা ছটি ! বুঝিয়াছি বুঝিয়াছি তাই,
 পরাণ বাঁচাতে এর অভিলাষ নাই ;
 প্রাণ দিবে ছানা ফেলে না যাবে কোথায়,
 ধন্য রে মায়ের স্নেহ ! বাখানি তোমায় ।

অই দেখ কত ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িছে,
 গৃহিগণ অশ্রু ঘরে সন্তয়ে ঢুকিছে ।
 কোন খান ঝাঁক হয়ে হেলিয়া রহিল,
 স্তোধ হয় কোন খান পড়িল পড়িল ।
 উড়ে গেল চাল কার, উড়ে গেল খড়,
 দেখিয়া গৃহীর দশা ব্যাকুল অন্তর ।
 পড়িল সকল ঘরে রোদনের ডাক,
 প্রাণভয়ে ছাড়ে সবে জাহি জাহি ডাক ।

দেখ দেখ এসময় তটিনী কেমন,
 ধরিয়াছে উগ্রতর মুরতি ভীষণ ;
 শাঁ-শাঁ-শাঁ-শাঁ স্বাসিতেছে শুনে লাগে ভয়,
 জুকুটি দেখিয়া ধড়ে পরাণ না রয় ।
 উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা ভোলপাড় করে,
 বহিছে জলের স্রোত মহাবেগভরে ।
 ধূনিত কার্পাসময় নীর সমুদায়
 কে ধূনিছে এ কার্পাস বুঝা নাহি যায় ।

ହାନେ ହାନେ ପଢ଼ିଯାଛି ଭୟାନକ ପାକ,
 ଛାଡ଼ିଦେଛି ମୁହଁରୁ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ ଡାକ ।
 ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣିତେ ଅଧିକାର-ସୀମା ଆପନାର,
 କରିଛି ପୁଲିନେ ନଦୀ ସଞ୍ଜୋରେ ଶ୍ରହାର ।
 ସହେ ସେ ଶ୍ରହାର ତୀର ପାରେ ବତକ୍ଷଣ,
 ସଧନ ନା ପାରେ କରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ।
 ହାସ୍ତରେ ! ତରଣୀଗୁଳି ନଈର ଛିଞ୍ଚିଯା
 ସାହିଛି ନଦୀର ମାଧବେ ସୁରିସା ସୁରିସା ।
 ହାଲ ଧରେ କର୍ଣ୍ଣଧାର କସେ ଝିଙ୍କେ ମାରେ,
 ତବୁ ସେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣିତ ତରୀ ହିରିତେ ନା ପାରେ ।
 ଆରୋହୀରା କେନ୍ଦେ ବଳେ ମଲେମ ମଲେମ,
 ପଢ଼ିଯା ବିପାକେ ଆଜ୍ଞି ପ୍ରାଣ ହାରାଲେମ !
 ଆରେ ରେ ଅବୋଧଗଣ ! କି ଫଳ ରୋଦନେ,
 ନିର୍ଭର କରରେ ସେହି ଅଭୟ ଚରଣେ ।

କ୍ରମେହି ପ୍ରବଳବେଗେ ବହିଛି ପବନ,
 ଊଳଟିତେ ଧରା ବୁଦ୍ଧି ହସେଛି—ମନବ ।

ଶପାଶପ୍ ଶପାଶପ୍ ଶ୍ଵାପ୍ଟା ଚଳିଛି,
 ଦିଗଜନା ଶୁଭ୍ ଶୁଭ୍ ନିନାଦ କରିଛି ।
 ଜଳଧର ବ୍ୟାଧିର ବରଷିଛି ନୀର,
 ଗରଜିଛି ସନ ସନ କେମନ ଗଭୀର ।
 ତଡ଼ ତଡ଼ ତଡ଼ ତଡ଼ ଶିଳାପାତ ହସ,
 ଊର୍ଜ୍ଜ୍ଵଳେ ଚପଳା ମୁହଁରୁ ଢୁ-ବଳୟ ।
 ସଂହାର କରିତେ ସୃଷ୍ଟି ଏହି ଲୟ ମନେ,
 କୋଟିଶ, କାମାନ କେହ ଜୁଢ଼ିଛି ଗଗନେ,
 ମେଘନାଦ—ନାଦ ତାର, ଚପଳା—ଅନଳ,
 ଅଧିକାର—ଧୂସା, ଶୁଳି, କରକା ସକଳ ।
 ଧନ୍ତ ଧନ୍ତ ଜଗଦୀଶ ! ଶକତି ତୋମାର !
 ଅସ୍ତ ନାହିଁ ଅସ୍ତ ନାହିଁ ଅସ୍ତ ନାହିଁ ତାର ।

এই ঝড় এই বৃষ্টি এই জলধর,
 এই ক্ষণশ্রভা, এই করকা-নিকর,
 এই স-ত্তরঙ্গ নদী, এই চরাচর,
 প্রকাশিছে তোমার শক্তি, মহেশ্বর !

(সন্ধ্যাবশতক, ১৮৬১)

পাপ-কেতকী

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

একদিন ধীরে ধীরে মনের উল্লাসে
 উপনীত কেতকী-কুম্মশ্রেণী পাশে ।
 হেরিলাম কত শত শত মধুকর,
 স্তম্ভসৌরভে হয়ে তারা বিমুগ্ধ-অস্তর,
 মধুপূর্ণ কমল করিয়া পরিহার,
 মধু-আশে কেতকীতে করিছে বিহার ;
 কিন্তু মধু কোথা পাবে সে কেতকীফুলে !
 শুধু হয় ছিন্নপক্ষ কণ্টকের ছলে ।
 তথাপি সে বিমূঢ় অবোধ অলিগণ,
 উড়িয়া কমলদলে না করে গমন ।
 ভাবিলাম এইরূপ মানব সকল,
 ত্যজি পরিমলপূর্ণ তত্ত্ব-শতদল ;
 সুখ-সুখা আশে সদা প্রফুল্ল অস্তরে,
 বিষয়-কেতকীবনে অতুক্ষণ চরে ।
 কোথা পাবে সে অমিয় ব্যর্থ আকিঞ্চন,
 সার ছুঃখ কণ্টকের যাতনা ভীষণ ।
 তবু তত্ত্ব-সরসিজে না করে বিহার ;
 যিক্ রে মানব তোরে যিক্ শতবার ।

(সন্ধ্যাবশতক, ১৮৬১)

শারদ-তরঙ্গিণী

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

একদিন এ সময় তরঙ্গিণী-তীরে,
চলিলাম চিন্তাকুল চিতে ধীরে ধীরে ।
তটিনীর তটোপরি সিকতা-আসনে,
বসিলাম ভাবময়ী কল্পনার সনে ।
তরঙ্গিণী-তহু তহু শারদাগমনে,
নিরখি নয়নে আমি নিরখি নয়নে :
সুখালেম “অয়ি কলম্বরা শ্রোতশ্রুতি !
আজ কেন তোমা হেরি দীনা ক্ষীণা অতি ?
বয়স্বার সময়জ্ঞ প্রভাবনিচয়,
কেন কেন কেন আজ দৃশ্য নাহি হয় ?
তরঙ্গিণী ! কোথা তব তরঙ্গের রজ,
হেরি বাহা, পোতারোহী পাইত আভঙ্ক ?
যে সকল লহরী, করিয়া ঘোর শ্বন,
-তরঙ্গীর হৃদয় করিত বিদারণ,
কোথা তাহা ? কোথা সেই দ্রুতগামী নীর
চলিত যা মদগর্বে অতিক্রমি তীর ?
কুলস্থ বিহঙ্গাশ্রম মহীকহগণ
করিত তাদের কোপে মূল উন্মূলন ।
অয়ি ধুনি ! কোথা তব সেই মহাধ্বনি,
ভয় জন্মাইত মনে যার প্রতিধ্বনি ?”
শুনিয়া আমার ভাব অতি কলম্বরে,
তরঙ্গিণী উত্তর করিলা তদন্তরে—
“শুনহে ভাবুক ! এই জানিবে নিশ্চয়,
চিরদিন এক দশা কাহারো না হয় ।”

রজনী

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

যে কালে রজনী, নিজা সজ্ঞীর সনে,
আবির্ভূতা হয় আসি অবনী-ভবনে ;
যে কালে সুমন্দ গতি করিয়া ধারণ
জুড়ায় জগৎ-প্রাণ জগৎ-জীবন ;
যে কালেতে সীমালীন আকাশমণ্ডল
অসংখ্য তারকাজ্বলে হয় সমুজ্জল ;
যে কালে বিরল ক্ষুদ্র, জলধর দলে
অনতিবেগেতে ধায় গগন-মণ্ডলে ;
যে কালে যামিনীনাথ সুধাময় করে
ধরণীর তপ্ত তম্বু স্নানীভল করে ;
যে কালে নিরখি স্বীয় প্রিয় প্রাণেশ্বরে
কুমুদিনী প্রফুল্লিত হয় সরোবরে ;
যে কালে অমৃতপায়ী চকোর-নিকরে
সুধা পিয়ে প্রিয়শুণ গায় কলস্বরে,
যে কালে রজনী পরি চন্দ্রিকা-বসন,
স্বকাস্তের সনে করে প্রিয় সন্তাষণ ;
যে কালে প্রকৃতি করি ধীরতা ধারণ
ভাবকের ভাবপুঞ্জ করে উদ্দীপন ;
যে কালে কোবিদকুল কল্পনার সনে
রত হয় নব নব সস্তাব-চিন্তনে ;
ধিক্ ধিক্ বৃথা তার মানব জনম
এ কালে অলীকামোদে মস্ত ধীর মন ।
ভবের ভাবের ভাবুক যে বা নয়,
নিজায় বিমুগ্ধ সেই রহে এসময় ।

এ সময় ভক্তি-রস-প্রবণ অন্তরে,
 ধস্ত সে, যে স্বরে অখিল ঈশ্বরে ।
 বিবেক-আসনে হয়ে সমাসীন মন ।
 এ সময় স্বর না সে সংসার-শরণ ?

(সম্ভাব শতক, ১৮৬১)

জলে ফুল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১

কে ভাসাল জলে তোরে কানন-সুন্দরি ।
 বসিয়া পল্লবাসনে, ফুটেছিলে কোন্ বনে,
 নাচিতে পবন সনে, কোন বৃক্ষেপরি ?
 কে ছিঁড়িল শাখা হতে শাখার মঞ্জরী ?

২

কে আমিল তোরে ফুল, তরঙ্গিনী-তীরে ?
 কাহার কুলের বালা, আনিয়া ফুলের ডালা,
 ফুলের আঙ্গুলে তুলে ফুল দিল নীরে ?
 ফুল হতে ফুল বসি, জলে ভাসে ধীরে ?

৩

ভাসিছ সলিলে যেন, আকাশেতে তারা ।
 কিষ্কা কাদম্বিনী-গায়, যেন বিহঙ্গিনী-প্রায়,
 কিষ্কা যেন মাঠে ভ্রমে, নারী পথহারী ;
 কোথায় চলেছ ধরি তরঙ্গিনীধারা ?

৪

একাকিনী ভাসি যাও, কোথায় অবলে ।
 তরঙ্গের রাশি রাশি, হাসিয়া বিকট হাসি,
 ভাড়াভাড়ি করি তোরে খেলে ফুতুহলে ?
 কে ভাসাল তোরে ফুল কাল-নদীজলে ।

৫

কে ভাসাল তোরে ফুল, কে ভাসাল মোরে !
কাল-স্রোতে তোর (ই) মত, ভাসি আমি অবিরত,
কে ফেলেছে মোরে এই তরঙ্গের ঘোরে ?
ফেলিছে তুলিছে কভু, আছাড়িছে জোরে !

৬

শাখার মঞ্জরী আমি, তোরই মত ফুল ।
বোঁটা ছিঁড়ে শাখা ছেড়ে, ঘুরি আমি স্রোতে পড়ে,
আশার আবর্ত বেড়ে, নাহি পাই কুল ।
তোরই মত আমি ফুল, তরঙ্গে আকুল ।

৭

তুই যাবি ভেসে ফুল, আমি যাব ভেসে ।
কেহ না ধরিবে তোরে, কেহ না ধরিবে মোরে,
অনন্ত সাগরে তুই, মিশাইবি শেষে ।
চল যাই দুইজনে অনন্ত-উদ্দেশে ।

(কবিতা-পুস্তক, ১৮৭৮)

বাজিয়ে যাব মল

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে,
বাঁশতলাতে জল ।
আয় আয় সই, জল আনি গে,
জল আনি গে চল ॥

উনবিংশ শতকের স্মৃতিকবিতা সংকলন

ঘাটটি জুড়ে, গাছটি বেড়ে,
ফুটল ফুলের দল।
আয় আয় সই, জল আনি গে,
জল আনি গে চল ॥

বিনোদ বেশে, মুচ্কে হেসে,
খুল্ব হাসির কল।
কলসী ধরে, গরব করে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনি গে,
জল আনি গে চল ॥

গহনা গায়ে, আলতা পায়ে,
কঙ্কাদার আঁচল।
টিমে চালে, তালে তালে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনি গে,
জল আনি গে চল ॥

যত ছেলে, খেলা ফেলে
ফিব্বে দলে দল।
কত বুড়ী, ছুজু বুড়ী,
ধব্বে কত জল।

আমরা মুচ্কে হেসে, বিনোদ বেশে,
বাজিয়ে যাব মল।
আমরা বাজিয়ে যাব মল ;
সই বাজিয়ে যাব মল ॥

প্রভাত

দীনবন্ধু মিত্র

রাত পোহাল, ফরসা হলো, ফুটলো কত ফুল,
কাঁপিয়ে পাখা, নীল পতাকা জুটলো অলিকুল ।
পূর্বভাগে, নবীন রাগে, উঠলো দিবাকর,
সোনার বরণ, তরুণ তপন, দেখতে মনোহর ।
হেরে আলো, চোপ জুড়ালো, কোকিল করে গান,
বৌ-কথা কয়, করে বিনয়, ভাঙ্চে বোয়ের মান ।
ঘরের চালে, পালে পালে, ডাকচে কত কাক,
পূজা-বাটিতে, জোড়-কাঠিতে, বাজ্চে যেন ঢাক ।
পতি-বিরহে, পদ্য দহে, পদ্য বিরহিণী,
ঝরিয়ে নয়ন, তিত্তিয়ে বসন, কাট্য়েছে যামিনী :
গেল রজনী, হাসলো ধনী, পতির পানে চায়,
মুখ চুম্বিয়ে, আতর নিয়ে, যাচ্ছে ঊষার বায় ।
মাখা তুলি, মরালগুলি, নদীর কূলে ধায়,
চরণ দিয়ে, জল কাটিয়ে, সঁাতার দিয়ে যায় ।
ঘোমটা দিয়ে, ঘাটে বসিয়ে, ছোট বোয়ের কুল,
মাজ্চে বাসন, বাজ্চে কেমন, তাবিজ ল'ঙ্গফুল ;
পরস্পরে মধু স্বরে, মনের কথা কয়,
ঘোমটা থেকে, থেকে থেকে, হাসির ধ্বনি হয় ।
অনেক মেয়ে, গামছা দিয়ে, ঘষছে কোমল গা,
পশি জলে, মুখে বলে, নিস্তার' গো মা ;
উঠে কূলে, এসো চূলে, বসে স্থলোচনা,
মাটি দিয়ে, শিব গড়িয়ে, কচ্ছে উপাসনা ।
কত কুমারী, সারি সারি, হুলচে কানে হুল ;
কানন হতে কচুর পাতে, আনচে তুলে ফুল ।

আন্তে ঝাড়ি, তুঘের ঝাড়ি, আগুন করে বায়,
 ধসান খেয়ে, লাজল নিয়ে, যাচ্ছে চাষার সার ।
 পান্ডা খেয়ে, শাস্ত হয়ে, কাপড় দিয়ে গায়,
 গরু চরাতে, পাঁচন হাতে, রাখাল গেয়ে যায় ।
 গাভীর পালে, দোয় গোয়ালে, দুখে কেঁড়ে ভরে,
 গজগামিনী, গোয়ালিনী, ব'সে বাছুর ধরে ।
 হাস্চে বালা, রূপের ডালা, মুচকে মধুর মুখ,
 গোপের মনে, দুখের সনে, উঠছে কেঁপে স্থখ ।
 গাছের তলে, বেড়ে অনলে, বলে ববম্ বম্ ।
 জটাশিরে, সন্ন্যাসী রে, মাবুচে গাঁজায় দম্ ।
 ভাড়ী বগলে, ছেলের দলে, পাঠশালেতে যায়,
 পথে বেতে, কোঁচড় হতে, খাবার নিয়ে ঝায় ।
 এই বেলা, সকালবেলা, পাঠে দিলে মন,
 বৈকালেতে, গৌরবেতে, রবে যাহু ধন ॥

(পঞ্চসংগ্রহ)

যমুনাতে

‘হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

আহা কি সুন্দর নিশি, চন্দ্রমা উদয়
 কোমুদীরাশিতে যেন দৌত ধরাডল !
 সমীরণ যুহু যুহু ফুলমধু বয়,
 কল কল করে ধীরে তরঙ্গিনী-জল !
 কুসুম, পল্লব-লতা নিশার তুবারে
 শীতল করিয়া প্রাণ শরীর জুড়ায়,
 জোনাকির পাতি শোভে তরুশাখা 'পরে,
 নিরিবিলাি বিঁ বিঁ ডাকে, জগতে ঘুমায় ;—
 হেন নিশি একা আসি, যমুনার তটে বসি,
 হেরি শশী হলে হলে জলে ভাসি যায় ।

(২)

কে আছে এ ভূ-মণ্ডলে, যখন পরাণ
 জীবন-পিঞ্জরে কাঁদে যমের তাড়নে,
 যখন পাগল মন ত্যজে এ শ্মশান
 ধায় শূন্যে দিবানিশি প্রাণ অশ্বেষণে,
 তখন বিজ্ঞান বন, শাস্ত বিভাবরী,
 শাস্ত নিশানাথ-জ্যোতিঃ বিমল আকাশে,
 প্রশস্ত নদীর তট, পর্বত উপরি,
 কার না তাপিত মন জুড়ায় বাতাসে ।
 কি স্বথ যে হেনকালে, গৃহ ছাড়ি বনে গেলে,
 সেই জানে প্রাণ যার পুড়েছে হতাশে ।

(৩)

ভাসায়ে অকূল নীরে ভবের সাগরে
 জীবনের ধ্রুবতারা ডুবেছে বাহার,
 নিবেছে স্বথের দীপ ঘোর অন্ধকারে,
 হ হ করে' দিবানিশি প্রাণ কাঁদে যার,
 সেই জানে প্রকৃতির প্রাঞ্জল মৃত্তি,
 হেরিলে বিরলে বসি গভীর নিশিতে,
 শুনিলে গভীর-ধ্বনি পবনের গতি,
 কি সাঙ্ঘনা হয় মনে মধুর ভাবেতে ।
 না জানি মানব-মন, হয় হেন কি কারণ,
 অনন্ত চিন্তার গামী বিজ্ঞান ভূমিতে ।

(৪)

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
 বাধা আছে কি বন্ধনে বৃদ্ধিতে না পারি,
 নতুবা যামিনী-দিবা-প্রভেদে এমন,
 কেন হেন উঠে না চিন্তার লহরী ?
 কেন দিবসেতে ভুলি থাকি সে সকলে
 শমন করিগা চুরি নিরাছে বাহার ?

কেন রজনীতে পুনঃ প্রাণ উঠে জলে,
 প্রাণের দোসর ভাই, প্রিয়ার ব্যাধায় ?
 কেন বা উৎসবে মাতি থাকি কভু দিবা রাত্তি.
 আবার নির্জনে কেন কাঁদি পুনরায় ?
 (৫)

বসিয়া যমুনাতটে হেরিয়া গগন,
 ক্ষণে ক্ষণে হলো মনে কত যে ভাবনা,
 দাসত্ব, রাজত্ব, ধর্ম, আত্ম-বন্ধু জন,
 জরা, মৃত্যু, পরকাল, যমের তাড়না !
 কত আশা, কত ভয়, কতই আহ্লাদ,
 কতই বিবাহ আসি হৃদয় পুরিল,
 কত ভাঙি, কত গড়ি, কত করি সাধ,
 কত হাসি, কত কাঁদি, প্রাণ জুড়াইল !
 রজনীতে কি আহ্লাদ, কি মধুর রসাবাদ,
 বৃন্তভাঙা মন বার সেই সে বুঝিল ।

• (কবিতাবলী, ১৮৭০)

অশোক তরু

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

কে তোমারে তরুবর, করে এত মনোহর,
 রাখিল এ ধরাতেলে, ধরা ধন্য করে ?
 এত শোভা আছে কি এ পৃথিবী ভিতরে ?
 দেখ দেখ কি হৃন্দর, পুষ্পগুচ্ছ থরে থর,
 বিয়াজে শাখার 'পর সদা হাস্তভরে—
 সিন্দুরের ঝাঝা যেন বিটপী উপরে !
 মরি কিবা মনোলোভা, ছড়ায় রয়েছে শোভা,
 আভা যেন উখলিয়া পড়িছে অঘরে ।—
 কে আনিল হেন তরু পৃথিবী ভিতরে ?

২

বল বল তরুণর, তুমি যে এত সুন্দর,
 অস্তরগ তোমার কি হে, ইহারি মতন ?
 কিবা শুধু নেত্রশোভা, মানব যেমন ?
 আমি হুঃখী তরুণর, তাপিত মম অস্তর,
 না জানি মনের সুখ, সম্ভাষ কেমন ;
 তরুণর, তুমি বুঝি না হবে তেমন ?
 অরে তরু খুলে বল, শুনে হই শ্রীতল
 ধরণীতে সদানন্দ আছে একজন—
 না হয় সন্তাপে যারে করিতে জনন ।

৩

জানিতাম, তরুণর, যদি হে তব অস্তর,
 দেখাতাম একবার পৃথিবী তোমায়—
 মানবের মানচিত্রে কি আছে কোথায় !
 কত মরু, বালুস্তূপ, কত কাঁটা, শুষ্ক কূপ,
 ধু ধু করে নিরবধি অন্ধ ঝটিকায়—
 পরলী, নিৰ্বার, নদী, কিছু নাহি তায় ।
 তা হলে বুঝিতে তুমি, কেন ত্যজি বাসভূমি,
 নিত্য আসি কাঁদি বসি তোমার তলায় ;
 তাজে নর, ধরি কেন তোমার গলায় !

৪

তুমি তরু নিরস্তর, আনন্দে অবনী পার,
 বিরাজ বন্ধুর মাঝে, স্বজন-সোহাগে !
 তরুণর, কেহ নাহি তোমারে বিরাগে ।
 ধরণী করান পান, সরস সুধা সমান
 দিবানিশি বারমাস সম অহুরাগে,—
 পবন তোমার তরে যামিনীতে আগে ।
 শ্রোতোধারা ধরি পায়, গুলু গুলু করি ধায়,
 আপনি বরষা নীর ঢালে শিরোভাগে ;
 তরু রে বসন্ত তোরে স্নেহ করে আগে ।

কলকঠ মধুমাসে, তোমারি নিকটে আসে,
 শুনাতে আনন্দে ব'সে কুহ কুহ রব ;
 তরুণের তোমার কি স্থণের বিস্তব !
 তলদেশে মখমল, ভূণ করে ঢল ঢল,
 পতঙ্গ তাহাতে স্থখে কেলি করে সব,
 কতই স্থখেতে তরু, গুন বিল্লীরব !
 আসি স্থখে পাতি পাতি, ছড়ায়ে বিমল ভাতি,
 খছোৎ যখন তব সাজায় পল্লব—
 কি আনন্দ তরু তোর হয় অশুভব !

৬

তরু যে আমার মন, তাপদগ্ধ অশ্লক্ষণ,
 কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা ;
 আমি তরু, জগতের অন্ধ-স্থখহারা !
 জায়া, বন্ধু, পরিবার, সকলি আছে আমার,
 তবু এ সংসার যেন বিবতুল্য কারা ;—
 মনে ভাল, কেহ মোরে, বাসে না তুহারা !
 এ দোষ কাহারো নয়, আমিই কলকময়,
 আমারি অস্তর হয়, কলক্বেতে তরা—
 আমি, তরু, বড় পাপী, তাই ঠেলে তারা ।

৭

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অস্তরঘামা,
 তোমার তলায় আমি ভাসি অশ্রনীরে,
 দেখিয়া জীবের স্থখ ভবের মন্দিরে ।
 এই ভিন্ন স্থখ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই,
 পাই যেন এইরূপে কাঁদিতে গম্ভীরে,
 যতদিন নাহি বাই বৈতরণী-তীরে ।
 এক ভিক্ষা আছে আর অস্ত যদি কেহ আর,
 আমার মতন দুঃখী আসে এই স্থানে,
 তরু, তারে দয়া করে তুমিও পরাণে ।

কৌমুদী

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হাস রে কৌমুদী হাস স্ননির্মল গগনে,

এমন মধুর আর নাহি কিছু ভুবনে ;

সুধা পেয়ে সিকুতলে

দেবতারী স্নকৌশলে

লুকাইলা চন্দ্র-কোলে :—লেখা আছে পুরাণে,

বুঝি কথা মিথ্যা নয়,

নহিলে চন্দ্র-উদয়,

কেন হেন সুধাময় ব্রজাণ্ডের নয়নে ।

আহা কি শীতল রশ্মি চন্দ্রমার কিরণে,

যেখানে যখন পড়ে,

প্রাণ যেন লয় কেড়ে,

ভুলে যাই সমুদয়,

চেতনা নাহিক রয়,

জাগিয়া আছি কি আমি কিম্বা আছি স্বপনে ।

আহা কি অমিয়খনি শরতের গগনে !

কিবা সন্ধ্যা কিবা নিশি,

যেই হেরি পূর্ণ শশী,

সুধা তৃষ্ণা ভুলে যাই,

শুধু সেই দিকে চাই,

হেরি পূর্ণ সুধাকরে অনিমিষ নয়নে ।

পড়ে কিরণের ঝারা ঢাকি হৃদি বদনে,

যত হেরি সুধাকরে,

হৃদয়ের জ্বালা হরে,

কোথা যেন যাই চলে,

স্বপ্নময় ভূমণ্ডলে,

সংসারের সুখদুঃখ নাহি থাকে স্বরণে ॥

(চিত্তবিকাশ, :৮২৮)

কল্পনা

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কি দেখিছ আহা আহা,
 আর কি দেখিব তাহা,
 অপূর্ব সুন্দরী এক শূন্য আলো করি,
 চাঁদের মণ্ডল হ'তে,
 উঠিছে আকাশ-পথে,
 অসীম মাধুরী অঙ্গে পড়িতেছে বরি ।

ভাব-ভরা মুখখানি,
 আহা মরি কি চাহনি,
 কটাক্ষে ভুলায় নয় অমর ঋষিরে,
 কি ললাট কিবা নাসা,
 মন-ভাষা-পরকাশা,
 গুপ্তধরে হাসিরেখা নৃত্য করি ফিরে ।

বিচিত্র বসন গায়,
 ঈশ্বর-ধনু শোভা পায়,
 বিবিধ বরণে ফুটে কিরণে খেলায়,

যেখানে উদয় হয়,
 সুগন্ধি মলয় বয়,
 অন্ধের সৌরভে দিক্ আমোদে পুরায় ।

কখন শিখর-শিরে,
 বসিয়া নিঝর-তীরে,
 মিশায় বীণার স্বরে গানে মত্ত হয় ।

কভু কোন কুলবনে,
 প্রবেশি প্রমত্ত মনে,
 নৃত্য করে নিজমনে অধীরা হইয়া ;

কখন তটিনী-নীরে,
ধৌত করি কলেবরে,
তরঙ্গে মিশিয়া ফিরে সঙ্গীত ধরিয়া ।

কভু মরুভূমি-গায়,
ফুলোদ্ভান রচি' তায়,
শুনিয়া পাখীর গান করয়ে ভ্রমণ ।

কভু কি ভাবিয়া মনে,
একাকী প্রবেশি বনে,
হাসে কাঁদে নিজমনে উন্মাদ যেমন ।

কখন মন্দিরে ধায়,
পূজা করে দেবতায়,
জগৎ-মাতানো গীত প্রেমানন্দে গায় ।

কখন অদৃশ্য হ'য়ে
ছায়াপথে লুকাইয়ে,
দেখায় কতই ছলা কত রূপ ধরি ।

সদাই আনন্দ মন,
সর্বত্র করে গমন,
বেড়ায় ব্রহ্মাণ্ডময় প্রাণী-দুঃখ হরি ।

স্বর্গ মর্ত্য রসাতল,
সব(ই) তার লীলাস্থল,
কোথাও গমন তার নিষেধ না মানে,

তিনলোকে আসে যায়,
সর্বত্র আদর পায়
সে মনোমোহিনী মূর্তি সকলেই জানে ।

কভু ছায়াপথ ছাড়ি,
আয়(ও) শূন্তে দিয়া পাড়ি,
দেখায় অপূর্ব কত ত্রিলোক মোহিয়া,

উঠিতে উঠিতে বালা,
 দেখাইছে কত ছলা,
 কত রূপে কত মতে নাচিয়া গাহিয়া ।
 নিখিল-ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী,
 হেরিয়া আশ্চর্য মানি,
 বিস্ফারিত-নেত্রে সবে বামা পানে চায় ;
 ধরা উলটিয়া ফেলে,
 স্বর্গ আনে ধরাভলে,
 অমরাবতীর শোভা ধরাতে দেখায় ।
 চলে রামা বায়ুপথে,
 পুরাইয়া মনোরথে,
 যখন যেখানে সাধ সেখানে উদয় ।
 কখন(ও) পাতালপুরী
 আলোকে উজ্জ্বল করি,
 ঘোর অঙ্ককার হরি করে স্বর্ষোদয়,
 মরুতে উজ্জান রচে,
 মরে' প্রাণী পুনঃ বাচে,
 উত্তপ্ত কিরণ চাঁদে, ভাসু স্নিগ্ধ-কায় ।
 চপলা চাপিয়া রাখে,
 ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমে পলকে,
 অপরূপ কত হেন ভুবনে দেখায় ।
 কতই বিশ্বয়-কর
 কার্ধ হেন হেরি তার,
 স্বচতুর বাজিকর বাহুর সমান
 হেলায় পুরায় সাধ,
 সাগরে বাধিয়া বাধ,
 অগাধ-জলধি-জলে ভাসা'য়ে পাষণ ।

পশুপক্ষী কথা কয়,
 “বানরে সঙ্গীত গায়”,
 গিরি অঙ্গে পাখা দিয়া আকাশে উড়ায়

কখন নাবিক-দলে
 ছলিবারে কুতূহলে,
 অতল-সাগর জলে কমল ফুটায় ।

ক্ষণনিমিষের মাঝে
 মহানগরীর সাজে,
 সাজায় কখন বন গহন কাননে
 কখন বা মহারঙ্গে,
 ভাঙিয়া ধরণী-অঙ্গে,
 সৌধমালা অট্টালিকা, মথয়ে চরণে ।

কভু মহাশূন্য-পারে,
 সৌর জগতের ধারে,
 দেখায় নূতন সূর্য নূতন আকাশ,
 নবীন মেঘের মালা,
 নবীন বিজুলী-খেলা,
 নব কলাধর-শশী-কিরণ প্রকাশ ।

স্বর্গশূন্য ধরা 'পর,
 কত হেন কল্পনার,
 অলোকসামান্য কাণ্ড দেখিতে দেখিতে,

বিচরিত ব্রহ্মাণ্ডময়,
 হর্ষ-পুলকিত কায়,
 হেরি কত অন্তোদয় হয় ধরণীতে ।

ভাবি কত দূর যাই.
 যেন তার অস্ত নাই,
 শেষে না দেখিতে পাই কোথা যায় চলে ;

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

হৃদয় গগন-গায়,
শেষে মিলাইয়া যায়,
চপলা চমকে যেন মেঘের মণ্ডলে ।

সহসা চৌদিকে চাই,
তখন দেখিতে পাই,
সেই আমি সেই ধরা সেই তরুজল ,

যাইনি নিমেষ পল,
ছাড়িয়া এ ধবাতল,
তবুও ভ্রমিচ্ছ স্বর্গ মর্ত্য রসাতল ।

এ হেন প্রভাব যার,
প্রসাদ লভিতে তার,
কি দুঃখ এ জগতের ভুলিতে না পারি ।

প্রতিদিন কল্পনারে,
পাই যদি পূজিবারে,
• নিরানন্দ মাতৃভূমি চিরানন্দ কবি ।

এ চির মনের সাধ
মিটিল না, অপবোধ
লয়ো না দুঃখিনী মাগো, দৈব প্রতিকূল,

কমলা ঠেঁলিলা পায়,
রোষ কৈলা সারদায়,
শুধু আশা-তরু মম বিনা ফল ফুল ।

(চিত্তবিকাশ, ১৮৯৮)

কমল-বিলাসী

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আহা মরি কিবা দেখিছু সুন্দর

মধুর স্বপন-লহরী !

নবীন প্রদেশে নবীন গগন,

মধুর মধুর শীতল পবন,

সরসে সরসে নীরদ-বরণ

সলিল ভ্রমিছে বিহরি ।

কত সরোজিনী সরোবর-পরে,

পরিমলময় সদা নৃত্য করে,

ফুটে ফুটে জ্বলে, শত ধরে ধরে,

অপূর্ব সুবাস বিতরি ।

সরোবর-তীরে ভ্রাণেতে বিহ্বল,

ভ্রমে কত প্রাণী হেরে সে কমল,

• পরাণ শরীর সুবাসে শীতল

বাজায় বাজায় বাঁশরী ।

ভ্রমে কত সুখে, কত সে আনন্দ,

যেন মাতোয়ারা লভিয়া সে গন্ধ,

সরোবরে পশি পিয়ে মকরন্দ—

চিন্তা শোক তাপ পাশরি ।

ভাঞ্জে পদ্মকলি, ভাঞ্জে পদ্মশাল,

ঢালে পদ্মমধু পূর্ণ করি গাল ;

ভঞ্জে সরস নবীন যুগল

কতই বতনে আহরি ।

আনন্দে বিভোর মধুমত্ত মন

ভাঞ্জে বারি পুনঃ উঠে কক্ষণ

তীরে বসি ধীরে সেবে সমীরণ—

হৃদয়ে হৃথের লহরী ।

উনবিংশ শতকের শ্রীতিকবিতা সংকলন

পুনঃ গিয়ে জলে তুলে পদ্মদল,
কোরক-বিকচ নলিনী অমল,
মকরন্দ লয়ে ঢালে অবিরল

পুরিয়া পুবিয়া গাগরী ।

পুনঃ উঠে ভীরে মৃত্ত মন্দ বায়,
ধীরে ধীরে সবে তরুতলে যায় ;
নিকুঞ্জ ছাড়িয়া তখন সেধায়

প্রবেশে কতই সুন্দরী ।

মধুমাথা হাসি বদনে বিকাশ,
পদ্মমধু-বাসে পরাণে উল্লাস,
পদ্মসুখা পিয়ে মিটায়ে পিয়াস—

কুশলয়ে বাঞ্ছে কবরী ।

বিছায়ে কোমল কমল-পাতায়,
সুশীতল শয্যা ভূতলে সাজায়,
চারু মনোহার উপাধান তায়,

গ্রপিত নলিনীমঞ্জরী ।

তরু ভলে ভলে হেন মনোহর
কমলের শয্যা কোমল সুন্দর .
দুষ্কফেননিভ সুচারু অম্বর

যেন রে মেদিনী-উপরি ।

এরূপে পাতিয়া কুসুম-শয়ন,
হাসিয়া হাসিয়া বিলাসিনীগণ,
হৃদয়বল্লভ পারশ তখন

ছড়ায় বিলাসলহরী ।

কেহ বা খুলিয়া গ্রীবার ভূষণ,
হেমময় মালা অড়িত রতন,
পরায়ে প্রিয়েরে করিয়া যতন,

খেলায় নহন-সকরী ;

অলকার চুল কেহ বা খুলিয়া
 জড়ায়ে জড়ায়ে বিননী গাঁথিয়া
 বঁধুরে বঁধিয়ে সোহাগে গলিয়া,
 অধরে হাসির মাধুরী ,
 কেহ বা আপন নয়ন-অঞ্জন
 তুলিয়া বিলাসে করে বিলেপন
 প্রিয়-আঁখিপবে—সলজ্জ বদন,
 চঞ্চল বসনে সঘরি ,
 কোনো বা ললনা ছলিয়া চাতরে,
 রাঙ্গাপদ তুলি প্রিয়হৃদি-পরে,
 অলঙ্কারণে দেহে চিহ্ন কবে,
 জানাতে প্রেমের চাকরি ।

এরূপে বসিয়া যতেক ললনা,
 হাব, ভাব, হাসি প্রকাশে ছলনা,
 কেহ বা শিয়রে, কোনো বা মকনা
 চরণ-পারশে প্রহরী ।

বসিয়া প্রভাতে যতেক সুন্দরী,
 মধুর ললিত মোহন বীশরী,
 সুবেতে বাঁধিয়া আলাপ-আচরি,
 পূরিছে পল্লব-বল্লরী ।

সে সুরতরঙ্গে মিলিয়া তখন
 উঠিল সঙ্গীত পূরিয়া কানন—
 স্রামা কলকণ্ঠ, শারী অগণন
 'বউ কথা কও' সুন্দরী ,

উঠিল ডাকিয়া পূরি চারিদিক—
 অগৎ-সংসার করিল অলৌক
 বেণু-বীণা-রব হাতে সমধিক
 বধুর গীতের লহরী ।

বাঁধিতে বাঁধিছে—‘কিবা সে সংসার’
কোকিলা ভাষিছে—‘সে সব মিছার’
‘ভ্রম, আশা, ভ্রম—সকলি অসার’

প্রতিধ্বনি উঠে কুহরি ;—

“কি হবে জীবনে, প্রেমের আমোদে
পরান যদি না মাতে ।

রসের বাগান—সুখের মেদিনী—
নারীফুল ফুটে তাতে ।

যে জানে মথিতে এ সুখজলধি
সেই সে পীযুষ পায় ;

সুখের বাজার—সুখের মেদিনী—
রসের বেসানি তায় !”

* * *

“হায়, সে পীযুষ ! কিবা তার সম
ভাব রে ভাবুক মনে !

হায়, ধন, মান, যশ—প্রাণের নিগড়,
কণ্টক আশার বনে !

এ যে, সুখের ধরণী ! ভাবনা-হতাশ
ইহাতে নাহিক সাজে,

হেথা, প্রাণের সারঙ্গ, প্রমোদে মজিলে
তবে সে আনন্দে বাজে !

শুধু, রসিক যে জন, রসের ধরায়
সেই সে হরষ পায় ;

ডুবে, নারীস্বধাকূপে, লভে প্রেমসুখা,
দ্বিজ এই গীত গায় ।”

বিহগ, বিটপী, বাশরী, বীপাতে
এই গীত শুধু বরিষে প্রপাতে ;

প্রকৃতি যেন বা মাতিল তাহাতে
বিন্যাসি বেশের চাতুরী ।

চারু কিশলয় হইল বিকাশ ;
 তরুরাজি-কোলে মুছ মুছ হাস,
 কুসুম চুঁচিল মলয় বাতাস,
 লতিকা উঠিল শিহরি ;

তুলিয়া কলাপ মদন-বিধুর
 নাচিতে লাগিল উন্নত ময়ূর ;
 নবীন জলদ নিনাদি মধুর
 গগন রাখিল আবরি ।

গাঢ়তর আরো বাজিল বাদন,
 গাঢ়তর আরো গীত-বরিষণ,
 গাঢ়তর বেশ আরো সে ভুবন
 আঁধারিল যেন শর্বরী ।

যত গুরু ছিল পড়িল লুটিয়া,
 বিটপে বিটপে লতা বিনাইয়া,
 করিল মগুপ কুসুমে ডুবিয়া,
 ধীর নামে মুছ মর্মরি !

মগুপে মগুপে যুগল যুগল,
 হৃতস্রা অলসে শরীর নিচল,
 পড়িল পরাগী—অসাড় সকল—
 রহিল চেতনা সম্বরী ।

একাকী তখন ভ্রমিহু সে দেশ ;
 চারিদিকে খালি হেরি চারু-বেশ
 কমল সরসী, কোমল প্রদেশ
 রাজিছে ভূতল উপরি ।

পাতিয়া নলিনী যত প্রাণিগণ,
 সরোবর-তীরে স্থখে নিমগন,
 কেবলি নিরখি, যতই ভ্রমণ
 করি, সে অপূর্ব নগরী ।

যড় ঋতু ধীরে ক্রমে আসে যায়—
 প্রাবৃতের কোলে নিদ্রাঘ জুড়ায়,
 প্রাবৃত আবার শরতে লুকায় ;
 হাসিল শায়দ শর্বরী ;
 শিশিরের কোলে হিম ঋতু আসে,
 নিশি-অশ্রুজলে তরুদল ভাসে ;
 তখন(ও) উন্নত অচেত বিলাসে
 যতেক নাগর নাগরী !

যতদিন স্মৃধা ঝঠরে না জলে
 সেইভাবে তারা পড়িয়া ছুতলে
 অচেতন চিত্তে থাকয়ে বিহ্বলে
 জগত-সংসার পাশরি ।

বসন্ত ফিরিয়া আইলে আবার
 জাগিয়া করয়ে মৃগাল আগার,
 কমল-পীযুষ পিয়ে পুনর্বীর,
 পড়য়ে চেতনা সধরি ।

কত যে আনন্দে প্রকৃতি খেলায়
 ঋতুতে ঋতুতে ঘটনা ছলায় !—
 নাহি জানে তারা—দিবস-নিশায়
 স্বভাবের কত চাতুরী !

নাহি জানে কিবা ঘোরতর স্থথ ।
 ঘোরতর যবে প্রকৃতির মুখ
 ঘনঘটাআলে—পতন-উন্মুখ
 বিজলী বেড়ায় বিচরি ।

না বুদ্ধিতে পারে কি তেজ তখন !
 গগনের কোলে যবে প্রভঞ্জন
 চলে দস্ত করি ছাড়িয়া গর্জন—
 নাচারে প্রকৃতি-স্বন্দরী ।

তখন হৃদয়ে যে ভাব গভীর
করে আন্দোলন, অধীর শরীর—
না জানে তাহারা, না ভাবে মহীর
কত সে ঐশ্বর্য-লহরী
যে ভাব-পরশে প্রাণে পুষ্প ফুটে
থাকে চিরকাল প্রাণীচিন্তাপুটে,
নিত্য পরিমল নিত্য যাহে উঠে
জগতে সঞ্চারি মাধুরী ;—

যে ভাব-পরশে মানবের মন
বেড়ায় জগত করি বিদারণ,
করে তেজোজ্বলে পৃথিবী দাহন,
মৃত্যুর মুরতি বিন্মরি ;—

না পরশে কতু তাদের পরাণ ;
জীবন কাটায় করি মধু পান ;
নারীগত মান—নারীগত প্রাণ—
নারী-পায়ে ধরা চাকরি !

এইরূপে হেরি সে চারু অঞ্চল ;
গেল কতকাল ভ্রমিতে কেবল ;
শেষে যেন প্রাণ হইল বিকল
ভাবিয়া সে ঘোর শর্বরী ।

ভাবিয়া হৃদয়ে উদয় দিক্কার,
নরজাতি বুঝি নাহি হেন আর ?
ধূ ধূ করে শূন্য পুরাবৃত্ত যার—
হেরে উঠে প্রাণ শিহরি ।

কালচিহ্নপটে যদি ফিরে চায়,
গুরুদত্ত ধন কি দেখিতে পায় ?
কিবা সে সঙ্কত আছে রে কোথায়
ভ্রমিতে সংসার-কিতরি !

পিতৃকুল গত কোন্ মহাভাগে
 দিয়াছে হুমন্ত্র, শুনে অতুরাগে
 পুনঃ জীয়ে প্রাণ, পুনঃ ছুটে আগে
 ভবিষ্য তরঙ্গে উতরি ?

নরজাতি যত হের ধরা-মাঝে
 সকলেরি চিহ্ন কালবন্ধে সাজে ;
 নিরখিলে তায় হৃদি-তন্ত্রী বাজে,
 ক্ষুধা তৃষ্ণা যায় পাশরি !

এ ছার জাতির কি আছে ভেমন,
 কালের কপালে সঙ্কেত-লিখন ?
 অপূর্ব কিবা সে নূতন কেতন
 উড়িছে ভবিষ্য-উপরি ?

ভাবিতে ভাবিতে কত দূর(ই) যাই,
 পুরী-প্রান্তভাগ নিরখিতে পাই—
 ভেমতি সরস কোমল সে ঠাই,
 সজ্জিত পল্লববল্লরী ।

প্রাণিগণ সেথা করিয়ে বিলাস,
 ভেমতি আকৃতি প্রকৃতি আভাস,
 সেই নিত্রা ঘোর তরুতলে বাস,
 সেইরূপে নারী প্রহরী ।

সেখানে রমণী আরো হৃচতুরা,
 জানে কত আরো ছলনা মধুরা,
 সদা মনে ভয় পাছে সে বধুরা,
 ছাড়িয়া পলায় নগরী ;

কাছে কাছে আছে সোনার পিঞ্জর,
 স্বর্ণ শিকলি শতক লহর ;
 যদি কেহ উঠে শুনে অস্ত্র স্বর
 বিলাস-প্রমোদ পাসরি ;—

তখনি তাহারে বাঁধিয়া শৃঙ্খলে ;
অমনি পিঞ্জরে পূরে কত ছলে,
কত কাদে প্রাণী ভাসে চক্ষু-জলে,
তবু নাহি ছাড়ে হৃন্দরী ।

দেখে কাঁপে প্রাণ ভেবে সে প্রথায় ;
ভাবি কেন হয় প্রবেশি সেথায়,
কিরূপে বাঁচিব, করি কি উপায়,
কিরূপে ছাড়ি সে নগরী ।

হেন কালে দেখি বিশ্বফারি নয়ন,
বিশ্বয়ে বিমুগ্ধ সেই প্রাণিগণ,
আমার স্বদেশী—নহে সে স্বপন !
খেলিছে বজ্রের উপরি !—

আহা মরি কিবা দেখিছ হৃন্দর
অপূর্ব স্বপনলহরী ।

(কবিতাবলী, ১৮৭০।৮০)

পদ্মফুল

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যতবার হেরি তোরে কেন ভুলি বল,
ওরে শতদল পদ্ম ?

কি আছে ও শ্বেতবর্ণে,
কি আছে ও নীলবর্ণে,

যখনি নিরখি—আঁখি তখনি পীতল !

যতবার হেরি তোরে কেন ভুলি বল,
ওরে প্রস্ফুটিত পদ্ম ?

যখন সূর্যের রশ্মি মাথিয়া শরীরে,
 হাসিটা ছড়ায় মুখে
 ভাসে নীল বান্নি-বুকে
 টলটল ভ্রুখানি কতই সুখী রে—
 হেরিলে তখন কেন আমিও হাসি রে
 ওরে মোহকর পদ্ম ?
 আমারও অধরে হাসি অমনি মধুর
 ফোটে রে আপনি আসি,
 তোমারি হাসির হাসি
 পরকালে হৃদিতলে—আহা কি মধুর !
 কেন, বা, না হেরে তোরে হৃদয় বিধুর
 ওরে সর-শোভা পদ্ম ?
 আবার যখন, আহা, শিশিরের জলে
 ভিজিয়া মনের খেদে,
 গোট করি কেঁদে কেঁদে
 দলশুলি মোদ, ফুল, গুঠনের তলে—
 তখন হেরিলে কেন মম হৃদি গলে
 ওরে রে মুদিত পদ্ম ?
 দেখিলে তখন তোরে আমিও হৃদয়ে
 পাট রে কতই ব্যথা,
 মনে পড়ে কত কথা,
 ফুটিত হৃদয়ে যাহা জীবন-উদরে—
 খেলাত চকল মনে উন্মাদিত হয়ে !
 ওরে আচ্ছাদিত পদ্ম !
 কি যে কোমলতা তোর খরে খরে খরে,
 পত্রদলে, শতদল !
 হৃদি তোর কি কোমল !
 সেই জানে কোমলতা স্বদে যার ঝরে !—
 আমি ভিন্ন কেহ আর জানে কি অপরে:
 হে কমলবাসী পদ্ম ?

ফোটে ত রে এত ফুল তড়াগের কোলে
 স্তম্ভ নীল লাল আভা,
 কাহার শরীর-প্রভা,
 কই ত আমার মনে ওরূপে না খোলে,
 এত স্বপ্নে চিত্ত কই দেখি না ত দোলে
 রে চিত্তমাদক পদ্য ?

দেখেছি ত পুষ্প তোরে আগেতে কতই
 সকালে খেলেছি যবে,
 সখারা মিলিয়া সবে,
 তৃণময় হৃদতীরে বিহ্বলিত হই—
 ওরে ভাবময় পদ্য ?

তখন এ গাঢ়ভাবে ডুবিনি ত কই
 এত যে লুকানো তোতে আগে ত
 জানিনে !

ঘোবনেতে স্বখোদয়

• হায় রে সকলে কয়—

প্রোঢ়-স্বথ কাছে আমি সে স্বথ মানিনে !
 পরিণত স্বথ বিনা স্বথ কি জানি নে
 ওরে মনোহর পদ্য !

যে বাস তোমাতে, হায়, সে বাস কি আর
 আছে অন্ত কোন ফুলে ?

অমন বাতাস তুলে

ছোট্টে কি স্বরভিগন্ধ জুঁই মল্লিকার ?
 ভোরি বাসে কেন হৃদি মুগ্ধ রে আমার
 রে কুন্দলাহন পদ্য ?

গোলাপ, কেতকী, চাঁপা, কাঁমিনীর ধরে
 এত কি শোভে রে বন ?
 এত কি মোহে রে মন ?

উনবিংশ শতকের সীতিকবিতা সংকলন

হেরি যবে তোরে ফুল হৃদয়ের লহরে,
 কি যেন খেলে রে রঙ্গে হৃদয়-নির্ঝরে
 হে সরোরজন পদ্য ?
 কথাটি ত নাহি মুখে—জানো না ত বাণী—
 তবু, ওরে শতদল,
 কেমনে প্রকাশে, বল,
 যে কথা হৃদয়ে তোর—কেমনে বা জানি
 ওরে গুপ্তভাষী পদ্য ?
 কেহ কি দেখে না আর এ তোর সরল
 মাধুরী-প্রতিমাখানি ?
 কেহ কি শোনে না বাণী
 তোর ও কমল মুখে ?—আমিই পাগল !
 আমিই একা কি মত্ত পিয়ে ও গরল
 ওরে উন্মাদক পদ্য ?
 কেন, বল, এইরূপে ঘুরি নিরন্তর
 যেখানে তোমার দল
 ফুটিয়া সাজায় জল ?
 না দেখিলে কেন হয় এরূপ অন্তর—
 কেন দেখি শূন্য মহৌ যেন বা গহ্বর,
 বল হৃদিগ্রাহী পদ্য ?
 ঘুরি ত কতই স্থানে—কত দেখি, হায়,
 রাজগৃহ, বন্ধু-গেহ,
 পাই ত কতই স্নেহ,
 তবু কেন, বল, চিত্ত তোরি দিকে ধায়—
 বল রে নিকটে তোর ধায় কি আশায়,
 ওরে চিত্তচোর পদ্য ?
 ধন, মান, বিভবের সৌরভ-শোভায়
 এত ত মোহে না হৃদি,
 থাকে না ত প্রাণে বিঁধি

এমন স্বরভি-শোভা সংসার-লীলায়
 ভ্রমেছি ত এতকাল খেলায় সেধায়
 রে ক্রীড়াকুশল পদ্য ?

কতবার করি মনে ভুলিব রে তোরে,
 ধরিব সংসারী সাজ
 ভাঁজিয়া হৃদয়-ভাঁজ,
 অন্ত সাধে হৃদে ধরি ঘুরি মর্ত্য-ঘোরে—
 ভুলে যাই গুরুবর্ণে, ভুলে যাই তোরে ।
 হায়, মোহকর পদ্য,—

না পশিতে চিন্ততলে সে কল্পনা-মূল
 শুকায় সে সাধ-লতা !
 ভুলি রে সে সব কথা !
 ভুলিতে পারি না কিন্তু একমাত্র ভুল—
 কি মাধুরী-ভোর তোর, হায় রে, অতুল
 ওরে মধুময় পদ্য !

সত্য কি রে-তোরি দেহে এত শোভা বাস ?
 কিছা সে আমারি মন
 প্রমাদে হয়ে মগন,
 ভাবে আপনার প্রভা তো'তে পরকাশ—
 চেতন ভাবিয়া তোরে শোনে নিজ ভাষ,
 ওরে জড়দেহ পদ্য ?

যাই হোক যে, বিধানে আমার হৃদয়
 মিশুক মাধুর্বে তোর,
 হ'লে জীবনের ভোর,
 তবুও স্বপনে তুই হবি রে উদয়—
 ভুলিব না তবু তোরে, রে স্বষমাময়,
 স্বগন্ধ-নিবাস পদ্য ।

ভাবি শুধু কেন বিধি করিলা এমন—

এত শোভা বাস যার

পঙ্কেতে জনম তার,

পঙ্কজ বলিয়া তারে ডাকে সাধু জন ?

জানি না বিধির হায়, রহস্য কেমন,

ওরে শুদ্ধচেতা পদ্ব !

হায়, বিধি, এ মনও কি তেমতি বিধানে

বাধিলা এ দেহপুটে ?

কলুষ-পঙ্কেতে ফুটে,

তাই এত স্কিপ্রমন ভাবে ভাসে বানে ?

বুঝেছি, রে শতদল অচ্ছেদ্য বন্ধনে

তাই তুই আমি বাধা,

একসঙ্গে হাসা কাঁদা,

তাই ওরে পদ্বফুল, এ মিল হৃৎজনে ।

ভুলিব না তোরে, পদ্ব,—

ভুলিব না—ভুলিব না—জীবনে মরণে !

(বিবিধ কবিতা, ১৮২৩)

চাতকপঙ্কোর প্রতি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(শেলি রচিত 'স্বাইলার্ক'-এর অঙ্করণে)

(১)

কে তুমি রে বল পাখী,

সোণার বরণ মাখি,

গগনে উধাও হয়ে,

মেঘেতে মিশায়ে রয়ে,

এত স্থখে সুধামাথা সঙ্গীত শুনাও ?

(২)

বিহঙ্গ নহ ত তুমি ;
তুচ্ছ করি মর্ত্যভূমি
জলন্ত অনল প্রায়
উঠিয়া মেঘের গায়,
ছুটিয়া অনিল পথে স্বস্বর ছড়াও ?

(৩)

অরুণ-উদয়-কালে,
সন্ধ্যার কিরণ-জালে
দূর গগনেতে উঠি,
গাও স্থখে ছুটি ছুটি,
স্বথের তরঙ্গে যেন ভাসিয়া বড়াও ।

(৪)

আকাশের তারাসহ
মধ্যাহ্নে লুকায়ে রহ,
কিন্তু গুনি উচ্চস্বরে
শূন্তেতে সঙ্গীত ঝবে ;
আনন্দ-প্রবাহ ঢেলে পৃথিবী জুড়াও ?

(৫)

একাকী তোমার স্বরে
জগত প্রাবিত্ত করে,
শরতের পূর্ণ শশী
বিমল আকাশে বসি,
কৌমুদী ঢালিয়া যথা ব্রহ্মাণ্ড ভাসায়,

(৬)

কবি যথা লুকাইয়ে,
হৃদয়ে কিরণ লয়ে,
উন্নত হইয়া গায় ;
পৃথিবী মাতিয়ে তার
আশা মোহ মায়্য তর অন্তরে জুড়ায় ।

(৭)

রাজার কুমারী যথা
 পেয়ে প্রাণয়ের ব্যথা
 গোপনে প্রসাদপরে
 বিরহ সাধনা করে
 মধুর প্রেমের মত মধুর গাথায় !

(৮)

যেমন খড়োৎ জলে
 বিরলে বিপিন তলে,
 কুসুম তুণের মাঝে
 আতোষী আলোক সাজে
 ভিজিয়া শিশির নীরে আঁধার নিশায় ।

(৯)

পাতায় নিকুঞ্জ গাঁথা
 গোলাপ অদৃশ্য যথা
 সৌরভ লুকায়ে রয়,
 যখন পবন বয়,
 সুগন্ধ উথলি উঠি বায়ুরে কেপায় ।

(১০)

সেইরূপ তুমি, পাখী,
 অদৃশ্য গগনে থাকি,
 কর সুখে বরিষণ
 স্বধাম্বর অমুকণ
 ভাসাইতে ভ্রমণল স্বধার ধারায় ।

(১১)

কেবা তুমি জানি নাই,
 তুলনা কোথায় পাই ;
 অলক্ষ্য চূর্ণ হয়ে
 পড়ে যদি শূন্য বয়ে,
 তাহাও অপূর্ব হেন নাহিক দেখায় ।

(১২)

যত কিছু ভূমণ্ডলে
সুন্দর মধুর বলে—
নবীন মেঘের জল,
মুক্তা-মাথা তৃণদল—
তোমার মধুর স্বরে পরাজিত হয় ।

(১৩)

পাখী কিছা হও পরী
বল রে প্রকাশ করি
কি স্বপ্ন-চিন্তায় ভোর
আনন্দ হয়েছে ভোর ?
এমন আহ্লাদ আহা স্বরে দেখি নাই !

(১৪)

সুখা-প্রণয়ের গীত
প্রাণ করে পুলকিত—
তারো স্থলমিত স্বর
নহে এত মনোহর
এত সুখাময় কিছু না হেরি কোথাই ।

(১৫)

বিবাহ-উৎসব-রব
বিজয়ার জয়-স্তব,—
ভোর স্বর তুলনায়
অসার দেখি রে তায়—
মেটে না মনের সাধ, পূর্ণ নাহি হয় ।

(১৬)

ভোর এ আনন্দময়
স্বপ্ন-উৎস কোথা রয়,
বন কিছা মাঠ গিরি
গগন-হিল্লোল হেরি—
কারে ভালবেসে এত ভুল সমুদয় ?

(১৭)

তুমিই থাক রে স্থখে
জান না ঔদাস্ত হুখে,
বিরক্তি কাহারে বলে
জান না রে কোন কালে
প্রেমের অকচি ভোগে হলাহল কত ।

(১৮)

আমরা এ মর্ডবানী
কতু কাঁদি কতু হাসি,
আগে পাছে দেখে যাই
যদি কিছু নাহি পাই,
অমনি হতাশ হয়ে ভাবি অবিরত ।

(১৯)

যত হাসি প্রাণভরে
যাতনা থাকে ভিতরে,
এ দুঃখের ভূমণ্ডলে
শোকে পরিপূর্ণ হ'লে
মধুর সঙ্গীত হয় কতই মধুর !

(২০)

দুশা ভয় অহকার
দূরে করি পরিহার,
পাখী রে তোমার মত
যদি না কাঁদিতে হ'ত—
না জানি পেতেম কত আনন্দ প্রচুর !

(২১)

গগন-বিহারী পাখী
অগতে নাহিরে' দেখি,
গীত বাজ মধুস্বর
হেন কিছু মনোহর
তুলনা হইতে পারে তোমার বাহার ।

(২২)

যে আনন্দে আছ ভোরে
ভাহার তিলেক মোরে
পাখী তুমি কর দান,
তা হ'লে উন্নত প্রাণ
কবিতা-ভরদে ঢালি দেখাই ধরায়

(কবিতাবলী)

বাসন্তী পদাবলী

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মধু ঋতু এল ধরণীমাঝে ।
হেলে দোলে লতা মোহন সাজে ॥
অমৃত বরিষে যুদ্ধ সমীর '
পর্যণ লভয়ে মৃত শরীর ॥
ঝুক ঝুক ঝুক বহিছে বায় ।
ঝরিয়া পড়িছে বকুল তায় ॥
মধু-মালতীর ফুটিছে কলি—
চারিদিকে আর ঘুরিয়া অলি
গুনগুনায়িছে নব রসিক ।
পহরে পহরে কুহরে ফিরি ॥
ফুলের কে পায় কুল-কিনারা ।
অগণন যেন গগন-ভারা ॥
তরো তরো ফুল, রঙ-বে-রঙ ।
শতেক ফুলের শতেক ঢঙ ।
কেহ বা দোলে, কেহ বা ঝোলে,
কেহ বা মুখের ঘোমটা খোলে ॥
কেহ বা ছড়ায় কনক-রেণু—
রাখাল বেধায় বাজায় বেণু ॥
রাশিরাশি ফুলে ক'রিল সাজি ।
ধরে ফিরি চলো, আর না আজি ॥

(কাব্যমালা ১২২০, রচনাকাল ১৮৮০-১৯০০)

সায়ং-চিষ্টা

নবীনচন্দ্র সেন

১

স্বনীতল সন্ধ্যানিলে জুড়াতে জীবন,
ডুবাতে দিবস-শ্রম বিশ্বস্তি-সনিলে,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে ধীরে, উঠিলাম গিরিশিরে,
বাসনা, জুড়াতে শ্রোতঃসঙ্কৃত অনিলে,
কার্ধ-ক্লাস্ত কলেবর, সস্তাপিত মন ।

২

রজনীর প্রতীক্ষায় প্রকৃতি স্মন্দরী
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু পরিল তখন,
রবি অন্তমিতপ্রায়, স্ববর্ণে মণ্ডিতকায়,
উজলিয়া গগনের সুনীল প্রাক্ষণে,
ভাসিতেছে স্থানে স্থানে রক্ত কাদম্বিনীশ

৩

রঞ্জিত আকাশতলে, নীলতরঙ্গিনী
দেখাইছে প্রতিবিম্ব বিমল হর্পণে ।
ভালে তাহে মেঘগণ, কাপে তরু অগণন,
নাচিছে হিল্লোলমালা মন্দ সমীরণে,
বহিতেছে গিরিমূল চুখিয়া তটিনী ।

৪

মনের আনন্দে গায় বিহকনিচয় ;
স্বন্দর স্রামল মাঠে চরে গাভীগণ ;
নিরুদ্বেগে তরুতলে, তটিনীর কলকলে
গাইছে রাখাল-শিশু মধুর গায়ন,
নাহি কোন চিন্তা, নাহি ভবিষ্যৎ ভয় ।

৫

ওই দেখ তরুতলে প্রফুল্ল হৃদয়ে
গাইতেছে উচ্চৈঃস্বরে না জানে কি গায় ;—
লতাপাতা জড় করি, কতু ভাদি পুনঃ গড়ি,
হাসিতে হাসিতে দেখ পড়িছে ধরায়,
হায় রে শৈশবকাল স্মৃতির সময় ।

৬

চিন্তা কাল-ভুজঙ্গিনী করে না দংশন ;
নিরাশ প্রণয়-দুঃখে, দহে না জীবন ;
হুরাকাঙ্ক্ষা পারাবার, বিশাল লহরী তার,
খেলে না হৃদয়ে ; আহা ! জানে না এখন,
মানব-জনম তার, দাসত্ব-জীবন ।

৭

হাস হাস হাস শিশু ! নহে দিন দূর,
সংসার-সাগর-পারে বসিয়ে যখন,
বিবাদ-ভরঙ্গমালা, গণিতে গণিতে কালা,
হইবে প্রফুল্ল মুখ ; জানিবে তখন,
নির্মল শৈশবক্রীড়া স্মৃতির স্বপন ।

৮

আমিও ইহার মত ছিলাম নির্মল,
ছিলাম পরম স্মৃতিসন্ন মনে,
আমার জীবন-কলি, (দিতে স্মৃতে জলাঞ্জলি)
কে ফুটাল, পোড়াইতে ভীম হতাশনে ?
কে স্মৃতি-সাগরে মম মিশাল গরল ?

৯

কেন বা কুটিল মম জ্ঞানের নয়ন,
কেনই বিবেক-শক্তি হ'ল বিকসিত,
উখলিতে অভাগার, শোকসিন্ধু অনিবার,
নিজ হীন অবস্থায় করিতে সুঃখিত,
কেনই ভাঙ্গিল মম শৈশব-স্বপন ।

(অবকাশরঞ্জিনী ২য়, ১৮৭১-১৮৭৭)

অশোকবনে সীতা

নবীনচন্দ্র সেন

চিত্র-নভঃ-কিরীটিনী সচন্দ্র রজনী,
চিত্রি' বিকসিত নৈশ কুম্ভ-মালায়
উজ্জান, সরসী-নীর ; অযুত রতনে
চিত্রি' সচঞ্চল চির নীল নীরনিধি,
ভাসিছে নিদাঘাকাশে । বিশ্ব চরাচর
নীরবে শাস্তির স্খা করিতেছে পান ।
চন্দ্রের একটি রশ্মি শিবিরের ঘারে
রহিয়াছে শতরঞ্জি উপরে পড়িয়া,
যেন স্থির উকাখণ্ড, স্থিরতর জ্যোতিঃ ।
নিরখিয়া সেই রশ্মি বিমল উজ্জল,
উদাস হইল প্রাণ, পর্যক ত্যজিয়া
শিবির-বাহিরে নব-শ্রাম দুর্বাদলে
বসিলাম মন-সুখে ; সম্মুখে আমার
অনন্ত অসীম সিদ্ধ ! চন্দ্রের কিরণে
খেলিছে অনিলসহ সলিল-লহরী,
চুহি' মৃত্ত কলকলে মম পদতলে
রক্ত-বালুকাকৌর্প ধবল সৈকত ।
দক্ষিণে আমার—মৃহ স্মধুর কলে
ছুটিয়াছে কল্লোলিনী* নাচিয়া নাচিয়া,
আলিঙ্গিয়া প্রতিকূল ভীরে গিরিচয় ;
ধবল উত্তরী যেন মাধবের গলে ।
অপূর্ব প্রকৃতি-শোভা । অদূর ভূধর
শোভিতেছে মেঘবৎ আকাশের গায়ে ;
কেবল কোথায় কোন উচ্চ তরুণ
অরণ্য হইতে তুলি' উচ্চতর শির,
করিতেছে আকাশের সীমা নিরূপণ ।

চিহ্নিত আকাশ-চন্দ্র-ভূধর-সাগর,
চিন্তাবিমোহিনী শোভা ! মরি কি স্তম্ভর !

“এমন সময়ে” আমি ভাবিলাম মনে,
নিশা-হস্তা ‘মেকবেথ’ সাধিল মানস
স্বপ্ন ‘ডনকেনের’ রক্তে ; এমন সময়ে
নিভাইল অশ্বখামা, ভজিয়া ধূর্জটী,
পাণ্ডব বংশের পঞ্চ প্রদীপ উজ্জল ;
এমন সময়ে লজ্জি উজ্জান-প্রাচীর,
ভেটিল ‘রোমিও’ প্রাণ-প্রিয় ‘জুলিয়েটে’,
নিরখিল চন্দ্র-সূর্য একত্র উদয় ;
এমন সময়ে, হায় ! প্রণয়-স্বপ্নণা
নিবাহিতে সাগরিকা উজ্জান-বল্লরী
লয়েছিল করে, দিতে কোমল গ্রীবায,
উরদ্ধনে বিনাশিতে হুঃখের জীবন ;
এমন সময়ে স্বপ্ন কনক-লঙ্কার,
ঐকাকিনী শোকাকুলা পতির বিরহে
কাঁদিতা অশোক বনে সীতা অভাগিনী ;

“এমন সময়ে” সেই সমুদ্রের কূলে
ভাবিতে ভাবিতে দেহ হইল অবশ ;
ক্রমে অজানিত সেই সমুদ্র-বেলায়
শুইলাম, স্নকোমল:দূর্বাদলময়া
শ্রামল শয্যায় ! স্নিগ্ধ সমুদ্র-নীরজ
অনিল বহিতেছিল অতি ধীরে ধীরে ;
পশিলাম ক্রমে নিজা-স্বপন-মন্দিরে ।

রত্ন-সৌধ-কিরীটিনী স্বর্ণলঙ্কা জিনি,
দেখিছ শোভিছে রাজ, কলধি-হৃদয়ে
শত লঙ্কা পরিসরে ; বাঁধা ছিল বলে
এক চন্দ্র, এক সূর্য রাবণ-হৃদয়ে,

এইখানে সুকুমার প্রথম-শৃঙ্খলে
 কত চন্দ্র, কত সূর্য প্রতি ঘরে ঘরে
 রহিয়াছে শৃঙ্খলিত। বহিতেছে বেগে
 যেই রম্য রথশ্রেণী বাস্পে, হতাশনে,
 অতি তুচ্ছ তার কাছে পুষ্পকের গতি।
 চপলা সন্দেহবহা ; যাহার পরশে
 মরে জীব, সে বিদ্যুৎ দেশদেশান্তরে,
 কতু ছায়া-পথে, কতু জলধির তলে,
 বহিতেছে রাজ-আজ্ঞা। অপূর্ব কৌশল
 বিরাজিয়া স্থানে স্থানে গণে অনায়াসে
 সময়ের গতি, কিংবা আকাশের তারা।
 লঙ্কার অমৃত ফল বানরের করে
 হইল নিঃশেষ, কিন্তু এ অপূর্ব পুরে
 জাতীয়-গৌরব রূপ যে অমৃত ফল
 ফলিতেছে অনিবার, বিনাশিতে তা'রে
 পারিবে না নরে কিংবা সমরে অমরে।
 এমন অমৃত পানে পুরবাসিগণ,
 আনন্দে শান্তির কোলে করিয়া শয়ন,
 নিদ্রা যায় মন-সুখে, হায় রে ! কেবল
 অন্ধকার কারাগারে বসি' একাকিনী
 একটি রমণীমূর্তি করিছে রোমন।
 কতকাল রমণীর নয়নের জল
 বরিয়াছে, কে বলিবে ? সেই অশ্রুজলে
 হইয়াছে দুঃখিনীর অঙ্কিত কপোল ;
 কবরী অবৈধীবন্ধ, জটায় এখন
 হইয়াছে পরিণত ; হায় ! করাঘাতে কর্তৃ
 বিস্কৃত গলাট, স্থানে স্থানে কলকিত।
 বহুশূন্য পরিধের নীল-বস্ত্রখানি

হইয়াছে জীর্ণ শীর্ণ—নিভান্ত মলিন,
 ততোধিক রমণীর মলিন বরণ !
 বহুমূল্য রত্নরাজি আছিল ষথায়,
 চরণে, প্রকোষ্ঠে, অংসে, উরসে, গ্রীবায়,
 উষ্মকন-লতিকার চিহ্নের মতন,
 শ্বেতরেখামাত্র এবে সর্ব কলেবরে
 রহিয়াছে বিজ্ঞমান, বাম করোপরে
 রক্ষিত বদন-চন্দ্র ;—ফাটিল হৃদয়
 এই মূর্তিমতী শোক করি দরশন ;
 জিজ্ঞাসিতু—“বল মাতা ! কে তুমি দুঃখিনি ?
 এমন বিষাদ-মূর্তি কিসের কারণ ?”
 বলিল রমণী অশ্রু মুছিয়া অঞ্চলে,—
 “দুঃখিনী ভারত-লক্ষ্মী আমি, বাছাধন !
 আমিই অশোক-বনে সীতা বিষাদিনী ।”

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১-৭৭)

গোলাপ ফুল

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়

দেখ দেখ চেয়ে দেখ গোলাপ সুন্দর,
 কিবা চমৎকার শোভা, কেমন মোহন আভা !
 অল্প ফুলে উপবন হয় মনোহর ;
 দেখিলে গোলাপ ফুল জুড়ায় অন্তর ।

আহা কিবা শান্তভাব গোলাপ ফুলের !
 সৌরভ কোমল অতি, হৃকোমল মুখ-জ্যোতি,
 হেরিলে পবিত্র কান্তি তৃপ্তি নয়নের ;
 কতই উন্নত হয় বাসনা মনের ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

ফুটন্ত গোলাপ ফুল হয় যে সময়,
 যেন কত লজ্জা-ভরে, মুখখানি হেঁট করে,
 একটি একটি করি খোলে দলচয় ;
 ভয়ে যেন ঘোমটা খোলে, পাছে কেহ দেখে ফেলে,
 লজ্জা-ভরে মুহু হেসে আড়ে যেন চায়,
 লজ্জা-মাথা মুখখানি নত করি রয় ।

সকল ফুলের শ্রেষ্ঠ সৌরভ উহার,
 এত যে সুগন্ধ ধরে, তবু না ছড়ায় দূরে,
 নিকটে লইলে ভ্রাণ যেন সুধাধার,
 সুশীতল সুমধুর গন্ধ কিবা তার !

শুখালেও নাহি যায় গোলাপের গন্ধ ;
 মুহু মুহু কি শীতল, সুগন্ধ গোলাপ জল,
 গোলাপ আতরে কিবা বাস মুহু মন্দ !
 গোলাপ আতরে কত, সৌরভ অপরিমিত,
 ধুইলেও বহুকালে না যায় সে গন্ধ,
 সে আতরে মানবের কতই আনন্দ !

পুত্রবতী সাধবী সতী নারী যদি মরে,
 মরিয়া সে নহে মৃত্যু, সত্যত থাকে জীবিতা,
 তার নাম চিরকাল থাকয়ে সংসারে ;
 সেইরূপ গোলাপের গুণে মুহু নয়ে ।

এতেক সঙ্গুণ বেবা ধরে একাধারে
 তার (৭) এবে হায় হায় ! বয়সে আদর যার,
 বাসি হ'লে কেহ নাহি ছোয় গোলাপেরে ;
 অভিহানে পাতাগুলি যার সব করে ।

কেহ আর ফিরে নাহি করে দরশন,
 যৌবন গিয়াছে হায়, নিঃশব্দে ঝরিয়া যায়,
 এ সময় কেবা আর করে সন্তাষণ ?
 যৌবন হয়েছে গভ্র, তবুও সৌন্দর্য কত ।
 ঝরে পড়ে তবু নহে মলিন বদন ;
 স্নন্দর গোলাপ ফুল নয়ন-রঞ্জন ।

(বনপ্রস্থান, ১৮৮২)

বসন্তের উদয়

অক্ষয় চৌধুরী

[উদাসিনী কাব্যের দশম সর্গ হইতে উদ্ধৃত । বহু বাধা-বিপত্তি ও সংঘাতের শেষে স্বরেন্দ্র-সরলায় মিলন ঘটিয়াছে । এখন বনদেবী অকস্মাৎ রতি-দেবীরূপে দেখা দিলেন এবং ছদ্মবেশী পণ্ডিক স্বর-মূর্তি গ্রহণ করিলেন । সহসা সেই পর্বত-শৃঙ্গে বসন্তের উদয় হইল ।]

হের হের ঐ দেখিতে দেখিতে
 কি শোভা উদয় যেদিনী মাঝে,
 বনদেবী ঐ দেখরে চকিতে
 রতিদেবী-রূপে সমুখে রাঙে ।

২

সে শাস্ত মূর্তি কোথায় লুকালো ?
 নয়ন শীতলে যে রূপরাশি ।
 কোথা সে চরণ সুকোমল আলো ?
 কোথা সে স্তম্ভ অমিয় হাসি ?

৩

লক্ষ্মীর প্রতিমা কোথা সে এখন ?
 ভক্তির-রসে যা পুলকে তহু ।
 যে ভাব দেখিলে ছরস্ক মদন
 সজয়ে শিহরি পাশয়ে ধহু ।

৪

এ কিরে (আবার ?) নূতন ব্যাপার
 নূতন প্রকার রূপের ছটা,
 শত শত শশী ঘেন একাকার
 পিছনে গভীর জলদ-ঘটা ।

৫

নয়ন ঝলসে চরণের ভাসে
 অমিয় অধরে অমৃত করে,
 বিলাস-লালসা নয়নে বিকাশে
 অলস-গমনা রূপের ভরে ।

৬

চিকণ অঙ্গন ঘন কেশরাশি
 অবাধে লুটায় ধরণী 'পরে,
 বাঁকাইয়া গ্রীবা মুহু মুহু হাসি
 অপান্নে অঙ্গনে তাহাই হেরে ।

৭

নরি মরি কিবে মালতী-মালিকা—
 ঢলে ঢলে দোলে বিনোদ গলে,
 তুলিছে কেমন কমলকলিকা
 সমীর-পরশে স্রবণতলে ।

৮

ফুলে ফুলে গাঁথা হাতের বলয় ।
 পদ্মমালা গলে কেমন রাজে ।
 বেল জুঁই জাতী কুম্ভমনিচর
 তারকা ঝলকে কেশের মাঝে ।

৯

দেখিতে দেখিতে হের আচম্বিতে
অধীর পথিক মোহের ঘোরে,
সরম-বারণ পাশরিয়ে চিতে
প্রসারিয়ে ভুজ বামায়ে ধরে ।

১০

“কম অপরাধ, জীবন-রূপিণী !”
কহিল পথিক কাতর স্বরে,
“এত অভিমান সাজে কি মানিনী
মদন-মোহিনি ! মদন পরে ।”

১২

ঝক্ ঝক্ জলে চরণ বিমল,
কবিত-কাঞ্চন-সোহাগে মাখা,
ঢল ঢল করে মুখ-শতদল
ঢুলু ঢুলু প্রেমে নয়ন বঁকা ।

১৩

ফুলের মালিকা শোভিতেছে মাখে
পিছনে শোভিছে ফুলের তুণ,
ফুলে ফুলময় শোভিতেছে হাতে
ফুলের ধনুক ফুলের গুণ ।

১৪

সহসা বসন্ত হইল উদয়,
কোথা হতে সাড়া দিতেছে পিক্,
সমীর সুরভি মেঘে ঘষে বয়,
আমোদে আকুল সকল দিক্ ।

অকাল-কুসুম হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী

১

এ অকালে কেন আঞ্জি বল গো, প্রকৃতি বালা !

পরালে এ কুঞ্জ-কণ্ঠে এ নব-কুহুম-মালা ?

এখনো শারদ-শেষে

হিমানী আসেনি দেশে,

রূপসী মুক্তার মালা না ছিঁড়িতে দুর্বাদলে,

এ ফুলে এ কুঞ্জ কেন সাজাইলে কুড়ুলে ?

২

গোলাপ রূপসী অট হিমানী দেশের রাণী,

নব বৃন্তে অলকাস্তে বসন রেখেছে টানি ;

এই সবে নব কলি,

কাননে আসেনি অলি,

গোপনে রেখেছে সতী বৃকে ধরি পরিমল,

মাতাইতে অলি-দধু এখনো খোলেনি দল ।

৩

ভবে কেন রক্ত রাগ এ পীত বরণে সাজি,

অকালে শারদ-শেষে ফুটিল এ ফুল-রাজি ?

সলাজে বদনখানি

চাকিয়া শিশির রাণী,

সোহাগাশ্র-রূপে করি নীহারের বিমোচন,

ফুটাইবে আশিষা যে এ কুহুম নিরুপম ।

৪

না আসিতে হিমবালা, কিন্তু অই ধরে ধরে
ফুটেছে কুসুম কত নিকুঞ্জ উজ্জল ক'রে !

বদনে লাষণ্য তুলি,

এক বৃক্ষে ফুলগুলি,

রূপের গরবে যেন ঢলিয়াছে গরবিনী,
যৌবনের রঙ্গ-রসে, মরি কত প্রমোদিনী !

৫

নন্দনে মমতা করি স্নেহবারি বরিষণে,
নন্দনের শোভা রাশি চারিদিকে বিকীরণে,

বন্নিষার আবাহনে,

অকালের উদ্বোধনে,

বহুদিন পরে গুনি কাতর বিকল বাণী ;
এসেছ কি কবি-কুঞ্জে তুমি আজি বীণাপাণি !

৬

তাই কি মা সাজাইতে কমল চরণ তব,
ফুটিয়াছে আজি কুঞ্জে অকালে কুসুম নব ?

তাই কি সরসী-কোলে,

সরোজী বদন খোলে ?

ফুটেছে লবঙ্গ-লতা অকালে বিভনে বনে ?
কবি-কুঞ্জে কত শোভা দেখ আজি, স্নেতাসনে !

৭

অচলা-বিজলী-সম এস মা কমলেশ্বরী !

তরল-রজত-রূপে নীলাঘর আলো করি ;

দেখ দেবি, প্রাণ খুলে,

ও রাঙা কুসুম ঙ্গল,

অকালে পূজিব আজি চরণ কমলামল,
উপহার দিয়ে মাগো গলিত নয়ন-জল !

৮

দেখ মা গো নাহি হেথা হেমরত্ন সিংহাসন,
বসাইয়ঃ যথা দেবি, পূজিব ও শ্রীচরণ !

নব-দূর্বাদল ছাঁটি,

স্বজিয়াছি পন্নিপাটি—

কোমল-আসনখানি ফুটন্ত-শেফালি-তলে,
ছড়াইয়া নিপতিত-শেফালিকা দলে দলে ।

৯

অই শেফালির তলে দাঁড়াইয়া দূর্বাদনে,
ভক্তির উচ্ছ্বাসে গীথা লহ পূজা, মনোরমে

ভক্তির উচ্ছ্বাস-বীণা,

জলন্ত মরমে লীনা ;

কি আছে, মা দয়াময়ি, দরিত্রের ধরাতলে,
যাহা দিয়া পূজিব মা ও চরণ শ্রীকমলে !

১০

আশৈশব হইতে মা সঞ্চিত নয়ন-জল,

সেই জলে আমরণ পূজিব চরণ-তল ;

কৃতান্তের কাল-অসি,

মরম তিতরে পশি,

যে আঘাতে কাটিয়াছে হৃদয়ের প্রতি স্তরে,

গুধাইবে সেই ক্ষত আর কি অবনী 'পরে ?

(মালতীমালা, ১৮২২)

যামিনোর প্রতি

হরিশ্চন্দ্র বিরোগী

১

কোথা যাও অরি নিশি শ্রামলবরণে !

ধূলিয়া ললাটমণি,

হিমাংগু ব্রজতথনি ;

যেও না যেও না দেবি মিনতি চরণে ।

২

উঠিলে সরোজনাথ পূর্ব গগনে,
 স্বপ্নের প্রভাত এলে,
 এ আনন্দ যাবে চলে,
 স্বপ্নপ্রদায়িনী এই যামিনীর সনে ।

৩

তুমি নিশি দয়াময়ী পার্থিব ভুবনে ;
 এলে তুমি বিনোদিনী
 কত পতি-সোহাগিনী,
 বসায় জীবননাথে হৃদয়-আসনে ।

৪

অগ্নি নিশি ! একদিন তোমারি কৃপায়,
 মনোদুঃখ নিরস্তর,
 বিরহেতে দর দর,
 রেখেছিহু বন্ধঃস্থলে প্রেম-প্রতিমায় ।

৫

অগ্নি নিশি তমস্বিনী, প্রণয়দায়িনী !
 দিনেক হৃদয় যদি,
 জুড়াইলে নিরবধি,
 আজি কেন তবে তুমি কৃতান্ত-রূপিণী ?

৬

যেও না রজনী তবে স্ফুমামা সন্দরী !
 ফুলময়ী যামিনী রে,
 স্থির প্রবাহিনী-নীরে,
 তুলো না আবার দেবি চপল-লহরী ।

৭

ডুবো না অস্তিমাচলে, দেব শশধর !
 সুনীল আসনে বাণ,
 হাস মুহু তুমি শশী,
 হাসাইয়া কুমুদীরে, বিশ্ব-চরাচর ।

৮

অগ্নি শশী, কতদিন প্রাসাদশিখরে,
 হেরি তোমা হুগগনে,
 বসিতাম নিরাগনে,
 দুইজনে বিকচিত সপ্রেম অস্তরে ।

৯

দেখিতাম, খেলাইত দূর সরো-জলে
 চন্দ্রমা সলিল সনে,
 কিন্তু তুমি মনোরমে,
 দেখাইতে কত চন্দ্র বদন অমলে ।

১০

বিহরিত নৈশানিল, শান্ত, সুকোমল,
 কাপাইয়া পত্রদল,
 নবলতা অবিরল,
 কাপারে চিকুরজাল, বিমুক্ত অঞ্চল ।

১১

থাকিবে কি এ জীবন সে সুখ বিহনে ?
 লো নিশি ! চরণে ধরে, ~
 কাতরে মিনতি করে,
 যেও না যেও না দেবি ঘরিত গমনে ।

(বিনোদমালা, ১৮৭৮)

সম্বন্ধ

হরিশ্চন্দ্র মিরোসী

উজ্জলি গগন-পাত,
 অন্ত যায় মিননাথ,
 সোনার কীরীটখানি ধীরে ধীরে খুলিছে

দলে দলে দিগন্ধনে,
 চারু রূপজ্যোতিঃ সনে,
 সুনীল আঁচলে কত সৌন্দামিনী বাঁধিছে ।
 তরুর শিখরে মরি ।
 কিরণ-কিরীট পরি'—
 কচি কচি নব দল সন্ধ্যানিলে হুলিছে ।
 কলকণ্ঠ কোকিলায়,
 পঞ্চমে বাক্যি গায় ;
 কাকলী-লহরী-লীলা সমীরণে ভাসিছে ।
 চুষ্টি' স্ফুট মল্লিকারে,
 অচল মৌরভ-ভারে,
 মস্তরে দক্ষিণ শীত গন্ধবহ বহিছে ।
 স্বর্ণ-জ্যোতিঃ-কিরীটিনী,
 স্নান মুখে বিষাদিনী,—
 ভাস্ক-বিলাসিনী দিবা অঙ্ককারে ডুবিছে
 • পরিয়া নবমী শশী—
 ললাটে, উজ্জলি দিশি
 অমৃতমালিনী সন্ধ্যা ধরাতলে নামিছে ।

(সন্ধ্যামণি, ১২২৬)

শারদ-জ্যোৎস্নায়

স্বর্ণকুমারী দেবী

শরতের হিম জ্যোছনার

নিশীথিনী আকুল নয়নে চায়,

বহুদিন পরে ঘেন পেয়েছে প্রণয়ী জনে

অশ্রুর লহরী মাথা স্থখের আলোক ভায় ।

ବସନ୍ତର ପ୍ରଥମ ବାତାସ—

ସୁଖେର ମାଝାରେ ଥପା ଜାଗାୟ ହତାଶ,—
 ପ୍ରାଣ କେଁଦେ ଓଠେ ହେରି ନିଶାର ଓ ଗ୍ଳାନହାସି,
 ହାରାନ ସ୍ଵଜ୍ଞିର ଛାୟା ବେଢ଼ାୟ ସମୁଦ୍ଧେ ଭାସି ।
 ଓ ଛାୟା କାହାର ଛାୟା ? ଓ ମୂର୍ତ୍ତି କାର ମାୟା ?
 ଚିନିତେ ପାରିନେ ସେନ ଚିନି ଚିନି ସତ କରି !
 ଆକୂଳ ବ୍ୟାକୂଳ ପ୍ରାଣ ଧରିବାରେ ଆଶୁଘାନ,
 ସତହି ଧରିତେ ସାହି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାସ୍ଵ ସରି ।
 ବଢ଼ ସେନ ଆପନାର ଛିଲ ରେ ସେ ଏ ଜନାର !
 ଆଜ୍ଞ କି ଭାବିଛେ ହେବା ପାବେନା ଆଶ୍ରୟ ?
 କାଛେ ଏସେ ତାହି କିରେ ପର ଭେବେ ସାୟ ଫିରେ ?
 ଫୁଟିଲୁ ଜୋଛନା-ହାସି କରି ଅଶ୍ରୁମୟ !
 ତାହି ପ୍ରାଣ କେଁଦେ ଓଠେ ବୁଝି ଏ ସମୟ ।

(କବିତା ଓ ଗାନ, ୧୮୨୧)

ବସନ୍ତ-ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାୟ

ଅର୍ଣ୍ଣକୁମାରୀ ଦେବୀ

ଜୋଛନା-ହସିତ ନିଶା, ବସନ୍ତ-ପୂରିତ ଦିଶା,
 ପ୍ରକୃତି-ନୟନେ ସୁମ-ସୋର ;
 କୁସୁମ-ସୁବାସ-ହିସା ଉଠିତେହେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳିସା,
 ଚାନ୍ଦ ପାନେ ଚେସେ ଭାବତୋର !
 ଉଦାସ ମଳୟ ବାୟ ଆନୟନେ ବହେ ସଞ୍ଜ,
 ପ୍ରାଣେ ମେଶେ ପ୍ରାଣେର ପିରାସ ;
 ସେ ମଧୁ ପରସ୍ଵ ଲାଗେ, ତୁଟିନୀ ଚମକି ଜାଣେ,
 ଧୀରେ ବହେ ସୁଖେର ନିସାସ ।

উপকূলে তরুণ নেহারিয়ে কি' স্বপন
 কে জানে হরষে মাতোয়ারা ;
 স্ননীল অম্বর পাশে তারাটি মুচকি হাসে,
 কোথা থেকে বহে গীতধারা !
 মধুর স্বপন-বেশ, মধুর স্বপন-দেশ,
 সঙ্গীতের মধুর উচ্ছ্বাস ;
 বিহ্বল চাঁদিনী নিশি, বিহ্বল বাসন্তী দিশি,
 প্রাণে জাগে আকুল পিয়াস !

(কবিতা ও গান, ১৮২৫)

শ্রাবণ

অর্ধকুমারী দেবী

সখি, নব শ্রাবণ মাস !
 জলদ-ঘনঘটা, দিবসে সাঁঝছটা,
 রূপ রূপ ঝরিছে আকাশ !
 ঝিমিকি ঝম ঝম, নিনাদ মনোরম,
 মুহুমূহু দামিনী-আভাস !
 পবন বহে মাতি, তুহিন-কণাভাষ্টি
 দিকে দিকে রঞ্জিত উচ্ছ্বাস !
 উচ্ছলে সরোবর, পত্র মরমর—
 কম্পে থর থর পাছ নিরাশ !
 যুবতী-সুবাজনা, পরম প্রীতমনা,
 দু'ছ দৌহে বাধা ভুঞ্জপাশ !
 বিরহে যাপি যামী, যুমায়ে ছিহু আমি,
 স্বপনেতে মিলন-উল্লাস !
 সহসা বজ্রপাত কড়াকড় নিনাদ
 কাপি উঠি, হৃদয়ে তরাস !

নয়ন মেলি চাই, কোথায় কেহ নাই,
উখলিত আকুল নিশাস !
আমার বঁধুয়া পরবাস !

(কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

প্রাবণে

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

বিজন গৃহে একা, মেঘের ছায়ে ভোর,
অলস-মুকুলিত, নয়নে ঘুম ঘোর ।—
পূর্ণিমা নিশি আজি, আবৃত ঘননৌলে,
কখন কিছু সরে—ঝলকি রূপ বলে ।
বিমুক্ত বাতায়ন—সন্মুখে শেজখানি,
কোমল আলো মুখে, বুলায়ে যায় পাণি ;
মানস-গৃহে মম, শুধু সে আমি একা,
বিমল হৃদিতল, বিহীন-ছায়া-রেখা ।
কখন গেছে ঘুমে, মুদিয়া আঁধি ছুটি,
চেতনা চূপে চূপে, কখন নেছে ছুটি,
মুদিত আঁধিঘার, নিজন রুদ্ধ ঘরে,
জানি না, এসেছিল, কেমন পথ ধ'রে !
আবদ্ধ গৃহঘার, শিথিল নহে খিল,
প্রবেশপথ কোথা ছিল না এক তিল ।
নীরবে গেয়ে গেছে কি গীত কাণে কাণে,
তাহারি স্বররেশ—জাগিয়া বাজে প্রাণে !
মুদিত আঁধিপানে, কি ক'রে গেছে চেয়ে,
কোমল ঘুম ঘোর ব্যাপিয়া সারা হিয়ে !
কি মোহে মেখে গেছে ঘুমন্ত আঁধি ছুটি,
গানের মত মোর প্রাণে কি উঠে ছুটি !

(শিখা, ১৮৯৬)

সঙ্খ্যায়

গিরীশ্রমোহিনী দাসী

উজ্জ্বল সীমন্ত-মণি শোভিত শিরসে,
ধীরে ধীরে মুহু পদে সঙ্খ্যা নেমে আসে ;
নিবিড়-তিমির-কেশ-চূষিত-চরণা,
ধূসর অধরাবৃত্তা আনত-নয়না,
আরক্ত চরণ-রাগ পশ্চিম গগনে
স্বধীরে মিলায়ে যায় ;—ফিরে গৃহ পানে
শ্রামল প্রান্তর হ'তে শ্রান্ত গাভীগুলি ।
পরিব্যাপ্ত গ্রামপথে উখিত গো-ধূলি ।
জলে উঠে একে একে প্রাসাদের আঁধি
প্রদীপ্ত গবাক্ষ পথে ;—করে ডাকাডাকি
দিকে দিকে শত শঙ্খ মঙ্গল গম্ভীরে ;—
ত্রস্তগতি নভশ্চর গৃহে যায় ফিরে,
দিক্ বিদিক্ হ'তে সবে কুলায়ে আপন—
সারা দিবসের কাজ করে সমাপন ।
গৃহে গৃহে সঙ্খ্যাদীপ জ্বলে কুলাক্রমা,
বেজে ওঠে আরতির মঙ্গল বাজনা ।
কুটীরেতে কুণ্ডলিত উঠে ধূমরেখা ;:
স্বদূরে মিলায়ে আসে দিগন্তের রেখা !
হে নর, জীবন-যুদ্ধ ক'রে সমাপন
স্থির হও ক্ষণতরে ;—কর দরশন,
প্রদীপ্ত যৌবন-গর্ভ খসে ধীরে ধীরে,
ডুবিছে কেমনে ধরা গভীর তিমিরে !
পশিল দিবস এক কাল-সিঙ্ফুনীরে,
কোন্ কার্য দিলে ওর জুটি কর ভ'রে,
অভীতের কোষাগারে কি হলো সঙ্কম্ব ?
ভাব শুধু মুহূর্তেক ;—বেশী কিছু নয় ।

প্রতিদিন ঝরে পড়ে জীবনের কণা,
 রহিল অপূর্ণ কত সমুচ্চ বাসনা ;
 কি ব্যথা জাগায়ে তুলে কোন্ বিফলতা ?
 কত দূরে নিয়ে যায় সান্ধ্য নীরবতা !

(শিখা, ১৮৯৬)

ভাদরে

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

এ নয় গো আষাঢ়ের প্রথম দিবস,
 নব নীল মেঘখণ্ড আকাশের গায়,—
 ক্রৌড়ারত যত্ত করী সম না দেখায় ।
 এ ভরা ভাদর দিন, আচ্ছন্ন বাদরে,
 ঘননীল-মেঘমালা-আবৃত আকাশ ;
 ঘন গাঢ় শ্রামলিমা, কাননে প্রাস্তরে ;—
 তরল-কুম্বাসাব্যাণ্ড বিরহী-নিশ্বাস ।
 যেন কেঁদে উড়িতেছে কাহারে চাহিয়া,
 শত শত বিরহীর বাষ্পময় হিয়া !
 অবিশ্রান্ত বর্ষণার্জ রুদ্ধ সৌধাবলী,
 কেশসংস্কার-ধূপে নয় স্মরভিত,
 পারাবার মাঝে যেন শৈল শির তুলি ;—
 যেন কোন মন্ত্রবলে জগত স্তিমিত ।
 বন-নদী-তীরে ক্রান্তা কুম্বচয়নে,
 ফিরে না ক' পুষ্পলাবী কামিনীর কুল,
 রুদ্ধ গৃহে রক্তমানা বরিহা দুর্দিনে,
 নব-অশ্রু-কণ-সিক্ত হৃদয়-মুকুল ।
 অবিশ্রান্ত বরষণ নয়নের নীর,
 শোকাচ্ছন্ন মুখচ্ছবি সারা ধরণীর ।

কোথা মধুকরপদ্মা কটাক্কুশলা ?
 নাহি জনপদবধু মুঞ্চ-বিলোকন ।
 কোথা উজ্জয়িনী-রামা অপাঙ্গ-বিলোলা,
 কনক-নিকব-প্নিঞ্চ বিদ্যাৎ-ক্ষুরণ ?
 নাহি ইথে আষাঢ়ের বিভব হৃন্দর,
 গ্রাম-বৃদ্ধ-উদয়ন-গল্প মনোহর ।

শুধু স্তৃপীকৃত ঘনীভূত বৃহৎ অতীত
 করিয়া কেবল রুদ্ধ দ্বার উদঘাটন,
 শত বিরহীর হিয়া স্বিরিতি-মথিত,
 কোটা অশ্রুসিক্ত আঁখি নীরবে মগন ।

(শিখা, ১৮২৬)

জলধি

গিরীশ্রমোহিনী দাসী

এ ঘোর আবেগ-রাশি অর্পিয়া তোমার বৃকে
 নিশ্চিন্ত আছেন যিনি গভীর স্মৃষ্টি-স্থখে,—
 তাঁরে কি জাগাতে তব এ গুরু-গর্জন-গান ?
 চিরদিন চিররাত্রি নাহি তিল অবসান !
 উদগীরিত ফেনরাশি যেন কার্পাসের মেলা,
 আছাড়িয়া ফোভে রোষে আক্ষালিয়া ভাঙো বেলা ;
 উত্তাল তরঙ্গরাশি ছুটে এসে মাথা কুটে'
 নিফল আক্রোশে ফুলি' শৈলপাদে পড়ে লুটে ।
 অটল অটল গিরি স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া,
 গর্জনে ক্রন্দনে শত গলে নাক' বিন্দু হিয়া !
 দুরন্ত বালিকা যেন হস্ত পদ আছাড়িয়া
 কভু কাঁদ, কভু হাস, কভু পড় লুটাইয়া !
 অটল ভূধর স্থির,—স্থবির জনক সম
 অকম্পিত ; দেখে চেয়ে মনোরম পরাক্রম !

ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାତାର ସମ ଓ ତବ ଉତ୍ପାତ-ଧେନୀ
 ଅବିରାମ ଅବିଧ୍ରାମ ସହିଛି ଜନନୀ-ବେଳା !
 କିବା ତୁମି ଉନ୍ମାଦିନୀ,—କେ କୈଳ ପାଗଳ ତୋରେ ?
 ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗଞ୍ଜୀର ହିୟା କେ ଦିଲ ଚଢ଼ଳ କ'ରେ ?
 ସୁନୀଳ ଦିଗନ୍ତ ଓହିଁ ସାନ୍ଦରେ ବେଢ଼ିୟା ହିୟା
 ଦିୟାଛି ସୁନୀଳ ହୃଦେ ନୀଳ ହୃଦି ମିଶାହିୟା ।
 ତବୁ ତୁମି ଉନ୍ମାଦିନୀ ! କି ଚାଓ—କାହାରେ ପେତେ ?
 ସୁନୀଳ ଅଞ୍ଜଳେ ତୋର ଶିଶୁ ରବି ଉଠେ ପ୍ରାତେ—
 ପ୍ରଦାନେ କିରଣ-ରାଶି ; ପୁଲକେ ଜଗତ ଭୋର ;
 ତାହିଁ ମର ଯାଧା କୁଟେ'—ଧରଣୀ ସମସ୍ତା ତୋର ।
 ଛୁଟେ ଏସ' ଶ୍ରୀସିବାରେ ଶତ ଶତ ଫଣା ତୁଲି' ।
 ସମସ୍ତା-ବିଷେଷେ ଶେଷେ ଉର୍ମିଲେ ! ଉନ୍ମତ୍ତ ହଂଲି !
 କିବା, ଆଜ୍ଞା ଦେବାହରେ ମନ୍ଦନ କରିଛି ତୋରେ ;
 ପ୍ରୋଥିତ ମନ୍ଦନ-ଦଣ୍ଡ ନୀଳଗିରି—ନୀଳ-ନୀରେ ;—
 ତାହା ଉଧିତ ସର୍ବର ଘୋର ବିକୀରିତ କ୍ଷେନୋଚ୍ଛଳ !
 ଉନ୍ମତ୍ତ ଅଧୀର ତାହିଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୁନୀଳ ଜଳ !
 ଅମରେ ଅମୃତ ଦିଲି,—ନୀଳକଠେଁ ହଳାହଳ ;
 ରକ୍ତମୟୀ ସୁନୀଳେ ଗୋ ! ମାନବେ ଦିଲି କି ବଳ ?

(ସିନ୍ଧୁଗାଥା, ୧୨୦୧)

ବର୍ଷା-ମନ୍ତ୍ରୀତ

ଗିରୀଞ୍ଜନମୋହିନୀ ଦାଶୀ

କେନ ସନ ଘୋର ଯେଷେ

ଏମନ ପରାଣ ଯାତେ ?

କି ଲେଖା ଲିଖେଛି କେ ଗୋ

ସଞ୍ଜଳ ଜ୍ଞାନ-ପାତେ !

শত বিরহীর হিয়া,
গুর মাঝে মিশাইয়া,
আপন গোপন ব্যথা
লুকায়ে দিয়েছে তাতে ।
বিন্দু বিন্দু ঝর ঝর,
ওকি তার অশ্রুধর ?
তড়িৎ-চমক ওকি—
বাসনার বহি তাতে ?
আর্দ্র এ শীতল বায়,
কেবা জাগে কে ঘুমায়,
মধুর স্বপন কারো,
নিম্নলিত আঁখিপাতে ;
কি লেখা লিখেছে সে গো
সজল জলদ-পাতে ।
কি লেখা লিখেছে সে গো,
ফুটে না উঠিছে ফুটি ।
উদাসে হৃদয় শুধু ;
নীরে ভরে আঁখি ছুটি—
যেন, জগৎ জড়িত করে,
নিবিড় বাহুর পাশে ;
শুধু, একাকী আকুল হিয়া
বিরহ-অকূলে ভাসে ।

কামিনী

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

প্রাক্‌গে ফুটেছ তুমি কামিনী স্নন্দরি,
নিশিভোর না হইতে, ভাল করে না ফুটিতে,
কি ভাব-আবেশে ফুল যাও তুমি ঝরি ?
সত্য করি বল মোরে কামিনী স্নন্দরি ।

২

হায় রে তোমারি মত নারীর যৌবন ।
ভাল করি না ফুটিতে, স্নসৌরভ না ছুটিতে,
স্বত্তি-দর্পণের তলে হয় রে পতন ;
তাই কি কৌশলে ছলে করাও স্মরণ ?

৩

অথবা শিখাও তুমি বঙ্গ-কামিনীরে,
এইরূপে প্রেমাবেশে মুখ খুলি হেসে হেসে
মুখ-মধু ঢেলে দিতে পতির অধরে,
নিতি নব নব ভাবে তুষিতে আদরে ।

৪

শোভিতেছ তুমি, সখি যথা এ প্রাক্‌গে,
হেন ভাবে অন্তস্থানে মোহিয়া দর্শক-প্রাণে
শোভিবে না কভু তুমি ; বঙ্গকুলবালা,
গৃহের বাহিরে কভু হয় না উজলা ।

৫

থাক, থাক, ফোট ফুল, থাক এইখানে ;
আবার যখন প্রিয়া তোর তলে দাঁড়াইয়া
তাকাইবে তোর পানে, প্রিয়সখী জানে,
ঝরিয়া পড়িও ফুল তাহার আননে ।

৬

প্রাক্ষণে ফুটেছ তুমি কামিনী স্নন্দরি,
নিশিভোর না হইতে, ভাল করে না ফুটিতে,
নিতি নিতি কেন ফুল যাও তুমি ঝরি ?
প্রিয়ারে কি শিক্ষা দাও কামিনী স্নন্দরি ?

(ফুলবালা, ১৮৮০)

সূর্যমুখী

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

উর্ধ্বমুখে এক দৃষ্টে সহাস বদনে
কে তুমি রে ফুল ?
তপনের তাপে হায়, ধরনী পুড়িয়ে ঝায়,
তুমি কিন্তু ফুল ! তায় হও না আকুল ;
হাসি ধরে না যে ফুল !

২

জানি তোমা ভাল করে স্বর্ধমুখী তুমি
তপন-বাসনা ;
প্রেম অতি মহাবল, প্রেমের অদ্ভুত বল,
ভূতলে উদয় তব হয়েছে ললনা !
তাই করিতে ঘোষণা ।

৩

যতই নিষ্ঠুর রবি করে গে! দাহন
তোমায় স্মৃতি ?
ততই আনন্দ চিতে কিরণ জড়াও হৃদে
প্রণয় ও মধুদানে হইতে বিমুখী
কভু তোমায় না দেখি !

৪

এইরূপে দেখিয়াছি বদেব কামিনী
কত ঘরে ঘরে,
দয়াহীন পতি তারে বন্ধে পদাঘাত মারে,
“পায়ে কি লাগিল নাথ” স্মরায় পতিরে ;
খেদে লাজে যাই মরে !

৫

পুরুষের রীতিমত তোমারো তপন
কভু স্থির নয়,
প্রেমদানে তুষ্ট করে নিত্য নব নলিনীকে,
এক বই অল্প রবি তোর কিন্তু নয় ;
তোর মেহ প্রেমময় ।

৬

এইরূপে বজ্রঘরে কুলীন-কামিনী
পতির চিন্তায়
চারু বপুঃ করে ক্ষয় ; পতি কিন্তু নিরদয়,
ভুলিয়াও একবার ফিরিয়া না চায়,
চির বিরহে ডুবায় ।

৭

এইরূপে উর্ধ্বদিকে চাহিতেছ তুমি
তপন-সুন্দরি !
সন্ধ্যাকালে পতি তব হারাইবে এ বিভব,
তখনো তুমিবে তারে সতী ফুলেশ্বরী,
তব ঘোঁষন-মাধুরী ।

৮

এই শিক্ষা শিখিলাম তোর কাছে আজি
তপন-সুন্দরি !
নারী হয় প্রেমময়ী প্রেম তার বিশ্বজয়ী,
ভূধর যতপি টলে টলে নাগো নারী ;
প্রেমে যাই বলিহারি !

ଅଶୋକ-ତରୁ

ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନ

ହେ ଅଶୋକ, କୋନ୍ ଗାନ୍ଧୀ-ଚରଣ-ଚୁଷ୍ମଣେ
ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଶିହରିୟା ହ'ଲି ଲାଲେ-ଲାଲ ?
କୋନ୍ ଦୋଳ-ପୂର୍ଣ୍ଣିମାୟ ନବ-ବୁନ୍ଦାବନେ
ସହର୍ଷେ ମାଧିଲି ଫାଗ୍ ପ୍ରକୃତି-ଦୁଲାଲ ?
କୋନ ଚିର-ସଧବାର ବ୍ରତ-ଉଦ୍ୟାପନେ
ପାହିଲି ବାସନ୍ତୀ ଶାଢ଼ୀ ସିନ୍ଦୁର-ବରଣ ?
କୋନ ବିବାହର ରାତ୍ରେ ବାସର-ଭବନେ
ଏକ ରାଶି ବ୍ରୀଡ଼ା-ହାମି କରଲି ଚୟନ ?
ବୁଧା ଚେଷ୍ଟା—ହାୟ ! ଏହି ଅବନୀ-ମାଢ଼ାରେ
କେହ ନହେ ଜାତିନ୍ଦ୍ର—ତରୁ-ଜୀବ-ପ୍ରାଣୀ !
ପରାଣେ ଲାଗିୟା ଧ' ଧ' । ଆଲୋକ-ଆଧାରେ,
ତରୁ ଓ ଗିୟାଛେ ଭୁଲେ ଅଶୋକ-କାହିନୀ !
ଶୈଶବର ଆବଛାୟେ ଶିଶୁର 'ଦେୟାଲା' ;
ତେମତି, ଅଶୋକ, ତୋର ଲାଲେ-ଲାଲ ଖେଳା !

(ଅଶୋକଗୁଚ୍ଛ, ୧୨୦୦)

ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଆତା

ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେନ

ଚାହି ନା 'ଆନାର'—ସେନ ଅଭିମାନେ କ୍ରୁର
ଆରକ୍ତିମ ଗଞ୍ଜ ଓଷ୍ଠ ବ୍ରଜସୁନ୍ଦରୀର !
ଚାହି ନାକ 'ସେଉ'—ସେନ ବିରହ-ବିଧୁର
ଜାନକୀର ଚିର-ପାପୁ ବଦନ-ଋଚିର !

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

একটুকু রসে ভরা, চাহি না আকুর,
 সলজ্জ চূষন যেন নব বধুটির !
 চাহি না 'গল্পা'র স্বাদ ! কঠিনে মধুর
 প্রগাঢ় আলাপ যেন শ্রোত-দম্পতীর !
 দাও মোরে সেই জাতি স্মৃহৎ আতা
 থাকিত যা নবাবের উজানে ঝুলিয়া ;
 চঞ্চলা বেগম কোন্ হ'য়ে উল্লসিতা
 ভাঙ্গিত ; সে স্পর্শে হর্ষে যাইত ফাটিয়া !
 অহো কি বিচিত্র মৃত্যু ! আনন্দে গুমরি
 যেত মরি রসিকার রসনা উপরি !

(অশোকগুচ্ছ, ১২০০)

নববর্ষের প্রতি

দেবেশ্বরনাথ সেন

১

অশোকের বীরবোলী দোলে তব কাণে !
 বালকের ফোঁটা তব ভালে ।
 কে গো তুমি দাঁড়াইয়া, বিজন উজানে ?
 হাসিরাশি নয়ন বিশালে !
 পীত ধড়া, পীত তুহু, অধরে বাঁশরী,—
 কি গাহিছ, হে কুহকি, প্রাণ-মন হরি ?

২

অপূর্ব এ বৃন্দাবন সজ্জিলে নিমেষে,
 কে গো তুমি দেব বংশীধারী !
 মুরলীর গান-রসে আনন্দ-আবেশে,
 মুগ্ধ শুক যত নরনারী !
 আশ্র-মুকুলের মালা দোলে তব গলে !
 সুরভি-বকুল-বাস নিশ্বাসে উথলে ।

৩

বংশীর স্খার ধারা গলি গলি পড়ে,—
 কি হরষ, হে নব বরষ !
 ধরিত্রীর মুখে আজি আনন্দ না ধরে,
 পেয়ে তব মঙ্গল-পরশ !
 শ্রামান্বী, প্রবীণা ধনী, প্রাচীনা অবনৌ,
 স্পর্শে তব, গৌরবর্ণা, তরুণা রমণী !

৪

অসাড় বাঙ্গালি-প্রাণ স্নেহ এ কধির,
 হে কুহকি, শুনি তব গান,
 জাগিয়াছে সাধ প্রাণে, হয়ে ভক্তবীর,
 সাধিবারে বজ্রের কল্যাণ !
 ভক্তি-দুর্গাপূজা-পর্বে, স্নপুত্র সাজিয়া,
 পূজিব রাতুল পদ, পুলকে মাতিয়া !

৫

হে বরষ, শত হস্তে উদ্ভমের লাটি,
 শত হস্তে উৎসাহের ঢাল,
 সাজাইব পূজা-মঞ্চ, অতি পরিপাটী,
 পরাভক্তি-দেবীর ছাবাল ।
 হে বরষ, তোমার ও বৈশাখী পরশে,
 নিদ্রিত বজ্রের প্রাণ জেগেছে হরষে ।

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২

টাঁদ

দেবেন্দ্রনাথ সেন

হে স্বধাংশু, হেরি তব শোভা নিরুপম,
কি ভাব যে উথলে এ চিতে,
হায় গো বোবার স্বখ-স্বপনের সম,
বাক্যে তাহা নাহি প্রকাশিতে !
স্বনীল সাগরে তুমি সোনার কমল !
আনন্দ-নির্ঝরে তুমি শোভার উৎপল !
তোমার সৌন্দর্য-গৃহে বসি, স্বধাকর,
প্রাণ ভরি স্বধা করি পান.
জ্বালা-ভূষণা দূরে যায়, জুড়ায় অন্তর,—
ভরি যায় দাব-দঙ্ক প্রাণ
ফলফুলময় মরি তরু-লতিকায় !
হে কুহকি, কি কুহকে ভুলালে আমায় !
সাধে কি কুমুদী হাসে হেরিয়া তোমায় ?
শিখা-পুচ্ছে নাহি হেন রূপ !
সাধে কি হে স্বর্ণ-পদ্ম তোমায়েই চায়,
শিশু-আঁধি-ভ্রমর লোলুপ ?
মার কোলে শিশু হাসে, বাহু পসারিয়া !
পিয়ে যাহু মনোসাধে, অমিয়া ছানিয়া !
কি আনন্দ ! জলধির তরঙ্গ যেমন,
নেচে উঠে হেরিয়া তোমায়,
চন্দ্র, তব চন্দ্রমুখ করিয়া দর্শন,
চিন্তে মোর হর্ষ উথলায় !
হে স্বধাংশু, মম চিত্ত-বনরাজি-গায়,
তোমার ও জ্যোৎস্না-হাসি কি অপূর্ব ভায় ।

হে শশাঙ্ক, হেরি আজি ও মধুর রূপ,
কি বলিব ? কি বলিব আমি ?
আজি যেন হেরিতেছি—একি অপরূপ !
শতচন্দ্র ! অখিলের স্বামী
শতচন্দ্র রূপ ধরি, হাসিয়া হাসিয়া,
দেহ, মন, চিত্ত, বুদ্ধি লইল কাড়িয়া !
আহা কি মধুর রূপ ! এই বেশে, হরি,
এস নিত্য এ চিত্ত-আকাশে !
হৃদয়ের অঙ্ককার গেল সব সরি,
তোমার ও লাভণ্য-প্রকাশে ।
পাগল চকোর সম. উধাও হইয়া,
পিব আমি, পিব আমি, ও রূপ-অমিয়া ।

(গোলাপগুচ্ছ, ১২১২)

প্রকৃতি

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

চিরদিন, চিরদিন, রূপের পূজারি আমি,
 রূপের পূজারি !
সারা সন্ধ্যা, সারা নিশি, রূপ-বৃন্দাবনে বসি,
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারি ।
অধরে রজের হাস, বিদ্যাভের পরকাশ,
 কেশের তরঙ্গে নাচে নাগের কুমারী !
বাসন্তী ওড়োনা-সাজে, প্রকৃতি-রাধিকা রাজে,
চরণে ঘুঙ্ঘুর বাজে, আনন্দে ঝঙ্কারি,—
নগনা, দোলনা-কোলে, স্বগনা রাধিকা দোলে,
কবি-চিত্ত-কল্পনার অলকা উষারি !

আমি সে অমৃত-বিষ, পান কবি অহর্নিশ,
 সংসারের ব্রজবনে বিপিন-বিহারী ।
 গীতের ঝঞ্ঝারে তোর, মাধুর্যের নাহি গুর,
 কি যাদু মাখান আছে, যাই বলিহারি,
 (তোর) কঙ্কণ-তাড়না-মাঝে, অগ্নি বরনারি ।

২

অগ্নি বরনারি,
 চিবদিন, চিরদিন, তুহাবি পূজারি আমি,
 তুহারি পূজারি ।
 ত্রিদিব-আনন্দময়ী, বোডশী রূপসী তুই,
 তোরে হেরি ছঃস্বপন গিয়াছি বিসাবি ।
 দুই ফণী পেয়ে ক্ষোভ, হলাহল মোহ লোভ
 ভুলিয়াছে । মুক্ত কর, ছিলাম প্রসারি,—
 কি আশ্চর্য । একি হেরি, নয়ন বিস্ফাবি ?
 জল্ জল্ দীপ্তি ভায় । ছ'চক্ষু বলসি যায়,—
 মুক্ত ফণী দিল মোরে মাণিক্য তাহাবি
 আঁধার হইল দূর, বিশেষ এল স্ববপুব
 উর্বশী মেনকা রম্ভা ফুল কুলনারী,
 যৌবনের ফুলদানী শোভে সারি সারি ।

৩

সঙ্কলিপ্সা, ভোগ-ইচ্ছা, মায়া-মোহ সব,—
 তুমি মম ঐশ্বর্য-বিভব ।
 অকূলে পেয়েছি কুল, তুমি এবে অল্পকুল
 জলধি-গর্জন এবে হয়েছে নীবব ।
 প্রশান্ত এ বেলা মাঝে, তোমার স্মৃতি রাঙ্গে,
 পঙ্কজবাসিনী যেন বারিধি-কুমারী ।
 কর দেবী এ আশীষ,— মহানন্দে, অহর্নিশ,
 হে কবি-চির-বাহিত্ত, তোমাবি, তোমারি,
 পারি যেন হইবারে প্রকৃত পূজারি !

ব্রজবীগন্ধা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

১

না আসিতে কাছে ফুল মাথা গেল ধরে :
কুহুমকামিনী সব মৃত্যু করে অমুভব,
যাই হেন গুণের বালাই লয়ে মরে !
হবে না চেনাতে আর চিনিয়াছি তোরে ।

২

হায় এ পৃথিবী 'পরে গুণের বিকার
বড়ই কদর্ষ হয়, তিরক্ত হয় অতিশয়,
অধিক পাকিলে দেব-ফল সহকার
হয় যথা আঁধি-শূল কীটের আগার ।

৩

দেখি যবে সভামধ্যে অধিক বাচাল,
অনর্গল শ্রোত বয় কার সাধ্য কথা কয়,
তোরে ফুল মনে হয় হেরি সে জঞ্জাল ;
গুণের বিকার ফুল হয় বড় কাল ।

৪

দুঃখী বাঙ্গালীর পক্ষে স্বখের রজনী !
মসীব সলিলে ভেসে সারাদিন খেটে এসে,
পায় যদি নিশিগন্ধা সন্ধের সঙ্গিনী ;
আঁধার জীবন তার আঁধার অবনী ।

৫

না আসিতে কাছে ফুল মাথা গেল ধরে ;
কুহুমকামিনী সব মৃত্যু করে অমুভব,
যাই হেন গুণের বালাই লয়ে মরে !
হবে না চেনাতে আর চিনিয়াছি তোরে ।

(ফুলবালা, ১৮৮০)

মধ্যাহ্নে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

শরতের দ্বিপ্রহরে স্থধীর সমীর-পরে
 জল-ঝরা শাদা শাদা মেঘ উড়ে যায় ;
 ভাবি, একদৃষ্টে চেয়ে— যদি উর্ধ্ব পথ বেয়ে
 গুত্র অনাসক্ত প্রাণ অত্র ভেদি ধায় !
 ঝরে যায় অশ্রুজল, বেদনার কল-কল
 অধীর বিদ্যৎ-দীপ্তি, দৃষ্ট গরজন !
 বাসনা-বন্ধন ছিঁড়ে, স্নিগ্ধ নীলিমার নীরে
 ধীরে ধীরে শূন্য ঘিরে করি সন্তরণ ।
 অতি শুক বন-ভূমে ছায়া আছে শুয়ে ঘুমে,
 সান্নতলে সূর্যকর অলসে লুটায় ;
 তুঙ্গ শৃঙ্গ-শিরে নীল অতি গাঢ়, অনাবিল ;
 স্নগতের ধ্যান ঘেন জগৎ ফুটায় ।
 পাখা দিগে বিশ্ব জুড়ে, বসে আছে শৈল-চূড়ে
 অতিকায় প্রশান্ততা ; শুকু চরাচর ।
 এড়াইয়ে দুঃখ শোক, স্বর্গ আর পৈরলোক,
 স্বাবর জন্ম আঞ্জি অজর অমর ।
 মিলাইয়ে গেছে আধা— জল-ঝরা মেঘ শাদা
 শরতের দ্বিপ্রহরে তুঙ্গ শৈল-গায় ।
 গাঢ় নীলে শাদা দাগু আরো মিলাইয়ে যাক ;
 আমি যাই মিশে, ভেসে, সীমাহীনতায় ।
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ, আশা, বাসনার ভালবাসা,
 ঝরে যাক, মরে যাক, আত্ম-বেদনায় !
 চরণে বন্ধন নাই, পরাণে স্পন্দন নাই ;
 নির্বাণে জাগিয়া থাকি স্থির চেতনায় ।

শীত বাসরে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

শুক পত্র মর্মরিয়া নিখসিছে কাননে পবন,—

কোথা সে শারদ শ্রামলতা ?

কোথা সে বসন্তভূক্ত অতি স্নিগ্ধ ফুল উপবন

পরিমলে কুসুমিত লতা ?

প্রকৃতির প্রফুল্লতা, সুখগাথা, লুকাল কোথায়

শীত-ক্লিষ্ট নিস্তরক বিজনে ?

যৌবন গিয়াছে মরে, মর্মভরা প্রেমের ব্যথায়,

জরা আজি বিচরে জীবনে ।

আসিবে না সে যৌবন, ফিরে নিয়ে সুখ-উন্মাদনা ?

কেন তারে চাও তুমি কবি ?

খসিওনঃ বহি বুকে সুসমার বিরহ-বেদনা,

ভোল সে কোমল শ্রাম-ছবি ।

তীব্র দাহে কোথা তৃপ্তি ? ক্ষিপ্ততায় কোথা প্রফুল্লতা ?

বাধ আজি স্থিরতায় প্রাণ ।

জলদ-গর্জনে প্রাণে হানে ঘন দীপ্ত বিদ্যুৎপ্রভা ;

কি লাভ, বিলাপে গাহি গান ?

হুঃখ শোকে নিপীড়িত, প্রপীড়িত শত অত্যাচারে,

ঘরে ঘরে কাঁদে নর নারী ;

সুগতের মুক্তি-মন্ত্র শুনাইয়া শাস্ত কর তারে

কাছে গিয়ে মোছ অশ্রুবারি ।

উন্নয়ন কল্পনা নিয়ে, ওহে কবি, রচিয়োনা গান ;

দীপ্তি ওর-চঞ্চলতাটুক্ ।

কোরো না উন্মাদ তুমি ক্ষিপ্তস্বরে বিশ্বের পরাণ ;

বিলাস-লালসা নহে সুখ ।

হোক শুষ্ক, কিম্বা পুষ্পে স্ফূৰ্ণিত যত তরুণতা,
 শরত-বসন্ত-বর্ষা-শীতে ;—
 চঞ্চল বাসনা সহ ঝরিয়া পড়ুক তরুণতা ;
 আজি তায় দুঃখ নাই চিতে ।
 মেঘ-মুক্ত প্রশান্ততা দীপ্ত হোক প্রীতির কিরণে,
 ক্ষুদ্র স্থখ-দুঃখ উড়ে যাক ;
 নবজন্ম লভি' প্রীতি,—স্বার্থের মরণে—
 বন্ধ আর বিশ্ব জুড়ে থাক

(পঞ্চকমালা, ১২১০)

শ্যামল প্রভাতে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১

গিরি বন, নদী রঞ্জিয়া রবি,
 ফুটায় ধরায় স্ফাসি ।
 হেরি সে ফুল প্রভাতের ছবি
 প্রবাসে চিত্ত উদাসী ।
 এ প্রবাস-বাসে মানস-নেত্রে
 নেহারি তোমার বদ !
 সমতল ভূমে ধাঙ্গক্ষেত্রে
 স্নিগ্ধ উজল অঙ্গ !

২

নাহিক এমন তটিনী তথায়
 উপলে স্মরিত-চরণা ;
 ভূধর প্রাস্তে তরুর ছায়ায়
 নাচে না এমন ঝরণা ।

নাহিক বন্ধে নিবিড় বিজ্ঞন
বিশাল বনের গরিমা ;
তবু প্রেমভরে করি গো পূজন
সে স্নেহ-শারদ-প্রতিমা ।

৩

ভূবিয়া পদে কুমুদে অঙ্গ
সাজ গো সরসী বঙ্গে ;
কাদামাখা জলে তোল তরঙ্গ
বঙ্গ-পাবনী গঙ্গে !
হুলাও ধরনী, হরিৎ বসন,
গাফ বিহঙ্গ প্রভাতে ;
শেফালি-গন্ধে আমোদি ভবন
এস উৎসব ধরাতে ।

৪

আজি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে
জাগেরে স্নেহ আনন্দ ;
হেথায় পবন, বহিয়ে আনরে—
দূর উৎসব-গঙ্ক ।
রঞ্জি প্রবাস, ওগো কল্পনে
মানস-আলোক-শোভাতে,
বঙ্গ-মাধুরী এ দূর ভবনে
বিকাশ শারদ প্রভাতে ।

বর্ষাশেষে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

বর্ষাশেষের ছত্রভঙ্গ মেঘের অঙ্গ রাঙ্গিয়ে ভোরে
সূর্য ছিল পাহাড়গুলোর পিছনে ;
দাঁড়িয়ে ছিল বনহুলী আলোকিত পুরীর দোরে,
ঘন পাতার কাতার-বাঁধা বিজনে ;
স্বর্ণ-মেঘের পর্ণগুলির সুরঞ্জিত স্তরের মাঝে
ফুটেছিল নীরব নীলের মুক্ততা ;
শ্রামল বনের কোমলতার তরঙ্গিত ভাঁজে ভাঁজে
জড়িয়েছিল সেই নীলিমার শুদ্ধতা ।
দাঁড়িয়ে হুটি ছেলে মেয়ে নদীর কূলে বালির চড়ায়,
উজল চোখে কিরণ প্রতিবিম্বিত ;
কুচ-কুচে সেই কাল গায়ে আলোর ধারা লেগে গড়ায়,
মুক্ত কেশে বাতাস য়ুহু কম্পিত ।
নৌকাখানির পরে আমি— বালির বাঁধের তীরে তীরে
পড়েছিলাম প্রাণের পাখা ছড়িয়ে ;
ভেসে গেলাম দূরে দূরে বাঁকে বাঁকে ফিরে ঘুরে,
পাখার পালক আলোকেতে জড়িয়ে ।
কোথায় গেল আলোর বরা মোহের শীকর ছিটিয়ে দিয়ে,
ফুটিয়ে হাসি সরল চাকু নয়নে ?
কোথায় গেল ভোরের বাতাস ফুল লঘু গন্ধ নিয়ে,
স্বপ্ন-তরুর নব-কুসুম-চয়নে ?
দাঁড়ের ঘায়ে কাল নদীর বিচলিত জলের পরে
* জলে শিখা-বাঁধা ঘোঁয়ার সোনা কি ?
চম্কে ওঠে আলোর কণা মনের বিজ্ঞান ছায়া-স্তরে,
আঁধার বনে যেন হাজার জোনাকি ।

শিরীষ-কুসুম

মানকুমারী বন্দু

১

কেন আমি ভালবাসি শিরীষ-কুসুম ?
ধীরে ধীরে সোণামুখী
দেয় মধুমাখা উকি !
উষার স্বরভি শ্বাস, বসন্তের ঘুম,
অমরার আলোকণা, শিরীষ-কুসুম !

২

শিরীষ-কুসুম এক লাজনীলা মেয়ে,
সদা জড়সড় থাকে,
আপনা লুকায়ে রাখে,
দেখে না তপন, শনী, আঁধি তুলি চেয়ে ।
সে যেন কবির “কুন্দ” লাজে গেছে ছেয়ে ।

৩

শিরীষ-কুসুম এক মোহিনী রাগিনী,
অতি মুহু স্বরে বাঁধা,
মলয়-বাতাসে সাধা,
ছুঁইলে ছুঁইয়া পড়ে, সদা আদরিণী,
সে যে উষা-বালিকার নবীন রাগিনী !

৪

শিরীষ-কুসুম বটে “ননীর পুতুল”,
তার মত কোমলতা,
এ মরতে আর কোথা ?
কিবা তার উপমান, সবি দেখি তুল !
পরশিলে অহুরাগে
গায়ে তার ব্যথা লাগে,
কেবা কোথা কচি মেয়ে, তার সমতুল,
কনক-লাবণ্যে হেন করে ঢুল-ঢুল ?

৫

শিরীষ-কুসুম মরি ! গত-স্বথ-স্মৃতি—
 বসতি হৃদয়-তলে,
 বেঁচে থাকে অশ্রু-জলে,
 মনে মনে “উপভোগ” এই তার রীতি !
 সহে না আঁখির তাপ,
 কে জানে কি অভিশাপ !—
 চাহে না পরের কাছে সমাদর, প্রীতি,
 শিরীষ-কুসুম যেন বিয়োগের স্মৃতি !

৬

বজ্রের বালিকা বধু শিরীষ-কুসুম—
 সে গোলাপ, পদ্ম নয়,
 নাহি দেয় পরিচয়,
 চাহে না সপ্তমে চড়া স্বয়শের ধুম !
 তার সে ঘোমটা মুখে,
 মুহু হাসি, ভরা স্মখে,
 আধ জাগরণ করে, আধ যায় ঘুম !
 কে না ভালবাসে হেন শিরীষ-কুসুম ?

৭

শিরীষ-কুসুম কার ভাল নাহি লাগে ?
 সদা স্নিগ্ধ শাস্তরূপ,
 মধুরতা অপরূপ !
 কে না পূজে হৃদি-তলে প্রীতি-অমুরাগে ?
 পন্নি' রাজরাণী-সাজ,
 চাঁপা, গন্ধা, গন্ধবাজ,
 প্রাণ করে ঝালাপালা, স্তূতির সোহাগে,
 শিরীষ-কুসুম, মোর তাই ভাল লাগে ।

বউ-কথা-কও পাখী

মানকুমারী বন্দু

১

এস এস আবো এস, আকাশের সখা !
দেখা আজি বহুদিন পরে,
সেই যে গিয়েছ চলে, আমি যেন একা,
উদাসীন প'ড়ে আছি ঘরে ।

২

যতদিন খগবর, শুনি নাই কানে
তোমার সে মনোহর গীতি,
নিরালা নির্জন ছিল সমস্ত অবনী
কি যেন হারায়েছিল স্মৃতি !

৩

কারে যেন খুঁজিবারে যত কাছে যাই,.
সে যে চলি যায় শতদূরে,
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস সহ উপেক্ষা তাহার
রহে মোর হিয়াখানি পূরে ।

৪

মিলনের কত হাসি জাগিত জগতে,
আমি শুধু হয়েছিলাম পর,
কারে কভু দিতে নিতে পারি নাই কিছু
কারো সাথে বাধি নাই ঘর ।

৫

অজ্ঞাতে শ্রবণ-যুগ থাকিত কেবল,
অই দূর নীলিমা আকাশে,
কখন আসিবে তুমি অমৃত ছুটায়,
পুষ্পরথে মলয় বাতাসে ।

৬

সহসা বিকালে আজ্ঞা শুনিছ শ্রবণে
 অই চিরপরিচিত গান,—
 “কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া
 আকুল করিল মোর প্রাণ !”

৭

কোন্ জন্মে কোন্ যুগে কে অভিমানিনী
 ও হৃদয়ে দিয়েছিল ব্যথা,
 প্রেমিক সাধক আজ্ঞা স্বরগ-বীণায়
 সাধিতেছ—“বউ কও কথা ।”

৮

কিন্নরের কর্ণে বহে যে মধুর গীতি
 সে অমিয় ছোট্টে তব তানে,
 কত কথা—কারে যেন হয় নাই বলা,
 সে অতৃপ্তি মাথা তোর গানে ।

৯

প্রবাসী উদাসী যেই সতত একাকী
 তুমি তারে আন হে সাধিয়া,
 স্নিগ্ধ শান্ত গৃহ-তলে সবাকার সাথে
 দাও তার পরাণ গাঁধিয়া ।

১০

কতদিন গিয়েছে যে বহুদূরে চলি,
 তুমি তারে জাগাও স্মরণে,
 কত মোহাগের হাসি কত অভিমান,
 উথলয়ে বিসৃঙ্খল জীবনে ।

১১

তুমি যে শ্রামের বাঁশী যমুনার কূলে,
 মরতের স্খা সঞ্জীবনী,
 বিশ্বের সকল দৈন্ত্য সকল হীনতা
 যুঁচি যায় শুনিলে ও ধ্বনি !

১২

গাও পাখী, গাও সখা ভরিয়া আকাশ,
 যাক্ গীতি মন্দাকিনী-ভীরে,
 যেথা যে গিয়েছে চলে—যুগ-যুগান্তর,
 তোর ডাকে আসে কি সে ফিরে ?

(বিভূতি, ১৯২৯)

প্রলয়

মানকুমারী বন্দু

দেবতা গো !

গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙিয়া চুরিয়া,
 সহসা অসহ তাপে অবনীর হিয়া কাঁপে,
 প্রাণে প্রাণে অগ্নিপিশু উঠিছে জলিয়া :
 উত্তপ্ত জগৎ-ভার বহিতে না পারি আর,
 বাহুকি সে লক্ষ ফণা ফেলে আছাড়িয়া—
 লক্ষ মুখে রক্ত উঠে, লক্ষ শ্বাসে বহি ছোটে,
 লক্ষ ভালে কাল ঘাম উঠে উচ্ছ্বসিয়া—
 বিশ্বের পঞ্জরগুলি, হ'ল বুঝি গুঁড়ি ধূলি,
 হিমালয় কুমারিকা গেল যে মিশিয়া—
 গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙিয়া চুরিয়া !

দেবতা গো !

গেল যে তোমার সব ভাঙিয়া চুরিয়া,
 গভীর গরজি সিদ্ধ, পরশিছে কবি হিন্দু
 উন্নত ভরঙ্গ ব্যোমে ফেলে যে গ্রাসিয়া !—
 পাইয়া বিষম জ্বাল, আছাদি অর্লদ-বাস,
 মার্ভণ্ড ঢাকিছে মুখ পশ্চিমে হেলিয়া ।

ঝুঝ বা পাতালবাসী ফেন হয়ে আসে ভাসি,
তাদের সে অস্থি মজ্জা গিয়াছে ভাঙ্গিয়া,
বিচূর্ণ অর্ণব-মান আরোহী লইয়া !

দেবতা গো !

গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া—
বিশাল বিটপী-কূলে, উপাডি পড়িছে মূলে
লতা, গুল্ম, ভূণ ভয়ে পড়িছে ঢলিয়া ;
আকুল বিহঙ্গ দল, দাঁড়াইতে নাহি স্থল,
পরাণ বাঁচাতে চাহে আকাশে মিশিয়া ?
মহাকায় মহীধর জানিত না ভয় ডর,
সে বুঝি আছাড় খায় ভূতলে পড়িয়া ।
ক্ষুদ্রতম মহন্তম, এনে যে গো সব মম,
ডাকিছে কালান্ত কাল বিকট গর্জিয়া ;
উহু হু ! গেল যে সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া !

দেবতা গো !

গেল যে তোমার বিশ্ব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া—
লোকালয়ে বাড়ী ঘর, কাঁপিতেছে ধর ধর,
পড়িছে প্রাসাদ-শির ভূতলে লুটিয়া ;
বিবশা মা কাঁপি কাঁপি শিশুরে হৃদয়ে চাপি,
পলাইতে স্থান চাহে ধরণী ছাড়িয়া !—
সন্তান আতঙ্কভরে, মায়েরে জড়িয়ে ধরে,
স্থবির রাখিছে নেত্র করে আবরিয়া !
কেহ করে প্রাণায়াম, কেহ অপে ইষ্টনাম,
কেহ স্মরে প্রিয়মুখ “অস্তিম” জানিয়া !
মহামরণের তরে, সকলে প্রতীক্ষা করে,
আপনি আঁধির পাতা আসিছে মুদিয়া ;
কালান্তক মহাকাল, পাতিয়াছে মৃত্যু-জাল
মরণে মরণে দিবে ব্রহ্মাণ্ডে ছাইয়া !

এখনি যে হবে ধরা অনন্ত মরণে ভরা,
রাশি রাশি শব শুধু রহিবে পড়িয়া ;
আর কেহ জাগিবে না, আর কেহ কাঁদিবে না,
কেহ কারো আঁখিজল দিবে না মুছিয়া ।

চিরলক্ষ সর্বব্যব, মুহূর্তে হইবে ভঙ্গ,
জগতের ইতিহাস যাইবে ঘুচিয়া—
অনন্ত প্রলয়ে বিশ্ব বিচূর্ণ হইয়া !
কেন মা ধরিজি ! হেন নিষ্ঠুর হইয়া
আজি এ সন্ধ্যাহ বেলা, খেলিছ ভীষণ খেলা
সত্যই করিবে স্নান জীব-রক্ত দিয়া ?

তোমার স্নেহের বৃকে, আশ্বাসে বিশ্বাসে স্নেহে
সকলে রয়েছে তাহা গেলে কি তুলিয়া ?
তুমি যে মা চিরদিন, বিরক্তি-বিষাদ-হীন ?
“সর্বসহা” নাম তব নিখিল হুড়িয়া !

মহাপাপে হোক পাপী, শত তাপে হোক তাপী,
স্বজনে করুক ঘৃণা চরণে দলিয়া, '
তবু সে কোলের ছেলে, কবে মা দিয়াছে ফেলে,
তোমার মতন হেন পাষণ হইয়া ?

বড়-বৃষ্টি বজ্রাঘাত, অগণ্য বিপৎপাত,
সহে প্রাণী তব কোলে মুখ লুকাইয়া,
আজি যে দাঁড়াতে ঠাই, কোথাও তিলেক নাই
তুমি যে কোলের শিশু ফেলিছ হুঁড়িয়া ।
আমরা কোথায় যাব দেহ তা' বলিয়া ?
একদিন—কতদিন গিয়াছে চলিয়া—

অস্বরে বিনাশি রণে, বিজয়-উল্লাস মনে,
শ্রামা মা নাচিলা সাথে সখিগণে নিয়া
সে দিনো এখনি হয়, বিশ্ব রসাতলে যায়—
ভয়ে দিলা ভূতনাথ হৃদয় পাতিয়া ।—

আজিকে আবার তবে— তেমনি কি কিছু হবে—
 মরিল অমর-রিপু সমরে পড়িয়া ?—
 সে মহা-আনন্দ স্মৃথে, অট্টহাসি হাসিমুখে,
 নাচে মা প্রকৃতি শত করতালি দিয়া ?—
 রাখিতে “ব্রহ্মাণ্ডটুক” দেবতা কি পেতে বুক
 নিবারিবে এ যুগান্ত শাস্তি-সুধা দিয়া—
 এই কি সে মহা “লাস্য” বিশ্ব বিপ্রাবিষা ?
 দেবতা গো !
 যে হোক সে হোক তুমি দেখ গো চাহিয়া,
 মৃত্যু করে উপহাস, সর্বব্যাপী সর্বনাশ
 সত্যই তোমার বিশ্ব পড়ে উপাড়িয়া ।—
 আমাদের কিসে ক্ষতি, তুমি অগতির গতি,
 জীবনে মরণে দিবে কোল পসারিয়া—
 কিন্তু তব বসুন্ধরা, অনন্ত সৌন্দৰ্যভরা
 এতকাল এত করে রেখেছ পালিয়া,
 আজি তা চলিল দূরে, অনন্ত ধ্বংসের পূরে
 তুমিই কাঁদিবে দেব ! সে দৃশ্য দেখিয়া ।—
 শব রাশি স্তূপে স্তূপে, বহিবে পর্বতরূপে
 অসহ মরণে বিশ্ব রহিবে মরিয়া—
 তুমিই কাঁদিবে দেব ! সে দৃশ্য দেখিয়া ।—
 এত শ্রম স্নেহরাশি কি ফল এক্ষণে নাশি,
 বিফলে ভাঙ্গিবে কেন এতটা গড়িয়া—
 তাই তব পায়ে পড়ি—ভাঙ্গিও না লহ গড়ি,
 উঠ গো করুণাসিন্ধো ? “মাতৈঃ !” ডাকিয়া—
 মৃত্যুমুখে সৃষ্টি তব লহ বাঁচাইয়া !

(বিভূতি, ১২২৪)

(ভয়ানক ভূমিকম্প উপলক্ষে লিখিত)

সঙ্ক্যা

অক্ষয়কুমার বড়াল

ধীরে স্বমেকর শিরে আসে সঙ্ক্যারাগী,
স্বনীল হুকূলে ঢাকি ফুলতন্তুখানি ।

তরল গুণ্ঠন-আড়ে

মুখশলী ঠুকি মারে,

কম্পিত কঙ্কলী-ধারে হৃদয়ের বাণী !

নব নীলোৎপল মত

লাঞ্জে দিঠি অবনত,

সজ্জমে সঙ্কোচে কত বাধিছে চরণ !

পতির পবিত্র ঘরে

সতী পরবেশ করে—

হাতে স্ববর্ণের দীপ, হৃদয়ে কম্পন ।

নয়নে স্বনীল তৃপ্তি—

কীরোদ-সমুদ্রে-দৌপ্তি,

অধরে চন্দ্রিকা হাসি—বিজয়-বিশ্রাম ;

নিশ্বাসে মলয়াবেগ,

অলকে অলক-মেঘ,

সুক্রতার-স্ববেশে নৃত্য অভিরাম ।

আসে ধনী আধিবিধি—

কপালে তারকা-সিঁথি,

সীমন্তে সিন্দূর-বিন্দু—দিনাস্ত-তপন :

গুচ্ছে গুচ্ছে কাল চূলে

স্তব্ধ অঙ্ককার হলে,

অয়ন বসনাঙ্কলে কত না রতন !

গলে নৌহারিকা-মালা,

করে সপ্ত-ঋষি বালা,

রাশিচক্র-মেথলার কি ক্রীড়া-মঙ্গল !

জলদ চরণতলে
কান্দিছে মঞ্জীরচ্ছলে,
বনানী-বসন-প্রাক্তে—চিত্র ঝলমল্ ।

অপূর্ব—অপূর্ব দৃশ্য,
সম্রমে প্রথমে বিশ্ব,
দেবতা আনীষছিলে বরষে শিশির,
নদীমুখে কলগীতি,
সমুদ্র-হৃদয়ে স্ফোতি,
অগুরু চন্দনে ধূপে অলস সমীর ।

ঘরে ঘরে দীপ জলে,
পুলিনে তুলসীতলে,—
যেন শত চক্ষু মেলে তেরিছে ধরণী ।

মন্দিরে মঙ্গলারতি,
বালা পূজে সঙ্ক্যাসতী,
•পূরনারী গলবস্ত্রে দেয় জলুধ্বনি ।

এস প্রিয়া, প্রাণাধিকা—
জীবন-হোমায়ি-শিখা !
দিবসের পাপ তাপ হোক হতমান ।
ওই প্রেমে—প্রেমানন্দে,
ওই স্পর্শে—বাহুবন্ধে
আবার জাগুক—মনে আমি যে মহান,
একেশ্বর, অদ্বিতীয় অনন্ত-প্রধান ।

প্রাবণে

অক্ষয়কুমার বড়াল

সারাদিন একখানি জল-ভরা কালো মেঘ
রহিয়াছে ঢাকিয়া আকাশ ;
বসে' জানালার পাশে, সারাদিন আছি চেয়ে—
জীবনের আজি অবকাশ !
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে, তরুগুলি হেলে-দোলে,
ফুলগুলি পড়েছে খসিয়া ;
লতাদের মাথাগুলি মাটিতে পড়েছে লুটি' ;
পাখীগুলি ভিজিছে বসিয়া ।
কোথা সাড়া-শব্দ নাই, পথে লোক-জন নাই ;
হেথা-হোথা দাঁড়ায়েছে জল ;
ভিজা ঘাসঝাড় হ'তে লাফায় ফড়িঙ্গ কভু,
জলায় ডাকিছে ভেকদল ।
চাতক ঝারিয়া পাখা, ডাকিয়া ফটুক-জল,
ছাড়ি' নীড়, উঠিছে আকাশে ;
কদম্ব-কেতকী-বাস কাঁপিছে বাতাসে ধীরে ;
গেছে ধরা ঢেকে' শ্রাম ঘাসে ।
দীঘিটি গিয়াছে ভরে' সিঁড়িটি গিয়াছে ডুবে',
কাণায় কাণায় কাঁপে জল ;
বৃষ্টি-ভরে—বায়ু-ভরে হুয়ে পড়ে বার বার
আধ-ফোটা কুমুদ কমল ।
তীরে নারিকেল-মূলে থলু-থলু কর্কে জল,
ডাহুক ডাহুকী কূলে ডাকে ;
পান্নি দিয়া মরালীরা ভাসিছে তুলিয়া ধ্রুঁবা,
লুকাইছে কভু দাম-বাঁকে ।

অপরাত্নে

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আবার বাঁধিছ তরী আর ঘাটে এসে,
ঝিকিঝিকি বেলাটুকু উপনীত শেষে ।
কলস লইয়া কাঁখে গ্রামবধুজন
গ্রামপথে হেলে হুলে করিছে গমন ।
হুই ধারে শস্তক্ষেত্র নুটায় চরণে,
ফুলরেণু উড়ি' আসি' লাগিছে বননে ।
তুলিয়া বসনখানি জাহুর উপরে
জলে নেমে আসে বধু অবলীলাভরে ;
পূর্ণ করি' শূন্য কুণ্ড তুলে' লয় ধীরে,
চলে' যেতে বার বার দেখে ফিরে' ফিরে'
গৃহতটিনীর পানে সক্রমণ চোখে—
কি জানি আবার দেখা না হয় এ লোকে ।
তপোবনমুগসম প্রকৃতির নীড়ে
চিরজন্ম বর্ধিত সে এই নদীতীরে ।

(শ্রাবণী, ১৮২৭)

শ্রাবণী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিত্য নব ছন্দোত্তরে চিত্ত ভরি' উঠে,
হে বরষা, তব ওই দীর্ঘ বন্ধ টুটে' ।
এত ধ্বনি, এত বর্ণ, এত মেঘখেলা,
এত পুষ্প, এত গন্ধ, লাবণ্যের মেলা,
এত নৃত্য, এত গান, এতেক বাঁহার,
কোথা তব ছিল ঢাকা এত মনোভার

কি নির্ঝরে বাহিরিল মুক্ত নব প্রাণ,
 কি প্রবাহে মুখরিল পূর্ণ কলতান ;
 কি আলোকে, হে মায়াবি, তুলিলে ফুটায়
 বিচিত্র এ চিত্রলেখা, কি ঘন ছায়ায়
 নিবিড় করিয়া আন নিখিল সংসারে
 অন্তরকুলায় মাঝে ; কি কুহক-হারে
 হৃদয়ে হৃদয়ে কর চকিত-বন্ধন ;
 কুল নাহি পেয়ে কোথা' আকুল যৌবন !

(শ্রাবণী, ১৮২৭)

শ্যামলদায় বোধন

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

বধারে বিদায় দিয়ে শূন্যচিত্ত উদাস আকাশ
 ধরি অভিনব মূর্তি, নবনীল পরি বেগ-বাস
 আহ্বানিল কারে !
 দিগ্ধুরা মুছি আঁখি, নীলাশ্বরে তহু ঢাকি
 নমিল তাঁহারে ।
 উদীলা শরৎ-সম্মী আপনার প্রফুল্ল প্রাণ্যে
 বিশ্বের দুয়ারে !
 কুলগ্রাসী নদীজল নেমে গেল পাদপদ্ম চুমি ;
 ফুলে ফুলে বিরচিয়া পাতি দিল তাঁরে বনভূমি
 হৃদয়-আসন ;
 পাখীরা আবেগভরে ছুটিল ঘোষণা করে'
 শুভ আগমন ;
 হরিৎ শস্ত্রের ক্ষেত্র জানাইল নত করি শির
 নীরব বোধন !

মহেন্দ্রের মায়াধনু বলসিল অমরাপ্রাঙ্গণে ;
 লাহিত স্বধাংস্ত পুন শোভিলেন রাজ-সিংহাসনে
 কিরীট-কুণ্ডলে ;
 জাগি লক্ষ তারা-বালা পরাইল মণিমালা
 প্রকৃতি-কুন্তলে ;—
 মধুর উৎসব এল শুভ শঙ্খ বাজারে মধুরে
 গম্ভীর ভক্তলে !

(গীতিকা, ১২১৩)

আসন্ন-দৃশ্য

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

ওই যায়, চ'লে যায় অপরাহ্ন বেলা ;
 এখনি ভাঙ্গিয়া যাবে দিবসের খেলা ।
 অতি ধীর সস্তর্পণে ধরি অন্তপথ
 চলিছে বিদায়-স্কুল আলোকের রথ ।
 নিশার আবাস-যাত্রী রাজহংসগুলি
 উন্মুক্ত উন্মুখ পক্ষে আছে গ্রীবা তুলি ।
 মন্দ বায়ে নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষেপরে
 ভাসিছে মন্থর তরী শুভ্র পালভরে ।
 ছায়াস্নিগ্ধ শ্রামগোষ্ঠে আরাম-শয়নে
 গাভীরা রোমস্থ করে মুদিত নয়নে ;
 হাট করি পল্লিপথে বোঝা রাখি শিরে,
 মুখর জনতাশ্রেণী গৃহপানে ফিরে ।
 ভরা-ঘট ছলকিয়া ভিজায় আঁচল ;
 শেষবার গ্রাম্যবধু লয়ে যায় জল ।

(গীতিকা, ১২১৩)

বাবুর প্রতি রাজবোগিনী

বিনয়কুমারী ধর

এরেক দেখিয়া যাও, ওগো মহা অন্ধকার !
পদতলে বনপ্রান্তে ফুরায় জীবন কার ?
গোপন মর্ষের কথা ক্ষণেক শুনিয়া যাও,
নামায়ে করুণ নেত্র মুমূর্ষুর মুখে চাও :
তুমি ত জান না কিছু কখন কে মুক্ত প্রাণে,
মেলিয়া মুকুল-আঁখি চেয়েছিল তোমা পানে ।
শোন তবে, জীবনের নবীন প্রদোষে যবে,
তরুণ শ্রামল মূর্তি, দেখা দিলে স্ননীরবে ;
অধরে লাগিয়াছিল হাসির চন্দ্রমারেখা ।
ললাটে পড়িয়াছিল সন্ধ্যার কনকলেখা !

আনন্দে উঠিল ফুটে, তোমারি পূজার তরে
সমস্ত হৃদয় দেহ যৌবনে উঠিল ভরে ।
সব গন্ধ সব মধু তব তরে লয়ে বৃকে,
অপূর্ব পুলকে আমি চাইল তোমার মুখে ।
শত লক্ষ এই তারা-খচিত নীলিমাঙ্গনে
বখন বসিলে তুমি প্রশান্ত গভীরাননে,
যোগ্য অধিপতি জেনে আপনাকে সমর্পিয়া
ধরণী চরণতলে পড়ে তব ঘুমাইয়া ।

আঁধারে খুলিয়া হিয়া অর্পিল তোমার পায়
প্রেমের সৌরভ-ভার ; তখন বুঝিনি হায়
তুমি চেয়ে কার মুখ । কোন্ পুষ্প-কুঁড়িটির,
নিভৃত হৃদয় দিয়ে যতনে রেখেছ ঘিরে ।
এখন সে নিজ নিধি দিয়ে প্রভাতের বৃকে
ফেলিয়া শিশির অশ্রু না জানি গেলেছ হুঃখে
কোন্ নিরুদ্দেশে তুমি । ফুরায় জীবন মোর ।

আসিছে আলোক অহি আঁধার করিয়া ভোর,
 পিকগান অলিতান হরষে হিল্লোল লয়ে
 নবফুট হৃদিতরে । তব অন্তরালে রয়ে
 ফুটেছি, যেতেছি ম'রে কিছুই চাহিনা আর ।
 শেষ সুবাসিত বাস প্রণয়ের উপহার,
 দিতেছি অস্তিমে ; ওগো, এ নিখাসে অহুক্ষণ,
 স্নিগ্ধ রহে যেন তব শূন্য অন্ধকার মন ।

('ভারতী', ১৮২৩)

প্রেম

অল্পদাসুন্দরী ঘোষ

তুবান-মণ্ডিত শুভ্র হিমাঙ্গি-অচল,
 কিংবা ঘনঘটাঙ্গলে মূর্তি প্রকৃতির :
 নিকর্মি সাগরবক্ষ, ধীর অচঞ্চল,
 ধ্যানমগ্ন তাপসের মূরতি গস্তীর !
 অথবা নিরুদ্ধবায় বিটপিত্তস্তন,
 উদার সে অলঙ্কারে তারকা-নিকর,
 শাস্ত ছায়াপথ—কবি-মানসমোহন !
 প্রশান্ত চন্দ্রিমা-হাসি স্নিগ্ধ, মনোহর !
 না পশে সেখানে কভু বিলাস-বাসনা ।
 ইন্দ্রিয়-ত্তরকোচ্ছ্বাস মখে না জীবন ।
 নাহি আবিলতা, নাহি স্বার্থের কামনা,
 আমার একত্ব শুধু প্রাণের সাধন !
 অতীন্দ্রিয়, অচপল, সংসারের সার,
 অনাবিল প্রেমচ্ছবি দৃশ্য চমৎকার ।

[১৮২৬-তে রচিত]

(কবিতাবলী, ১২৪০)

মধ্যাহ্ন

সরোজকুমারী দেবী

কেমন হয়েছে প্রাণ অলস আবেশে ।

যেন কি স্বপন ঘোর ছাইতেছে এসে ।

বিষণ্ন অবশ প্রাণে

যেন কি করুণ তানে

বিশ্বের রাগিনী আজি যাইতেছে মিশে ।

নিরালা বিজ্ঞান এই শুরু দুপ্রহরে :

একাকিনী বসে আছি বাতায়ন-পরে ।

সমুখেতে লীলাময়ী

নাচিছে তটিনী অই

ভরা বরষার প্রতি-তরঙ্গের ভরে ।

চারিপাশে শৈলশৃঙ্গ পরশে গগন ।

ঘনশ্রাম বৃক্ষলতা বনানী গহন ।

বরষার অশ্রুজলে

অক্ষুরিত দলে দলে

শুষ্ক শম্পরাশি সব নবীন এখন ।

বন পল্লবের তলে লুকাইয়া কায় ;

ঘুঘু দুটি সকাতরে কোন্ গান গায় !

কাঁপাইয়া ক্ষুদ্র শাখা

নাড়িতেছে আর্দ্র পাখা,

বায়স কর্কশ কণ্ঠে হৃদয় কাঁপায় ।

আমি চেয়ে সমুখের তটিনীর পানে ।

কি যে মোহ বহে যায় কম্পিত পরাণে ।

প্রতি শিলাখণ্ডে পড়ি

কাঁপিছে চঞ্চল বারি

হিল্লোলে কল্লোল তার জাগায় সঘনে ।

কবেকার স্বপ্ন আজি মনে হয় হায় ।

এমনি আছিল সাধ এ ক্ষুদ্র হিয়ায় ।

ক্ষুদ্র মোর গৃহ কোলে

তটিনী বহিবে ছলে

নিবিড় বনানী যেন চারিদিকে ভায় ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

আজ তটিনীর তীরে রয়েছে একেলা ।

স্বদীর্ঘ জীবন আজি কতই নিরালা ।

এ প্রবাস যেন মোর দিতেছে যাতনা যোর
কি স্বদীর্ঘ মনে হয় এ ছপুর বেলা ।

অধীর হৃদয় আজি-ঘুঘুর ও গানে,

তটিনী কি গাথা গায় আজি মধু তানে !

বসিছে শীতল বায় আমার হৃদয় হায় !
কি আবেশে অলসিত হয়েছে কে জানে !

(হাসি ও অশ্রু, ১৮৯৪)

বিতর্কের আত্মসমর্পণ

সরলাবালা সরকার

অতি দূর পর্বত-শিখরে,
গিরি যেথা ঢাকে মেঘ জালে,
নিভৃত আঁধার গুহা কোলে
নির্ঝরিণী ছিল শিশুকালে,
দিন যত যায় দিনে দিনে,
কি যে চিন্তা উঠে তার মনে,
একা একা কুলু কুলু স্বপ্নে,
গান গাহে কারে মনে করে,
গুহা আর ভাল নাহি লাগে,
না জানি সে যেতে চায় কোথা
কে বুঝবে নির্ঝরের ভাষা
কে বুঝবে তার মর্ম-ব্যাথা,
হৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে,
নির্ঝরিণী ছুটে চলে আসে,

কোথা শিলা বাধা দেয় পথে,
 ভুরু-ক্লেপ নাহি তার তা'তে,
 অনন্তের অজানা পথেতে
 ক্ষুদ্র-প্রাণা এক নিৰ্বরিণী
 কোথা যেতে চায় নাহি জানি ।
 পর্বতের শিখর হইতে
 ছুটে এসে শিলাময় পথে
 ক্ষীণ শ্রোতা নিৰ্বরিণী এক
 ঝাঁপায়ে পড়িল হৃদ-শ্রোতে ।
 চাহি দেখিল না আশু পিছু,
 একবার ভাবিল না কিছু,
 দূর হতে ছুটিয়া আসিয়ে,
 একেবারে পড়িল ঝাঁপায়ে ;
 যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাস,
 যৌবনের মধু ভালবাসা,
 যৌবনের গভীর আকাজক্ষা,
 যৌবনের স্তম্ভ হুঃখ আশা,
 সকলই মিশাইল, সে যে
 হৃদ-শ্রোতে ঢালি তনুখানি,
 সরলা সে ক্ষুদ্র নিৰ্বরিণী !

(প্রবাহ, ১৯০৪)

সূর্যমুখা

পঙ্কজিনী বসু

চাহ নাকো প্রতিদান,
 নাই মান, অভিমান,
 মন কথা কয় বুঝি আঁখি মূনে থাকি ?
 নীরব প্রণয় তব একি সূর্যমুখী ?

কেমন নির্লজ্জ মেয়ে ;
 তবু তার পানে চেয়ে
 প্রত্যাখ্যান, অপমান সকল উপেধি,
 “জগতের হিত তরে
 মোর প্রিয় প্রাণ ধরে
 কেমনে আমার হবে”—তাহাই ভাব কি ?
 স্বরগের শ্রেমরাশি একি সূৰ্বমুখী ?
 মন খোলা, প্রাণ খোলা,
 আপনা জগৎ ভোলা,
 সূখ দুঃখ সর্বকালে হয়ে পূৰ্বমুখী
 জানিনা কেমন করে
 থেকে দূর দূরান্তরে
 না পরশি, সাধ পুরে শুধুই নিরখি,
 নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় ব্রত একি সূৰ্বমুখী ।

(স্মৃতিকণা, ১৯০২)

মধুময়

নিস্তারিণী দেবী

কিবা মধুময় হেরি আধ মুকুলিত ফুলে ।
 শিশির কি মধুময় চারু নব উষাকালে ॥
 মধুময় হয় শশী শারদীয় নভঃস্তলে ;
 ধরিত্রী মাধুর্বে ভরা বসন্ত উদয় হলে ;
 প্রভাতে মধুর ধ্বনি বিহগিনী কলরোলে ।
 প্রাবৃট্ মধুর রূপী বিজলী বারিদ-কালে ॥
 নিশীথে বাশরী স্বর জদি নাচে তালে-তালে ।
 শিশুর অক্ষুট রব পরাণে অমিয়া ঢালে ॥

ନବୀନ ମିଳନକାଳେ, ପ୍ରେମେ ମଧୁରିଆ ବଳେ,
ସୋହାଗିନୀ ମଧୁମାଧା କରୁଣ ନୟନ ଭାଳେ ॥
ମଧୁର ଆଧାର ହୃଦି ବିନୟେ ମାରଣ୍ୟ ମିଳେ ॥
ଅରଗ-ମାଧୁରୀ ଝୁଟେ, ପରଦଃଖେ ଶ୍ରୋଣ ଗଳେ ।
ଅରୁପମ ଅତୁଳନ ଦୁଇ ଫୋଟା ଅଞ୍ଚଳାଳେ ॥

(ମନୋଜବା, ୧୨୦୪)

ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳେର ସୂର୍ଯ

ବିରାଜମୋହିନୀ ଦାଶୀ

୧

ମରି କି ମଧ୍ୟାହ୍ନକାଳେ ପ୍ରଥମ ତପନ !
ହେବେ ହେନ ବୋଧ ହୟ ଯେନ ଅଗ୍ନିରାଶି ,
ବ୍ୟାପିଯାଏ ଚତୁର୍ଦିକେ ସବେଗେତେ ଆସି,
ପୋଡ଼ାହିତେ କରେଇେ ମନନ ॥

୨

ପାହୁଗଣ ସେ ତାପେତେ ହିୟା ତାପିତ ।
ନାହି ଚଳେ ପଦ ଯେନ ଜ୍ଞାନଶୂନ-ପ୍ରାୟ,
ଅବିରତ ଶ୍ଵେଦବାସି ବହିଷ୍ଠେଇେ ଗାୟ,
ସଦନେ ଧାହିଇେ ବୁଝୁଛାୟା ସନ୍ନିହିତ ॥

୩

ପଶୁଗଣ ଅଗଣନ ସେ ତପ୍ତ ତାପେତେ,
କୁଧାୟ ଆକୁଳ, ତବୁ ନାହି କାତରାୟ,
ଥାକେ ଯୁତ୍ୟବଂ ପଢ଼ି ବୁଝେଇେ ତଳାୟ ;
ରହେ ସ୍ଵପ୍ତଭାବେ କତ ଗିରି-ଗହ୍ଵରେତେ ॥

৪

এ তাপে বিহ্বল চঞ্চল হইয়া
 রহিতে না পারে স্থির হয়ে তরু 'পরে,
 ব্যাকুল হইয়া ভুলি নিজ মধুস্বরে,
 পত্রের আড়ালে রয়ে নিস্তরু হইয়া ॥

৫

বৃক্ষহীন ক্ষেত্রমাঝে দুঃখী কৃষি-চয় ।
 প্রচণ্ড তপন-তাপ সহি' অবিরত,
 ব্যস্ত চিন্তে আপন কার্ধেতে আছে রত ;
 তা'দের সে দুঃখ ভাবি হয় দুখোদয় ॥

৬

হে প্রচণ্ড দিবাকর, তব এ কিরণ ।
 সদাকাল সমভাবে রহি এ প্রকারে,
 পারে কি সকল জীবে দগ্ধ করিবারে ?
 জানিহ সম্ভব তাহা নহে কদাচন ।

(কবিতাহার, ১৮৭৩)

পঞ্চম খণ্ড
বিষাদ-কবিতা

আত্মবিত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

না বুঝিলে সারমর্ম হায় হায় হায় রে ।
কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর,
যত দেখ আপনার, ভ্রমমাত্র তায় রে ॥

আনার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্মা কই কায় রে :
ইন্দ্রিয় যাহার বশ, ছোট্টে বশ দিক্ দশ,
পরম পীযুষ-রস, সুখে সেই খায় রে ॥

নিজ নাভি-পদ্ম-গন্ধে, মৃগকুল ঘোর ঘন্ডে,
যেমন মনের ঘন্ডে নানা দিকে ধায় রে ॥

সেইরূপ অহুদ্দেশ, করে রত্ন তাহে ছেদ,
ভ্রমিতেছে দেশ দেশ, অবোধের প্রায় রে ॥

কেমন তোমার ভ্রম, মিছামিছি কেন ভ্রম,
করিছ যে পরিক্রম, ফল নাহি তায় রে ।

আর কেন কর হেলা, ভাঙ্গিল দেহেব খেলা,
অতএব এই বেলা ভাবহ উপায় রে ॥

সংসার বিস্তার হাট, দেখিতে হৃন্দর ঠাট,
নাটুয়ার ঘোর নাট সদাই নাচায় রে ॥

ঠাট-নাট বুঝে যারা, নেচে নাহি হয় সারা,
পুতুল না চায় তারা পুতুল নাচায় রে ॥

এ ব্রহ্মাণ্ড যার ভাণ্ড, কে বুঝে তাহার কাণ্ড,
হাটেতে ভাঙ্গিয়া ভাণ্ড কি খেলা খেলায় রে ।

করিয়া কামনা-কল্প, ফাঁদিলে লোভের গল্প,
সেই গল্প নহে অল্প, নাহি তার সায রে ॥

হায় আমি কি করিলাম

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

হায়, আমি কি করিলাম এত দিন ।
দিন যত গত তত, দিন দিন দীন ॥

বৃথায় হইল জন্ম, বৃথায় হয়েছি মৃত,
অতনু-শাসনে তনু তনু অনুদিন ।

ভাবে নাহি ভাবি ভাবি, কার ভাবে মিছা ভাবি,
না ভাবিয়া ভবভাবী, ভেবে হই কৌণ ।

আমার ভাবিয়া সার, হারাইয়া সর্বসার,
কত বা গণিব আর এক দুই তিন ।

সহজে আমার ভাই, সহজে না দেখা পাই,
জলে থেকে পিপাসায় মরে যথা মীন ॥

সহজে যেরূপ কই, সহজে সেরূপ নই,
মিছা করি হই হই হয়ে বোধহীন ।

নাহি হয় অতুল্য, এ দেহ হইলে শব,
কোথা ভব, কোথা রব, কোথা হব লীন ॥

প্রবৃত্তির অজুরোধে, মাতিয়া বিষম ক্রোধে,
এখন আপন বোধে হতেছি প্রবীণ ।

কাল-করী-হরি, হরি, হরিনাম পরিহরি,
বৃথা কেন কাল হরি হয়ে পরাধীন ।

ডাকে প্রভাকর-কর, কোথা প্রভাকর-কর,
প্রকাশিয়া প্রভাকর শুভদিন দিন ॥

(কবিতা-সংগ্রহ)

আত্মবিলাপ

মধুসূদন দাস

১

আশার ছলনে ভুলি' কি ফল লভিহু হায়,
তাই ভাবি মনে ।

জীবন-প্রবাহ বহি' কালসিন্ধু-পানে যায়,
ফিরাব কেমনে ?

দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন—
তবু এ আশার নেশা, ছুটিল না, একি দায় !

২

রে প্রমত্ত মন মম ! কবে পোহাইবে রাতি ?
জাগিবি রে কবে ?

জীবন-উজ্জানে তোর যৌবন-কুসুমভাতি
কত দিন হবে ?

নীরবিন্দু দুর্বাদলে, নিত্য কি রে ঝলমলে ?
কে না জানে অধু-বিষ অধুমুখে সন্তঃপাতি ?

৩

নিশার স্বপন-স্বথে হুঁই যে কি হুঁথ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে ।

কণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে ।

বরাচিকা মরুদেশে, নাশে প্রাণ তুষারক্লেশে ।
এ তিমির ছল সম ছল রে এ কু-আশার ।

৪

প্রেমের নিগড় গড়ি' পরিলি চরণে সাধে ;
কি ফল লভিলি ?

অলস্ত পাবকশিখা-লোভে তুই কাল-কীর্দে
উড়িয়া পড়িলি ?

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ, হায়
না দেখিলি, না শুনিলি, এবে রে পরাণ কাঁদে।

৫

বাকি কি রাখিলি তুই বুঝা অর্থ-অশেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?

কত মাত্র হাত তোর মৃগাল-কণ্টকগণে
কমল তুলিতে ।

নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী ;
এ বিষম বিষজ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে ?

৬

মশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে ?

স্বগন্ধ কুমুদগন্ধে অঙ্ক কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—

মাৎসর্ঘ-বিষদশন, কামড়ে রে অহুষ্কণ !
এই কি লজিলি লাভ অনাহারে অনিদ্রায় ?

৭

মুকুতাফলের লোভে, ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর,

শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিদ্ধ-জলতলে
ফেলিস, পামর ।

ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন,
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে ?

সহে না আর প্রাণে

বিহারীলাল চক্রবর্তী

প্রাণে, সহে না—সহে না—সহে নাক' আর ।

জীবন-কুহুম-লতা কোথা রে আমার !

কোথা সে ত্রিদিব-জ্যোতি,

কোথা সে অমরাবতী,

ফুরাল স্বপন-খেলা সকলি আঁধার !

এই যে হইল আলো,

কই, কই কোথা গেল ;

কেন এল, দেখা দিল লুকাল আবার !

আপনি আকাশ-মাঝে

কেন সেই বাঁণা বাজে,

স্বধাংশু-মণ্ডলে রাজে প্রতিমা তাহার—

ওই দেখ প্রতিমা তাহার ।

মুছ মুছ হাসি হাসি

বিলায় অমৃতরাশি,

করুণা-কটাক্ষ-দানে জুড়ায় সংসার ।

ফুটে ফুটে চারি পাশে

পদ্ম পারিজাত হাসে,

সমীর সুরভিময় আসে অনিবার—

ধীরে ধীরে আসে অনিবার ।

এ নীল মানস-সর,

আহা কি উদারতর,

উদার রূপসী শশী, সকলি উদার !

এখনো হৃদয় কেন

সদাই উদাস যেন,

কি যেন অমূল্য নিধি হারিয়েছে তার ।

বিভূ কি দশা হবে আমার

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূ ! কি দশা হবে আমার—

একটি কুঠারাঘাত, শিরে হানি অকস্মাৎ,
যুচাইলে ভবের স্বপন,—

সব আশা চূর্ণ ক'রে, রাখিলে অবনৌ 'পরে,
চিরদিন করিতে ক্রন্দন ॥

আমার সম্বল মাত্র, ছিল হস্ত পদ নেত্র,
অন্য ধন ছিল না এ ভবে,

সে নেত্র করে' হরণ, হরিলে সর্বস্ব-ধন,
ভাসাইয়া দিলে ভবাবর্ষে ॥

চৌদিকে নিরাশা-টেউ, রাখিতে নাহিক কেউ,
সদা ভয়ে পরাণ শিহরে ।

যখন আগের কথা মনে পড়ে, পাই ব্যথা,
দিবানিশি চক্ষে জল ঝরে ॥

কোথা পূজ়ে কত্যা দারা, সকলই হয়েছি হারা,
গৃহ এবে হয়েছে শ্মশান ।

ভাবিতে সে সব কথা হৃদয়ে দারুণ ব্যথা,
নিরাশাই হেরি মূর্তিমান্ ॥

সব যুচাইলে বিধি, হরে নিয়া চক্ষু'নিধি,
মানবের অধম করিলে ।

বল বিত্ত সব হীন, পর-প্রতিপাল্য দীন,
ক'রে ভবে বাঁধিয়া রাখিলে ॥

জীবের বাসনা যত, সকলই করিলে হত,
অন্ধকারে ডুবায় অবনৌ ;

না পাব দেখিতে আর, ভবের শোভা-ভাণ্ডার,
চির-অস্তমিত দিনমণি ॥

ধরা শূন্য হল জল, অরণ্যভূমি অচল,
না থাকিবে কিছুই (ই) বিচার ।

না হবে নয়নে দৃষ্টি, ভ্রমোন্ময় সব সৃষ্টি,
 দশ দিক্ ঘোর অন্ধকার—
 বিভূ! কি দশা হবে আমার ॥

প্রতি দিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি',
 পুস্কিত করিবে সকলে ।

আমারি রজনী শেষ, হবে না কি ? হে ভবেশ !
 জানিব না দিবা কারে বলে ॥

আর না স্থার সিদ্ধ, আকাশে দেখিব ইন্দু,
 প্রভাতে শিশির-বিন্দু জলে ।

শিশির বসন্তকাল, আসে যাবে চিরকাল,
 আমি না দেখিব কোন কালে ॥

বিহ্ব পতঙ্গ নর, জগতের স্থকর,
 তাও আর হবে না দর্শন,

ধাকিয়া সংসার-ক্ষেত্রে, পাব না দেখিতে নেত্রে,
 দেবতুল্য মানববদন ।

নিজ পুত্র-কন্যা-মুখ পৃথিবীর সার স্থখ,
 তাও আর দেখিতে পাব না,

অপূর্ব ভবের চিত্র, থাকিবে স্বরণে মাত্র,
 স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা ।

কি নিয়ে থাকিব তবে, কি সাধনা সিদ্ধ হবে,
 ভবলীলা ঘুচেছে আমার,

বৃথা এবে এ জীবন, হর না কেন এখন,
 বৃথা রাখা ধরণীর ভার ।

ধন নাই বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
 তুমিই হে আশ্রয়ের সার,

জীবনের শেষকালে সকলি হরিয়া নিলে,
 প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
 বিভূ! কি দশা হবে আমার ॥

(চিত্তবিকাশ, ১৮২৮)

(হেমচন্দ্র ১৮২৭-এর শেষে অঙ্ক হইয়া যান, কবিতাটি তাহার পরে রচিত ।)

জীবন-সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বলো না কাতর স্বরে, বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার
বলে' জীব করো না ক্রন্দন ।
মানব-জন্ম সার এমন পাবে না আর
বাহুদৃশ্তে ভুলো না রে মন ।
কর যত্ন হবে জয় জীবাত্মা অনিত্য নয়
অহে' জীব কর আকিঞ্চন ।
করো না স্বপ্নের আশা, প'রো না দুঃখের ফাঁস
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়,
সংসারে সংসারী সাজ কর নিত্য নিত্য কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয় ।
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির ;
সহায় সম্পদ বল সকলি ঘুচায় কাল
আয়ুঃ যেন শৈবালের নীর ।
সংসার-সমরাজ্যে যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে
ভয়ে ভীত হয়ো না মানব ;
কর যুদ্ধ বীরবান্ যায় যাবে যাক্ প্রাণ
মহিমাই জগতে দুর্লভ ।
মনোহর মূর্তি হেরে অহে জীব অঙ্ককারে
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর ;
অতীত স্বপ্নের দিনে পুনঃ আর ডেকে এনে
চিন্তা ক'রে হয়ো না কাতর ।

সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্বে হও রত
 এক মনে ডাক ভগবান্ ;
 সঙ্কল্প সাধন হবে ধরাডলে কীৰ্ত্তি হবে
 সময়ের সার বৰ্ত্তমান ।
 মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
 হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
 সেই পথ লক্ষ্য ক'রে স্বীয় কীৰ্ত্তিধ্বজা ধ'রে
 আমরাও হবো বরণীয় ।
 সমুদ্র-সাগর-তীরে পদাতক অঙ্কিত ক'রে
 আমরাও হব হে অমর ;
 সেই চিহ্ন লক্ষ্য করে অস্ত্র কোন জন পরে
 যশোঘারে আসিবে সত্বর ।
 ক'রো না মানবগণ বুধা ক্ষয় এ জীবন
 সংসার-সমরাজন-মাঝে ;
 সঙ্কল্প করেছ বাহা, সাধন করহ তাহা
 রত হয়ে নিজ নিজ কাজে ।

(কবিতাবলী, ১৮৭০-১৮৮০)

পরশমণি

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কে বলে পরশমণি অলৌক স্বপন ?

অই যে অবনীতলে পরশমণিক জ্বলে
 বিধাতা-নির্মিত চাক মানব-নয়ন ।
 পরশমণির সনে লৌহ-অঙ্গ-পরদানে,
 সে লৌহ কাঞ্চন হয় প্রবাদ-বচন,—
 এ মণি পরশে যায়, মাণিক বলসে ভায়,
 বরিতে কিরণধারা নিখিল ভুবন ।

কবির কল্পিত নিধি মানবে দিয়াছে বিধি,
 ইহার পরশপুণে মানব-বদন
 দেবতুল্য রূপ ধরি' আছে ধরা আলো করি',
 মাটির অঙ্গেতে মাথা সোনার কিরণ ।

পরশমাণিক যদি অলীক হইত,
 কোথা বা এ শশধর, কোথা বা ভানুর কর,
 কোথা বা নক্ষত্র-শোভা গগনে ফুটিত ?
 কে রাখিত চিত্র করে চাঁদের জোছনা ধরে
 তরঙ্গে মেঘের অঙ্গে এমন মাথায় ?

কে বা এই স্নানীতল বিমল গঙ্গার জল
 ভারত-ভূষণ করি রাখিত ছড়ায় ?
 কে দেখা'ত তরুকুল, নানা রঙ্গে নানা ফুল,
 মরাল, হরিণ, যুগে পৃথিবী শোভিয়া ?

ইন্দ্রধনু-আলো তুলে সাজায় বিহঙ্গ-কূলে,
 কে রাখিত শিখিপুচ্ছে শশাক আঁকিয়া ?
 দিয়াছে বিধাতা যাই এ পরশমণি—
 স্বর্গের উপমাঙ্গল হয়েছে এ মহীতল,

স্বথের আকর তাই হয়েছে ধরণী !
 কি আছে ধরণী-অঙ্গে, নয়নমণির সঙ্গে
 না হয় মানবচিন্তে আনন্দদায়িনী !
 নদীজলে মৌন খেলে, বিটপীতে পাতা হেলে,
 চরে বালুকণা ফুটে, তুণেতে হিম্যানী,
 পক্ষী পাখে উড়ে যায়, কীটেরা শ্রেণীতে ধায়,
 কঙ্করে তুষার পড়ে, ঝিহুক চিকণী ।
 তাতেও আনন্দ হয়— অরণ্য কুঞ্জাটিময়,
 জলন্ত বিদ্যুৎলতা, ভমিশ্রা রজনী ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

অগ্নী-মাণিক এই পরশ-কাঞ্চন !

জননী-বদন-ইন্দু জগতে করুণা-সিন্ধু

দয়াল পিতার মুখ, জায়ার বদন ।

শত শশি-রশ্মিমাখা চারু ইন্দীবর আঁকা

পুত্রের অধর-গুষ্ঠ নলিন-আনন ;

সোদরের স্নেহামল, স্বপ্না-মুখ নিরমল,

পবিত্র প্রণয়পাত্র, গৃহীর কাঞ্চন—

এই মণি পরশনে হয় স্নেহ দরশনে,

মানব-জন্ম সার, সফল জীবন—

কে বলে পরশমণি অলৌক স্বপন ?

(কবিতাবলী, ১৮৭০-৮০)

অস্তিম বাসনা

ছিত্তেছনাথ ঠাকুর

অস্তাচলে গেল গো দিনমণি

আটল রজনী

উঠিল শশধর রজত-রুচি ।

জীবনের স্নেহের দিন—হায়

এমনি চলি যায়

রক্ত-ভক্ত যায় চকিতে চুচি ॥

স্বপ্নায় গো ফুরায় খুসি-হাসি—

পোড়া অদৃষ্ট আসি

অস্তিম ঘবনিকা ফেলিতে বলে ।

খেলা-ধূলা সকলি অবসান—

বহুজন-বয়ান

ভাসে গো অবিরাম নয়ন-জলে ॥

ভাব এক এমনি—মরি হায়
 কি যেন মুহু বায়—
 যাবে চলি' আমার উপর দিয়া ।
 মনে হবে জীবন-যাত্রা মোর
 হইয়ে এল ভোর,
 বিশ্রাম করিবারে চাহিবে হিয়া ॥
 প্রিয় বন্ধু-সকল তোমরা কি
 কাঁদিবে পাশে থাকি
 গোছি আমি এ দুখ প্রাণে না সঁযো ?
 তবে মোর আত্মা যে-আকাশে
 যেখানে থাক্-না সে
 কাঁদিবে তোমাদের দোসর হ'য়ে ॥
 তুমি-ও হে ফেলিও এক বিন্দু
 অধিক নহে বন্ধু
 'একটি-ফোটা শুধু নয়ন-লোর ।
 ফুল-তুলি একটি প্রাণ-প্রিয়
 মোর মাথায় দিও
 সাধ নিটায়ো চেয়েো শয়নে মোর ॥
 পীরিত্তির সোহাগে তল্‌তল
 সে তব অশ্রু-জল
 মোরে তা সঁপি দিতে কর'না লাজ ।
 ত্রিভুবনে আছয়ে ষত মণি
 সবার সেরা গণি'
 রাখিবে করি' তারে মাথার-সাজ ॥

অকালে বিজয়া

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

১

কেন রে অকালে কাল বিজয়া আইল, রে ?
সোনার প্রতিমা মম সহসা ডুবিল, বে ।
হৃদয়ের সিংহাসনে, না তুলিতে সযতনে,
না পূজিতে প্রেমফুলে, এমনি হইল, রে ।
এ কথা কহিব কায়, তুখে বুক ফাটি যায়,
আমাব মনের আশা মনেই রহিল, রে ।

২

তুমি, দেবি, স্বর্গপূবে গিয়াছ ত চলিয়া
অভাগারে অস্থখের ধরাধামে ফেলিয়া,
দেখি সব অঙ্ককার, দেহে বল নাহি আর ;
কি কারণে গেলে মোরে মায়া করি ছলিয়া ?
মনেবে প্রলোধ দিব কোন্ কথা বলিয়া ?

৩

ভ্রমিতেছিলাম আমি সংসার-প্রাস্তরে, রে
মেঘাচ্ছন্ন নিশাকালে চিস্তিত-অস্তরে, রে ।
সহসা হাসিলে তুমি, উজলিয়া মর্ত্যভূমি,
সৌদামিনী হাসি যথা অঙ্ককার করে, রে ।
দেখিতে পেলাম পথ, ভাবিলাম মনোরথ
পথহারা পথিকের এবার পূরিবে, রে ।

৪

পুনরায় কি কারণে লুকাইয়া আঁধারে,
দ্বিগুণ তিমির মাঝে ফেলাইয়া আমারে ?
না পূরিল মনোরথ, পুনঃ হারালেম পথ ;
বিষম সঙ্কটে রক্ষা কে করিবে তাহারে,
আরাধ্য দেবতা, হায়, তেয়াগিল যাহারে ?

৫

একেবারে সুখাশায় জলাঞ্জলি দিয়েছি,
জীবনের অভিলাষ বিসর্জন করেছি,
সেই তপ, সেই ধ্যান, সেই জপ, সেই জ্ঞান,
অন্ত সব বিষয়েতে উদাসীন হয়েছি ;
সেই বেদ, সেই তন্ত্র, সেই গুরু, সেই মন্ত্র,
সেই নাম লয়ে মুখে অবিরত রয়েছি ।

৬

অস্তরেতে সেই মূর্তি নিরন্তর জাগিছে ।
সেই সুমধুর বোল কর্ণে যেন বাজিছে,
বীণার বিনোদতান, বসন্ত-কোকিল-গান
তার সহ তুলনায় মিষ্ট নাহি লাগিছে ।
কুত্রোপি মাধুর্য নাহি, হলাহল বর্ষিছে ।

৭

আমার জীবন, হায়, বিফল হইল, রে ।
আমার মাথার মণি খসিয়া পড়িল, রে ।
আমার হৃদয় ধন, কে করিল বিসর্জন ?
প্রেমের প্রতিমা মম সহসা ডুবিল, রে ।
কেন রে অকালে কাল বিজয়া আইল, রে ।

(কবিতামালা, ১৮৭৭)

একটি চিন্তা

নবীনচন্দ্র সেন

এস এস প্রিয় সখি করনে ! আমার,
বহুদিন করি নাই আলাপ তোমার ।
বারেক আইস প্রিয়ে ! ভ্রমি তব সনে,
নিরখি প্রকৃতিমূর্তি মনের নয়নে ।

কিম্ব আহা ! কে দেখিবে আমিও যেমন,
 শোকবাস্পে পরিপূর্ণ মনের নয়ন ।
 নীরবে কাঁদিছে মন বসিয়া বিরলে,
 অস্তরবাহিনী শ্রোত বহে অশ্রুজলে ।
 কত করি বুঝাইছু মানে না বারণ,
 নিজে না বুঝিলে কেবা প্রবোধিবে মন ?
 কে কবে বেঁধেছে মন ধৈর্যের শৃঙ্খলে ?
 বসনে কে বাঁধিয়াছে জলন্ত অনলে ?
 তাহে স্মৃতি পাপীয়সী ধরিয়া দর্পণ,
 বিগত-জীবন-চিত্র করে প্রদর্শন ।
 যখন আনন্দময়ী জননীর কোলে
 নাচিতাম, হাসিতাম, আনন্দ-হিল্লোলে ।
 যবে স্নেহে, প্রিয়তম সঙ্গিগণ লয়ে,
 নেচে নেচে বেড়াইতাম পুলক হৃদয়ে ।
 কত তুচ্ছ শূদ্রে উঠি প্রফুল্লিত মনে,
 দেখিতাম বিশ্বছবি সায়াক্ষ-পবনে ।
 দোলায়ে বসন্ত-লতা বহিত পবন,
 মর্মরিত পত্রকুল, জুড়াত জীবন ।
 গাইত বিহঙ্গকুল বসিয়া আবাসে,
 গাইতাম, তোমা নাথ ! মনের উল্লাসে
 দেখিতাম দূর নদী রবির প্রভায়,
 জগন্ভূমি-কণ্ঠমূলে স্বর্ণ-রেখাপ্রায় ।
 অতি দূরে আশ্রবন, শ্রোতস্বতী-তটে,
 চিত্রবৎ দেখাইত আকাশের পটে ।
 যবে রবি শোভিতেন ভূধর-কুস্তলে,
 কিংবা যবে শশধর আকাশমণ্ডলে
 হাসিতেন, হাসিতাম বসি নদীকূলে,
 শিক্ষকের হত জালা যাইতাম তুলে ।

নৈশ আকাশের মূর্তি অমল সলিলে,
 দেখিতাম কাঁপিতেছে মলয় অনিলে ।
 কত শত পূর্ণশশী এলো-থেলো হয়ে,
 বিরাজিত স্থনীলাশু-সরিত-হৃদয়ে ।
 কল্লোলিত যবে নীল তরঙ্গিনীচয়,
 নীরবে থাকিত কি হে এ পোড়া হৃদয় ?
 তা নয়, খুলিয়া আছা ! হৃদয়ের দ্বার,
 — দুই ধারে বিগলিত অশ্রু, দুই ধার,—
 গাইতাম তোমা নাথ ! মনের হরষে,
 স্মরিলে, এখনো মন গলে ভক্তিরসে ।
 হা নাথ ! সে দিন মম ফিরিবে কি আর ?
 বসিবে কি নদীকূলে আভাগা আবার ?
 এবে কাঁদিতেছি বসে দুঃখ-নদীকূলে,
 সে সকল স্মৃতি আমি গিয়াছি হে ভূলে ।
 সে সকল সঙ্গী নাই নিকটে আমার ;
 আসিবে কি তারা কভু নিকটে আবার ?
 কেন বা আসিবে ? আহা ! কে আসে এখন
 অভাগার দীন ভাব করিয়া স্মরণ ?
 যতদিন ধরে তরু ছায়া স্মশোভিত,
 কে না হয় ছায়া-আশে তাহার আশ্রিত !
 নিদাঘ-অনলে তারে পোড়ায় যখন,
 ছায়া-আশে, তার কাছে, কে করে গমন ?
 ভয় উপকূল যবে হয় নিমগন,
 কে যায় বল না তারে ধরিতে তখন ?
 নাহি মম সৌভাগ্যের ছায়াপরিসর ;
 শমিপ্রায় হৃদে অগ্নি জলে নিঃস্কর ।
 নাহি সেই দিন মম, নাহি পন জন,
 কে আমারে বন্ধু বলে ডাকিবে এখন ?

হৃদয়ের বন্ধু যারা ছিলেন আমার,
 আমার হৃদয়াকাশ করিয়া আঁধার,
 অন্তপ্রায়, নাহি আর তোষেন এখন,
 করুণ-নয়নে নাহি করেন দর্শন ।
 হেন বন্ধু নাহি মম এই ধরাতলে,
 ভাসিবে আমার দুঃখে নয়নের জলে ।
 “ভাই” বলে “দাদা” বলে ডাকিছু যে সবে,
 গিয়াছে ছাড়িয়া তারা এ জীবিত শবে ।
 ওহে স্মৃতি ! এ সকল দেখায়ো না আর,
 কাঁদায়ে এ অভাগারে কি ফল তোমার ?
 অন্তরে রাখিয়া সব করহ যতন,
 স্মৃদিন হইলে তারা দিবে দরশন ।
 মরিয়া মরমে, জ্বলি চিন্তার অনলে,
 যাইতাম সুখ-আশে সুহৃদমণ্ডলে ;
 ভুলিতাম যত দুঃখ কথায় কথায় ।
 ইথেও বিধাতা বুঝি বিমুখ আমায় ।
 আমার জীবন-পথ করিয়া উজ্জ্বল,
 যে কয়টি তারা ছিল উদ্দিত কেবল,
 দুর্ভাগ্য-জ্বলদাবৃত দেখিয়া আমার,
 লুকায়েছে সব আর দেখা নাচি যায় ।
 হা বিধাতঃ ! এতই কি ছিল তব মনে ?
 কিন্তু আহা ! তোমারে বা দূষিব কেমনে ?
 সংসারের এই গতি যেখানে সেখানে,
 দুরদৃষ্ট যার আহা ! কে তাহারে মানে ?
 তবে কেন করি মিছে সংসার সংসার,
 সংসারের নহি, নহি সংসার আমার ।
 হা নাথ ! দুঃখীর সখা কেহ নাহি আর,
 একই হৃদয় ভূমি জানিলাম সার ।

হতাশ

নবীনচন্দ্র সেন

অকস্মাৎ কেন আজি জলধর-প্রায়,

বিষাদে ঢাকিল মম হৃদয়-গগন ?

দুর্বল মানসত্তায়, ছিল আশা ভর করি,

চিন্তার সাগরে কেন হইল মগন ?

দুঃখের অনলে বৃষ্টি আবার জ্বালায় !

কেন কঁাদে মন আহা ! কে দিবে বলিয়া ?

কে জানে এ অভাগার মনের বেদন ?

অস্তরে আছেন যিনি, কেবল জানেন তিনি,

যে অনলে এ হৃদয় করিছে দাহন ;

কেমনে ঝাঁচিবে প্রাণ এ তাপ সহিয়া ?

কেন কঁাদে মন আহা ! ভাবি মনে মনে,

অমনি মুদিয়া আঁখি নিরখি হৃদয়,

চিন্তার অনল তায়, জ্বলিতেছে চিতাপ্রায়,

দীক্ষিতা পবনবেগে প্রবাহিত হয়,

বিশ্বণ আগুন জ্বলে ঝাঁচিবে কেমনে ?

অমানিশা কালে যথা শোভে নীলাঘর

খচিত-মুকুতাহারে, তারার মালায়,

তেমতি এ অভাগার, হৃদয়েতে অনিশার,

শোভিত শতক আশা, নক্ষত্রের প্রায়,

আজি দেখি সকলেই হয়েছে অস্তর ।

বিষাদ-জলদ-রাশি আসি আচম্বিতে,

ঢাকিয়াছে আশা যত দেখা নাহি যায়,

দরিদ্রতা ভয়ঙ্কর, পিতৃশোক তদুপর,

কেবল জ্বলিছে ভীম দাবানল প্রায়,

তারা সাজাইবে চিতা জ্বায়ন্তে দহিতে ?

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১-৭৭)

৷মাইকেল মধুসূদন দত্ত

নবীনচন্দ্র সেন

কুত্তর, মা বঙ্গভূমি ! এত দিন তব
কবিতা-কানন,

যেই পিকবর-কল উছলিল, বনদল
উছলিত, ব্রজে শ্রাম বাশরী যেমন ।

সে মধু-সখায়ে আজি পাষণ পরাগে,

(কি বলিব, হায় !)

অমৃত্তে মা অনাদরে, বঙ্গকবিকুলেখরে
ভিক্ষুকের বেশে, মাতা, দিয়াছ বিদায় ।

মধুর কোকিল কণ্ঠে—অমৃত লহরী—

কে আর এখন,

দেশদেশান্তরে থাকি, কে 'শ্রামা জন্মদে' ডাকি'
নৃতন নৃতন তানে মোহিবে শ্রবণ ?

তোমার মানস-খনি করিয়া বিদার,

কাল দুর্ভাগ্য,

হরিল যে রত্ন, হায় ! কত দিনে পুনরায়,
ফলিবে এমন রত্ন ? ফলিবে কি আর ?

শূন্য হ'ল আজি বঙ্গ-কবি-সিংহাসন,

মুদিল নয়ন

বঙ্গের অনন্ত কবি, কল্পনা-সরোজ-বধি,
বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন ।

ঔষ্মাণান-দর্শনে

নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকর

দিবসের অবসান ঘোষিছে আরতি,
হাস্যরবে ধীরে গাভী ফিরিছে প্রান্তরে,
কৃষক আবাস-মুখে যায় শ্রান্তগতি
সমর্পিয়া এ জগৎ মোরে ও আঁধারে ।

প্রকৃতির স্নান দৃশ্য পাইতেছে লয়,
রয়েছে সমীর শান্ত স্নগভীর ভাবে,
কেবল ঘুরিছে উড়ি বেগে ঝিল্লিচয়,
বিরামিছে দূর গোষ্ঠ কিক্বিরীর রবে ।

বাসি লতা-পরিবৃত দেউল-চূড়ায়,
উলুকী বিরস মুখে কহে শশধরে,
কেহ যদি আসি কুঞ্জে বিল্ল জনমায়
নির্জন রাজত্বে তার বহুকাল পরে !

ও কক্ষ বটের তলে, তমাল-ছায়ায়,
যথা-জীর্ণ তৃণ-স্তূপে বকুর ভূতল,
রয়েছে বিলীন সবে সংকীর্ণ শয্যায়
এ পল্লীর পিতৃগণ স্বভাব-সরল ।

উষার সুরভি মুখে বায়ুর স্বেদে,
চাতকের কলরবে তৃণময় নীড়ে,
প্রতিধ্বনিময় শিঙ্গা, কুক্কুটের রবে,
দীনশয্যা হ'তে আর জাগাবে না সবে !

গৃহাগ্নি তাদের তরে জলিবে না আর,
গৃহিণী হবে না ব্যস্ত কাজে সঙ্ঘ্যার,
শিশু না আসিবে ছুটি "বাবা এল" ব'লে,
সাধের চুখন লোভে উঠিবে না কোলে ।

কাটিয়াছে শস্য তারা বহু কাল ধরে,
স্বকঠিন কত মাটি জাকিয়াছে হলে,
তাড়াহীত যুগ-পল্ল হরবে প্রান্তরে,
কঠোর আঘাতে তরু ফেলিত ভূতলে ।

হে উন্নতি-অভিমানি, হাসিও না হেরি
তাদের সামান্য সুখ, শ্রম হিতকারী—
কিছা ভাগ্য অকিঞ্চন ; হাসিও না, ধনি,
তুনি দরিত্রের স্বল্প সরল জীবনী ।

বংশের গরিমা কিছা দস্ত ক্ষমতার—
রূপে বা ধনেতে যাহা দেয় এ জগতে—
অপেক্ষিছে সবে শেষ দিন দুর্নিবার—
মৃত্যুই চরম গতি গোরবের পথে ।

হে গর্বিত, দোষিও না তাহাদের তরে
নাহি যদি কীর্তিস্তম্ভ দেউল প্রাঙ্গণে,
বিচিহ্ন খিলানে কিছা মণ্ডপ ভিতরে
নহে যদি যশোগান উচ্চ সংকীর্ণনে !

• জীবনী-অঙ্কিত স্তম্ভ, জীবন্ত মুরতি
ফিরাতে কি পারে দেহে বিগত জীবন ?
জাগে কি নিস্তীব ধূলি স্তনিয়া স্মৃতি ?
স্তবেতে শ্রবে কি হিম মৃতের শ্রবণ ?
দেব-তেজে তেজীয়ান্ কোন মহাজন
হ'তে পারে, অনাদরে নিহিত হেথায়,
সক্ষম যে রাজ্য-ভার করিতে বহন
কিছা জাগাইতে রাগে জীবন্ত বীণায় ।

চির-সুসঞ্চিত নিজ রতন-ভাণ্ডার
ভারতী তাদের তরে না খুলিলা হায়,
সে উষ্ণ প্রতিভা আর আবেগ আত্মার
বিবম দারিদ্র্য-হিমে হ'ল মুতপ্রায় ।

অসংখ্য রতনরাজি বিমল উজ্জ্বল
অগাধ সাগর-গর্ভে রয়েছে তিমিরে,
বিজনে ফুটিয়া কত কুহুমের দল
বিফলে সৌরভ ঢালে মরুর সমীরে ।

[Gray's Elegy অহুসরণে]

(শোকগীতি, ১২০০)

কোথায় যাই !

গোবিন্দচন্দ্র দাস

১

আর ত পারি না আমি নিতে !
করণার মমতার, এত বোঝা—এত ভার
আর আমি পারি না বহিতে ।
এত দয়া অহুগ্রহ, কেমনে সহিব কহ,
আর না কুলায় শকতিতে !
হৃদয় গিয়েছে ভরে, নয়ন উছলে পড়ে,
ধরেনা ধরেনা অঞ্জলিতে ।
ভাসিয়া যেতেছি হায়, করণায় মনঃস্থ,
অলস অবশ সঁতারিতে ।

২

আমারে দিওনা কেহ, আর এ মমতা স্নেহ,
আর অশ্রু পারি না মুছিতে !
এত স্নেহ মমতায়, কত যে যাতনা হায়,
যে না পায়, পারেনা বুঝিতে !
জীবনে করেছি শিক্ষা, শুধু ভিক্ষা শুধু ভিক্ষা,
একটু শিখিনি কারে দিতে ।
কত ভাবি দিব যেহে, দিতে যেহে বসি চেয়ে,
সে ত গো জানেনা ফিরাইতে ।

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !

২

ছুটুকু নাই নারীর বুকে,
মাড়টুকু নাই দিতে মুখে,
ক্ষুধায় কাতর শিশু ছেলে
ধূলায় লুটে চটপট !

শুক চোখ কণ্ঠতল,
এক বিন্দু নাইক জল,
লোল-রসনা, ভীম-লোচনা
চাহিছে নারী কটুমট !
শতছিন্ন বসন গায়,
শত চক্ষে লজ্জা চায়,
এমনি দৈন্ত এমনি দুঃখ,
ঘোটে না মোটে ছালার চট

নীলগিরি নাহি সে খোপা
শুকনা মরা বিল্লা* ছোপা,
তৈল বিনা রুক্ষ কেশ
অস্বতনে শিবের স্বট !

শুক জীর্ণ শ্মশানকালী
সারিন্দার* খোল পেটুটি খালি,
আকাল ভারে বাঁচান মেহ
কাঁকাল-ভাঙ্গা কটিভট !
আমি মর্লে,
তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,
ও ভাই বঙ্গবাসী !

* উল্লেখ।

† পাকা লাউ হইতে নির্মিত একভায়া।

৩

পাখীও ত গাছের ডালে,
 আপন বাসায় শাবক পালে
 আমার নাই সে আশা, নাই সে বাসা,
 কেমন বিপদ, কি সংকট ।
 আমি থাকি পরের বাড়ী,
 নিয়ে ছেলেপুলে নারী,
 নাই যে ডালা কুলা হাঁড়ি
 বাপ-দাদার সে ভাঙ্গা ঘট !
 ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে
 তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !

৪

আমি আজ
 স্বদেশ-চ্যুত বিদেশবাসী
 পরদেশ পর-প্রত্যাশী,
 না জানিয়া মর্লেম আমি,
 ব্যাস-কানী—এ পদ্মার তট !
 দেখিনি এমন দারুণ জা'গা,
 লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা
 তিন পয়সা এক বেতের আগা,—
 কি মহার্ঘ, কি দুর্ঘট !
 আমি মর্লে, তোমরা আমার চিতায়
 দিবে মঠ ।

৫

হেথা, ছলনা বঞ্চনা খালি,
 কে কার ভোগে দিবে বালি ।
 এ কিঙ্কিঙ্কায় সবাই 'বালী'
 আত্মসত্ত্বী মর্কট !

জানেনা এরা সত্য বাক্য,
 ব্যবসা এদের মিথ্যা সাক্ষ্য,
 চোর গেরস্থ ছ'জনারি পক্ষ,
 উভচর সব কর্কট !
 এরা, শিকড়ে শিকড়ে বাঁশি বাঁধা,
 সকল কলার এক ছড়া—কাঁধা,
 এদের, অসাধ্য নাই,—স্বার্থে আঁধা,
 আকাশে 'ব' নামায় বট,
 কুক্ষণে হেথা আসিয়াছি,
 এখন, পলাতে পারলে প্রাণে বাঁচি !
 এরা জহুর চেয়ে অধম পশু
 আত্মগুপ্ত কুর্ম কর্মঠ !
 আমি মর্লে, তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ !

৬

কথার বন্ধু অনেক আছে,
 কথায় তুলে দিবে গাছে,
 বিপদ-কালে পাইনা কাছে
 কেমন স্নেহ অকপট.
 অভাব ছঃখ শুনলে পরে,
 পাছে কিছু চাইব ডরে,
 স্বভাব-দোষে স'রে পড়ে
 চোরের মত দেয় চম্পট !
 কত বন্ধু দেশের নেতা,
 মুখবন্ধ স্বাধীন-চেতা,
 কাজের বেলায় আরেক কেতা
 হৃদয়ঙ্গর ঘোর কপট,
 লেখক মেয়ে অনাহারে ,
 লুঠবে টাকা উপহারে,

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

সাহিত্যের যে কসাই বন্ধু

বিষম ধূর্ত, বিষম শঠ ।

আমি মর্লে, তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ,

ও ভাই বলবাসী ।

৭

যা হোক, আমি শত ধন,

রুতজ্ঞ কুতার্থশল

তোমাদের এ স্নেহের জল

আজ তোমাদের সন্নিকট ।

চিতায় মঠ বা দিবে কেহ,

গড়বে 'স্ট্যাচু' অর্ধ-দেহ,

ছায়া-চিত্র রাখবে কেহ

কেউ বা তৈল-চিত্রপট !

করবে তোমরা শোক-সভা,

চোখে চস্মা খেতজ্বা,

ওষ্ঠে চুকট ধূম্রপ্রভা,

করতালি চটপট,

স্বর্গ কিম্বা নরক হ'তে,

আসব তখন আকাশ-পথে,

দেখতে আমার শোকসভা,

সঙ্গে নিয়ে অলকট !

সত্যই কি লজ্জা শরম

বাঙালীয়ে করেছে বয়কট ?

ভাব

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

বৃথা তোরে ভালবাসা, বৃথা তোরে আরাধনা ।
নিয়ত নির্জনে বসি,
তোরে ওই মুখ-শশী
বৃথায় দিবস-নিশি করিলাম উপাসনা !
একটু একটু করি জীবন করিয়া চুরি,
অনন্তে মিলায়ে গেল কত দিবা-বিভাবরী !
ফুটিল, ঝরিল কত স্বথের কুমুম-কলি,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধ কত উঠিল, ডুবিল ছলি !
আসিয়াছি কি করিতে, কিবা সে করিহু, ওরে ?
মুকুলে জীবন হায় শুকায় পড়িছে ঝরে !
নীতের কাননে মোর সবি শুক তরুলতা ।
ভেবেছিহু তোরে ল'য়ে ভুলিব সকল ব্যথা !
ওই গলা ধ'রে তোরে, জোড়া দিয়ে ভাঙা প্রাণ,
জীবনের কুছাটিকা, গান হবে অবসান ।
জানি না তোরেও ধরে শেষেতে পড়িব ফাঁকি !
বঁলিব যা' মনে ছিল, কই তা ? সকলি বাকী !
গেছে স্বথ, যায় দুখ, নীরবে যেতেছে প্রাণ ;
বুঝাবাসে পারিহু না একটি প্রাণের গান !
এ জনমে কিছু তবে বলা হইল না কথা !
মরমে রহিল ভাব, হৃদয়ে রহিল ব্যথা !

প্রেম-পিপাসা

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

আয় রে, আয় রে, প্রেম-পিপাসা,
মরম-বিজনে লুকায় রাখি !
আমি চির তো-
তুই চির মোর,
তোরে ল'য়ে আমি মুদি এ আঁখি !

ঊনবিংশ শতকের নীতিকবিতা সংকলন

তথ্যেছে প্রশ্ন, আরো সে তথ্যক !

কাটিতেছে হৃদি, আরো ফেটে যাক !

থাক মুখে মুখে,

থাক বৃকে বৃকে,

হাসিতে অশ্রুতে হয়ে মাখামাখি !

নিরাশা আসিছে আশায় মিশিতে,

জগত আসিছে আড়াল দিতে ;—

আয়, আয়, তোরে লুকয়ে রাখি !

আমি চির তোর,

তুই চির মোর,

তোরে হৃদে ধ'রে মুদি এ আঁখি ।

(অশ্রুকণা, ১৮৮৭)

ব'সে ব'সে

গিরীশ্রমোহিনী দাসী

দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে চেউ গনি !

আঁধার রজনী ঘোরা,

আকাশ চন্দ্রমা-হারা,

শিরোপরে মিটি মিটি

জ্বলিতেছে তারাগুলি,

দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে চেউ গনি !

চারিদিক্ পানে চাই,

কূল না দেখিতে পাই,

ধীরি ধীরি মৃদু বেয়ে

আসিছে তরণীখানি,

দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে চেউ গনি !

মধুর সঙ্গীত ভায়,
 ভরী বুকি বয়ে যায়,
 কে তুমি ভরীর মাঝে
 দেখি দেখি মুখখানি ?

দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে চেউ গণি !

একি—আঁধার এ উপকূলে
 কেন গো নামিয়া এলে,
 কিনিতে কি স্নেহ-মূলে
 দুঃখের বাণিজ্য বিণী ?

দুঃখ-সাগরের কূলে ব'সে ব'সে চেউ গণি !

(আভাষ, ১৮২০)

ক্ষোভে

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

ভাঙ্গা শোকের চেয়ে কাল,
 ঘন দুঃখ হ'তে গভীর,
 একি আঁধার তুমি ঢাল
 ওগো জরার বাড়া স্ববির ?
 এখে কঠিনতম বেড়া
 অতি নিবিড় হ'তে নিবিড় ;
 সারা পাতালপুরী-ঘেরা
 এখে যমের জয়-শিবির ।
 হেথা রোদন ব্যথা-ভীতির
 নহে অর্ডনাদে অধীর,
 দূরে কর্ণ দুটি বধির
 দূঢ় পাষণসম বধির ।

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

লোভী	আশার মত তরল নব প্রেমের মত রাধা,
বহে	কথির-খারে গরল ছেয়ে বৃকের নীচু ডাঙ্গা ।
কেন	তুবার-বাধা নদীর তলে স্রোতের ধর গতি ?
মৃত	ভড়ের মাঝে অধীর কেন বাথার জালা অতি ?
যাক	তুণের মত পুড়ে যত শুষ্ক ব্যথা আমার ;
থাক	ভস্মরাশি জুড়ে এই বিশ্বগ্রাসী আঁধার ।
ওগো	শবের বাড়ী শীতল ! ওগো জীর্ণ, ওগো কাল !
গাঢ়	পাতাল হ'তে অতল হন আঁধার-রাশি ঢাল !

(টেংগালি, ১৯১৫)

অন্ধের গান

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

পাখী আমার সাক্ষী আছে, উষা-অরুণ এসেছিল।
কুঞ্জতলে, দীঘির জলে হাসির দীপ্তি ভেসেছিল।
আঁধার ঘরে আমি একা ! আমাকে না দিলে দেখা !
ভুলে গেছে, আগে আমায় কত ভাল বেসেছিল।

শিশির-ধোয়া কুম্ভমরাশির গাল-তরা সেই শুভ্র হাসির
মধুটুকু লুটে নিতে এই কাননের দেশে ছিল ।

তখন আমি ছয়ার খুলে ছুটে গেলাম তরুর মূলে,
আমার হুঃখে গাইল পাখী, বাতাস খানিক ঝসেছিল ।
জানত তাবা আগে মোরে কত ভাল বেসেছিল ।

(হেয়ালি, ১২১৫)

নিবেদন

মুল্লী কান্নকোবাদ

১

ঔঁধারে এসেছি আমি
ঔঁধারেই যেতে চান্ ।
তোরা কেন পিছু পিছু
আমারে ডাকিস্ ভাই !
আমি ত ভিখারী বেশে, ফিরিতেছি দেশে দেশে
নাহি বিত্তা, নাহি বুদ্ধি
শুণ ত কিছুই নাই ।

২

আলো ত' লাগে না ভাল
ঔঁধারি যে ভালাবাসি !
আমি ত' পাগল প্রাণে
কতু কাঁদি, কতু হাসি ।
চাইনে ঔঁধ-ভাতি, চাইনে যশের খ্যাতি
আমি যে আমারি ভাবে
মুন্সু আছি দিবানিশি !

৩

অনাদর—অবজ্ঞায়

সদা তুষ্ট মম প্রাণ,

সংসার-বিরাগী আমি

আমার কিসের মান ?

চাইনে আদর স্নেহ, চাইনে স্থখের গেহ

ফল মূল খাও মোর,

ভর্তুলে বাসস্থান !

৪

কে তোরা ডাকিস্ মোরে

আধ দেখি কাছে আয়

কি চাস আমার কাছে

আমি যে ভিখারী হায় !

ধন নাই, জন নাই, কি দিব কোদেরে ভাই,

আছে শুধু অশ্রু-জল

তোরা কি তা নিবি হায় ! - .

৫

মিলনের মধুরতা

পাবিনে পাবিনে তোরা !

হা হতাশ, দীর্ঘশ্বাস

পাবি হেথা বুক-ভরা !

কেউ ত' না ভালবাসে, কেউ ত'

না কাছে আসে

তোরা কেন রাতদিন

ডেকে ডেকে হলি সারা ?

৬

শোকে তাপে এ হৃদয়

হ'য়ে গেছে ঘোর কালো !

আঁধারে থাকিতে চাই
 ভাল যে বাসিনে আলো !
 আমি যে পাগল কবি,
 দীনতার পূর্ণ ছবি,
 সবি ক'রে 'দূর দূর'
 তোরা কি বাসিস্ ভালো ?

(অক্ষমালা, ১৮২৪)

এ জীবনে পুরিল না সাধ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

এ জীবনে পুরিল না সাধ ভালবাসি—
 এ ক্ষুদ্র হৃদয় হায় । ধরে না ধরে না তায়—
 আকুল অসীম প্রেমরাশি ।
 তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ে আনি,
 রাখি না কেনই যত কাছে ;
 যুগল হৃদয়-মাঝে, কি যেন বিরহ বাজে,
 কি যেন অভাবই রহিয়াছে ?
 এ ক্ষুদ্র জীবন মোর, এ ক্ষুদ্র ত্বন মোর,
 হেথা কি দিব এ ভালবাসা ।
 যত ভালবাসি তাই, আরও বাসিতে চাই,
 দিয়া প্রেম মিটে না ক' আশা ।
 হউক অসীম স্থান, হউক অমর প্রাণ,
 ঘুচে যাক্ সব অবরোধ,
 তখন মিটার আশা, দিব ঢালি ভালবাসা,
 জন্ম-ঋণ করি পরিশোধ ।

(গান, ১২১৫)

সুখের কথা বোলো না আর

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সুখের কথা বোলো না আর, বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি,
দুঃখে আছি, আছি ভাল, দুঃখেই আমি ভাল থাকি ।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যান চোখের দেখা,
দুঃখের হাসি হেসে, মৌখিক ভঙ্গতা রাখি ।
দয়া করে মোর ঘরে সুখ পায়ের ধূলা ঝাড়েন যবে,
চোখের বারি চেপে রেখে সুখের হাসি হাসতে হবে ;
চোখে বারি দেখলে পরে, সুখ চলে যান বিরাগভরে ;
দুঃখ তখন কোলে ধরে আদর করে মুছায় আঁখি ।

(গান, ১৯১৫)

সাধ

মানকুমারী বসু

১

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দু'টো কথা না কহিতে,
দু'টা ব্যয় না চাহিতে,
আপনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ।

২

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
শৈশবের সরলতা,
যৌবনের মধুরতা,
দু'দিনে ফুরায়ে যায় পোড়া মানবের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের ।

৩

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
হুথ, সাধ, শাস্তিগুলি
অকস্মাৎ পড়ে খুলি,
নিভে যায় আশা-বাতি চির-আদরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৪

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
বুকচেরা ধন নিয়া,
পোড়ায় আগুন দিয়া,
শ্মশানে সমাধি করে স্নেহ-প্রণয়ের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৫

মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দয়া-মায়া-মমতায়,
ঢাকিয়া রাখিতে যায়,
পরের চোখের জল উপেক্ষা পরের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৬

মানব দানব বৃষ্টি বিশ্ব-জগতের—
কুটিল কটাক্ষে চায়,
• দুর্বলের রক্ত খায়,
পদাঘাতে ভাঙে বুক দীনকাঙালের,
মানব-জীবন ছাই বড় বিষাদের !

৭

মানব-জীবন ছাই বড় বিবাদের—
 হৃদয়ের পবিত্রতা,
 বিশ্বময় বিশালতা,
 তাই ঢালি করে পূজা হীন অধমের,
 মানব-জীবন ছাই বড় বিবাদের !

৮

কে জানে কি দিয়ে প্রাণ গড়া মানবে
 জরা-মৃত্যু-স্বার্থ-ভরা
 শোক-তাপে বেঁচে মরা,
 পোড়া কপালের ভোগ ভুগিলাম ঢের
 মানব-জীবন ছাই বড় বিবাদের !

৯

এবার তো কর্মভোগ ভুগিলাম ঢের—
 কালের তরঙ্গে ভাসি,
 ফিরে যদি ভবে আসি,
 তুমি শ্রোত আমি ঢেউ হব সাগরের,
 মানব-জীবন ছাই বড় বিবাদের !

১০

কূল হ'য়ে ফুটে থাক স্বপ্ন-সোহাগের—
 আমিও অনিল হব,
 তোমারি সৌরভ ব'ব,
 জুড়াব পরাণ-মন কত তাপিতের,
 এ আমার বড় সাধ চির জনমের !

একা

মানকুমারী বসু

১

একা আমি, চিরদিন একা
সে কেন ছুদিন দিল দেখা ?
 আঁধারে ছিলাম ভাল
 কেন বা জ্বলিল আলো ?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা !
 ভুলে ভুলে ভালবাসা
 ভুলে ভুলে সে ছরাশা
ভুলে মুছিল না শুধু কপালের লেখা ?

২

একা আমি এ অবনীতলে
কেহ নাই “আপনার” ব’লে,
 একাই গাহিব গীতি
 একাই ঢালিব প্রীতি
একাই ডুবিয়া যাব নয়নের জলে !
 সে কেন পরাণে আসে
 সে কেন মরমে ভাসে
কেন ছোট্টে তারি ঢেউ মরমের তলে !

৩

বসন্ত বরষা শীত যারা,
আমার কেহই নয় তাঁরা,
 ভাসিলে নয়ন-নায়ে,
 দেয় না মাথার কিরে,
হাসিলে আসেনা কাছে ঢেলে সুধাধারা

একা আমি একা রই
 স্থখ ছুখ একা স'ই
 সে কেন আমার তরে হ'ত দিশাহারা ?

৪

একা আমি—জগতের পর
 এক পাশে বেঁধে আছি ঘর,
 আমার উঠানে ভুলে
 হাসে না কুহুমকুলে
 ঢালে না কোকিলকণ্ঠ মধুমাখা স্বর ;
 সে, হেন একার ঘরে
 কেন অধিকার করে,
 প্রাণে কেন তারি ছটা ভাসে নিরস্তর ?

৫

একা আমি আসিয়াছি ভবে,
 আমার “দোসর” কেন হবে ?
 শ্মশান-সৈকত-বুকে
 একই ঘুমাব স্থখে
 জগৎ-সংসার মোর শত দূরে র'বে,
 আমারে মমতা-স্নেহ
 দেয়নি—দিবে না কেহ,
 সে কেন আমারি শুধু হয়েছিল তবে ?

৬

একা আমি চিরদিন একা,
 তবু সে ছ'দিন দিল দেখা !
 এখন বাসনা তাই
 কোটি পরমাণু পাই
 তাহারি তপস্বী করি কপালের লেখা ।

তারি লাগি বসুন্ধরা
হাসি-ভরা কারা-ভরা,
জীবনের মূলতত্ত্ব তারি লাগি শেখা !
সে আলোকে আলো পথ
ত্রিদিবের পুষ্পরথ !
ওপারে অনন্তপুরী যায় যেন দেখা !
যে কদিন থাকে প্রাণ
এই ক'রো ভগবান্ !
গাই যেন তারি গান বসি' একা একা ।

(কাব্যকুহ্মাঞ্জলি, ১৮২৩)

হতাশে

মানকুমারী বসু

১

আশায় ছিলাম চেয়ে নীলিমের পানে,
উহঃ ! প্রাণে ছাইল হতাশ !
সে সাধের কুঞ্জখানি ছিল যেইখানে
আজি সেথা পোড়া ছাই পাশ !

২

সহসা তপন-তাপে পড়িল শুকিয়ে,
বসন্তের কুহুম-মুকুল,
হায় রে ! সুখের ঘর পড়িল লুটিয়ে,
ভেঙে গেল স্বপনের ভুল !

৩

আর তো সে ফুল ক'টি সোনালী লতায়
 দেখিব না কখনো ফুটিতে,
 আর তো সে শ্রামা পাখী বকুল-পাতায়
 আসিবে না সে গীতি ঢালিতে !

৪

আর দেখিবে না বুঝি সেই শুকতারী,
 আমি তারে কত ভালবাসি !
 আর খুঁজিবে না বুঝি—নিত্তি খোঁজে যারা
 কেন আমি কাঁদি কেন হাসি ?

৫

সে সরলা আর বুঝি আসিবে না কাছে,
 কহিবে না পরাণের কথা,
 এ মরমে সাধ আশা আছে কি না আছে,
 শুধিবে না সে সব বারতা ?

৬

ডুবিছে ও রাঙা রবি পশ্চিম সাগরে,
 কালি পুন আসিবে ঘুরিয়া,
 আমাদের যাহা যায়—জনমের তরে,
 আসে নাকো কখনো ফিরিয়া ।

৭

পলে পলে ক'য়ে যায় মানব-জীবন,
 সাধিলেও একটু রহে না,
 কেন রেখে যায় স্মৃতি—হতাশা-দহন,
 কাঁদিলেও খুলে তা' বলে না ।

৮

অশনি, ভূতঙ্গ, বাঘ—যত হলাহল
গড়ি' বিভো ! ভালই করেছ,
আমার মনের খেদ একটি কেবল,
কেন নাথ ! “হতাশা” গড়েছ ?

৯

জীবন্ত শরীরে দিলে জলন্ত অনলে
মরে নর যেই যাতনায়,
অসহ হতাশ-জ্বালা তারো চেয়ে জ্বলে
তারো চেয়ে আরো ব্যথা পায় !

১০

ছুটিছে শ্রামা হৃন্দরী কপোতাক্ষী নদী
হ'কুল উছলি' ঢেউ বয়,
আমার এ হতাশার সীমা নাই যদি
• ঝাঁপ দিয়ে পড়িলে কি হয় ?

(কাব্যকুহুমাজলি, ১৮৯৩)

কবির আশ্রানে

মানকুমারী বসু

এখানে আসিছ যারা
নীরবে কহিও কথা,
দেখো যেন ভাঙে না কো
এ গভীর নীরবতা ।

নীরব নিজন এ যে
 বড়ই নিরালা ঠাই ।
 স্থখে দুখে বড় কথা
 এখানে কহিতে নাই ।
 হেথা নিতি ধীরে আলো,
 দেন শশী দিবাকর,
 সাবধানে শ্রাম ছায়া
 করে নব জলধর :
 চুপে চুপে ফুল ফোটে,
 ধীরে ধীরে বহে বায়,
 মায়ের আঁচলে হেথা
 “মাজুমণি” ঘুম যায় ।
 সে বড় “দুঃস্বপ্ন” ছিল,
 মানিত না বাধা-রাশি,
 ছুটিত ত্রিদিব-পথে
 হাতে লয়ে সাধা বাঁশী
 কত সে জানিত খেলা,
 কত কি গাহিত গান,
 পূরবী ঋষাজে কত
 কাঁদা’ত মানব-প্রাণ ।
 কখনো আকাশে উঠি
 দাড়ায়ে মেঘের ’পরে
 মেঘনাদ—বজ্রনাদে
 কাপাইত চরাচরে ;
 শারদ জ্যেষ্ঠনা-সম
 কভু বা হাসিত হাসি,
 নয়ন-দিঠিতে তার
 বসন্ত আসিত ভাসি ।

বড়ই “দুঃস্বপনা”

করিত সে দিনে রেতে,

তাই মা রেখেছে ঢেকে

স্নেহের অঞ্চল পেতে ।

দারুণ আতপ-তাপে

তাপিত কোমল প্রাণ,

শ্রামল স্নন্দর ছটা

হয়েছিল কত স্নান !

সকালে সকালে তাই

রেখেছে মা ঘুমাইয়ে,

শীতল কোমল কোল

দেছে তারে বিছাইয়ে ।

স্বখে দুখে গোলমাল

এখানে কোরোনা কেহ,

ঘুমায় মায়ের বাছা

আমারে ঘুমাতে দেহ ।

যে খেলা খেলেছে শিশু

গেয়ে গেছে যেই গান,

জননীর বৃকে বৃকে

উঠিছে তাহারি তান ;

সে গীতি যে স্রধা-মাখা

অফুরন্ত চিরদিন,

জননী হারিয়ে গেছে

ভূমিতে শিশুর ঋণ ।

আকাশের দেবতা বক্ষ

গাছিছে সহস্র মুখে,

অমর অক্ষরে লেখা

রয়েছে বস্রধা-বৃকে—

উনবিংশ শতকের শ্রীতিকবিতা সংকলন

ভারতীয় বরগুত্র,

কাব্য-কমলের রবি

বঙ্গ-কবি-শিরোমণি

শ্রীমধুসূদন কবি ;

জনম সাগরদাঁড়ি

কপোতাক্ষী-নদী-তীরে

কেমনে বলিব আর

গোড়া আঁধি ভাসে নীরে ;

এখানে আসিবে যারা

নীরবে কহিও কথা,

ভুলে যেন ভেঙে না কো

এ মধুর নীরবতা ।

নীরবে ফেলিও অশ্রু,

নীরবে মাগিও বর,

স্বরগে আরামে থাক্

শ্রান্ত বঙ্গ-কবিবর ।

(কনকাজলি, ১৮২৬)

(কবিবর মধুসূদন দত্তের স্মরণার্থ ষাট্টিশ সাংবাৎসরিক বন্ধু-সমাগম উপলক্ষে
সমাধি-স্থলে পঠিত ।)

এই কি জীবন ?

মানকুমারী বসু

১

এই কি জীবন ?—

এই যে কঙ্কর-স্তূপ,

বিষাক্ত আগ্নেয় কূপ,

দরিত্রের দীর্ঘশ্বাস, ভূজঙ্গ-দশন,

বিধবার শোক ক্লাস্তি,
কলুষের শেষ শ্রান্তি,
বিরহীর হতাশাস—একি এ জীবন ?

২

এই কি জীবন ?—
এই জীবনের তরে,
মানবেরা বাঁচে মরে
এত বাদ-বিসম্বাদ, এত কোলাহল ?
এই জীবনের লাগি
এত কাল ভিক্ষা মাগি,
এরি লাগি গর্জে সিদ্ধ, বিস্তারে অনল ?

৩

আসুক বিপুল উষা—
পরিয়া কুহম-ভূষা,
অথবা আসুক নিশা তিমির-বাসনা ;
বিশ্বকাব্য-পরিচ্ছেদে
• নিত্য ছয় রিপু ভেদে,
প্রকৃতি জাগাক চিতে অভূত কামনা ;

৪

হোক সুখ হোক দুখ
হাসি বা বিষণ্ণ মুখ,
আলো বা আঁধার ঘোর থাকুক ঘিরিয়া ;
নিন্দা কিম্বা যশোগীতি
জগৎ গুণাক' নিতি,
প্রীতি বা ঘৃণার রাশি দিকনা ঢালিয়া ;

৫

আমার “অদৃষ্ট-লেখা”
আমারে দিবেনা দেখা—
আমি না পড়িতে পারি জীবন-কাহিনী ;

এমনি পরাণ-পণে,
যুঝিব ভাগ্যের সনে,
বহিব অজ্ঞের আজ্ঞা দিবস-যামিনী ।

৬

এমনি রহিব অন্ধ,—
জানিব না ভালমন্দ,
বুঝিব না কেন জন্ম শুভকর্ম কিসে ।
না জানি কিসের তরে,
প্রাণ হাহাকার করে,
কোথা সে অমৃত-সুধা, কেন জলি বিধে !

৭

সে শুভ মাহেস্ত্রক্ষণ,
জীবনে না প্রয়োজন,
আমারে দিলেনা নাথ, কীদ্বালে কেবল ;
সে রহস্ত্র নহে জ্ঞেয়,
তাই আমি হেন হেয়,
তাই মোরে পায়ে দলে মম “কর্মফল” ?

৮

কোথা কোন স্মরণভাতে
বসিয়া তোমার সাথে,
শিখিলাম ধর্মাধর্ম কোন্ তপোবনে ;
কিবা শুভাশীষ দিয়া,
দিলে হেথা পাঠাইয়া,
আজি যে সে সব কিছু পড়ে নাক’ মনে !

৯

ভুলিয়া সে মহামন্ত্র,
ছিঁড়িয়া নির্বাণ-তন্ত্র,
সংসার-বালুকারণ্যে বেড়াই কাঁদিয়া,

আর কি করুণা করে,
সে স্নেহ আদর ভরে,
জীবনের মহাতত্ত্ব দিবে গো বলিয়া ?

১০

আর কি কখন নাথ !
পাইব তোমার সাথ,
এ দীর্ঘ অচেনা পথে হবে কি মিলন ?
বিশ্বে মাথা মধুরতা
জনমের সার্থকতা,
বুঝিব সে শুভক্ষণে অমূল্য জীবন ?

(বিভূতি, ১২২৪)

বেলাংশেষে

মানকুমারী বসু

১

জগদীশ !
কত যুগ হল শেষ
আসিয়াছি এ বিদেশ,
কোথা হে স্বদেশী সখা হৃদয়ের ধন !
কোথা তুমি হে আত্মীয় !
চিরানন্দ চিরপ্রিয় ।
খুঁজিছ না—ডাকিছ না, এ আর কেমন ?

২

এ দেশে বিফল “সেহ”
দোসর হল না কেহ,
শুধুই তোমারে ভুলে পাতিলাম খেলা ;
আজি দেখিলাম সবি,
পশ্চিমে পড়িছে রবি,
অবনী জবাব দিল, “ফুরায়েছে বেলা” ।

৩

ফিরে দেখি আমি একা,
 মুছিয়াছে সব রেখা,
 সাধের বাঁধন যত গিয়াছে খসিয়া ;
 শূন্যময় মরুভূমি,
 তাই ডাকি কোথা তুমি,
 কি স্থখে ছিলাম বেঁচে তোমারে তুলিয়া !

৪

বুঝিলাম এতদিনে,
 সবি মিছা তোমা বিনে,
 সংসারের স্নেহদয়া সকলি অসার,
 স্নহদের বেশ খ'রে,
 গোপনে শত্রুতা করে,
 ধন, যশঃ, প্রাণশশী, নির্ভয় সংসার ।

৫

শত শত ক্রটি খোঁজে,
 পরে স্বার্থপর বোঝে, —
 ধনীর শরণাগত, দরিদ্রে নিদয়,
 শিথিয়া মহত্বভাণ,
 নাশিছে ক্ষুদ্রের প্রাণ,
 এমনি দেখিছু নাথ, সংসার-হৃদয় !

৬

আর কাজ নাহি ভবে,
 দেশে যদি যেতে হবে
 কেন গো "করণা-ভিক্ষা"—সেখে কেন মান ?
 চোখে কেন অশ্রুধার,
 বুকে কেন হাহাকার,
 আমারি রয়েছে যদি বিশ্ব—ভগবান !

৭

জগৎ ঠেলেছে পায়,
 মা আমারে নাহি চায়,
 তাই মনে হয় এটা বড় 'শুভদিন' ;
 সবারি যে হয় স্মৃণা,
 কেহ নাহি তোমা ভিন্ন,
 হোক সে অভাগা পাপী পঙ্কিল মলিন ।

৮

স্নেহে মুছি মলা ধূলি,
 তুমি নেবে কোলে তুলি,
 তুমি ভেঙে দিবে তার ভ্রাস্ত্রিময়ী খেলা ;
 গণিয়া সে ভাবী দিন,
 রব আর কতদিন,
 কখন ডাকিবে মোরে ফুরাল যে বেলা !

(বিতৃতি, ১২২০)

স্মৃতি-পূজা

মানকুমারী বন্দু

মাইকেল মধুসূদনের সমাধি-স্মৃতি-উৎসব উপলক্ষে)

নব আঘাটের আজি নব কাদম্বিনী
 গরজিছে গুরু গুরু, পড়িছে উছলি
 কার এ প্রাণের ব্যথা বারিধারা-রূপে ?
 কার এ স্মরণ্য স্বাস উঠিছে উচ্ছ্বসি
 নীরবে শোকের ভরা আকুল পবনে ?
 স্থখের স্বপন কার ভাগয়া অকালে
 আঁধার করিয়া দেছে ধরণী-মাধুরী ?
 কি শুনিবে ভাই পাহ ! প্রাণান্ত বেদনা ?

অভাগিনী বকযাতা হারাইল হেথা
 ভারত-গৌরব পুঞ্জ শ্রীমধুসূদনে !—
 আসে ভাই খুঁজিবারে বরষে বরষে
 সে অমূল্য মহারত্ন—কাঙালের ধন !
 —তারি অশ্রু, তারি ব্যথা, তারি হাহাকার,
 তারি আকুলতা আজি আবরিছে ধরা ?
 যেমতি পরশুরাম মাত্ত্ববধ-পাপে
 স্নানি তীর্থ ব্রহ্মপুত্রে পাইলা নিস্তার—
 (লভিলা বিধির বর) আজিরে তেমতি
 বন্ধের সন্তান মোরা হৃদি-রক্ত দিয়া
 রুত্তরতা মহাপাপ ফেলিব প্রক্ষালি !
 তুমি কি আসিবে ভাই, ভক্তি-অশ্রুজলে
 অনাদৃত দেবে আজি করিতে তর্পণ ?
 গাই তবে প্রাণ খুলে কাঁপায় গগন ;
 “বন্ধের গৌরব-রবি শ্রীমধুসূদন ।”

• (বিভূতি, ১২২৪)

শোকগাথা

মানকুমারী বসু

(হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত)

১

অই ! অই ! অই !—

গরজে জীমূত-মন্ত্র,

“বান্দালীর হেমচন্দ্র,—

অভাগীর হৃদিরত্ন অকালের ধন,

আর নাই ! আর নাই !”

কি আর শুনিবে ভাই,

জননীর সর্বনাশ করেছে শমন ।

২

দেখিছ উষার রবি,
 রুচির উজ্জল ছবি,
 ভূতলে ঢালিয়া দিল কনক-কিরণ ,
 পরশ পরশি ধরা,
 হইল সুবর্ণতরা,
 গিরি নদী তরু ভরা কবিত-কাঞ্চন ।

৩

তারপরে দুপ্রহর
 রাজবেশ প্রভাকর,
 তারি আলো—তারি ছটা যেই দিকে চাই,
 তারি রূপে বসুন্ধরা
 হইল আনন্দভরা,
 তারি আধিপত্য বিনা আর কিছু নাই ।

৪

হায় রে সায়্যাহে এ কি,
 সেই দিনমণি দেখি
 শৌর্ধ বীর্য দীপ্তি ছটা দিয়াছে বিতরি ;
 ভূপতি সাজিল যোগী
 সুখ-ভোগে নহে ভোগী,
 চলিল অনন্তধামে সব পরিহরি ।

৫

ভারতীর প্রিয় ছেলে !
 তুমিও তেমতি এলে,
 বকের হৃদয়াকাশে তরুণ-তপন ;
 সোনার কিরণ লাগি,
 সাহিত্য উঠিল জাগি,
 হাসিল সোনালী ছটা জুড়াল নয়ন !

৬

যৌবনে সূর্যের মত,
 উত্তম উৎসাহ কত,
 ভাগ্য, বশঃ, বিছা, ধন করিলে অর্জন ;
 অভাগিনী বজমা'য়ে,
 সাজালে কবিতা-হারে,
 শুনাইলে বৃদ্ধ-বধে অশনি-গর্জন !

৭

“দশমহাবিছা” রূপ,
 দেখাইলে অপরূপ !
 মায়াময়ী “ছায়াময়ী” দেখিল উল্লাসে ;
 বিধবা, কুলীন, মেয়ে,
 তাহাদের মুখ চেয়ে,
 কাঁদিলে কতই ক্ষোভে মনের হতাশে !

৮

“ভারত-সঙ্গীত” গাথা—
 প্রাণের গভীর ব্যথা
 ঢালিলে দীপক রাগে জ্বালায়ে অনল ;
 জননীর স্ত-সন্তান,
 সরল উদার প্রাণ,
 স্বদেশ-প্রেমিক, চিত্ত সরল কোমল

৯

হায় ! তুমি ভাগ্য-শেষে,
 সায়াক্ষ-সূর্যের বেশে,
 পুণ্য বারাণসী ধামে করিলে প্রয়াণ,
 তথাপি সৌভাগ্য মানি,
 সম্মানিত বৃত্তি দানি,
 রাখিলা বৃটিশরাজ, কবির সম্মান !

ধন, মান, ভাগ্য, বশঃ
 চির দিন নহে বশ,
 নেত্রের দৃষ্টি-শক্তি তাও হারাইয়া,
 সঙ্ঘার তপন-বেশে,
 গেলে চলি দেবদেশে,
 রহিল ধরার সব ধরায় পড়িয়া !

১১

যাও যাও কবির !
 আছে আনন্দের ঘর,
 ব্যথিত তাপিত প্রাণ পাইবে সাব্বনা ;
 ডাকিছে ত্রিদিববাসী,
 ভূম্বিতে অমৃত-রাশি,
 ডাকিছে স্নেহের কোলে শ্বেত-পদ্মাসনা ।

যাও যাও কবির
 সর্ব-শোক-রোগহর
 অজয় অমরপুর, শাস্তির সদন ;
 ভূতলে যা রেখে গেলে,
 সহস্র মরণ এলে,
 মরিবে না, ভাঙিবে না, যাবে না কখন

সুখ কামিনী স্বায়

নাই কিরে সুখ ? নাই কিরে সুখ ?—

এ ধরা কি শুধু বিবাদময় ?

যাতনে জলিয়া কাঁদিয়া মরিতে

কেবলি কি নয় জনম লয় ?—

কাদাতেই শুধু বিশ্বরচয়িতা

পূজেন কি নরে এমন করে ?

মায়ায় ছলনে উঠিতে পড়িতে

মানবজীবন অবনী 'পরে ?

বল্ ছিন্ন বীণে, বল উঠে:স্বরে,—

না,—না,—না,—মানবের তরে

আছে উচ্চ লক্ষ্য, সুখ উচ্চতর,

না সৃজিলা বিধি কাদাতে নরে ।

কার্যক্ষেত্র ওই প্রশস্ত পড়িয়া,

সমর-অঙ্গন সংসার এই,

যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ ;

যে জিনিবে সুখ লভিবে সেই ।

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি

এ জীবন মন সকলি দাও,

তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?

আপনার কথা ভুলিয়া যাও ।

পরের কারণে মরণেও সুখ ;

'সুখ' 'সুখ' করি কেঁদনা আর,

যতই কাঁদিবে, ততই ভাবিবে

ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার ।

গেছে যাক্ ভেঙ্গে সুখের স্বপন

স্বপন অমন ভেঙেই থাকে,

গেছে যাক্ নিবে আলোয়ার আলো

গৃহে এস আর ঘুর'না পাকে ।

যাতনা যাতনা কিসের যাতনা ?

বিবাদ এতই কিসের তরে ?

যদিই বা থাকে, যখন তখন

কি কাজ জানায়ে জগৎ ভ'রে ?

লুকান বিবাদ আঁধার অমায়

মুহুভাতি নিশ্চ তারার মত,

সারাটি রজনী নীরবে নীরবে

ঢালে স্নমধুর আলোক কত !

লুকান বিবাদ মানব-হৃদয়ে

গস্তীর নৈশীথ শান্তির প্রায়,

ছরাশার ভেরী, নৈরাশ চাঁৎকার,

আকাজ্জফার রব জ্বাড়ে না তার ।

বিবাদ—বিবাদ—বিবাদ বলিয়ে

কেনই কাঁদিয়ে জীবন ভরে' ?

মানবের মন এত কি অসার ?

এতই সহজে হুইয়া পড়ে ?

সকলের মুখ হাসি-ভরা দেখে

পারনা মুছিতে নয়ন-ধার ?

পরহিত-ব্রতে পারনা রাখিতে

চাপিয়া আপন বিবাদভার ?

আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে

আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,

সকলের তরে সকলে আমরা,

প্রত্যেকে আমরা পরের তরে ।

দিন চলে যায়

কাহিনী রায়

একে একে একে হায় ! দিনগুলি চলে যায়,

কালের প্রবাহ পরে প্রবাহ গডায়,

সাগরে বৃন্দ মত উন্মত্ত বাসনা যত

হৃদয়ের আশা শত হৃদয়ে মিলায়,

আর দিন চলে যায় ।

জীবনে আঁধার করি, কৃতান্ত সে লয় হরি

প্রাণাধিক প্রিয়জনে, কে নিবारे তায় ?

শিখিল হৃদয় নিয়ে, নর শৃঙ্গালয়ে গিয়ে,

জীবনের বোঝা লয় তুলিয়া মাথায়,

আর দিন চলে যায় ।

নিখাস নয়নজল মানবেব শোকানল

একটু একটু করি ক্রমশঃ নিবায়,

যতি শুধু জেগে রহে, অশীত কাহিনী কহে,

লাগে গত নিশীথের স্বপনের প্রায় ।

আর দিন চলে যায় ।

(আলো ও ছায়া, ১৮৮২)

হৃদয়-শঙ্খ

অক্ষয়কুমার বড়াল

তুচ্ছ শব্দসম এ হৃদয়

পড়িয়া সংসার-তীরে একা—

প্রতি চক্রে আবর্তে রেখায়

কত জনমের স্মৃতি লেখা ।

আসে যায়—কেহ নাহি চায়,

সবাই খুঁজিছে মুক্তামণি ,

কে শুনিবে হৃদয় আমার
 ধ্বনিছে কি অনন্তের ধ্বনি !
 হে রমণী, লও—তুলে লও,
 তোমাদের মঙ্গল-উৎসবে—
 একবার ওই গীতি-গানে
 বেজে' উঠি হুমঙ্গল হবে !
 হে রথী, হে মহারথী, লও,
 একবার ফুৎকার' সরোষে—
 বল-দৃপ্ত, পরশ্ব-লোলুপ
 মরে' যাক এ বজ্র-নির্ধোষে ।
 হে যোগী, হে ঋষি, হে পূজক,
 তোমরা ফুৎকার' একবার—
 আহুতি-প্রণতি-স্তুতি আগে
 বহে' আনে আশীর্বাদ-ভার !

শব্দ, ১২১০)

মৃত্যু

অক্ষয়কুমার বড়াল

এই কি জীবন ?
 এত শ্রম—এত ভ্রম—এত সংঘর্ষণ ।
 কত-না কামনা করি'
 আকাশ-কুম্ব গড়ি ?
 কত গর্ব—অহঙ্কার—কত আশ্ফালন !
 ধরা যেন পায়ে ঘুরে,
 পড়ে থাকি বিশ্ব জুড়ে,
 আপন মহিম্ন-স্তবে আপনি যগন ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

তার পর, এ কি আঙ্গু—নির্ঘেব গগন
 মধ্যাহ্ন মধুর অতি,
 সমীরণ ধীর-গতি,
 রচিতেছি নিজমনে দিবস-স্বপন ;
 সহসা কি ভয়ঙ্কর
 শত বজ্র কড় কড় !
 প্রিয়জননে আঙুলিতে কত প্রাণপণ ।
 নিমেষে নন্দন-বন অশান ভীষণ !
 বিশ্বাসিতে হয় ভয়,
 তবু বিশ্বাসিতে হয় !
 আঁধি হতে গেছে মুছে কুহক-অঙ্গন ।
 স্বপ্ন-স্বপ্ন গেছে টুটে,
 হৃদয় ধূলায় লুটে,
 মুখে নাহি কথা সরে—ঝরে না নয়ন ।
 অহো, কি মানব-ভাগ্য—কি পরিবর্তন ?
 ধরা—জড় পরমাণু,
 প্রাণ—বজ্রদণ্ড স্থাপু,
 বহি এক কি দুর্বহ নিরাশ্রয় মন—
 মরিতে পারিলে বাঁচি
 শ্বাসে শ্বাসে মৃত্যু যাচি,
 দূরে—দূরে সরে যায় নির্দয় মরণ !
 কাহার স্বপ্নন এই নগণ্য জীবন ?
 এ কি শুধু প্রেহেলিকা ?
 ওই আলোয়ার শিখা
 জলিতে—জলিতে গেল নিবিয়া যেমন ।
 বাঁধিতে বাঁধিতে স্থর
 সপ্তস্বর শতচুর !
 মেলিতে—মেলিতে আঁধি মিলাল স্বপন ।
 এই প্রাণ !—এর লাগি কত-না যতন !

কামে ক্রোধে সধা অন্ধ,
লোভে মোহে কত বন্দ,
কত না মাৎসৰ্য-মদে জগত-মর্ষণ !

কত আধি ব্যাধি সহি,
কত দুঃখ ক্লেশ বহি,
হৃথ-ভ্রমে করি কত অভাব সৃজন !
এই কি এ জগতের স্তম্ভ বিবর্তন ?
এই হাড়ে হাড়ে শোক
দেখাবে কি পুণ্যালোক ?
ভূমিকম্প—ঘূর্ণীবাত্যা কি করে সাধন ?

স্বর্ণমন্দিরের চূড়া
বজ্রাঘাতে করি' গুঁড়া,
পাতিব অন্ধারে ভস্মে কোন্ দেবাসন ?
কোন্ অপরাধে এই কঠোর শাসন ?
কোন্ পিতা পুত্র প্রতি
এমন নির্দয় অতি ?

• আমিও ত করিতেছি সন্তান পালন—

কত রাগি চোখে মুখে,
তখনি ত টানি বুকে,
মুছাতে নয়ন তার—মুছি ত আপন !
এ নহে দেবের দয়া—দৈত্যের পীড়ন !

গিয়াছে প্রাণের সার,
মর্মে মর্মে হাহাকার,
নিরাশার অন্ধকার ঘেরিয়া ভুবন !

মরণের পথে আজ,
দূরে ফেলি ঘৃণা লাজ—
কে দেবতা তার হান করিবে পূরণ ?
কই শোকে সমাধাস—স্নেহ-নিদর্শন ?

উনবিংশ শতকের সীতিকবিতা সংকলন

কত শোভা বুকে ধরি'
 অকালে সে গেল ধরি'—
 কে দেবতা স্মরি স্মরি'—করিল রোমন ?
 বুঝা আসি, বুঝা যাই,
 কিছুই উদ্দেশ্য নাই ;
 উদ্দেশ্য-সম মৃত্যু-সিদ্ধ করি সম্পূরণ ।
 এ যে অদৃষ্টের শুধু নির্মম পেষণ ।
 যায় দিন যায় পায়,
 স্থখ যায়, দুখ যায় ;
 কত আসে, কত যায়—কে করে গণন !
 যায় দিন—যায় আশা,
 যায় প্রীতি ভালবাসা,
 ভাবনা, ধারণা, স্মৃতি, কল্পনা, স্বপন ।
 যায় দিন—যায় জীব, নি-স্তার গগন ;
 শতধা বিদৌর্গ ভাঙ্গ,
 স্তম্ভ অণু পরমাণু ;
 স্থপ্ত শশী, স্থপ্ত ধরা—উদ্দীপ্ত মরণ !
 বিধাতা নিরুদ্দেশ-দৃষ্টি
 হেরিছে তাহার সৃষ্টি
 মরণের স্তরে স্তরে করে আরোহণ ।
 হৃদি-হীন বিধির কি দুর্বোধ স্বজন !
 নাহি বুঝে নিজ শক্তি,
 নাহি লক্ষ্য আহুরক্তি,
 নাহি অস্তভব-ভূমি—স্বন্দ্র দরশন ;
 উন্নত কবির মত,
 গড়ে ভাঙ্গে অবিরত
 ল'য়ে এক অক্ষ শক্তি—কল্পনা ভীষণ ।

অশোচ

অক্ষয়কুমার বড়াল

মৃত্যু ! — প্রতি-দিবস ঘটনা ;
তাহে কেন এত শোক ?
সবাই মরিবে, সবারি মরেছে,
চিরজীবী কোন্ লোক ?
পিতা ভাবে,—কবে অবসর ল'বে,
পুত্র তার হ'লো কৃতী ;
কর্মক্ষেত্রে যুরে আজো বৃদ্ধ পিতা
ল'য়ে শোক-দীর্ঘ স্মৃতি ।
স্ববিরা জননী, একই বাছনি
পূজা না হইতে শেষ,—
পথে পথে ওই ছুটে পাগলিনী,
• আলুথালু, রুক্ষ কেশ ।
বিধবা ভগিনী পথ চেয়ে রবে
বুঝিবে না কোনমতে—
মাতাপিতৃহীন ক্ষুদ্র ভ্রাতা তার
সেই যে গিয়াছে পথে !
দেশে আসে পতি নবীনা যুবতী—
বুকে না আনন্দ ধরে ;
কূলে ডোবা তরা, ধরাধরি করি'
বিধবায় আনে ঘরে ।
বিব্রত জনক, মাতৃহীন শিশু
কিছুতে নাহি যে ভোলে—
পথে পথে যাবে, ঘোমটা দেখিবে—
কাঁদিবে 'মা—মা' বলে ।

ঘরে ঘরে মৃত্যু— শোক হাহাকার

আমার একেলা নয় !

সবাই সহিছে, আমিও সহিব,

সময়ে সকলি নয় ।

কারা ছিল কাল ? কে আমরা আজ ?

পরশ আসিবে কারা ?

হাসিয়া কাঁদিয়া অন্ধ মৃত্যু মুখে

ছুটিছে জীবন-ধারা ।

কোথায় মিলার ? কে জাগে কোথায় ?

কোথায়—কোথায় প্রিয়া !

আকুলিয়া বায়ু চিত্তাভঙ্গ তার

দেয় দেহে মাথাইয়া ।

কোথায় কোথায় ? আসে প্রতিধ্বনি—

আবার শ্মশানযাত্রী ।

মেঘে মেঘে মেঘে দিবস ফুরাল,

সম্মুখে আঁধার রাত্রি ।

(গ্রন্থ, ১৯১২)

শোক

অক্ষয়কুমার বড়াল

গোলাপের দলে দলে পড়িয়াছে হিমরাশি

আদরে দুলায় শাখা প্রভাত-পবন আসি ;

ঝরিতেছে চিমতার, সরিতেছে অন্ধকার,

পাপুর অধরে তার ফুটেছে রক্তিম হাসি।

ওগো, তুমি এস-এস, শসিয়া সে প্রেমশাসি !

কতদিন আছি বেঁচে—ক্রমে হয় অবিশ্বাস !

এস মৃত্যু-স্মার ডাঙ্গি, আকাশ উঠুক রাঙ্গি,
 পড়ুক হৃদয়ে মোর তোমার হৃদয়ান্তর ।
 আবার দাঁড়াও, দেবী, দৃষ্টি-মুগ্ধ করি হিয়া,
 নারীসম ভালবেসে হুখে হুখে আলিঙ্গিয়া ।
 কৈশোর কল্পনা সম, জড়ারে জীবন মম,
 মাধ স্বপ্ন-জাগরণে—জগতে আডাল দিয়া ।

* * *

ওই বহি—ওই ধূম—ওই অঙ্ককার—
 বিগত জীবন-স্বপ্ন, কিছু নাট আর ।
 জীবন প্রথম হ'তে ওই পথে ধাই—
 কাহারো চরণচিহ্ন কূলে পড়ে নাট ।
 ফি ঘন জলদে ঢাকা মৃত্যু-পরপাব—
 বায়ু না আনিতে পারে দূর সমাচার ।
 তপন কিরণে যায় সর্ব বিশ্ব দেখা,
 কোথা চিব-মিলনেব উপকূল-রেখা ।
 তুর্ভেদ্য হস্তের শূন্য, ক্ষুদ্রদৃষ্টি নব ;
 ওই বহি, ওই ধূম । কিবা তারপব ?

(এষা, ১৯১২)

সান্ত্বনা

অক্ষয়কুমার বড়াল

সে সময়ে দিও দেখা !
 নয়নে যখন ঘনাবে মরণ,
 ধরণী হইবে ধূসর-বরণ ,
 নয়নের তলে অতীত জীবন
 স্বপনের সম লেখা !

পড়ে খেতজাল শিব-নেত্র 'পর,
 শিথিল শরীর, হিম পদ-কর,
 আনাতি নিঃশ্বাস, কঠোর ঘর্ষন—

সে সময়ে দিও দেখা !

পলাই—পলাই ভাঙ্গি' মেহ-কারা,
 আছাড়ে হৃদয় উন্নদ-পারা,
 ডাকে পরিজন নাহি পায় সাড়া—

গভীর নিস্তুতি যাম ।

ভয়ে ভীত প্রাণ কাঁদিয়া কাতরে
 শিরা-উপশিরা অঁকড়িয়া ধরে ;
 নীপ নিবে-নিবে, সময় না নড়ে,

সবে করে হরিণাম ।

অতি নিরুপায়, কোথা ছিল পড়ি'—
 আজীবন-স্মৃতি আসে হা-হা করি' !
 প্রতি দিনে দিনে রহিয়াছে ভরি'

কি গাঢ় কলঙ্ক-দাগ !

নিজ পাপে তাপে অদৃষ্ট গড়িয়া
 দেহ হ'তে আমি যাই বাহিরিয়া—
 সে সময়ে কাছে দাঁড়াবে কি, প্রিয়া,

ল'য়ে চির-অম্বরাগ ?

কাণ্ডাল

রজনীকান্ত সেন

(মৃত্যুশয্যায় রচিত)

আমায়, সকল রকমে কাণ্ডাল করেছে,
গর্ব করিতে চুর ;
যশ: ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর ।
ঐগুলো সব মায়াময় রূপে,
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-রূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন আতুর ;
আমায়, সকল রকমে কাণ্ডাল করিয়া
গর্ব করিছে চুর ।
যায়নি এখনো দেহাঙ্গিকা মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই দেহটা যে আমি, সেই ধারণায় হয়ে
আছি ভরপুর,
তাই, সকল রকমে কাণ্ডাল করিবা,
গর্ব করিছে চুর ।
ভাবিতাম, “আমি লিখি বৃষ্টি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ”,
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর ;
আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে,
গর্ব করিতে চুর !

বয়স-জল

প্রমীলা নাগ

নয়নের শুকাল না জল,
পূরিল না জীবনের আশা !
ঘুচিল না প্রাণের আঁধার
গেল না সে স্নেহের পিপাসা ।
নিভৃত এ হৃদয়-মন্দিরে
দেখিল না কেহ এই প্রাণ !
এ গভীর নয়নের জলে
কেহ, দু'টি অশ্রু করিল না দান ।
হৃদি-ফুল হরষে দলিয়া
চ'লে গেল প্রফুল্ল অস্তরে ।
দেখিল না বারেক ফিরিয়া
দ'লে গেল জনমের তরে ।
হায়, দু'টি কণা স্নেহে কড় কেহ
রাখিবারে স্মৃতির জীবন
বলিল না, দেখিল না চেয়ে
দু'টি আঁপি করিতে স্মরণ ।

(তটিনী, ১৮২২)

শেষ ভিক্ষা

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

যখন রব না আমি, রাখিও আমারে ধরে'
 মায়া'র মন্দিরে ;
তোমার করুণোচ্ছ্বাসে বিশ্ব যদি পবিত্রহাসে,
নিশ্বাসিও ধীরে, অতি ধীরে ।

যখন রব না আমি, রবে না আমার কিছু,
রাখিও আমারে ;

নবরত্ন নবোল্লাস অতীতেরে করে গ্রাস ;
তুমি জেগো মন্দির-দুয়ারে !

যখন রব না আমি, আমার সকলি হবে
বিকৃত বিশ্বত ;

বিদায়ে কেঁদেছে যারা, বিয়োগে ত্যজিবে তারা,
তুমি মোরে ছেড়ে না, বাহিত !

যখন রব না আমি, অব্যাত এ নাম, তাও
লুটাবে ধলায় ;

তাই ছাই-মুষ্টি নিয়া রেখে তারে জীয়াইয়া ;
স্মৃতি বাঁচে স্নেহ-শুক্রবার ।

যখন রব না আমি, বসন্তের কুঞ্জে কুঞ্জে
গাবে শুক-সারী ;

তোমাদের বিশ্বময়, হবে পূর্ণচন্দ্রোদয়
এনো মোরে দিয়ে সিন্ধু পাড়ি ।

যখন রব না আমি, মৃতভার ব'রে ব'রে
পড়িবে হুইয়া ;

তাগ্না-সখীগণে চাহি অনন্তের গান গাহি
দিও মোরে উর্ধ্ব উড়াইয়া !

(গীতিকা, ১২১০)

রচনার তৃপ্তি

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

কে তোমরা স্নেহময়ী, বসি দূর অন্তঃপুরে
পড়িতেছ আমার কবিতা !

আঁখি দুটি ঢল ঢল স্বজিতেছে মুক্তাদল ;
এই তোরে সাজে ভাল, কল্পনা-বাণিতা !

কবিতা না ছেলেখেলা ? বাতুলের মনোব্যাদি,
 মিশা নাকি ঞ্জাপে স্বপনে ?
 কোন্ অল্পভূতি নিয়া তোমাদের মুগ্ধ হিয়া
 তাবেই সঙ্গিনী করি চুম্বিছে যতনে !
 কবির কামনা-স্বপ্ন ফিরে হাহাকার করি,
 তুনি' বিশ্ব করে পরিহাস ;
 তারে, হেথা ব্রানমুখে, তুমি ছরু ছরু বুকে
 টানিছ সোহাগভরে কেলি দীর্ঘশ্বাস !
 হৃদয় তোয়ারি রাজ্য ; আমরা কাদাল সেখা,
 বাস করি ক্ষুদ্র-অধিকারে !
 তোমাদেরি দিব্যাচোখে সত্য ভাতে স্বর্গলোকে,
 রূপ ধরা পড়ে শুধু রূপের মাঝারে ।
 যে তুষা ফুটিছে গানে, কি অর্থ কি তত্ত্ব তার—
 এই নিয়ে মোদের বিচার ;
 এই মর্মে বন্ধে রক্তে, সে গীতের বসে গছে
 হইজেছে পলে পলে পুলক-সঞ্চার !
 যুগে যুগে তোমারেই কবিকুল ভারে ভারে
 পাঠাইছে সঙ্গীত-সস্তার ;
 তুমি শ্রোতা, 'ভালবেসে' লগু, আরো চাও হেসে,
 অশেষ অক্ষয় তাই কবির ভাগুর !
 কে তোমরা স্নেহময়ী, বসি দূর অন্তঃপুরে,
 পড়িতেছ আমার কবিতা !
 কবি সে কল্পনাভরে, এই লাজে স্থগে মরে,
 লক্ষী তেরিছেন তার বাসনার চিতা !

কে বুঝবে ?

বিনয়কুমারী ধর

নিরখি নয়ন-কোণে একবিন্দু অশ্রুবারি,

কে বুঝবে বল ?

প্রাণের ভিতরে তব কি সিদ্ধ লুকায়ে আছে

কত তার তরঙ্গ প্রবল !

একটি দীর্ঘ শ্বাসে, কে বুঝবে এ জগতে

কি ভীম তৃফান

হৃদয়ের মাঝে তব, বহিতেছে দিবানিশি

চুরমার করিছে পরাণ !

শুনিয়া ও ক্ষীণকণ্ঠে বিবাদের মুহূর্ত্তান,

কে বুঝবে ভায় ?

কি গভীর মর্মোচ্ছ্বাসে কি গভীর হাহাকারে

বুক তব ভেঙ্গে নিতি যায় !

সজল নয়ন যুগে কাতব চাহনি আধ,

মেখে একবার !

কে বুঝবে হৃদিমাঝে আকুল পিৎস-ভরা

কি বাসনা, কি ভিক্ষা তেওয়ার ?

বিন্দুমাত্র দেখাইয়া বুঝাইতে সব কথা,

কেন আকিঞ্চন ?

কে এত মরমগ্রাহী দেখিয়া বালুকাকণা

মরুদৃশ্য বুঝবে কেমন ?

অতৃপ্তি

কুমারী লজ্জাবতী বসু

কেন এ অতৃপ্তি-উর্মি হৃদি-পারাবারে
 উখলিয়া কূলে কূলে করিছে রোদন ?
 কি অভাব আকুলতা, কোন্ তৃষা-ভরে ?
 চাহিছে সাধিতে সদা কোন্ সে সাধন ?
 চারিদিকে উঠে মহা কর্ম-কোলাহল ।—
 কুহুম বিকশি উঠি বিতরিছে বাস,
 গাহিছে কর্মের গীত তারকাসকল,
 সকলেরে প্রাণ দিতে বায়ু ফেলে শ্বাস ।
 শুনিয়ে পরাণ এই কর্মের কল্লোল,
 চাহিছে মিশাইতে ইথে ক্ষুদ্র কর্ণ-তান,
 আপনার পানে চেয়ে আগিতে কেবল,
 চাহেনা থাকিতে তার অধীর পরাণ,
 তাই এ অতৃপ্তি-উর্মি হৃদি-পারাবারে,
 উখলি উঠিছে কান্দি কান্দি তৃষাতরে ।

(১২০২)

জীবন

সন্ন্যাসিনী সন্ন্যাসিনী

বসিয়া নদীতীরে
 চাহিয়া অপলকে
 বালুকা গণি আমি শুধু রে
 তটিনী কুলুকূলে
 বহিছে কূলে কূলে,
 শ্রবণে বাজে আসি মধু রে !

উপরে নীল মেঘে
 তপন আছে জেগে,
 দহিছে শির খর কিরণে ।
 খসিয়া পাতাগুলি
 মাখিছে বনধূলি
 লুটায় পড়ে তরু-চরণে ।
 কুম্ব অবসিত,
 কোকিল আশ্চরিত,
 ভ্রমর আর নাহি গুঞ্জে ।
 রয়েছে বন-ছায়ে
 বিহগ লুকাইয়ে,
 বকুল আর নাহি মূঞ্জরে !
 ফুরায়ে যায় বেলা,
 ভাঙ্গিছে খেলা-মেলা,
 লুকায় পাখী নিজ আবাসে ।

আকাশে রাজা রাজা
 নীরদ ভাঙ্গা ভাঙ্গ,
 শতেক রঙ্গে কত শোভা সে !
 বনের ছায়া মাঝে
 আঁধার ভীম সাজে
 প্রকাশে ক্রমে নিজ মূর্তি ।

সে আলো কোথা গেল,
 আঁধার দেখা দিল,
 না জানি ধরণীর কি রীতি ।
 জগৎ এলোকেশে
 ঢাকিয়া ভীমা-বেশে
 রহিল নিশা তম-বরণী ।

কেহ না আসে কাছে,
 কোথায় কেবা আছে,
 সব্বারে ডাকি আয় আয় না ।
 আঁধার ঘোর এসে,
 পড়েছে তট-দেশে,
 বালুকা দেখা আর যায় না ।
 শুধুই মেঘ-শিরে
 তারকা উঁকি মারে,
 আলেয়া করে দূর ছলনা ।
 গভীর অঙ্ককারে
 রহিল নদীতীরে,
 বালুকা গণা মোর হল না !

(প্রদীপ, ১৮২৮)

প্রভাতের কবি

সরলাবালা সরকার

আমি এক প্রভাতের কবি
 এ জীবন শিশিরের মত,
 প্রভাত ফুরায়ে গেছে হায়,
 তাই বড় হয়েছি বিত্রত !
 শিশির শুধায়ে গেছে বনে
 প্রভাতের বিদায়ের সনে,
 শুধায়েছি, তবু বেঁচে আছি
 দৃষ্ট হয়ে তপন-কিরণে ।
 শিশির শুধায়ে গেল বনে,
 প্রভাত ফুরায়ে গেল হায়,

আমি এক প্রভাতের কবি
 এ জীবন কেন না ফুরায় !
 ফুল ফোটে কেমন করিয়া
 তা' তো গেয়েছিছ একদিন,
 গেয়েছিছ উষায় কেমনে
 আঁধার আলোকে হয় লীন :
 গেয়েছিছ বসি নিরঞ্জে,
 নদী বহে যায় কোথা বেগে,
 রবি গুঠে পূরব গগনে,
 পশ্চিমতে শশী হয় ক্ষীণ ।
 এই কোলাহলে কি করিয়া
 কি গাহিব বোঝেনা ত হিয়া,
 তার যত তুলে বাধি আমি,
 ক্ষীণ স্বর তত পড়ে নামি ।
 কোথা সেই আলো-অন্ধকার
 আধ-ঘুমে মগ্ন বিশ্ব-ছবি,
 এ ভরঙ্গে কোথা যাব তাসি,
 ক্ষুদ্র আমি প্রভাতের কবি !
 অচেনা এ মধ্যাহ্ন-জগৎ
 অচেনা এ জগতের জন,
 প্রভাতের কবি তাই খুঁজে
 কোথা তুমি মধুর মরণ !

ধূতুরা ফুলের সহিত মনোদুঃখ-কথন

অন্নদাসুন্দরী দাসী

ধূতুরা সুন্দরী ! কেন বিরসবদন ?
কেন এ অরণ্য মাঝে কর গো রোমন ?
বিনোদিনি ! তুমিও কি কাঁদ একাকিনী ?
অথবা আমার সমা চির-অনাধিনী ।
করে বটে হতাদর এ মানবগণে,
শিব আদরিলা. কেন দুঃখ ভাব মনে ?
যুগান্তের মুনি যার দেখা নাহি পায় ।
কেন চিন্ত ধনি ! তিনি তোমার সহায় ?
তব শক্তিগুণে হর, না পরে অধর ;
তোমাতে হইয়া মত্ত সদা দিগম্বর ।
গলে অস্থি মত্ত ভোলা ভস্মমাখা অঙ্গ ।
তব প্রেমে মগ্ন সদা ভোজে সতী-সঙ্ক ।
তোমারি সন্তোষে শিব ত্যজেন কৈলাস,
তোমাতে যে এরা বলে শ্মশানেতে বাস ।
দেখ ! রে অনাথা আমি নাহি সুখলেশ,
নাথের বিয়োগে ধরি যোগিনীর বেশ ।
পতন হইয়া আছি, শোক-পারাবারে,
যতন করিতে কেহ নাহি এ সংসারে ।
একাকী ভবন-মাঝে করি হাহাকার,
হেনজন নাহি করে বিপদ-উদ্ধার,
যে দুঃখের জ্বালা মম হৃদয়-মাঝারে
অবলা অ-বলা, তাই বর্ণিতে না পারে ।
পিতামাতা, তাইবন্ধু ত্যজিল আমার,
কে আছে সহায় বল, হায় ! হায় ! হায় !

(অবলাবিলাপ, ১৮৭১)

বিদায়

রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী

চিরতরে চলে গেছে হৃদয়ের রাজ,
অভল বিধাদে মোরে ডুবাইয়ে আজ !
নিয়ে গেছে সুখসাপ সুখের বাসনা,
রেখে গেছে জগ্নশোধ হৃদয়-বেদনা !
সে মম পুষ্পিত শুভ্র বসন্ত-জীবন,
গেছে যবে, সাথে গেছে আমার ভুবন !
নিশীথের সুখময় জোছনা-মগন,
মধ্যাহ্নের আলোময় উজ্জল গগন ;
প্রভাতের মুহূমন্দ মলয় বাতাস,
ধূসর রক্তিম চাক সন্ধ্যার আকাশ ;
কুসুমিত সুবাসিত নিকুঞ্জ-কানন,
ভ্রমর-গুঞ্জিত সদা সুখের সদন !
এ সকলি গেছে চলে তারি সাথে সাথে
এবে নিশা দেখ' দেয় জীবন-প্রভাতে !
নিবে গেছে নয়নের শুভ্র দীপ্তি আলো,
প্রাণে শুধু নেমে আসে ঘোর ছায়া কালো !
গিয়েছে সকলি মম কিছু নাচি আর,
রয়েছে কেবল স্মৃতি আর অশ্রুধার !

(শোকগাথা, ১২০৬)

মরণ

রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী

এস ওগো, এস এস আমার মরণ !
এস হে স্বন্দর সৌমা, স্বনীল-বরণ !
বাহিয়া উঠিছে শঙ্খ সন্ধ্যার আরতি !
তুমি এসো হৃদিতলে মুহূ মন্দগতি ।

শ্যামস্নিগ্ধ গোধূলিতে করিব বরণ,
এসো সখা, বরবেশে মন্থর-চরণ।
আমরা দু'জন যাত্রী অনন্ত পথের,
বাঁজিছে অধীনে ভেরী তোমার রথের।

হৃদি-অস্তঃপুর হতে পরাণ-বধূরে
অলক্ষ্যে লইয়া যাও অনন্ত স্নহুরে।
দেখিবে না, জানিবে না, কেহ কতু আর
পাবে না উদ্দেশ খুঁজি এ জগতে তার!

ফুটিয়া উঠিছে তারা রঙীন আকাশে,
পতাকা চঞ্চল তব সন্ধ্যার বাতাসে।
শিথিলিত হয়ে আসে জীবন-বন্ধন—
নির্মূলিত হয়ে আসে অবশ নয়ন!

(প্রীতি, ১২১০)

প্রেম-ভিখারী

ষোগেশ্বরনাথ সেন

(১)

সংসার-পাথর-মাঝে আমি যে ভিখারী গো
ভিক্ষা মোরে দাও।
আমার হৃদয়-নিধি হারিয়েছি আমি গো
কি আর শুধাও ?
এই ছিল কোথা গেল,
কোথা এবে লুকাইল,
আঁধারে করিল আলো পরশরতন,
হার আমি সে রতন হারাই এখন !

(২)

আমারে এ রবিশশী, আমারে এ গ্রহতার্না
 না দেয় আলোক !
 হায় আমি কোথা যাব ! বহিতে না পারি আর
 এ বিষম শোক !
 কুস্মাটিকা অঙ্ককার,
 বেড়িয়াছে চারিধার,
 শূন্য—শূন্য—সব শূন্য, অনন্ত গগন
 অভাগারে নাহি করে কর বিতরণ ।

(৩)

আমার মাণিক যবে হৃদয়ে আছিল রে !
 আলোকিয়া ঘর,
 হয়েছিল ধরাধাম কি হৃন্দর—কি হৃন্দর
 স্নেহের আকর !
 রবি-করে স্নেহ করে,
 তরু-শিরে স্নেহ করে,
 স্নেহময়—স্নেহময়—ভূধর সাগর,
 হয়েছিল চরাচর স্নেহের নিব্বার !

(৪)

সংসার-পাথারে আমি প্রেমের ভিখারী গো
 ভিক্ষা মোরে দাও !
 প্রেম মন্ত্র—মহামন্ত্র তোমরা সকলে গো
 আমারে শিখাও !
 এস সবে এস এস,
 আমার হৃদয়ে বস,
 ডুবে যাই—ডুবে যাই—হারাই চেষ্টন !
 ভিক্ষা দাও—ভিক্ষা দাও—নরনারীগণ !

(৫)

হায় ও যুগের সম,
 অমূল্য জীবন মম
 বুধা কাটলাম,
 ভ্রাস্ত হয়ে স্বপ্ন-আশে,
 সংসার-অরণ্যে আমি
 বুধা ছুটলাম !
 আমার পরশমণি
 হৃদয়ে রাজিছে আহা
 নাহি দেখিলাম,
 ভোগ-আশে মত্ত হয়ে
 বাণবিদ্ধ যুগ সম
 বুধা মরিলাম ।

(উষা)

কবিবর হেমচন্দ্রের অল্পত্ন উপলক্ষে লিখিত কবিতা

বরদাচরণ মিত্র

বৃদ্ধসংহারের কবি ! এ বৃদ্ধ বয়সে
 আবৃত্ত কি অঙ্ককারে ও মুখ নয়ন ?
 সে ভিমিরবৃহ ভেদি নাহি কি গো পশে
 আলোকের শরজাল—শোভার আর্ষণ ?
 বিদারি' উদার গর্বে হৃদি-শতদল
 কাপাইয়া তায় তীত্র স্বথের বেদনে
 উৎসারি শতেক রক্তে কবি-পরিমল ;
 রক্ত উল্লাস শত উষ্ণ প্রস্রবণে ?

কি কঠোর পরিতাপ ! কি স্বা দেখে স্মরি
 খেতদ্বীপ-মহাকবি—জীবন-কাহিনী ;
 বাহিরের সূৰ্য যবে আলো নিল হরি,
 ভাঙিল সে মহানিশা চিৎ-সৌদামিনী ।
 নয়ন সসীম দেখে মায়িক অসার,
 আলোকের পূর্ণতাই মহান্ আঁধার ।

(অবসর, ১৮২৫)

হেসো না

প্রিয়নাথ মিত্র

I have not that alacrity of Spirit,
 Nor cheer of mind that I was wont to have.
 —Richard III

১

হেসো না চক্রমা—বসি আকাশের কোলে,
 ও হাসি তোমার লাগে না ভাল ;
 হেসো না তারকা—বসি শশধর পাশে,
 ও হাসি আমার লাগে না ভাল ।

২

হেসো না প্রকৃতি—পরি' নব নব বেশ
 মধু-সমাগমে ফুল-আভরণে ;
 হেসো না কমল—বসি স্বচ্ছ সর-নীরে
 ও হাসি এখন লাগে না ভাল !

৩

গেয়ো না হে পিক—বসি মঞ্জু-কুঞ্জ-মাঝে,
 নিকুঞ্জ জাঁক'র শ্রামের বিরহে ;
 গেয়ো না বাঁশরী—এবে রাধা রাধা বলে,
 নাহিক' রাধিকা বৃন্দাবনধামে ।

৪

বসন্ত, শরত, শীত, হিম, গ্রীষ্ম, বর্ষা
 চাঁদের আলোক, আমার আঁধার,
 অশনি-পতন, মৃদু বাঁশরীর গীত,
 সকল(ই) তখন লাগিত ভাল ।

৫

নাহিক' সেদিন, নাহি জীবনের সুখ,
 কালের প্রবাহে ভাসিয়ে গেছে :
 নাহি আশা, অভিলাষ, পিরীতি, প্রণয়,
 জল-অঙ্কসম শুকায়ে গেছে ।

(হরিষে বিবাদ)

সীতার বিলাপ

হরিশ্চন্দ্র মিত্র

[লক্ষণ কর্তৃক সীতা পরিত্যক্ত হইবার পর মুছাঁস্তুে নিঃ চেতনাকে
 লক্ষ্য করিয়া সীতার বিলাপ]

কেন গো চেতনা ! ছুঁলে অভাগীরে !

এ সীতা এখন সে সীতা নাই !

ছিল যে পতির হৃদয়-মন্দিরে,

তরুতলে তার এখন ঠাই !

বধিলেন নাথ বাহার জীবন

বিনা দোষে হানি বর্জন-বাণ,

তুমি কেন আর করিয়ে যতন,

বাঁচাইতে চাও তাহার প্রাণ ?

যতন তোমার হবে না সকল,

অকারণে তব এ শ্রম করা !

বাঁচে কি সে লতা ঢালিলেই জল

যে লতা বজ্রের আগুনে মরা !

অচৈতন্য মম বড় স্বথকর,
 বড় স্বথে ছিহ্ন তাহার কোলে ;
 কোন ভুখে নাহি দহিত অন্তর,
 তুমি তায় কেন বাদিনী হোলে ?
 এখন যে দশা ঘটেছে সীতার,
 অচেতনে তার স্বরগ-স্বথ ;
 যতক্ষণ হবে চেতনা তাহার,
 ততক্ষণ ভোগ নিরয়-দুঃখ* ।
 নী লতা বলি-সমাদরে
 দিতেন প্রাণেশ হৃদয়ে স্থান
 গেলো সে স্মৃদিন, এখন অন্তরে
 বিষবল্লী বলি সীতায় জ্ঞান ।
 পতি-সোহাগীর কোমল হৃদয়,
 চেতনা, তোমার স্থপের বাস :
 পতি-বিয়োগীর চিহ্ন বিষময়,
 তাহে সাজে কি গো তোমার বাস ?
 যাও, যাও ভরা করি পরিহার
 দুখিনী সীতার হৃদয়পুরী :
 নহিলে তোমার নাহি আর পার,
 মরিলে—মরিলে—মরিলে পুড়ি ।
 যে বিষম বহি মনোবন মাঝে
 দেখ, দেখ, দেখ উঠেছে জ্বলে
 এখনো এ বাসে বাস কি গো সাজে,
 যাও, নয় ভয় হোলে গো হোলে ;
 জনম লভিলে যাহারে জননী,
 পণ পূর্ণমাত্র যাহারে তাত,
 অপবাদ-মাত্র শুনিযে অবি
 যারে পরিহার করেন নাথ :

তুমি কেন তারে এখনো চেতনা
 পরিহার নাহি কর গো বল ?
 বাড়াইয়ে দিলে সীতার যন্ত্রণা
 তোমার তাহাতে হবে কি ফল ?
 আমার হৃদয়-নিলয়ে থাকিলে,
 অচিরে পুড়িয়ে হইবে ছাই ।
 একবারে কি গো একথা ভুলিলে
 মরিতে কি ভয় তোমারো নাই !
 সীতার হৃদয় সহিত চেতনা,
 মোরো না—মোরো না—মোরো না পুড়ে !
 পতি-সোহাগিনী যে সব অজনা,
 থাক গে তাদের হৃদয় যুড়ে ।
 সীতার হৃদয় কর পরিহার
 ধর, ধর, এই মিনতি ধর !
 ছুঁও না, ছুঁও না তাহারে গো আর,
 জনমের মত প্রয়াণ কর ।

(নির্বাসিতা-সীতা, ১৮২৩)

ସକ୍ଷି ଥଣ୍ଡ
ତତ୍ତ୍ଵ-କବିତା

তত্ত্ব-কবিতা কবি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

চিত্রকরে চিত্র করে, করে তুলি তুলি ।
কবি সহ তাহার তুলনা, কিসে তুলি ?
চিত্রকর দেখে যত, বাহ্য অবয়ব ।
তুলিতে তুলিয়া রঙ্গ, লেখে সেই সব ॥
ফলে সে বিচিত্র চিত্র, চিত্র অপরূপ ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতির রূপ ॥
চারু-বিশ্ব করি দৃশ্য, চিত্রকর কবি ।
স্বভাবের পটে লেখে, স্বভাবের ছবি ॥
কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য, সকলি প্রকট ।
অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট ॥
ভাব, চিন্তা, প্রেম, রস আদি বহুতর ।
সমুদয় চিত্র করে, কবি-চিত্রকর ॥
পটুয়ার চিত্র ক্রমে, রূপান্তর হয় ।
কবি-চিত্র কিবা চিত্র, বিনাশের নয় ॥
পটুয়ায় লেখে কত, হাত, মুখ, পদ ।
কবি-চিত্রকর লেখে, শুধু মাত্র পদ ॥
পদে পদে সেই পদে, কত হাতমুখ ।
বিলোকনে বিমোহিত, দূর হয় চক্ষু ॥
কবির বর্ণনে দেখি, ঈশ্বরীয় লীলা ।
ভাব-নীরে স্নান করি, জীব হয় শিলা ॥
তুল্যরূপে দৃষ্ট হয়, ধন আর বন ।
ভাব-রসে মুগ্ধ করে, ভাবুকের মন ॥
রসিক জনের আর, নাহি থাকে ক্ষুধা ।
প্রতিপদে বর্ণে বর্ণে, কর্ণে যায় সুধা ॥
জগতের মনোহর, ধন্ত ভাই কবি ।
ইচ্ছা হয় হৃদিপটে, লিখি তোম ছবি ॥

শালি

মধুসূদন দত্ত

কেন মন্দ গ্রহ বলি নিম্বা তোমা করে
জ্যোতিষী ? গ্রহেষু তুমি, শনি মহামতি !

ছয় চন্দ্র রত্নরূপে স্বর্ণ-টোপরে
তোমার ; সূকটিদেশে পর, গ্রহ-পতি

হৈম সারসন, যেন আলোক-সাগরে !
সুনীল গগনপথে ধীরে তব গতি ।

বাধানে নক্ষত্রদল ও রাজমুরতি
সঙ্গীতে, হেমাঙ্গ বীণা বাজায় অধরে ।

হে চল-রশ্মির রাশি, সুধি কোন্‌জনে,—
কোন্‌ জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে ?

জন-শূন্য নহ তুমি, জানি আমি মনে,
হেন রাজা প্রজা-শূন্য,—প্রত্যয়ে না আসে !

পাপ, পাপ-জাত মৃত্যু, জীবন-কৃাননে,
তব দেশে, কীট-রূপে কুসুম কি নাশে ?

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৫)

কবি

মধুসূদন দত্ত

কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,

শব্দে শব্দে বিদ্যা দেয় যেইজন,

সেই কি সে যম-দম্বী ? তার শিরোপরি

শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন

সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী

যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,

অন্তগামি-ভাঙ্ক-প্রভা-সদৃশ বিতরি

তাবের সংসারে তার স্বর্ণ-কিরণ ।

আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ যার আত্মা মানে ;
 অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে ;
 নন্দন-কানন হতে যে সৃজন আনে
 পারিজাত কুসুমের রম্য পরিমলে ;
 মরুভূমে—তুট হয়ে বাহার দেখানে
 বলে জলবতী নদী মুছ কলকলে !

(চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৫)

মাণিকপীর

দীনবন্ধু মিত্র

মাণিকপীর, ভবপারের যাবার লা,
 জয়নাল ফকিরি নেলে ফেরি খালে না ॥ ৫ ॥
 আল্লা আল্লা বল রে ভাই, নবি কর সার,
 মাজা হুলিয়ে চলে যাবা ভবনদী-পার ।
 শুন রে ভাই বিবরণ, লবছারে আছে জীবন,
 কখন যে পালাবে বলতে নাহি পারি ;
 কোরাণেতে বয়েদ আছে, হুনিষেটা ক্যাবল মিছে,
 খোদার নাম বিনে জান্বা সকলি ঝক্মারি ।
 ব্যানে বিকেলে ছ'পহরে জরু ছাবাল সাতে ক'রে,
 নামাজ পড়বা মনডা করে স্থির ;
 মানী লোকের রাখবা মান, গরীব লোককে করবা দান,
 দরগায় গিয়ে ফেয়তা দেবা ক্ষীর ।
 আপন গোণ্ডা বুঝে লেবা, পরের গোণ্ডা পরকে দেবা,
 বড়গোনা কেজিয়ে করা কাজিকো হয়রাণি ।
 পীর-প্যাগছর মাথার ধরা, অঙ্ককারে দেখে তারা,
 হুসিয়াবুছে কাম কর্বনা ছোড়্কে সয়তানি ।
 বুটাবাৎমে না দেবা দেল, সত্যছে বলিবা একেল,
 ভক্তভাবে করবা পূজো বাপ-মা'র চরণ ।
 গোনা বরাবর নাইকো বিধ, ভণে দ্বিজ গোলামনবিস,
 এই তো ধরম-শাজের লিখন ।

হুবুজি গোয়ালার মেয়ের কুবুজি ঘটিল,
 বেসালির ভিতর দুধু রেখে পীরকে ফাঁকি দিল ।
 কত কীর্তি আছে রে ভাই কওয়। নাইকো যায় ।
 দেখ সাদির সমে দোলার বিবি ডুলি চেপে যায় ।
 গুরে কতকুমড়ো রাখলে ফেলে, তুশ্ত জেরেল ব্যাল,
 আজগুবী দুনিয়ার খেলা সর্বের মধ্যি ত্যাল ।
 মুসলমানের মোলা রে ভাই, হাঁতুর মধ্যি সাধু,
 কতকুমড়া ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্যি মধু ।
 আসমানেন্তে ম্যাগে খেলা করে সিংহলাদ,
 আর দিনের বেলায় সূৰ্ধ ওঠে রাত্তির বেলায় টাদ ।
 পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতী, শিকলি বাধা পায়,
 আর ঘরজামায়ে শস্তুরবাড়ী মেগের নাতি খায় ।
 কত কেরামৎ জান রে বান্দা, কত কেরামৎ জান,
 মাস্ত-দরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টান ।
 দুর্গীর ছাওয়াল কাস্তিক রে ভাই, মোরগ চেপে যায়,
 আর পূজো পালি বাজাবিবির ছাওয়াল করে দেয় ।
 রাত্তির বেলায় ভূতির ডরে ডরিয়ে ওঠে ছেলৈ,
 'আর হুড়কো মেয়ে কম্কে ওঠে খসম কাছে এলে ।
 বিরহিণী বিবি আমার গো, বাঁদে নাকো চুল,
 কলুজতে ফুট্টে কাঁটা পঞ্চবাণের হল ।
 শায়েরে গিয়েচে স্বামী, হাবলী আঁধার করে,
 পরাণ জলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে ।
 মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে বিবির ভাসে যান্দে হিয়ে,
 খসম যদি থাকত কাছে রে পুঁচুত হুমাল দিয়ে ।
 পিঁড়ের বসে কাঁদছে বিবি ডুবি আঁধার তলে,
 মোজারে ধরেছে ঠাসে, খসম খসম বলে ।
 বাঁড়ের মাথায় শিং দিরেছে, মান্বির মাথায় কেশ,
 'আজা আজা বলরে ভাই, পালা কজাম শেষ ।

(জামাইদের গান. 'জামাইবারিক' গ্রন্থসন)

ফিকিরটাঁদের বাউল-সঙ্গীত

কাঙাল হরিনাথ মজুমদার

১

ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে ।

তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকছি হে তোমারে ॥

আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে

(ওহে, আমায় কি পার করবে নাহে, আমায় অধম বলে)

যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে ॥

যাদের পথ-সম্বল, আছে সাধনার বল,

(তারা পারে গেল আপন আপন বলে হে)

(আমি সাধনহীন তাই রইলেম পড়ে হে)

তারা নিজ বলে গেল চলে, অকূল পারাবাবে ॥

শুনি, কড়ি নাই যার, তুমি কর তারেও পার,

(আমি সেই কথা শুনে ঘাটে এলাম হে)

(দয়াময় ! নামে ভরসা বেঁধে হে)

আমি দীন ভিখারী, নাইক কড়ি, দেখ ঝুলি ঝেড়ে ॥

আমার পারের সম্বল, দয়াল নামটি কেবল,

(তাই দয়াময় বলে ডাকি তোমায় হে)

(তাই অধমভারণ বলে ডাকি হে)

ফিকির কেঁদে অকূল, পড়ে অকূল সঁাতারে পাখারে ॥

২

দেখ ভাই জলের বুদবুদ, কিবা, অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আঙ্গব খেলা ॥
 আজি কেউ পাদমা হয়ে, দোস্ত লয়ে, রংমহলে করছে খেলা ;
 কাল আবার সব হারায়, ফকীর হয়ে, সার করেছে গাছের তলা ।
 আজি কেউ ধনগরিমায়, লোকের মাথায়, মারছে জুতা এরিণ্ডতা ;
 কাল আবার কোপ্নী প'রে, টুকনৌ ধরে, কাঁখে বোলে ডিকার বোলা ।

আজ রে যেখানে সহর, কত নহর বসিয়াছে বাজার মেলা ;
 কাল আবার তথায় নদী, নিরবধি, করছে রে তরঙ্গ-খেলা ।
 কাঁদাল কয় পাদমা উজ্জীর, কাঁদাল ফকীর, সকলি ভাই ভোজের খেলা ;
 মন তুমি যখন যা হও, ঠিক পথে রও, ধর্মকে ক'র না হেলা ।

৩

যদি ডাকার মত পারিতাম ডাকতে ।
 তবে কি মা, এমন করে, তুমি লুকায়ে থাকতে পাত্তে ॥
 আমি নাম জানিনে, ডাক জানিনে
 আবার পারি না মা, কোন কথা বলতে ;
 তোমায়, ডেকে দেখা পাইনে তাইতে, আমার স্তনম গেল কান্ধে ॥
 দুঃখ পেলে মা, তোমায় ডাকি,
 আবার, হুখ পেলে চূপ করে থাকি ডাকতে ;
 তুমি মনে বসে, মন দেখ মা, আমায় দেখা দাও না তাইতে ।
 ডাকার মত ডাকা শিখাও,
 না হয়, দয়া করে দেখা দাও আমাকে ;
 আমি, তোমার বাই মা, তোমার পরি, কেবল তুলে বাই নাম করতে ।
 কাঁদাল যদি ছেলের মত,
 মা তোর, ছেলে হত তবে পাত্তে জান্ধে ;
 কাঁদাল, জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত, নাহি মবৃত বলে মবৃত্তে ॥

৪

অরূপের রূপের ফাঁদে, পড়ে কাদে, প্রাণ আমার দিবানিশি
 কাঁদলে নির্জনে বসে, আপনি এসে, দেখা দেয় সে রূপরাশি ;
 সে যে কি অতুল্য রূপ, নয় অমূরূপ, শত শত সূর্য শশী ;
 যদি রে বাই আকাশে, মেঘের পাশে, সে রূপ আবার বেড়ায় ভাসি ;
 আবার রে তারায় তারায়, ঘুরে বেড়ায়, বলক লাগে হৃদে আসি ।
 হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি, বেঁধে রাখি, চিরদিন সেই রূপশশী ;
 ওরে, তায় থেকে থেকে, ফেলে ঢেকে, কুবাসনা-মেঘরাশি ।
 কাঁদাল কয় যে জন যোরে, দয়া করে দেখা দেয় রে ভালবাসি ;
 আমি যে সংসার-মায়ায়, ভুলিয়ে তাঁয়, প্রাণ ভরে কৈ ভালবাসি ।

৫

দিন ত ফুরায় গেলে, সেদিন এল,
 উপায় কি রে হবে এখন ।
 সেই মাতৃগর্ভ হতে তোর পশ্চাতে, ফিরিচ্ছে যে কাল শম ;
 সে ত রে কাল পাইয়ে, পাছ ছাড়িয়ে,
 সম্মুখে দিল দরশন । (পরমায়ু শেষ দেখিয়ে)
 ওরে জীব ! তাই যে সুধাই, ও কার দোহাই, দিবি কাল
 করিতে বারণ ;
 শমন তোর পদ পদার্থ, ধন অর্থ,
 কোন কথা করবে না শ্রবণ (আতিকূল বিজ্ঞা যশের)
 হরির চরণ-নির্মালা, নাই তার তুল্য, শমন করিতে দমন ;
 ফিকির কয় সেই অমূল্য, হুনির্মালা
 মালা কঠে কর ধারণ, (নইলে শমন-ভয় যাবে না)
 কাঁদাল কয় রে নির্মালা, ছেড়ে মালা, অস্ত্র মালা পরে যে জন ;
 সে মালা অশানভলে, ছিঁড়ে ফেলে,
 তাতে হয় না শমন দমন । (নির্মালা-মালা বিনে) !

৬

বছে ভবনদীর নিরবধি ধরধার ।
 দেখ, অশকাল বিরাম নাই এই দরিদ্রার ॥

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

ডিঙ্গা ডেঙ্গি পিনাশ বজ্রা, মহাজনী নৌকায়,
 পাপী তাপী সাধুভক্ত, চড়নঘার তার সমুদায় ।
 ভাসিছে দরিয়ার জলে, ইচ্ছামত নৌকা চলে ;
 হাল ধরে তার স্ক্রকোশলে, বসে আছে কর্ণধার । মন সবার,
 কর্ণধারের ইচ্ছামত, কেহ চলে উজ্জায়,
 মনের সূখে জ্ঞান-মান্ডলে, ভক্তিপাল উড়ায়ে ।
 কেহ আবার মনের দোষে, ভেটে নেতে যাচ্ছে ভেসে
 পাকে ফেলে অবশেষে, ডুবায় তরী কর্ণধার । মন সবার,
 কেহ আবার ক্রমাগত বলে বলে ভাটিয়ে,
 অপার সাগরে, পড়ে নদীর মুখ ছাড়িয়ে ।
 সাগরের তরঙ্গ ভারি, স্থির নাহি থাকে তরী ;
 লেনা জলে জীর্ণ করি, ডুবায় তরী কর্ণধার । মন সবার,
 সাধু মহাজন যত, বাদাম তুলে দরিয়ার,
 স্তবাসে চলে তারা, মুখে নামের সারি গায় ।
 ঠিক না থাকলে হালি, অমনি নৌকা করে গালি ;
 গুপ্ত চড়ায় চোরা বালি, ডুবায় তরী কর্ণধার ॥ মন সবার,
 কাকাল বলে কাকালের পুঁজি পাটা যা ছিল,
 বারে বারে ডুবে ভবে, সকলি ত খোয়াল ।
 খাবি খেয়ে অনেক কাল, আবার তুলে দিলাম পাল ;
 সাবধানে ধর হাল, বিনয় করি কর্ণধার ।
 মন সবার ॥

৭

তাঁরে পাবিনে কখন ওরে ও মন, নাহি থিতালে
 ওরে তোর হৃদয়-জল বড় ঘোলা,
 চেউ উঠিয়া বাতাস তুলে ॥ (সংসার মেঘে)
 দেখে দেখি মন সেই কথা মনে,
 ওরে, নিজান জলে মুখ দেখা যায় সকলেই জানে :
 আবার পাড়ি-ভাঙ্গা ঘোলা পাঙ্গা দেখা যায় কি সেই জলে
 (আপনার মুখ)

স্থির ভাবে মন থাকরে বসিয়ে
 যত কাদামাটী ক্রমেতে তোর বাবে নিজায়ে ;
 তখন নিজের ঘরে সরোবরে দেখা পাবি ভাবিলে ।
 (নির্মল জলে)

নড়িস্ নে মন, টলিস্ নে আর,
 ওরে, সংসার-মেঘে সদা আছে বাতাসের সঞ্চার ;
 তুমি ঠিক না থাকলে, চঞ্চল হলে, দেখ্বে আঁধার চোক বৃঙ্লে ।
 (ঘোলা জলে)

কাজাল কয় সংসার-বাসনা
 আমার ঘোলা জল, ঘোলা করে, খিতাতে দেয় না ;
 আমার ঘোলায় ঘোলায় দিন কেটে যায় হোলনা মোর কপালে
 (জলে মুখ দেখা) ।

৮

অনন্ত রূপের সিকু উথলি উঠিল গো ।
 কিবা ভুবনমোহন, রূপের তরঙ্গে ভুবন ভুলাল গো ।
 হৃদে ছিল রূপবিন্দু ক্রমে সিকু হ'ল গো ;
 আহা নয়নে পশিয়ে, ধরণী ভাসায়ে হিমগিরি
 ডুবিল গো ।
 রূপের তরঙ্গে আবার ভুবন ছাইল গো ;
 আহা বিমল বাতাসে আকাশে আকাশে,
 সে তরঙ্গ ছুটিল গো ।
 ভাঙ্ক শশী সৌদামিনী সে রূপে ভাসিল গো ;
 সংখ্যানুষ্ঠ তারাদলে রূপশ্রোতঃ চলে, রূপমদে
 পাতাল গো ।
 অনন্ত এ রূপসিকু, নাহি ইহার কুল গো ।
 রূপে সম্ভরণ দিয়ে কুল নাহি পায়
 মাতিয়ে রহিল গো । (কাজাল) ।

সুসুপ্তি

বলদেব পালিত

নিরমল, স্নীতল স্খাকর-করে,
দুষ্ক-ফেন-নিভ স্খ-শয্যার উপরে,
স্বর্ণ-লতা-সমা প্রাণ-প্রায়সীর পাশে,
সুপ্ত ছিলে এতক্ষণ বীধা তুঙ্গ-পাশে ;
দিবসের ক্রেশলেশ ছিল না অন্তরে,
'চিন্তা'-নিশাচরী ছিল লুকায়ে অন্তরে,
অনঙ্গে অবশ অঙ্গ প্রিয়া-সমাবেশে
স্পন্দহীন হয়েছিল নিদ্রার আবেশে ;
শিথিল ইন্দ্রিয় সব ছিল যেন শব,
কেবল নিশ্বাসে হতো প্রাণ অহুতব ;
হেনকালে জলদের গভীর গরজে,
ভাঙিল ঘুমের ঘোর নয়ন-সরোজে ।
সুসুপ্তির ভোগে ভাল তৃপ্তি পেলে, মন ;
মহানিদ্রা একবার কর রে স্মরণ ।
কোথা রবে তখন এ শয্যা সুবিমল ?
যার কাছে হারিয়াছে কোমল কমল ।
রূপে জিনি ক্ষণ-প্রভা, ক্ষীরোদ-সম্ভবে,
হৃদি-বিলাসিনী কান্তা বল কোথা রবে ?
একামাত্র রবে তুমি স্বশানে শয়ান ;
খুলায় মলিন হবে নলিন-বয়ান ।
বিষ-প্রতিবিষ চাক্র নথর অধর
রক্তাভাবে পাণ্ডুবর্ণ হবে অতঃপর ।
গোলাবেরে যে কপোল নিম্বিছে এখন,
কিরূপ বিরূপ হবে তাব দেখি, মন ?

প্রেমসীর প্রেম-পূর্ণ পীযুষ-বচন,
 যে শ্রবণ অহুক্ষণ করিছে শ্রবণ ;
 আহা ! তাহা একেবারে বধির হইবে,
 কিছুতেই তাহে পুনঃ জাগাতে নাহিবে ।
 নিন্দি ইন্দ্রীবর তব যে দুই নয়ন
 প্রিয়া-চাঁদ-মুখ হেরি স্মৃথী প্রতিক্ষণ,
 সৌমাহীন অন্ধকারে মুদিত রহিবে ;
 সে সময় কিছু আর দৃষ্ট না হইবে ।
 কদম্বকুসুম সম, উল্লাসের ভরে,
 প্রিয়াক্ষ-পরশমাত্র যে গাজ শিহরে,—
 যে কর প্রেমসী বক্ষে করিয়া অর্পণ,
 মদন রাজ্যারে কর কর সমর্পণ,—
 চিতার সহিত সব পুড়ে হবে ছার ;
 কোন অংশ না থাকিবে পূর্বের আকার ।
 কিম্বা, ভাগ্যদোষে, থাকি ক্ষশানে পতিত,
 হবে জীর্ণ, কীটাকীর্ণ, পলিত, গলিত ।
 • অনিত্য, অস্থায়ী এই শরীর তোমার
 কি হেতু ইহাতে এত স্নেহ কর আর ?

(কাব্যমঞ্জরী, ১৮৩৮)

আশা, প্রমোদ ও প্রেম

বলদেব পালিত

অন্তাচলে যে সময় যান দিনকর,
 নভো-দেশে কিবা শোভা ধরে অলধর !
 রক্ত, পীত, নীল আদি বিবিধ বরণ—
 অন্তরে থাকিয়া করে অন্তর হরণ !

ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

কিন্তু সে স্ফটিক-শোভা শুধু বাষ্পময় ;
 চিত্র-ভাঙ্গ-করে চিত্র করা সমুদয় !
 বারেক যতপি বহে প্রবল বাতাস,
 একেবারে সে সকল ছবি হয় নাশ ।
 তেমতি অসার এই আশার আশ্বাস ;
 দূর হতে মনোমধ্যে কভই বিশ্বাস,
 ভাবী-স্বপ্ন-ভাবনায় মোহিত হৃদয়
 বর্তমান ক্রেশ কিছু অহুত্বত নয় ।
 ভাগ্যবলে বাহ্য-কল যদি কেহ পায় ,
 তৃপ্তি নাহি হয় তার ভ্রম কিন্তু যায় ;
 জুর্ভাগ্য-সমীর যদি নিদারুণ বয়,
 আশার মায়ার জাল ছিন্ন ভিন্ন হয় !

আমোদ কিসের মত ? জলবিষপ্রায়—
 ক্ষণেকে উদ্ভব হয় ক্ষণেকেই যায় ,
 লজ্জালু লতার স্তায় অতি সুদর্শন,
 পরশ করিবামাত্র ম্লান সেই ক্ষণ ,
 কিম্বা পুষ্পমালা যথা সমাধি-মন্দিরে,
 শোক-আবরণ-মাত্র, স্ফূট বাহিরে ।

পিরোতি জলধিবৎ দুস্তর বিষম ;
 যুবক নাবিকদের অতি মনোরম ।
 স্ফটিক সাবধানী যেই কর্ণধার,
 রমণী-তরণী লয়ে হয় সেই পার ।
 বিশ্বাস-বাতাসে পালি দিয়া মনোমত,
 রস-রস-তরঙ্গে ভাসিতে হর্ব কত !
 মানের আবর্ত হতে কিরাইয়া তরী,
 আপনারে ধস্ত মান স্নাঘা মনে করি ;
 কিন্তু ছল মসিনায় পড় যদি ভুলে,
 আক্ষেপের সীমা নাই পড়িয়া অকূলে ;

অথবা বিচ্ছেদ-শৈলে ঠেকি, একেবারে
ছাড়াছাড়ি যদি হয় তারি কর্ণধারে,
উভয়েই ভয়দশা মগ্ন শোক-নীরে ;
কিছু নাই উপায় আসিতে পুনঃ তীরে ।

(কাব্যমঞ্জরী, ১৮৩৮)

প্রিয়-বিরহ

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

বিমা প্রিয়জন রম্য উপবন,
কণ্টক-কানন প্রায় ;

পুষ্প-বিরচন কোমল শয়ন,
ভূষণয্যা তুলনায় ;

স্বভক্য নিশ্চয় বিষময় হয়,
লুকার স্ততার তার ;

নিরখি নয়নে দিবস তখনে
তমঃপূর্ণ ত্রিসংসার ।

কিন্তু যে সময়, প্রিয়সঙ্গে রয়,
বন উপবন হয় ।

দূর্বাদলচয় স্বধ-শয্যা হয়,
পুষ্পশয্যা তুল্য নয় ;

পর্ণ-বিরচিত উটক নিশ্চিত
সৌধসম শোভা ধরে ;

ভিক্ত ফলচয় হয় সুধাময়
অহো কি তৃপ্তি বিতরে !

ঘোর তমসিনী সে অমা-বামিনী
 সেই পৌর্ণমাসী হয় ;
 হুঃখ ঘটে যায় হুঃখবোধ তায়,
 অহুঃখ লেশ না রয় ।

(সত্তাবশতক, ১৮৩১)

প্রণয়-কানন

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

অতিশয় ভয়ঙ্কর প্রণয়-কানন
 অশেষ আতঙ্ক-তরু পরশে গগন ।
 শাখা-প্রশাখায় তারা গহন এমন,
 প্রবেশে না মাঝে জ্ঞান-তপন-কিরণ ।
 হতাশা-কণ্টকীলতা বেষ্টিত তথায়,
 পায় পায় বিদ্ধ হয় প্রেমিকের পায় ;
 বিষম বিরহ-ব্যাঘ্র বিকট-বদন,
 নিম্নত এ বনে করে ভীষণ গর্জন ।
 নিনাদে তাহার হাষ ! নিনাদে তাহার,
 কত প্রেমিকের প্রাণ ত্যজে দেহাগার ।
 প্রিয়-প্রেম-সুখ-সুগ, এ প্রেম গহনে,
 হরে প্রেমাকাঙ্ক্ষি-মন মোহন নর্জনে ।
 করিতে গ্রহণ তারে অনেকেই ধায় ;
 বিরহ-শাদৃ'ল-গ্রাসে শেষে মারা যায় ।
 যে প্রেমিক সাহস-মাতৃদোষি চড়ি
 সহিষ্ণুতা দুঃখবর্ষে সর্বাঙ্গ আবরি,
 নির্ভয়ে প্রবেশে প্রেম-বিগিন মাঝার,
 নিরাশা-কণ্টক নাহি ফুটে দেছে তার ;

বিরহ-শাদূল নারে গ্রাসিবারে তায়,
 প্রিয়-প্রেম-স্বধ-মুগ ধরিতে সে পায় ।
 হাফেজ ! যতপি পায় একরূপ করিতে,
 প্রিয়-প্রেম-স্বধ-মুগ পারিবে ধরিতে ।

(সত্তাবশতক, ১৮৬১)

বিমুক্তের প্রতি

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

অন্নে অন্নে নিরন্তরে কাল-বিভাকর-করে
 ত্রুব হয় জীবন-তুবার ;
 যবে জ্ঞান-নেত্রে চাই তখনি দেখিতে পাই
 অবশেষে অন্ন আছে আর ।

মরণ নিকট অতি তথাপি রে মুঢ়মতি.
 মোহ-ঘুমে র'লি অচেতন ;
 জাগ জাগ একবার, কি হেতু বিলম্ব আর
 গম্যস্থানে করহ গমন ।

রঞ্জিত প্রভাতরাগ, তামসীর শেষভাগ
 পাছজন—গমন-সময়,
 ঘুমে রয় যে তখন, গম্যস্থানে সে কখন
 সময়ে উত্তীর্ণ নাহি হয় ।

আয়ু-নিশি প্রায় ভোর, গমন-সময় ভোর,
 নিজ্ঞা ত্যজি উঠ পাছমন !
 এবে না গুনিলে ভাষ সে নিত্য-স্বধদ বাস
 যাইতে না পারিবে কখন ।

(সত্তাবশতক, ১৮৬১)

সূচাক্ত বিশ্ব

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

মরি কিবা শোভাময় এ ভব-ভবন,
যখন যেদিকে চাই জুড়ায় নয়ন ।
দিবানিশি রবি শশী প্রকাশি গগনে,
ভুবন উজ্জ্বল করে বিমল কিরণে !
স্বলজ কুমুমজালে শোভা করে স্থল,
কমলে শোভিত কিবা সরসী-কমল ।
স্রামল বিটপিদল কিবা শোভা ধরে ।
লতার ললিতরূপ আঁধি মুগ্ধ করে ।
বারিধির ভীমরূপ শোভার ভাগ্যার ।
হেরিয়া না হয় মন বিমোহিত কার ?
যে করেছে কোন দিন গিরি আরোহণ,
সে জানে ভুধর-শোভা বিচিত্র কেমন !
কোন স্থানে বেগবতী স্রোতস্বতীগণ
অধোমুখে খরবেগে বহে প্রতিকর্ণ !
স্থানে স্থানে কত শত কন্দরনিকরে,
অহহ ! স্বভাব কিবা চারু শোভা ধরে ।
কোন স্থানে চরিতেছে মাতঙ্গের দল,
কোন স্থানে ক্রীড়া করে কুরঙ্গ সকল ।
এইরূপ জগতের শোভা সমুদয়
ভাবি' ভাবরসে ভাসে ভাবুকনিচয় ।
এ সব স্বভাব-শোভা, রচিত যাহার,
হাফেজ ! মজ না কেন প্রেমরসে তাঁর ।*

(সঙ্কীৰ্ত্তনশতক, ১৮৬১)

* দ্বিতীয় সংস্করণে পাঠান্তর—
বিচিত্র বিশ্বের চিত্র কে বুঝিবে তাঁর ।

ঈশ্বর-প্রেম

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

যত্নপি যতন করে শত জন,
জীবন হরিতে ছলে ।

তুমি সখা যার, বল হে তাহার
কি ভয় জগতী-ভলে ?

তব প্রেম-সুখা গিয়ে কোন্ড ক্ষুধা
যে জন হরিতে পারে ।

বল প্রিয় ! বল ঈঠর-অনল,
কি দুখ দিবে তাহারে ॥

তব প্রেম-ধনে ধনী যে অধনে
কে দীন তাহারে বলে ?

প্রমত্ত সে নয় প্রমত্ত যে হয়
তব প্রেম-সুখা-বলে ।

প্রণয়ের তানে প্রেমগুণ-গানে
মানস মোহিত যার ।

কোকিল-নিশ্বন, অখিল গুণন
হয় কি রঞ্জন তার ?

প্রেম-কুড়ুহলে তব প্রেম-জলে
যে জন দিয়েছে কাঁপ ।

কহ প্রেমাধার ! কি করিবে তার,
বিরহ-তপন-তাপ ?

বিশ্বের শিল্পচাতুরী

কুকচন্দ্র মজুমদার

হে নাথ । কি শিল্প-চাতুরী তব,
 কার সাধ্য তবে বর্ণে সে সব ।
 যখন বিশ্বের যে দিকে চাই,
 কতই কৌশল দেখিতে পাই ।
 প্রকৃতির মনোমোহন কায়
 —যে শিল্পচাতুর্ষ প্রকাশে হায়,
 এ জগতে নাই তুলনা তার ;
 তব সম শিল্পী কে আছে আর ?
 এই যে সুনীল গগনতল,
 —শোভা পায় যায় জ্যোতিষ্কমল,
 ফুল-ইন্দীবর-নিকর-ময়,
 নীলাবুধি-সম প্রতীত হয় ;
 এই যে বিধুর মোহন কায়,
 নয়ন জুড়ায় হেরিলে যায়,
 বাহার সূচাক বিমল ভাস,
 করেছে উজ্জ্বল এ বিশ্ববাস :
 এই যে বালার্ক আরক্তকায়,
 প্রফুল্ল পঙ্কজ নিরখি যায়,
 তিমির গুরুর ঠেলিয়া করে,
 উঠিছে ক্রমশঃ মস্তক পরে,
 আলোকে পূরিল অখিল বিশ্ব,
 প্রকাশিছে অতি বিচিঞ্জ দৃশ্য ;
 এই যে শেখর প্রকাণ্ড অতি,
 রোধ করিয়াছে তাকর-ভাতি,
 তুবার-মণ্ডিত শিখর যার,
 কটিদেশে শোভে জলদহার ;

বিবিধ প্রসূনে ভূষিত কায় ;
 যুগ্ধ হয় মন হেরিলে যায় ;
 এই যে নীরখি ভীষণতর,
 গগন নমিত বাহার পর,
 ফেনপুঞ্জ শোভে সুনীল জল,
 স্তম্ভ অস্ত্রে যথা গগনতল,
 কেলি করে তুঙ্গ তরঙ্গদলে,
 নকুমক্ তানু-কিরণে জলে ;
 এই যে স্বরম্য শস্ত্রের ক্ষেত্র,
 নিরীক্ষণে যাহা জুড়ায় নেত্র,
 শ্রামল-বরণ বিটপিদল,
 আরক্ত সুপক ধাত্ত সকল,
 একত্র বিবিধ-বরণ-ভাস,
 মনোহর দৃশ্য করে প্রকাশ ;
 এই যে ললিত লতিকাচয়,
 প্রফুল্ল প্রসূনে স্শোভাময়,
 আদরে হুলিছে অনিলভরে
 মর্শকের অক্ষি বিমুগ্ধ করে ।
 হে নাথ ! তোমারি রচিত সব,
 ধন্য ধন্য ! শিল্পচাতুরী তব,
 তুমিই ময়ূর-কলাপচয়
 করেছ এমন স্চিচ্ছময়,
 তুমিই স্বরম্য-কুসুম-কাক,
 তুমিই গড়েছ নৃমুখ চাক,
 নিরখি এসব হায় ! যে জন,
 তব প্রেমপাশে বাধেনা মন
 বিকল জনম তার নিশ্চয়,
 পত্ত বলি তারে, নয় সে নয় !

অর্থ

কৃষকচন্দ্র মজুমদার

অরে অর্থ ! কিবা তোর মোহ চমৎকার !
করেছিস মুখ তুই অখিল সংসার ।
কি বালক—কি যুবক কিবা বৃদ্ধগণ,
মোহিত মায়ায় তোর সকলেরি মন ।
এই যে কৃষক করে ভূমি করষণ,
সহন করিছে খর তপন-কিরণ ;
এই যে বণিক জন্মভূমি পরিহরি,
পরিজন-স্নেহের বন্ধন ছেদ করি,
বাণিজ্য-তরণী 'পরে করি আরোহণ,
গভীর-সাগর-নীরে হতেছে মগন ;
এই যে কিঙ্করগণ সত্তম অন্তরে,
অনুলক্ষণ পালন প্রভুর আজ্ঞা করে ;
এই যে নৃশংসচিত্ত দন্য ছুরাচার,
করিছে নৃ-শোণিতাস্ত অসি আপনার ;
এই যে ভীষণতর সমর-সাগর,
বহিছে রক্তের স্রোত যাহে খরতর ;
এ সকল অরে অর্থ ! শুধু তোর তরে,
আর কে এমন আছে এরূপ যে করে ?
উপেক্ষিয়া স্বধময় পরমার্থ-ধন,
তোর তরে দেয় নরে আয়ু বিসর্জন ।
সহস্র দাসের প্রভু কিঙ্কর তোমার,
আছে আর এমন প্রভুত্ব-পদ কার ?
জিহুবন-মোহিনীর হর তুমি মন,
মোহন মুরতি আর কাহার এমন ?

বাজাইয়া মধুর মুরলী কুঞ্জে কালা,
 ভুলাইত গোকুলের যত কুলবালা ।
 কুন্তরব মধুকালে কুহ কুহ স্বরে,
 প্রণয়ী জনের মন বিমোহিত করে ।
 কুরঙ্গ বাঁশীর রবে মাতোয়ারা হয়,
 শঙ্খনাদে উল্লসিত শঙ্কর-হৃদয় ;
 কিন্তু স্তমধুর রবে রে অর্থ ! তোমার,
 একেবারে মুগ্ধ হয় অখিল সংসার ।
 কি করিলা দাশরথি প্রিয়া-অশ্বেষণ,—
 প্রিয় অশ্বেষিলা কিবা ব্রজগোপীগণ ;
 করে লোকে অশ্বেষণ তোমার যেমন ;
 করে নাই কেহ কার তত অশ্বেষণ ।
 গভীর সাগর-গর্ভে, ভূমির ভিতরে,
 দুর্গম গহন বনে, শিখরে গহ্বরে,
 কুখা ভূষণ নিদ্রা আদি করি পরিহার,
 অশ্বেষণ তব লোকে করে অনিবার ।
 হয় হটক বিপদ যতই ভয়ঙ্কর,
 তাদের নিকটে তাহা অতি তুচ্ছতর ।
 সাগরের তরঙ্গ হিংস্রক ষাদোগণ,
 ভূগর্ভের নানাবিধ উৎপাত-ঘটন,
 গিরিশৃঙ্গে শাদূল কেশরী বিষধর,
 শঙ্কিত করিতে নারে তাদের অস্তর !
 হেলে সর্ব বিপদ সহিত করে ঝণ,
 এমনি উৎসুক তারা তোমার কারণ ।
 বটে বটে বটে অতি প্রিয় পুত্র-প্রাণ !
 কিন্তু প্রিয়তর তুমি, নহে নহে আন ।
 নতুবা কি হেতু সেই তনয়ের সহ,
 বিনিময় করে তব দেখি অহরহ !

কেন কেন সৈন্তগণ, উৎসাহিত মনে,
 জীবন আহুতি দেয়, সমর-দহনে ;
 পুত্র-প্রাণ হতে তোরে প্রিয় ভাবে ভাই.
 দেখিতেছি এমন অদ্ভুত ভাব ভাই ।
 হায় ! যে পরম ধন সংসারের সার,
 তার চেয়ে করে লোকে আদর তোমার !
 ধর্মার্জনে পলেক অনেকে রত নয়,
 করিছে তোমার তরে পরমায়ু ক্ষয় ।
 যদিও বা ধর্ম ধর্ম বলে কোন জনে,
 সেই শুধু তাহে অর্থ ! তোমার কারণে !
 তোমারে উপেক্ষা করি আদরে ধরম,
 এ জগতে তেমন ধার্মিক আছে কম ।
 এই যে পণ্ডিক, মাথা ভঙ্গ্য কলেবর,
 গলায় হাড়ের মালা ব্যাত্রচর্মাধর,
 দীর্ঘ ভট্টাভার শিরে ঊর্ধ্বনেত্রে চলে,
 “বম্ বম্ মহাদেব” ঘন ঘন বলে,
 সত্য সত্য তাহে অর্থ ! জানিবে নিশ্চয়,
 তুমিই ইহার ইষ্ট, অস্ত্র কেহ নয় !
 শকরের ভক্ত এরে ভ্রান্ত লোকে কয়,
 ফলে এ তোমার ভক্ত নাহিক সংশয় ।
 বাহু ধার্মিকতা হেন দেখায় অনেকে,
 ঘুরিতেছে তব তরে নানারূপ ভেকে ।
 হায় রে ! যে দয়া নর-হৃদয়-ভূষণ,
 সেও উপেক্ষিত অর্থ ! তোমার কারণে !
 তোমার দুর্দম লোভে নিদয় অস্তরে,
 কত না প্রবলে হায় ! ব্যভিচার করে,
 বলে দুর্বলের ভয় কুটীরে পশিয়া,
 হাসিয়া মুখের গ্রাস লইছে কাড়িয়া ।

কভজনে প্রলোভনে ভুলিয়া তোমার,
 রঞ্জিতেছে নর-রক্তে অসি আপনার !
 তিলেক গৌরব তারা না রাখে দয়ার ;
 রে অৰ্ধ ! সাবাসি তোরে শত শত বার !
 বটে বটে স্বাধীনতা প্রিয় অতিশয় ;
 সেও এবে তোর কাছে কিন্তু কিছু নয় ।
 যেমন দুর্দশা তার হয়েছে এখন,
 যখন স্মরণ করি কেঁদে ওঠে মন ।
 প্রাণদানে পূর্বে যারে রাখিত গৌরবে,
 হাটে ঘাটে এবে তারে বেচিতেছে সবে ।
 এই যে প্রবাসীগণ প্রবাসে রহিয়া,
 স্বজন-বিরহে মরে দহিয়া দহিয়া,
 শোণিত-শোষণী নানা যাতনা সহিয়া
 শুকায় শরীর আজ্ঞা' বহিয়া বহিয়া,
 রে অৰ্ধ ! কাহার তরে ? কার তরে আর,
 কেবল তোমারি তরে, অহো চমৎকার !
 ভাল—ভাল ভাল তোর মায়ার কৌশল,
 ভাল করেছিস তুই সংসার পাগল !
 কিন্তু লোভ-পরিশৃঙ্খ আমার এ মন ;
 তোমার ও মোহে মুগ্ধ নহে কদাচন ।
 যে পরম-অৰ্ধ-প্রেমে মুগ্ধ মমাস্তর
 তাহার তোমার আছে—অনেক অস্তর ।
 কিঞ্চিৎ ঐহিক সুখ কর তুমি দান,
 সে অর্থেতে নিত্য সুখ করে সংবিধান ;
 মরণ পৰ্বন্ত রহে সৰ্ব্বস্ত তোমার,
 মরিলেও নাহি ঘুচে সৎস্ব তাহার ।
 হতে পারে তব লাভ-যতন বিফল,
 সে অৰ্ধ-প্রলাভ-যত্ন সর্বদা সফল ।

এ অগতে করে যেই তোমায় অর্জন,
 পারে বটে সৌখে বাস করিতে সে জন ;
 কিন্তু যে সক্ষম সেই পরমার্থ করে
 দেব-প্রার্থনীয় ধাম লভে মৃত্যুপরে ।
 যে ভুল স্বর্গীয় পুষ্পে করিছে বিহার,
 মর্ত্য ফুলে কি গুণে ভূলাবে মন তার ?
 যে মরাল কেলি করে মানসসাগরে,
 কুপজলে কেলির বাসনা সেকি করে ?
 যে চাতক নাহি জানে বিনা জলধর,
 কে কবে দেখেছে তারে পুকুর ভিতর ?
 পরম অর্থের প্রেমে মুগ্ধ যার মন,
 মন্দিবে সে তোর প্রেমে কিসের কারণ ?
 প্রভেদ সে অর্থ সনে বিস্তর তোমার,
 উপমার স্থল নহে স্বর্গ মর্ত্য তার ।
 কিন্তু সেই পরমার্থ লাভ যেই করে,
 দেবতার প্রিয়ধাম লভে মৃত্যুপরে ।

(সপ্তাবশতক, ১৮৬১)

জীবের প্রতি উপদেশ

কৃষ্ণচন্দ্র মহামদার

ধাহার সমীর জীব ! তালবৃক্ষ প্রায়
 স্থশীতল করে তব সম্ভাপিত কায় ।
 ধাহার করুণা নীররূপে অক্ষুণ্ণ
 নির্বাণ করিছে তব তৃষা-হতাশন ;

ষাঁহার আদেশক্রমে কাদম্বিনীগণ
 দান করি পয়োধরা ধাত্রীর মতন,
 ধরণীর শস্ত্ররূপ হৃৎস্তানগণে
 পালন করিছে শুধু তোমার কারণে ;
 ষাঁর কৃপা বিরচিত মহীরুহদল
 সজ্জ করি শীতাতপ যাতনা সকল,
 প্রসবিছে নানারূপ ফল প্রতিক্রমণ,
 শুধু তব রসনার তৃপ্তির কারণ !
 বিনোদ-বিপিনরূপে নাট্যশালে ষাঁর,
 অভিনেতা কোকিল কুরঙ্গ অনিবার,
 গায়ক নর্তক সম গায় নৃত্য করে,
 তোমার শ্রবণ আঁধি তুষিবার তরে ;
 ষাঁহার আদেশ করি মস্তকে ধারণ,
 ঋতু শ্রেণী সৈরিকীর সম অহঙ্কণ,
 সাজাইছে প্রকৃতির অঙ্গ হৃশোভন,
 কেবল করিতে তব লোচন-রঞ্জন ;
 ভুল না ভুল না তাঁরে ভুল না কখন,
 প্রেম পুষ্পে কর তাঁরে সতত অর্চন ।
 হে জীব ! সামান্ত ধন দেয় যেই জন,
 তার প্রতি এমন কৃতজ্ঞ তব মন ।
 কিন্তু যে করিল দান অমূল্য জীবন,
 কৃতজ্ঞ তাঁহার প্রতি নহ কি কারণ ।
 কিঞ্চিৎ দুঃখের নাম হৃথের বর্জন,
 করে ষাঁরা করিয়া করুণা বিতরণ ;
 তাহাদের ভক্তিতাবে গদগদ মন,
 রসনার কর কত গুণাঞ্জীর্জন ।
 কিন্তু ষাঁর নিরপেক্ষ করুণার তরে
 জীবন রয়েছে তব জননী অর্ঠরে ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিজ্ঞান সংকলন

পরম আনন্দে বীর করুণা কারণ
 করিয়াছ সুকুমার শৈশব বাপন ।
 বাঁহার করুণা হেতু যৌবনে এখন
 করিছ বিবিধ সুখ-রস আশ্বাসন ।
 মেহপুর পরিহরি করিলে প্রয়াণ,
 দয়া করি করে যেই নিত্য সুখদান
 কেন তাঁর ভক্তিতাবে মগ্ন নয় মন,
 কেন তাঁর গুণগানে বিমুগ্ধ এমন ।

(সস্তাবশতক, ১৩৬১)

ঈশ্বরই আমার একমাত্র লক্ষ্য

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

যেই ফলে নিরন্তর মম মন মধুকর
 মধুপানে উৎসুক হৃদয় ;
 ফুল যেই সর্বক্ষেণে সময়ের বিবর্তনে
 পরিম্লান কভু নাহি হয় ।
 সেই ধন অশেষণে ভ্রমি আমি বনে বনে
 সজল নয়নে অহুক্ষণ ;
 সঘন বন্ধন যার বন্ধ রহে অনিবার,
 নাহি ঘুচে হলেও নিধন ।
 সেই সুখময় পথে চড়িয়া মানসরথে
 নিয়ত হতেছি অগ্রসর ;
 যার প্রাক্তে স্থনিশ্চিত সর্বক্ষেণ বিরাজিত
 নিত্য সুখধাম মনোহর ।
 সেই প্রেমসিন্ধু জলে আশ্রয়ন কুণ্ডলে
 সত্য সত্য করেছি মগন,
 সদা সেই স্থির রয় বিচ্ছেদ তরঙ্গ ভয়
 যার মাঝে নাহি কদাচন ।

ষষ্ঠ খণ্ড : তৎ-কবিতা

সেই সর্ব বরণীয় ত্রিজগত স্বরণীয়
সম্রাটের আমি হে কিঙ্কর ।
ঐহার চরণতলে নিখিল নৃপতিদলে
নোয়াধ মুকুট নিরস্তর ।

(সম্ভাবশতক, ১৮৬১)

তাজমহল

গোবিন্দচন্দ্র রায়

১

একি সেই চিরশ্রুত ভারত-কৌস্তভ
তাজগৃহ, সাজিহান যবন-গৌরব ।
দম্পতি প্রণয় পুষ্প, নয়ন দুর্লভ,
পৃথিবী ব্যাপিয়া যার প্রশংসা সৌরভ ॥

২

সেকি এই ! মনোহর স্তম্ভ গঠন
ভূষার ফলকনিভ মর্মর রচিত ।
জড়িত উপলে গাত্র বিবিধ বরণ,
মোগল স্তম্ভরী যেন রতনে খচিত ॥

৩

অহ ! কি অমল শাস্ত মধুর দর্শন,
কার্পাস কোমল কাস্তি কঠোর মর্মরে ।
তুলিতে আঁকিয়া যেন তুলেছে গড়ন
ধল্লু রে কল্পনা, যে এ ধরিল উদরে ॥

৪

যতনে মাপিয়া স্বর্ণ, গড়ে স্বর্ণকার
তবু হয় অলঙ্কারে ভাগ অসমান ।
কি তুলে স্থপতি ভৌলি শরীর ইহার
গড়িল নিভুল হয়ে অজ্ঞভাগমান ॥

৫

মরি কতকাল বসি মানস উজ্জানে
সৌন্দর্য কুহুমসারে শিল্পকারগণ ।
গাঁধিল ইহার দেহ ; দেহপ্রাণ-পণে
রূপত্তরে তুলাইতে ভবজনমন ॥

৬

ককাল কপাল স্থান ভীষণ শ্মশানে
এ গৃহ কুহুম তহু দেখায় কি ভাল ?
ফুটিত যদি এ কোন বিলাস উজ্জানে
শচিপতি কেলি গৃহ লাজে হতো কাল ॥

৭

অনতি উন্নত মঞ্চ সুন্দর বিস্তৃত
চতুষ্কোণ, গাঁথা শ্বেত রক্তিম শিলায় ।
স্থাপিত তাহাতে তাজ সুচারু-নির্মিত
অবনীর গৃহশিরে শিরতাজ প্রায় ॥

৮

চারি কোণে চারিস্তম্ভ, সুদীর্ঘ সুসম
শরীর রক্তক বীর পুরুষের মত ।
দণ্ডান্বিত কাল সঙ্গে করি পরাক্রম
তহু শুক্রে নভ নীল করিয়া লাঞ্চিত ।

৯

সুনীল যমুনা নীল মেখলা হইয়া
বহিছে রক্তনিভ গৃহ কটিতটে ।
উপরে গুহুজ যেন দেখায় ভাসিয়া
নীর-নিধি-বিঘ্ন নীল নভ-ভল-পটে ॥

১০

সম্মুখে উজ্জান ঘন মরকত বন
ভরুশ্রেণী দুই পাশে সখিশ্রেণী প্রায়
শোভে যাবে জলযন্ত্রে শীত প্রস্রবণ
মোগল-মহিবী-যোগ্য ভোগ্য সমুদায় ॥

১১

দেখায়ে বিরাগ, মরি। বিভূতি বিভবে
কোরাণ অক্ষর মালা পরি গলদেশে।
মাঝে স্পন্দহীন গৃহ বসিয়া নীরবে
যেন কোন বিলাসিনী তপস্বিনী বেশে ॥

১২

নির্মেঘ শরদে কিছা মধু সূধাকরে
যেকালে এ তনুকাঙ্ক্ষি ঝলসে বিজনে ॥
কি ছার ! মনুজ মন, দেব মন হরে
নিরখিলে সেকালে এ রূপের কাননে ॥

১৩

একে গুরু তহু রাজ্যে গুরু শশিকর।
তায় ঋতুফুলে গুরু উদ্ভানের হাস।
নাচায়ে ফিরিঙ্গীবালা দেহ গুরুতর
চারিদিকে রচে শুধু গুরুেরি আবাস ॥

১৪

• ইতিহাসে পড়ি যুবা কৌতূহলানলে
জলিয়া যে কালে ধায় দূরদেশ হতে।
আসিয়া দেখিয়া ভাসে তৃপ্তি সূখ জলে
সার্থক গণনা করে পথ ব্যয় শতে ॥

১৫

শিল্প দেখি কেহ প্রশংসয়ে শিল্পিগণে
লুপ্ত যারা দূরগত কালের কবলে।
কেহবা অর্থের ব্যয় গণি মনে মনে
বিস্ময় বিস্তার করে নয়ন যুগলে ॥

: •

আসি কত ইয়ুরোপী বিজ্ঞান-কুশল
আঁকি তোলে যন্ত্রবন্দে গৃহ বরতনু।
নানাভাবে স্থিতিভেদে আঁকে অবিকল
আকাশে সহায় করি চিত্রকর ভাহু ॥

১৭

তুলি ছবি অবশেষে লয় নিজ দেশে
 পরায় প্রাসাদ-কণ্ঠে আভরণ করি ।
 বসি বকু পরিজনে দেখে অনিমেঘে
 প্রশংসে ভারতভূত শিল্পকারিকরি ॥

১৮

গড়ি ক্ষুদ্র অক্ষরুপ অক্ষরগণ
 বেচে বিদেশীর কাছে স্বর্ণমুদ্রা পণে ।
 নিয়ে কতজন সেই রূপাহুকরণ
 রাখে গৃহে শোভা হেতু পরম ধতনে ॥

১৯

আসি কত রাজ্য দেশান্তর হতে
 জালিয়া বিবিধরঙ্গে আলোকের মালা ।
 নিরখে রূপের ছটা ঘটার সহিতে
 দেখাইয়া লোকে লোল চঞ্চলার খেলা

২০

সংসার সম্বন্ধে কত নগর নিবাসী
 আসে নিত্য জুড়াইতে এ শাস্তিভবনে ।
 দেখিয়া ইহার ছবি শোকতাপরাশি
 পাসরে অমনি ঘেন যায় যন্ত্রগুণে ॥

২১

ইহার মধুরাকৃতি শাস্তিরসাশ্রয়ে
 সিকয়ে অপূর্ব, চিন্তে সাস্তনা সলিল ।
 আকাজক্ষার উত্তেজনা ভোগস্বখাশয়ে
 দেখি এর দশা হয় অমনি শিথিল ॥

২২

কোন দিন এইস্থানে এর জনকেরে
 প্রণয়িত লোকরাজ্য লুটিয়া ভূতল ।
 কিবা না সম্ভবে দেখ এমন জনেরে
 স্থখে তার মুখ আজি লোটে পরাতল

২৩

কাহার প্রাঙ্গণে বসি কে করে বিহার
কাহার কুল্মবন কে করে চয়ন !
কাহার প্রস্তুত অন্ন কাহার আহার
নির্মম কালের হা ! কি অন্ধ বিভরণ ।

২৪

এই রে গৌরব, আশা, এ গৃহ উদ্যানে
এজ্ঞস্ত সংসারে চির অস্ত্রের বিপ্রব ।
সোদর শোণিত বর্ষে এ ভূষণ নির্বাণে
এ ফল আশায় হয় নুমুণ্ডে আহব ॥

২৫

গৃহকর ! যদি এত আকাজক্ষা বিপ্রবে
রহিয়াছ অতিক্রমি আজিও জীবিত ।
কোনদিন কোন লোক এমন আসিবে
পাইবেনা খুঁজি তুমি কোথা ছিলে স্থিত ॥

২৬

ইয়ত এমন হবে, এ দেহ-পিঞ্জরে
রচিবে আবার কেহ আকাজক্ষা বিমান
প্রবৃত্তির এই খেলা সংসার-চক্রে
শ্মশানে উদ্যান গড়ে, উদ্যানে শ্মশান ॥

গীতিকবিতা, ১৮৮২)

স্মৃতি

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বহুদিন পরে কি দেখি আবার,
সে ছ'টি নয়ন সোহাগে মাথা ;
সাথে সমীরণ খেলে ধীরে ধীরে,
অলকায় আধ বদন ঢাকা ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

সেই তো গোলাপ সলাজ কপোলে,
সেই গো গোলাপ অধর-রাগে,—
মুহু হাসি সনে বিবাদ মিলিত,
কেন হেন এ তো দেখিনি আগে ।

সেই তো ভটিনী সাগরগামিনী
শশী-হাসি-ছবি হৃদয়ে ধরে ;
সেই তো কলিকা ঈষৎ তুলিয়া,
শিহরিছে ধীর সমীর-করে ।

বাহ-পাশে বাঁধি নয়নে নয়ন,
যতনে দেখিছি বদনখানি ;
আজ ধরি ধরি ধরিতে তো নারি,
আমার আমার—আমি তো জানি ।

এলো এলো এলো, আবার ফুরা'লো,
চলে গেল কেন, কি অভিমানে,—
ছিল তো বেদনা মরমে লুকা'য়ে,
কেন বারি-ধারা নয়নে আনে !

এসেছিল সে কি দেখে গেল এসে,
প্রাণে প্রাণ আজ কাঁদে না কাঁদে,—
কৈদে গেছে সে তো দেখেছে কৈদেছি,
কাঁদিতে কাঁদাতে এলো কি সাথে !

দিয়েছি আহুতি হৃদয় হৃসার,
হৃদনে যে ত্রতে ছিলাম ত্রতী,
নীরস জীবনে গেছে তো সকলি,
তবু কেন পুনঃ আগিছে শ্রুতি ।

বিগত-যৌবনা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

১

গেছে দিন আছে তার স্মরণ কেবল,—
আছিল ললিত কায়, কেশজাল মেঘপ্রায়,
বিভাগী সৌমস্তু-রেখা ধবল সরল,
অধরে আরক্ত রাগ, ভ্রমরার অহুরাগ,
ফুটিত ঈষৎ হাসে মুকুতার দল,
উথলিত যৌবন তরঙ্গ ঢল্ ঢল্,—
আছে তার স্মরণ কেবল ।

২

তখন আসিত আর না দেখি এখন,
ধনী-মানী যুবা কত, বেশ করি নানা মত,
গুণগ্রাম-বিকশিত স্ফূঠাম বদন :
কেহ বাঁধা কেশ-পাশে, কেহ বা হাসির ফাঁসে,
কাহার হৃদয়ে বিদ্ধ কটাক্ষ ঈক্ষণ,
ইন্দ্ৰিতে প্রস্তুত দিতে জীবন-যৌবন,—
কারে আর না দেখি এখন ।

৩

সহিয়ে নিদাঘ রবি, মেঘ-বরিষণ,
কুঙ্কটিকা-ঢাকা দিশা, হেমস্তের তীব্র নিশা,
ঝটিকা, করকা ঘোর তরঙ্গ নর্তন,
উপেক্ষিত তৃণজ্ঞানে, আসিত আমার ধ্যানে,
প্রাচীর পর্বত সম করিত লঙ্ঘন,
মেখে যেত ব্যগ্র তত যত অযতন,—
সহি রবি, মেঘ-বরিষণ ।

৪

কেন এলো কেন গেলো স্নেহের স্বপন,
 এবে যদি দেখি কারে, ফিরে নাহি চাহে বারে,
 ডাকিলে চিনিতে নারে স্মিন্নায় বধন ;
 বেগীতে নাহিক ফাঁস, অথরে কুহকী হাস,
 বৈধে না নয়ন, গেছে চপল যৌবন,
 করি নাই আবাহন, করিনি বর্জন,—
 এলো গেলো স্নেহের স্বপন ।

৫

কাচ বাঁধি অঞ্চলে কাঞ্চনে অবহেলা,
 কেন দিব দেহ দান, প্রাণ দিয়ে নেব প্রাণ,
 প্রাণয় বন্ধন প'রে হবে কিনা খেলা ;
 চাহিতাম উপাসনা, কাঁদাইব—কাঁদিব না,
 না বুঝে বেদনা সচি বেদনা একেলা,
 দান-প্রতিদানে ধরা আনন্দের মেলা,—
 কাঞ্চনে করেছি অবহেলা !

(প্রতিধ্বনি, ১৯১১)

বাঁশরা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

সন্ধ্যার বরণ-ঘটা ধূসর অঞ্চলে
 ক্রমে ক্রমে চালিলে তিমির,
 সোহাগিনী প্রবাহিনী কলনামে চলে
 মন্দ মন্দ আন্দোলি শরীর ;

মধুর তোমার তান, শুনিলে উথলে প্রাণ,
 হ'লে দিবা অবসান গৃহে ফিরে আসি,
 এ হ'তে মধুর স্বর, শুনিতাম বাঁশী ॥
 স্বভাব নীরবে যবে গভীর। যামিনী,
 শিশু হেরে সোনার স্বপন,
 চন্দ্রমা চকোরে কথা শুনে বিরহিণী,
 ঢুলু ঢুলু তারার নয়ন—

উঠিলে তোমার তান, প্রাণে মম হানে বাণ,
 এ হ'তে মধুর স্বরে করিলে চুষন,
 ছিঃ ছিঃ বলি সে আমার ফিরাত বদন ॥
 ফুল-ভূষা হাসে উষা দুকুল-বসনা,
 সরোবরে সম্ভাষে নলিনী,
 বিদায় চুষন নাহি পুরিল বাসনা,
 পতি-মুখ নেহারে কামিনী ।

তব তান উঠে যত, আকুল অন্তর তত,
 উথলিত প্রাণে শত স্ফূটার লহরী,
 যবে ধীরে সে আমাবে জাগাত বাঁশরী ॥
 প্রথম নিদাঘ-তাপে তাপিতা-মেদিনী,
 ক্ষিপ্ত বায়ু ধূলা মাখে গায়,
 কুলায় লুকায় নাহি গায় বিহঙ্গিনী,
 জাগি যামি যুবতী যুমায় ;

আচম্বিতে তব তান, প্রাণে করে স্ফূটান,
 মোহিত হইয়া মনে করি আন্দোলন,
 বহুদিন পরে মোরে কে করে স্বরণ ?
 প্রবাসে প্রবাসী বসি সন্ধ্যার সময়,
 প্রিয় মুখ মনে কত উঠে,
 অনিমেষ নেজে হেরে চন্দ্রমা উদয়,
 একে একে দেখে তারা ফুটে ;

বিরহ বিধুর গান, শুনে আন্দোলিত প্রাণ,
যুহ পূর্বস্মৃতি জাগে নীতল মাধুরী,
আশে আঁধিনীয়ে ভাসে প্রিয়জনে স্মরি ।

(প্রতিধ্বনি, ১৯১১)

জুড়াইতে চাই

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

জুড়াইতে চাই—কোথায় জুড়াই ?
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই !
ফিরে ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি,
কোথা যাই সন্না ভাবি গো তাই ।
কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন ?
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে যেন !
এ কেমন ঘোর, হবে মাকি স্তোর,
অদীর-অদীর-যেমতি সমীর, অবিরাম গতি নিয়ত ধার ।
জানিনা কেবা, এসেছি কোথায়
কেন বা এসেছি, কে বা নিয়ে যায় ।
যাই ভেসে ভেসে, কত কত দেশে,
চারিদিকে গোল, উঠে নানা ঝোল,
কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, এই

আছে আর তখনি নাট ।

কি কাজে এসেছি—কি কাজে গেল,
কে জানে কেমন, কি খেলা হল ;—
প্রবাহের বারি, রহিতে কি পারি,
যাই—যাই কোথা ?—কুল কি নাই ?
কর হে চেষ্টন,—কে আছ চেষ্টন,
কত দিনে আর ভাবিবে স্বপন ?—

যে আছে চেতন, যুমা'ও না আর,
দাক্ষণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার,
কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ,—
তোমা বিনা আর নাহিক উপায়, তব পদে
তাই শরণ চাই ॥

(প্রতিধ্বনি, ১২১১)

অপ্রত্যয়

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রত্যয় বিলায়ে আমি কিনেছি তোমায়
স্বধা ফেলে স্বধা ব'লে পিই মদ্বিরায় ।
প্রাণ-বায়ু বিসর্জনে, হৃদে রাখি সম্বতনে,
ক্রমে এ হৃদয় মগ্ন তামসী নিশায়,
ক্ষীণচন্দ্র প্রত্যয়ের লুকা'ল কোথায় ?
যে আদরে তোরে—তার সূচতুর নাম,
বারাক্ষনা সম তব বিমোহিনী ঠাম ;
জ্বালায় জ্বলিয়ে মরে, তবু তোরে যত্ন করে,
নির্বোধ বলিয়ে খ্যাতি তুমি ধারে বায়,
নর-হৃদি বিনা তব আছে কি হে ধাম ?
লীলায় বিহর তুমি কামিনী-কাঞ্জে,
হেলায় করহে পর অতি প্রিয়জনে :
তুমি নারী-হৃদি-বাসী, তাই তোরে ভালবাসি,
ফণিনী জানিয়ে নহি কাতর দংশনে,
চতুরা-বদন হেরি তুমিত নয়নে !
কে পায় তোমায় হায় কাঙ্কন যথায়,
ঝন্ ঝন্ শব্দে পর করে বাপ-মায় ;
সতী নিজ পতি ডরে, পুত্র হ'য়ে প্রাণ হরে,
ভালবাসা প্রেম-আশা বাসা ছেড়ে যায়,
ব্যাকুল মানব তব চরণে লোটারায় ।

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

অপ্রত্যয়, প্রত্যয় কি করি তোরে আর,
 পুড়িয়ে করেছ মম জীবন অদার,
 প্রত্যয় করিয়ে র'ব, প্রত্যয় করিয়ে স'ব,
 প্রত্যয় করিয়ে যাবে মনের আঁধার,
 সূখে-দুখে হে প্রত্যয়, হব হে তোমার ।
 বালক-নয়নে পুন হেরিব ধরণী,
 কাচ ফেলে পাব পুন নীলকান্ত মণি
 প্রফুল্ল নয়নে চাব, প্রেম-পণে প্রেম পাব,
 হৃদয়-নিকুঞ্জে পুন হবে পিক-ধ্বনি
 কুটিল কটাক্ষে নাহি বিদ্বিবে রমণী ।

(প্রতীধ্বনি, ১৯১১)

বাসনা

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

আজন্ম বাসনা, কত স'য়েছ যন্ত্রণা,
 তবু কেন ওঠো বার বার !—
 স্তননা, করিছে মানা, আশার মন্ত্রণা,
 মুখে শুধু কপট আশার ।
 অবিরত কত মত, শৈশবে কহিল কত,
 মুগ্ধপ্রায় স্তনেছ, আশ্বাস ভাষ তার,
 জলিল কলিকা-হৃদি নিবিল না আর ।
 যত জল' তত তুমি ব্যাকুল বাসনা,
 বাড়ে তব ততই পিয়াস ।
 জলে ত' বলনা, আশা এস না এস না,
 জ'লে জ'লে তবু তার দাস ।
 যৌবনে আশার গান, বাজিল তবুই প্রাণ,
 সূখস্বপ্ন সূখ তান, সূখের বিলাস,—
 বিধিল কণ্টক, আশা না ছাড়িল বাস ।

বহে দিন, বহে বারি, বহে সমীরণ,
 ব'য়ে যায় জীবন চঞ্চল !
 কে চায় দেখিতে হায় কালের গমন,
 মুগ্ধত্বা আশাই প্রবল ।
 মধুর মায়ার ফাঁদে, তৃষিত বাসনা বাঁধে,
 দিশাহারা নিশা-মাঝে বাসনা বিকল,
 অবোধ বাসনা নারে বুঝিবারে ছল ।
 আশৈশব ছায়াবাজী দেখিয়াছ কত—
 রাজ্য, বীর্ষ, হৃন্দরী মলনা,
 হাস, কঁাদ, অবিরত বাতুলের মত,
 স্বর্ণস্বপ্ন সাজায় কল্পনা !
 শিথিল ইন্দ্রিয় ক্রমে, বোঝনা বাসনা ভ্রমে,
 আশার বান্ধব তুমি আশার ছলনা,
 অশান্ত অনন্ত ভব-অর্গব তুলনা !

(প্রতিধ্বনি, ১২১১)

• জ্বলন্ত প্রাণ

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মা ব'লে কঁাদিয়ে শিশু কাছে যেতে চায়,
 সবে মিলে করে নিবারণ,
 কঁাদিছে, কেন মা নাহি কোলে নেয় তায়
 ভাসে আঁধি না বুঝে কারণ :
 যত্নে করে কত জন, কোলে নিতে আকিঞ্চন,
 মাতৃহারা শূন্য ধরা কে তারে ভুলায়,
 শূন্যপ্রাণ—শূন্যপানে চায় !
 হৃৎকের কৈশোর কাল হৃৎকের সংসার,
 না চাহিতে মিলে প্রয়োজন,

উনবিংশ শতকের শৈল্পিকবিভাগ সংকলন

পাঠ করি পিতৃস্থানে স্নেহ পুরস্কার,
 সবাচার আদর-ভাজন ;
 অকস্মাৎ বজ্রাঘাত, বহিছে শ্মশান বাত,
 চিত্তায় পিতার মুখে অনল প্রদান,
 শূন্যপ্রাণ—নেহারে শ্মশান !

আমোদিনী প্রেমোদিনী জীবন-সঙ্গিনী
 ক্ষুদ্র গৃহ নাট্যাশালা প্রায়,
 সোহাগ হৃদয়-রাগে রজনী রঞ্জিনী
 সোনার স্বপন ব'য়ে যায় ;
 কালের কুটিল রক্ত, চমাকয়া স্বপ্ন ভঙ্গ,
 শূন্য গৃহ—নহে ত উজ্জল নাট্যাগার,
 শূন্যপ্রাণ—শূন্য এ সংসার !

কুলের তিলক কৃতী সুন্দর কুমার,
 উচ্চস্থানে প্রাপ্ত উচ্চাসন,
 অধিবান, আজ্ঞাকারী নিহত পিতার,
 শত-শ্রোতে বহে উপার্জন ;
 শমন হরিল তায়, হৃদি বিদ্ধ শেল-বায়,
 চিত্তপ্রায়, ব্যথা নাহি বুঝে বেদনায়,
 শূন্যপ্রাণ—শূন্যেতে মিশায় !

একক বান্ধবহীন প্রবাসে নিবাস
 কেহ আর নাহি আপনার,
 বান্ধক্যে অশক্ত দেহ—কুপার প্রয়াস,
 হৃদে সদা আতঙ্ক সঞ্চার ;
 কাটে দিন নাহি রহে, স্মৃতিমাত্র কথা কহে,
 গোধূলি আলোক পিছে, সম্মুখে আঁধার,
 শূন্যপ্রাণ—কিছু নাহি আর !

ପିତୃହୀନ ଯୁବକ

ରବୀନଚନ୍ଦ୍ର ସେନ

୧

ଆହା ! କି ବା ଅଗଭୀର ନିବିଡ଼ ରଜନୀ,
ନୌରବ ଶ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଅବିଚଳ ପ୍ରାୟ
ଜୀବନ-ପ୍ରବାହ ଏବେ, ନିର୍ଜୀବ ଧରଣୀ ;
ଅବିବାହେ ଅକ୍ତକାର ବିରାଜେ ଧରାୟ
ନା ପାୟ ଗୁନିତେ କର୍ଣ, ନା ଦେଖେ ନୟନ,
ସୋର ନିଦ୍ରା-ଅଭିଭୂତ ବସ୍ତ୍ରା ଏଥନ ।

୨

ସାମିନୀର ହୃଦଧୂର ନୂପୁର-ନିକଟ
ସ୍ମିଲିରବେ ଭାସିତେଛି ଦିଗ୍‌ଦିଗନ୍ତରେ,
ପାଥାର ଶ୍ରହାର ଶବ୍ଦ କରିଛି କଥନ
ଭଗ୍ନନିଦ୍ର ପକ୍ଷିଗଣ ବୃକ୍ଷର ଉପର ;
କଳକଳ ରବେ ଗନ୍ଧା ମାଗର-ମଦନ
ସାହିତେଛି ଅକ୍ତକାରେ ଡାକିଛା ବଦନ ।

୩

ପୁରାହିତେ ପାପ ଆଶା ସତ ହରାଚାର
କମ୍ପିତ ହୃଦୟେ ଭୟେ ଭ୍ରମିଛି ଏଥନ ।
ମାଙ୍କୁରୀର ସ୍ଵରୂପ ନୈଶ ନିବିଡ଼ ଗଗନ,
ଚେୟେ ଆଛି ପ୍ରକାଶିୟା ସହସ୍ର ନୟନ ।

୪

ଜୀବନ ପବନ, ଏବେ ଉଡ଼ୟେ ଅଚଳ,
ନିଦ୍ରିତ ଧରାୟ ଆବ ନାହି ବହେ ହାସ,

একটা পল্লব নাহি করে টল মল,
 একটা ফুলের নাহি স্মৃতি নিখাস ।
 নিদ্রায় কোমল ক্রোড়ে করিয়া শয়ন
 দিবসের প্রম নর জুড়ায় এখন ।

৫

নাহি সে বিমল সুখ কপালে আমার,
 অভাগার নাহি শাস্তি যাবৎ জীবন,
 রাবণের চিতাশ্রায় হৃদয় যাহার,
 নিশীথে তেমনি জলে দিবসে যেমন ।
 কত করি অবিরত সাধিহু নিদ্রায়,
 বাচাইতে শাস্তিরূপ শীতল ছায়ায় ।

৬

যেইদিন পিতৃশোক-ছুরিকা বিষম,
 ফুটিয়াছে এ হৃদয়ে জ্বেনেছি তখন,
 শুকাইবে আশালতা শুকাবে মরম ।
 তড়িত-আহত-তরু শুকায় যেমন ।
 সেইদিন হ'তে নিদ্রা করে না বর্ষণ
 শাস্তির শয্যায় সুখ-কুসুমরতন ।

৭

কণ্টক শয্যায় যদি রাখি কলেবর,
 চিস্তানলে জ্বলি, ভাসি নয়নের নীরে ;
 ঝরিয়াছে একবিন্দু ঝরিবে অপর,
 এই অবসরে নিদ্রা নয়ন-মন্দিরে
 প্রবেশেন যদি তবে আইসে সজিনী
 যাতনিতে অভাগার স্বপ্ন-কুহকিনী ।

৮

মায়াবলে পানীয়সী ফিরায়ে কখন
মানস-ত্তরগী মম, জীবনের শ্রোতে,
লয়ে বায়, যথা, আহা ! শৈশবে যখন
কেলিছ মনের সুখে, সাগর-কপোতে
খেলে যেই মতে শাস্ত সুনীল সাগরে,
প্রসারিয়া পক্ষপুট জলধি উপরে ।

৯

সৌভাগ্যের পূর্ণ জ্যোতিঃ শৈশবে আমার
খেলাইত যেই মতে উর্মিমালা সনে,
নবজীবনের জলে, চুষ্টি অনিবার
আশায় মুকুল শত সোনার কিরণে ;
দেখাইয়া গত সুখ চিত্ত-মনোহর,
হাসায় এ চিন্তাক্রান্ত বিষণ্ণ অন্তর ।

১০

অমনি চকিতমাত্র ছায়াবাক্তি প্রায়,
পলকে লুকায় সব চপলার গতি,
চিত্র করে পানীয়সী প্রণয়-রেখায়,
জনকের চিন্তাদগ্ধ পবিত্র মূর্তি ।
দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসিতেছে বুক,
ঋণ দায় যাতনায় অবনত মুখ ।

১১

জনকের দীনভাব ঋণিয়া দর্শন
উচ্ছ্বসিত হয় মম শোক-পারাবার,
বিদরে হৃদয় দুঃখে, সস্তরে নয়ন,
শোক-অশ্রুজলে ; আহা ! সহে নাকো আর ;

স্বদীর্ঘ নিশ্বাস সহ ভাজে এ স্বপন
ঝরে নয়নের জল মানে না বারণ ।

১২

শুধু একা আমি নহি, কবিতা কাননে
পশিয়াছে যেইজন, বসিয়া বিরলে
কাঁদিয়াছে কত নয়, জানে সেই জনে,
আমার মতন জ্বলি. চিন্তার অনলে
পশেছে—নিজ্রার নাহি পাইয়া দর্শন—
অনন্ত নিজ্রায়, আমি পশিব যেমন ।

১৩

কিস্ত আহা ! কি হইবে নিশীথ সময়
ভাসি নয়নের নীরে, ভাগীরথী তীরে
অশ্রুতে দ্রবিত যদি কালের হৃদয়.
যেতেন না পিতা মম শমন মন্দিরে
অশ্রুপাতে করি যদি ধরা বিদারণ,
স্বনকের তবু নাহি পাব দরশন ।

১৪

কি জাগ্রতে, কি স্বপনে, কি নিশি দিবসে.
কাঁদি হিমাচল শৃঙ্গে, জলধির তলে
কিংবা যথা মেঘমাঝে বজ্রাঘ্নি বলসে,
বাড়াই জলদরাশি নয়নের জলে ;
ংবা মনোহুখে, জলপ্রপাত ভীষণ
পর্যভবি অশ্রুবেগে, করিয়া রোদন—

১৫

তথাপি সে শাস্ত মূর্তি দেখিব না আর,
শুনিব না আর সেই মধুর বচন,

নাম ধরি অভাগারে ডাকিতে আবার,
 শুনিব না আর আমি যাবৎ জীবন ;
 মধুমাখা 'বাবা' কথা শুনিব না আর,
 শ্রদ্ধায় আলয় মম হইল আঁধার !

১০

নিরন্তর এই আশা জাগিত অন্তরে
 ফিরিয়া স্বদেশে স্নেহে মন-কুতূহলে,
 জুড়াব বিরহ জ্বালা পিয়ে প্রেমভঞ্জে,
 পিতার পবিত্র প্রীতি অমৃত ভূতলে ।
 অচির বিরহানল নিবিবে কি আর
 ঘটিল কপালে চির বিরহ আমার ।

১১

প্রেম বিগলিত অশ্রু দেখেছিহু যাহা
 আসিবার কালে আমি, এখনও ভাসে
 যেন নয়নের কাছে ; শুনিয়াছি আহা !
 সেই স্নমধুর কথা প্রেমপূর্ণ ভাষে,
 এখনো বাজে যেন শ্রবণে আমার ।
 এই জন্মে তুলিব না, শুনিব না আর ।

১৮

বৎসরের ভারতীর সেবিয়া চরণ,
 লভিয়াছি যেই ফল, আশা ছিল মনে,
 পাসরিতে শ্রম গুণে ফিরিব যখন,
 উপহার প্রদানিব পিতার চরণে ।
 কিন্তু বনবাস শেষে জানি নাই আর,
 পিতৃজ্ঞান ছিল পাপ-কপালে আমার !

১৯

যে তরু আশ্রয় করি ছিহ্ন এতকাল
 কালের কুঠারে যদি হইল পতন,
 কি কাজ সহিয়া এত সংসার জঞ্জাল ?
 শুকাইব এইখানে ত্যক্তিব জীবন ।
 ছাড়ুক দীনতা এবে অনল-নিশ্বাস
 কি ভয় মরিতে ? আমি জীবনে নিরাশ

২০

উত্তরীয় যেইদিন করিহ্ন ছেদন
 জাহুবি ! তোমার তীরে বিষাদিত মন,
 ভেবেছিহ্ন একবারে কাটিব তখন,
 উত্তরীয় সহ এই সংসার-বন্ধন ;
 সংসারের মায়া কিন্তু না জানি কেমন,
 দুঃখিনী মায়েরে মনে পড়িল তখন ।

২১

চিহ্নিত রবির করে, পঞ্চ সহোদর
 দেখিহ্ন ভাসিছে যেন জাহুবী-জীবনে,
 শৈশব সরল ভাবে প্রসারিয়া কর,
 চেয়ে আছে অভাগারা কাতর নয়নে ;
 দেখিয়া হৃদয় যেন হল বিদারণ,
 ভূতলে মুছিত হয়ে পড়িহ্ন তখন ।

২২

কিন্তু কি সুখের তরে, চিত্ত ত্রবকরী
 গৃহরূপ রক্তভূমে ফিরিব আবার ?
 দশমীতে ব্যোমকেশ, ত্রিদশ-ঈশ্বরী
 সহ গেলে স্বর্গপুরে করিয়া আঁধার
 ভকত-হৃদয়াকাশ, শূন্য গৃহে পড়ি
 গুটি কত ভয় ঘট যার গড়াগড়ি ।

২৩

তেমতি জনক মম, চিন্তার অনল
নিবাহিতে পশিলেন অনন্ত জীবনে,
সৌভাগ্য গিয়াছে সঙ্গে হৃদয়মণ্ডল
ঐধারিয়া শোকরূপ ঘন আচ্ছাদনে ।
ভগ্ন-ঘট-প্রায় চিত্ত-ভগ্ন-পরিবার,
বুকে হস্ত ভয়ে ত্রস্ত, করে হাহাকার ।

২৪

এইখানে মা দুঃখিনী পড়ে ধরাতলে
বাতাহত স্বর্ণের প্রতিমূর্তি প্রায়,
স্থির নেত্রে, স্থির গাত্রে বদনমণ্ডলে
নাহি জীবনের চিহ্ন, অচেতন কাষ,
দুঃখপোস্ত শিশু ভ্রাতা মুখে হাত দিয়া
কাঁদিয়ে আভাগা আহা ! মা মা মা বলিয়া

২৫

সুকুমার ভ্রাতৃগণ বিনোদ, বিমল,
বালেন্দুবদনকান্তি, কোমল পরাণে
নাহি কোন চিন্তা আহা ! অবোধ চঞ্চল,
কি ঘটেছে অভাগারা কিছুই না জানে ;
তথাপি স্নেহের কিবা মহিমা অপার,
মার মুখ চেয়ে তারা কাঁদে অনিবার ।

২৬

ভাসিতে ভাসিতে এই দুঃখের সাগরে,
যেইসব তৃণ লতা করিছে আশ্রয়,
ছিঁড়িয়াছে সব আহা ! বাঁচিব কি ক'রে,
আসিতেছে অলোচ্ছ্বাস ডুবিব নিশ্চয় ।

আশার অঙ্কুর যত করিহু রোপণ,
ফলবতী না হইতে হইল নিধন ।

২৭

জীবনের তরি, বিজ্ঞা অনন্ত সাগরে
ভাসায়ে যাইব, বড় সাধ ছিল মনে,
যশের মন্দিরে, যথা আনন্দে বিহরে
অমর কবীশব্দ কনক-আসনে ।
কল্পনার সূত্রে গাঁথি কবিতার হার,
সাজাইব মাতৃভাষা দিব উপহার ।

২৮

প্রকাশিলে জ্ঞানচক্রে ফুটিলে নয়ন,
প্রবেশিব ধর্মারণ্যে, পঙ্কিল হৃদয়
চৈতন্যের ভক্তিশোভে করি প্রকালন
জুড়াইব অমৃত্যুতাপ ; বুঝিব নিশ্চয়
বিষয় বাসনা সহ, ত্যজিব জীবন,
ধর্মার্থে নিহত দীন ঈশার মতন ।

২৯

ভরণী যাইতেছিল, সহসা পবনে
বিস্তারি ধবল পাখা গগনমণ্ডলে,
আশারূপ দীপাবলী উজ্জলি সঘনে,
দুর্কহ, দুর্গম পথ ; না জানি কি ছলে
দরিত্রতা তুলি শিরঃ মৈনাকের প্রায়,
ডুবাইতে চাহে তরী কি করি উপায় ?

৩০

অকস্মাৎ এ প্রশ্নের কে দিবে উত্তর ?
কে বুঝিবে ভবিষ্যৎ ? অদৃষ্ট জুজোর ?

সময়ের যবনিকা করিয়া অস্তুর
কে দেখাবে কি রয়েছে ? দেখেছে কি কেহ ?
স্থানভ্রষ্ট সৌভাগ্যের নক্ষত্র যাহার,
কার সাধ্য যথাস্থানে নিয়োগে আবার ?

৩১

দুঃখের আবর্তশ্রেণী আসিতেছে বেগে
ডুবাইতে জীর্ণ ভরী ভীষণ প্রহারে,
ঢেকেছে হৃদয়, কাল চিন্তারূপ মেঘে,
নিশ্চয় উঠিবে বড় কে রাখিতে পারে ?
ডুবাবে নিশ্চয় যদি তবে—কেন আর ?
ডুবিব জারুবি ! আজি সলিলে তোমার ।

৩২

কোথায় জননী মাগো র'লে এসময়ে,
তব ক্রোড়ে এ অভাগা ফিরিবে না আর,
চিত্রিবে না দূর দেশে তোমার হৃদয়ে,
মা মা বলে মা তোমারে ডাকিবে না আর ;
জননি ! জন্মের মত হইছে বিদায়,
হৃদয় কাঁদিলে আর কি হইবে হায় !

৩৩

নিবিড় তমস মাঝে নিরখি তোমায়
কাঁদিতেছ অশ্রি মাতঃ ! লইয়া হৃদয়ে
কোমল কনিষ্ঠ শিশু, ভাবিতেছ হায় !
কতদিনে বাছা তব ফিরিবে আলয়ে ;
এত যত্নে নারিলাম করিতে উপায়,
কি স্থখে ফিরিব ঘরে ? আবার বিদায় ।

৩৪

প্রাণের প্রতিমা মম ভ্রাতা ভগ্নীগণ,
 অভাগা তোদের কাছে লইল বিদায় ;
 মরিভাম যদি হেরি তোদের বদন,
 চুষ্টি, হাসি “দাদা” বলে ডাকিতে আমায়,
 কালের কবল হতো কুসুমের হার,
 শমনভবন হতো সুখের আধার ।

৩৫

দীননাথ ! তুমি মাত্র অনাথ-আশ্রয়
 তব প্রেমক্রোড়ে নাথ করিহু হর্পণ,
 পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন দীন নিরাশ্রয়,
 প্রাণের অধিক মম ভ্রাতা ভগ্নীগণ ।
 বল নাথ ! উঠাদের কি হবে উপায়,
 অভাগার পরকালে কি হইবে হায় ।

৩৬

এই তো জীবনরবি অন্তমিত প্রায়,
 অপ্রভাত বিভাবরী আসিছে এখন,
 সংসারের শোভা যত তাহার চায়ায়
 লুকাইবে, ঠিক যেন মায়ায় স্ফন্দন ।
 কিহু হায় ! কিহু মাত্র না জানি এখন
 কিরূপ সে বিভাবরী অনন্ত জীবন ।

৩৭

সেখানেও সহি যদি চিন্তার দংশন
 যদি এ ক্রুখের নাহি হয় উপশম,
 কি ফল তোমার আত্মা করিয়া লভ্বন,
 পাপে কলুষিত হয়ে ত্যজিয়ে জীবন ?

কিন্তু ভবিষ্যৎ হায় ভাবি মনে মনে,
সংসারের এত জালা সহিব কেমনে ?

৩৮

কে আমার কানে কানে বলিল এখন
যুবক ! নিরাশ বল এত কি কারণ ?
জান নাকি সুখ দুঃখ নিরাশ স্বপন ?
সুখ চিরস্থায়ী কবে ? দুঃখ বা কখন ?
এই দেখ এই ছিল তিমিরা রজনী,
আবার এখন দেখ হাসিছে ধরণী ।

৩৯

হাসিছে ধরণী ? আহা ! আমি কেন তবে,
মজিয়া মনের দুঃখে, বসি নদীতীরে
ভাবিতেছি এই দুঃখ চিরদিন হবে,
কাঁদিতেছি অনিবার ভাসি, নেত্রনীরে ?
আমার অপেক্ষা দুঃখী কত শত জন,
পর্ণকুটীরেতে সুখে করেছে শয়ন ।

৪০

কেবল আমি ত নহি সকল সংসারে,
সুখ দুঃখ ক্রমাগত চক্রের মতন,
ঘুরিতেছে অনিবারে, কে রাখিতে পারে ?
কমলা অচলা হয়ে রয়েছে কখন ?
কি সুখ বিষয়ে ? কত নৃপতি বিরলে
এ ঘোর নিশীথে ভাসে নয়নের জলে ।

৪১

বিবেক ! নিশ্চয় আমি জেনেছি তোমায়,
কহিয়াছ মম উপদেশ কানে কানে

তোমার গভীর বাক্য করিয়া সহায়,
ফিরিব সংসারে পুনঃ পশিব সংগ্রামে ।
কাপুরুষপ্রায় কেন ত্যজিয়া জীবন,
দয়াধর্ম একেবারে দিব বিসর্জন ।

৪২

কি ছার বিবয়চিন্তা কি ছার সংসার,
কি ছার সন্তোগলিপা, অর্থই কি ছার,
যদিব কি তারি ভয়ে করি হাহাকার,
নিশ্চয় লজ্জিব এই দুঃখ-পারাবার ।
কি ভাবনা গেছে স্বখ ফিরিবে আবার,
কিবা চিন্তা ? আছে দুঃখ রহিবে না আর ।

৪৩

নাহি কি ধৈর্যের অঙ্গ হৃদয়-ভাণ্ডারে,
যুঝিব একাকী আমি ত্যজিব না রণ,
দেখিব নিষ্ঠুর বাক্য কি করিতে পাবে ;
পাষণে হৃদয় এই করিছ বন্ধন ।
এই চলিলাম গৃহে করিলাম পণ,
“মজ্জের সাধন কিংবা শরীর পাতন ।”

মহাবিক্রমণ

মবীমচন্দ্র সেন

অতীত নিশাধ ; মহা উৎসবের শেষে
পিতার চরণে বৃদ্ধ হইয়া বিদায়
চলিলা আপন পুরে দেখিতে দেখিতে ,
সেই শাস্ত নীলাকাশে লেখা নিয়তির ;

দাঁড়িয়ে অলিন্দে দেখিলেম, দেবগণ
 নীলাকাশে শতকায় পূজিছে তাঁহার
 প্রীতি পুষ্পে, মেলি শত তারকানয়ন !
 অপেক্ষিছে প্রীতিভরে তাঁর নিষ্ক্রমণ !
 পুণ্ড্রা নক্ষত্রের সহ মিশি স্রধাকর
 করিয়াছে মহামোগে পুণ্য প্রীতিময়
 গাইছে অনন্ত বিশ্ব প্রীতির সঙ্গীত,
 কহিতেছে এককণ্ঠে “এই তো সময় !”
 স্রষুপ্ত “ছন্দক” ভূত্যে করি জাগরিত,
 কহিল,—“ছন্দক ! যাও আন ডরা করি
 সজ্জিত করিয়া অশ্ব ‘কণ্টক’ আমার !
 আগত সময় মম, সিদ্ধ মনোরথ ।”
 স্বপ্নে যেন বজ্রাঘাত হইল মস্তকে,
 বিশ্বয়ে ছন্দক কহে, “কহ যুবরাজ !
 কোথায় যাইবে এই নিশিথ সময়ে ?”
 “ছন্দক !” সিদ্ধার্থ ধীরে কহিলা গম্ভীরে
 “আজন্ম আমার প্রাণ যেই পিপাসায়
 কাতর, জুড়াতে সেই পিপাসা আমার
 করা মরণের হুঃখ, করিতে সাধন
 জগতের শিব শাস্তি করিতে পূরণ
 জীবনের স্বপ্ন, আজি ত্যাজিব ভবন ।”
 এইবার স্বপ্ন নহে, পড়িল জাগ্রতে
 ছন্দকের শিরে বজ্র, কহিল কাতরে
 “হেন নিদাক্ষণ কথা আনিও না মুখে
 যুবরাজ ! এই দেহ যুগল কোমল,—
 একি যোগ্য তপস্কার ? শিরীষ কুসুম
 সহিবে কি দাবানল ? কর পরিত্যাগ
 এই হুরাকাজ্জা ; হায় আশ্রিত আমরা
 কর রক্ষা আমাদের, দয়াবান্ ভূমি ।”

“ছন্দক !” সিদ্ধার্থ খেদে করিলা উত্তর—

“কে সাথে এমন পত্নী প্রেম নিব্বরিণী,
সন্তোজাত প্রাণ পুত্র, পিতা স্নেহময়,
মাতা প্রজাবতী, মাতৃপ্রেম ভাগীরথী,
পারে ত্যজিবারে ! ত্যজে প্রজা পুরোপম

কিন্তু পত্নী, পুত্র, পিতা, মাতা, প্রজাগণ,
অনন্ত মানব জাতি জন্ম জন্মান্তরে

সহে জরা-মরণের দুঃখ ঘোরতর

কেমনে সহিব বল ? নাহি অশ্বেষিয়া

নরের উদ্ধার পথ, পুড়িব স্বজন

জালি বিলাসের বহি—এ ত নহে প্রেম ?

প্রেম শিব, প্রেম শাস্তি, প্রেম নিরবাণ !

না ছন্দক ! ত্যজি গৃহ যাব তপস্তায় ।”

“ছন্দক ! ছন্দক !” যুবা কহিল উচ্ছ্বাসে—

“অসার সন্তোষ-সুখ অনিত্য অক্রম ;

চঞ্চল চঞ্চলা মত, রিক্ত মৃষ্টিসম

অসার অস্থায়ী জল বুবুদের মত,

দুর্ভাগ্য স্বপনসম, অস্পৃশ্য সকল

সর্প মস্তকের মত পূর্ণ মহাবিষে ।

কে বল কখন, কাম্য বস্তু উপভোগে

—কামিনী, কাঞ্চনে, রাজ্যে—তৃপ্তি কামনায়

পাইয়াছে এ জগতে ? হায় ! এ সন্তোষ

মৃগতৃক্ষিকার মত বাড়ার পিপাসা,

অতৃপ্ত কামনানলে দহে নিরবধি ।

কই তৃপ্তি কোথা ? ভোগ পুষ্পে পুষ্প—

মত্ত মধুকর মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া

অতৃপ্ত কামনানলে মরিতে পুড়িয়া

এসেছি কি ধরাভলে ? মানব জীবনে

নাহি শাস্তি ? নাহি স্বধ ? মানব জীবন
 কেবল কি মরীচিকা ভোগ-কামনার ?
 না ছন্দক ;—আছে শাস্তি, আছে নিত্য স্বধ,
 ভোগ দাবানল হত্যা হইতে উদ্ধার,
 জন্ম-জরা-মরণের হুঃখ পারাবার
 হইতে উত্তীর্ণ হায়, আছে মুক্তি পথ !
 খুঁজিব সে মুক্তিপথ খুঁজিব নির্বাণ
 এই দাবায়ির ধারা করিব নীতল !
 আন অশ্ব ! হও তুমি সহায় আমার !
 উড়িবে যে পাখী অনন্ত আকাশে,
 সোণার পিঞ্জরে তার, সোণার শৃঙ্খলে
 মিটিবে কি সাধ ? দ্বার কর অনর্গল,
 অনন্ত আকাশে আমি যাইব উড়িয়া !”
 ছন্দক কাদিয়া কহে—“হায় ! দেব ! তবে
 নিশ্চয় কি এ সংসার শোকে ডুবাইয়া
 যাইবে ছাড়িয়া তুমি ?”

• “নিশ্চয় ছন্দক,”—

উত্তরিল দৃঢ় কণ্ঠে কুমার—“নিশ্চয় !
 স্বমেরুর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার ।
 মস্তক উপরে বজ্র, তপ্ত লৌহ পখে
 প্রজ্বলিত শৈলশৃঙ্গ হয় নিপতিত,
 তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন ।
 শত পত্নী শত পুত্র, শত মাতা-পিতা,
 দাঁড়ায় সম্মুখে যদি, শত মায়ী বলে
 করে অবরুদ্ধ পথ, ছন্দক ! প্রাণিত
 করে নয়নের জলে, পর্শ হাহাকারে,
 তথাপি প্রতিজ্ঞা আমি পালিব নিশ্চয় !”
 আর না, আনিতে অশ্ব চলিল ছন্দক !
 পশিলা সিদ্ধার্থ গৃহে জনমের মত

দেখিতে গোপায়, নব প্রস্থনের মুখ !
 স্মৃতিকা আগারে ধীরে করিয়া প্রবেশ
 দেখিলা অলিছে মুদুমন্দ দীপাবলী
 মুহু আলোকিয়া কক্ষ ! কুম্ভ শয্যায়
 আনুলায়িত কুম্ভলা, অলিত-বসনা,
 নিত্রা যাইতেছে গোপা, বক্ষে স্তম্ভ শিত্ত,
 সোণার প্রতিমা বক্ষে সোণার কুম্ভ—
 লইয়া আদরে ঘেন ;—জিনি দীপদ্বাম
 করিয়াছে আলোকিত গৃহ ছুই জন !
 এবার সিদ্ধার্থ—বক্ষ কাঁপিল না আর :
 কেবল ছুইটি বিন্দু অশ্রু ছুঁয়নে
 আসিল ; ভাসিল ধীরে,—মায়ার চরণে
 সিদ্ধার্থের স্মৃতিভল শেব উপহার !

মেঘনা

নবীনচন্দ্র সেন

অমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় রে
 মানব জীবন ?
 অমনি টাননি তলে, অমনি নীলাভ জলে,
 অমনি মধুর শ্রোতে সঙ্গীত মতন,
 বহিয়া না যায় কেন মানব জীবন ?
 বাসন্তী চন্দ্রিমা মাথা চারু নীলাবর
 মধুরে কেমন
 মিশিয়াছ অস্ত তীরে, মিশিয়াছ নীল বীরে
 বন্ধিম রেখায় ; কেন মিশে না তেমন
 অনন্তের সহ এই মানব জীবন ?

মানব জীবনে

এত আশা ভালবাসা, এতই নিরাশা,

এত হুঃখ কেন ?

প্রেমের প্রবাহ হয় ! কেন না বহিয়া যায়

এমন মধুরে, কেন আকাজ্জ্বল স্বপন,

নাহি হয় হয় ! শাস্ত মধুর এমন !

(অবকাশরঞ্জিনী, ১৮৭১)

কে বলিতে পারে ?

নবীনচন্দ্র সেন

১

মানুষের অদৃষ্টের বিষম দুর্গমে

প্রবেশিয়া অনায়াসে কে বলিতে পারে

বিপদ ভুঞ্জয়,

গরলমণ্ডিত কাষ

গরজিয়া আসিতেছে হয় ! অভাগারে

হহিতে জন্মের মত দংশিয়া মরমে ?

২

কিংবা অন্তরালে বসি সৌভাগ্য-সুন্দরী,

সাজিয়া মোহিনী সাজে, ফুলমালা কবে,

আসিতেছে ধীরে ধীরে,

কনকমুকুট শিরে,

বসিতে আদরে, বরে যথা স্বয়ংবরে

সলাজে কুসুমহারে নারীকুলেশ্বরী ।

৩

কে বলিতে পারে এই জীবন-সাগরে

কখন উঠিবে ঝড় ভীম দুর্নিবার ;

উনবিংশ শতকের পৌত্তিকবিত্তা সংকলন

বিপদ-নীলোম্বিকুল, কাশাইয়ে উপকুল,
উঠিবে গগন পথে, ডেদি পারাবার ;
মগনিবে হেহতরী জলধি অন্তরে ?

৪

অথবা কখন পূর্ণ সৌভাগ্যের শশী
বিরাজিবে উজ্জলিয়া জলধি-সুন্দর,
চন্ড্রের কিরণবলে, হালিবে তরঙ্গদলে,
চুষ্টিয়া শতেক চন্দ্র স্থখ-স্থখাময়,
বিনাশিবে দুঃখতম হৃদয়েতে পশি ?

৫

পাঠক !—

আজি তুমি অবনীর রাজরাজেশ্বর,
আসীন হীরকময় স্বর্ণসিংহাসনে,
ভাবিতেছ মনে মনে, সামান্ত অভাব সনে,
হবে না সাক্ষাৎ তব এ মর জীবনে,
—প্রশয়, বিষয়, স্থখে প্রফুল্ল অন্তর !

৬

জানিলাম মুচ তুমি আমার মতন
কি বিশ্বাস ভবিষ্যতে ? সম্পদে, সংসারে ?
এই স্তূপাকার প্রায়, একটি তরঙ্গ ঘায়,
কোথায় হইবে লয় কে বলিতে পারে ?
রাজার ভবন হবে বিজন কানন ।

৭

কিংবা যদি নিরাশ্রয়, দীন অসহায়—
কেন কান্ডিতেছ তুমি ভাসি অশ্রুনায়ে ?
এই চিন্তা-বিষধরী, এই দুঃখ-বিভাবরী,
কভদিন হবে আর, পোহাবে অন্ধিরে ;
দিবেন হৃদয়, যিনি দিলেন আমার ।

আশা

মোক্ষদায়িনী মুখোপাধ্যায়

১

ওরে আশা, আছে তোর অপূর্ব ক্ষমতা !
তোমারে স্মরণ করে, ভবে লোক প্রাণ ধরে,
দুঃখেতেও হরষিত, ঘুচে বিকলতা ;
মনের মাঝারে আশা, না হলে জোয়ার বাসা,
বাঁচিত মানব, লয়ে কার সহায়তা ?
যদি না থাকিতে তুমি, শ্মশান হ'ত এ ভূমি,
না রহিত কেহ ভবে, পেত মর্মব্যথা ;
তব নিষ্ঠ সন্তানগণে, কত সুখ পাই মনে
জগতে জীবিত, ধরি তব দেহলতা ;
তোমার প্রভাবে স্থখী, নশ্বর ধরনী দুখী,
তাই বলি আছে তব অপূর্ব ক্ষমতা ।

২

ওরে আশা, কত তব ক্ষমতার বল !
পড়িয়া তোমার কূপে, নরে ভালবুক রোপে,
শত বর্ষ পরে তায় ফলিবে রে ফল,
সে ফল খাবার তরে, মনে অভিলাষ করে,
এ ভরসা দেও আশা, তুমিই কেবল ।
মৃত্তিকা কাটিয়া নর, করে পুরী মনোহর,
নানা সাজে সাজাইয়া বিরচে উজল ।
উত্থান করিয়া কত রোপে তরু মনোমত,
ভোগ বাসনায় লোকে করহ বিকল ।
মৃতদেহ দাহ করি, ঘরেতে আদিয়া ফিরি',
তব স্মধুর বাক্যে, হয় স্মশীতল,
নারী যদি গর্ভবতী, বিয়োগ হইলে পতি,
গর্ভের শিশুর তরে ভরসা প্রবল,
তাই বলি 'চিহ্ন তব ক্ষমতার বল ।

৩

ওরে আশা, এ জগতে তুমি না থাকিলে
 হ'ত কি এত রহস্য, মনোহর যত দৃশ্য,
 কতু কিরে দেখা যেত এই ধরাতলে ?
 হইত কি ফল, শস্ত্র, গুরু শিখাইত শিষ্ট,
 সংসার রহিত কতু, হেন স্মৃশ্বলে ?
 করিত কে লীলা খেলা, রচি' নব নাট্যশালা,
 মানব হৃদয়ে আশা তুমি না থাকিলে ?
 যখন পলাশী বনে, ইংরাজ বন্দী রণে,
 যখন সৌভাগ্য রবি গেল অন্তাচলে,
 তখন (ও) নবাব মনে, আশা তুমি ক্ষণে ক্ষণে
 প্রকাশি'—'জীবন রক্ষা হইবে' বলিলে ।
 আপন! প্রকাশি' তুমি, রেখেছ ভারত ভূমি,
 তাই বলি—কি ঘটিল তুমি না থাকিলে !

৪

সিরাজের অভ্যাচারে, যবে উৎপীড়িত নরে
 তখন তোমায় ধরি' বাঁচিত জীবন ;
 যখন নিষ্ঠুররূপে, হত্যা ঘটে অন্ধরূপে
 ইংরাজ সহায় তুমি আছিলে তখন ।
 ইংরেজের প্রপীড়নে, কাবুল দলিত প্রাণে
 তাহাদের স্বথ-রবি মলিন-কিরণ ;
 তথাপি তোমায় বলে, বার বার শত্রু দলে,
 তাহাদের (ও) মনে তুমি আছহ এখন ;
 কয়সির রণশেষে, নেপোলিয়নের কেশে
 যখন ধরিল আসি দুর্দান্ত শমন,
 রাজ্যের মনোমাকারে তুমি না থাকিলে পরে,
 কে করিত সে সময় শিশুর পালন ?—
 সর্বটে সাধনা কর মানবের মন ।

৫

ওরে আশা, সর্ব লোকে তোরে ভালবাসে ;
 মধুময় সম্ভাষণে, বাঁচাও অধীর জনে,
 সবে তুষ্ট হয় তোর স্তম্ভুর ভাষে ।
 যখন খেলিয়া পাশা, পাণ্ডবের হৃদদশা,
 দুষ্ট হুঃশাসন নিজ ভ্রাতার আদেশে,
 পাঞ্চাল হুহিতা সতী, পাণ্ডব বাঁহার পতি,
 সভামাঝে যবে আনে ধরি তাঁর কেশে,
 তখন দেবীর মনে, ছিলে তুমি সঙ্কোপনে,
 অস্ত কোন বন্ধু নাহি ছিল তাঁর পাশে,
 পুনরায় দুর্ধোধন, করিয়া দারুণ পণ,
 পাণ্ডবের সর্বধন চাতুরীতে গ্রাসে ;
 হারাইয়া যবে পণে, পাঠায় সকলে বনে,
 তখন আছিলে তুমি সাথে বনবাসে,
 তোমার বচনে আশ, কাননে করিয়া বাস,
 কাটাল জীবন তারা তোমার আশ্বাসে ।
 তাই বলি সর্বলোকে তোরে ভালবাসে ।

৬

প্রাণ বাঁচে ওরে আশা, শুনি তব বাণী—
 যখন অযোধ্যাপুরে, পিতৃসত্য পালিবারে,
 বনবাসী হইলেন রাম-গুণমণি ।
 তখন কৌশল্যা দেবী, যেন বৎসহারা গাভী,
 তোমার রূপায় শুধু বাঁচিলেন রাণী ।
 যবে দুষ্ট লঙ্কেশ্বরে, জানকী হরণ কোরে,
 রাখিল অশোকবনে রামের ঘরণী,
 তখন তাঁহার মনে, উদ্বেছিলে ক্ষণে ক্ষণে,
 বাঁচালে অশোকবনে ঐনকন্দিনী,
 শ্রীরামের মনে ছিলে, সমুদ্রে সেতু বাঁধালে,
 প্রবোধিলে রামচন্দ্রে শুনাইয়া বাণী ।

আশা রে ! তোমার বলে, মানব রয়েছে ভুলে,
 বিপদে ভুলাও কহি মধুর কাহিনী ;
 পুঞ্জ শোকাতুর মাতা, শোকেতে তোমার কথা,
 তোমার প্রবোধে বুঝি' বাঁচয়ে জননী ;
 যে রোগী শয্যার 'পরে, ঔষধ সেবন করে,
 কেবল তোমারে ধরে বাঁচে তার প্রাণী,
 তাই বলি গুরে আশা, জগতে তুমি ভরসা,
 বাঁচাও অখিল বিশ্বে কহি মধুবানী ।

(বনপ্রস্থান, ১৮৮২)

বিরোধ

মোকদ্দামিনী মুখোপাধ্যায়

১

আশার বিষম শত্রু তুই রে নিরাশা ।
 মানবের হৃদে আসি' পশিলে সহসা,
 'বিপরীত গুণ ধর, সকল (ই) বিনাশ কর,
 মন ব্যাকুলিত কর, ভাঙ্গিয়া ভরসা,
 আশার বিষম শত্রু তুই রে নিরাশা ।
 মনে কত আশা করে, বাঁচে লোক এ সংসারে,
 তুমি শত্রুরূপ ধরে ঘটাও দুর্দশা,
 মুহূর্তে ঘুচাও আশ, সকল পিপাসা ;
 কীর্ণপ্রাণে আশা হয়, এ জগতে একাত্ময়,
 তুমি সমাগত হয়ে নাশ সে ভরসা,
 কাপরে হৃদয় যন্ত্র 'তোর ভাষা
 তুলিয়ে আশার বাক্য, রোপয়ে লোকেরে বৃক্ষ,
 সে বৃক্ষ কটাক্ষে তব নাশে রে হতাশা,
 কাপরে হৃদয়যন্ত্র 'তোর ভাষা ।

২

তব কটুভাষ, শর সম অতি খর,
 মানব-হৃদয়ে বিঁধি করে জর জর,
 আশায় আকাশে তুলে, তুই রে ভাসাস জলে,
 হেরিলে তোমায় সবে কাঁপে খর খর,
 তব কটু ভাষ, শর সম অতি খর ।
 হৃদয়ে আনন্দ দেখে, উঁকি মার দূরে থেকে;
 সদা ব্যস্ত কিসে সবে করিবে কাতর,
 মনকে দুর্বল কর তুমি রে পায়র ।
 আশার আলোকে যদি, আলোকিত হয় হৃদি,
 তুমি রে হিংস্রক কভু, সহিতে না পার,
 বিষম তিমিরে আনি কর অন্ধকার ।
 আশায় উড়েতে তুলে, ফেল তুমি অধস্তলে,
 বল, বুদ্ধি রসাতলে দিস রে সত্তর,
 সদা ব্যস্ত কিসে সবে করিবে কাতর ।

৩

অতি নিরদয় তুই, নিরাশা দুঃস্বপ্ন,
 তোর ভয়ে বলহীন যত বলবস্ত ;
 ককৌরের গৃহে যবে, বন্ধের শেষ নববে.
 ধরিল, নাশিব বলি' সৈনিক দুর্দাস্ত ;
 সবল সিরাস্ত হ'ল নিরাশায় ভ্রাস্ত,
 নবাবের হৃদি 'পরে, আঘাতিলি বায়ে বায়ে.
 দহিলি তাহায় যেন অনল জলস্ত
 তুইরে নির্ভর অতি নিরাশা দুঃস্বপ্ন ।
 যে সময়ে কারাগারে, বন্দী করি' রাখে বীরে.
 নিরাশ ঝটিকা করে তাহাদের ক্লাস্ত,
 কিছুতে তোমার বেগ নাহি হয় ক্লাস্ত ।
 লয়ে তীক্ষ্ণ তরবার, সংঘাতক হুরাচার,
 বধ করে লয়ে যায় বধ্যভূমি-প্রান্ত,

পূরাও তাদের প্রাণ নিরাশে নিতান্ত ;
বলহীন কর তুমি যত বলবন্ত ।

৪

নিরাশ পঙ্কেতে পড়ি' হাবুড়ুু খাই,
নিরাশ অপেক্ষা রিপু আর কিছু নাই ;
ভাবে লোকে আশাভরে, পরকাল আছে পরে,
সংকারি করিলে, তথা সুখরাশি পাই,
নিরাশা সে আশে আসি' চাপা দেয় ছাই ;
নিরাশা নীরবে বলে, কেন ভাব পরকালে,
ধরা-ই নরক, স্বর্গ, পরকাল নাই ;
নিরাশে পড়িয়া তাই হাবুড়ুু খাই ।
যদি মংশে কালক্ষণী, বিষজ্বরে ক্ষৌণ্ড্রাণী,
যতন করিলে তারও ঔষধ বা পাই,
শয়ন আনন হতে, তাহারে বাঁচাই ;
কিন্তু যদি একবার, দংশয় নিরাশা কাল,
কিছুতে তাহার বিশেষ, আর রক্ষা নাই,
ক্ষণীর অধিক ভয়, নিরাশাতে পাই ।
উচ্চ হব আশা করে, উষ্ণ আশা খুঁটি ধরে,
নিরাশা প্রস্তুতরাঘাতে অমনি লুটাই,
নিরাশার চেয়ে শত্রু আর কেহ নাই ।

কাল

দীর্ঘশচরণ বসু

অনন্ত, অজ্ঞেয়, কালের তরঙ্গ,
চলে সদা, যেন উন্মত্ত মাতঙ্গ,
কোন্ বীর রণে নাহি দেয় ভঙ্গ
ধরনীতলে ?

একমাত্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ আসিয়া,
শত শত দেশ ফেলে গরাসিয়া,
সহস্র ভূধর ফেলে উপাড়িয়া,
জলধি-জলে,
যেখানে ভূধর, সেখানে সাগর,
যেখানে সাগর, সেখানে ভূধর,
করিছে হেলে ।

যেমন শিশুরা হাসিয়া হাসিয়া,
মাটির পুতলী স্বকরে গড়িয়া,
বসনভূষণে সবে সাজাইয়া,
ভাঙ্গিয়া দলে ;

সেইরূপ কাল নিয়ত নিয়ত,
গড়িছে ভাঙ্গিছে নিমিষেতে কত,
আপন মনের অভিকৃষ্টি মত
অবনীতলে ;

মহোচ্চ ভূধর, গভীর জলধি,
কাঁপে থর থর, পূজে নিয়বধি, পদযুগলে !
তৃণপত্র যথা সাগর-সলিলে,
স্রোত-রঞ্জু ধরে ভেসে যায় চলে,
নাহি সাধ্য কার যায় প্রতিকূলে
আপন বলে ;

ভালবাসা

দীর্ঘশচরণ বসু

এ বিশ্বসংসারে হেন শক্তি কার,
তোমার মহিমা করিবে প্রচার ?
তুমি গো জীবের জীবন-আধার,
এ মহীতলে !

ফিরাই যে দিকে যুগল নয়ন,
নিরখি তোমার সুধাংশু বদন,
দৃঢ় পাশে তুমি করেছ বন্ধন
জীব সকলে !

আইলে বসন্ত বিজ্ঞান কাননে,
অমনি তখনি সহস্র বদনে,
তরুলতা যথা বিবিধ ভূষণে,
সাজায় কায় ?

তুমিও যেখানে কর পদার্পণ,
সুখচক্রে তথা বিতরে কিরণ,
বিবাদ, হতাশ, জনম মতন
চলিয়া যায় ।

তব আবির্ভাবে, ভুবনমোহিনি !
মরুভূমে বহে গভীর বাহিনী,
ফোটে পারিজাত আসিয়া আপনি
ধরনী-তলে !

ঐশ্বর্য আকাশে হিমাংশু-কিরণ,
হাসি হাসি করে কর বিতরণ,
ভাসে যেন মরি অখিল ভুবন,
সুখ-সলিলে !

কে বলে কেবল নন্দনকাননে
ফোটে পারিজাত ? ফোটে না এখানে ; -
দেখ চেয়ে এই সংসার-কাননে
ফুটেছে কত !

গৃহস্থের ঘরে, রাজার ভবনে,
রোগীর শিয়রে, বিজন কাননে,
কত শত ফুল প্রফুল্ল বদনে,
ফোটে নিয়ত !

যখন জননী হাসিয়া হাসিয়া,
শ্নেহ-নীরে, মরি, ভাসিয়া ভাসিয়া
নবীন শিশুকে কোলেতে করিয়া
বসেন ঘরে ;

যখন পলকবিহীন নয়নে,
দেখেন জননী সে বিধু-বদনে,
যখন রাখেন হৃদয় আসনে
যতন ক'রে !

তখন মায়ের মোহিত অস্তরে,
অয়ি মধুময়ি ! হেরি গো তোমারে,
তুমি গো তাঁহারে আনন্দ-সাগরে
মগন কর ।

আশার আলোকে জলিয়া অস্তরে,
কত স্বপ্নপন দেখাও তাঁহারে,
অস্তর হইতে, বিদায়ি চিন্তারে
শ্নেহেতে ভর !

শিশুর হৃদয়ে, হে স্বরস্বন্দরি !
চিরদিন তুমি আনন্দলহরী ;
এ ভব-ভবনে সকলে তোমারি,
মহিমা গায় !

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

সতী রমণীর বিমল আননে,
 প্রিয় ভগিনীর মধুর বচনে,
 তোমারি প্রতিভা হে চারুলোচনে,
 প্রকাশ পায় !

জয় জয় দেবি বিশদ-বসনে,
 একবার আসি হৃদয়-আসনে,
 বসো গো, বিমলে, কমললোচনে,
 রূপের রাশি !

সেই সুবিমল কিরণে তোমার,
 উজ্জ্বল, বিমলে, হৃদয়-আগার,
 আশার আলোক তুমি গো আমার,
 হৃথের হাসি !

(মানসবিকাশ, ১৮৭০)

ঐচ্ছিক স্বপন

মবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১

আজ কেন অকস্মাৎ

হৃদয় শৈশবস্বপ্ন হইল স্বপ্ন ?

দায়িত্ব অনল বার, হৃদে জ্বলে অনিবার,

সংসারের কার্ষপ্রমে ক্লান্ত অহুস্কপ !

ভয়ঙ্কর ঝগড়ায় প্রতিবন্দী শত্রু তায়

অস্থির উন্নত প্রায় হয়েছে যে জন !

সে কেন দেখিল স্বর্গ হৃথের স্বপ্ন ?

২

বহুদিন ঘন ঘটা,
 দুর্ধোগী গগন আর আঁধার ধরণী,—
 যে জন দেখেছে হায় ! কণস্থায়ী চপলায়
 কি স্থখ ? তাহার মাত্র ধাঁধে আঁধিমণি ;
 যে পথিক দিক্ ভ্রমে, নিদারুণ পথভ্রমে
 প্রান্তরেতে ক্রান্ত, তাহে তমিষা রজনী,
 আলোয়া প্রভারে তারে কেন তা না জানি !

৩

হায় ! সে স্থখের দিন
 সময় সাগর গর্ভে হয়েছে মগন ।
 নাই সে অবস্থা আর, সেই সঙ্গী খেলিবার,
 নাই জননীর কোল—স্বর্গ-সিংহাসন !
 বসন্ত কুসুমরাশি, শরতের পূর্ণশশী,
 মলয়ার বায়ু, গজাজল সম মন
 ছিল যে পবিত্র, এবে চিন্তার ভবন !

৪

দুঃখাঘাত প্রতিঘাতে—
 নহে তা কোমল কিশলয় সম আব !
 নহে ত পাষণ মত, তা হলে ধাটিয়া যেত,
 কি জানি কেমন তবে অন্তর আমার !
 জন্ম ! কিসের তরে, বিষাদ সাগর নীরে,
 ঢেলেছ পবিত্র মূর্তি তুমি আপনার ?
 ভোগভৃক্ষা, অবিতৃষ্ণি আছে কি তোমার ?

৫

তাও নাই, তবে কেন—
 যে সংসার ছিল মোর প্রমোদ উত্তান,
 ছিল শান্তি স্থখ ধাম, এবে তার পরিণাম
 ধাপদ সঙ্কুল ভীম গহন সমান ?

হৃদয়ের প্রিয়ভর,

নয়নের প্রীতিকর,

কুমুদিত লতাকুণ্ড ফলে নহমান

ছিল, তাও এবে বিষবর্ষারী বিতান ?

(ভুবনমোহিনী প্রতিভা, ১৮৭৫)

একদিন

জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃদয়-মন্দিরে প্রাণ,

দেবীর চরণ তলে

ছিল ঘুমাইয়া ।

বিজন-মন্দিরে সেই

প্রাণীমাত্র নাতি ছিল

দিতে জাগাইয়া ॥

অতীত পূজার বেলা,

অনশনে ক্রান্ত প্রাণ

যুমে অচেতন ।

ধূলায় পড়েছে ঢলি,

পাষাণে ললাট পড়ি

স্বৈদ ঝরে ঘন ॥

কাতর বদনখানি

মুদিত নয়ন দু'টি

গেছে কিছু খুলে ।

তুই প্রান্তে অশ্রুজলে

ধারা দিয়ে পড়িতেছে

দেবী-পদমূলে ॥

দেবীর প্রতিমাখানি
বিরাজিত সিংহাসনে
পাষণ-মূর্তি ।

এক করে স্থধাতাণ্ড,
আর করে বরাভয়
ওষ্ঠে বরে গ্রীতি ॥

স্বগোল উন্নত গ্রীবা,
ঈষদ্ বন্ধিমে নত,
তাহে হ'নমন !

পল্লবে আবৃত আধ,
আধ বিকসিত মুহু
স্নেহে অচেতন ॥

সেই দৃষ্টি বিগলিয়া
প্রাণের অধরে মম
পড়িতেছে ধীরে ।

পূর্ণিমার আলো যেন
গিয়াছে মিলিয়া, শুষ্ক
সরসীর নীরে ॥

অনাবৃত নেক্রপথে
পশিয়া সে ভাতি, মম
প্রাণের অস্তরে ।

স্বপনের চক্রে মত
উজলিয়া অস্তঃস্থল,
স্বপন বিতরে ॥

অতীত পূজার বেলা,
তথাপি নীরবে প্রাণ
আজ কি কারণ ?

একে তার কৌণ দেহ,
তাহে বোর তপস্যায়
সদা নিযগন !

কি জানি কি হ'ল ভাবি,
যন্দিরের দ্বার ঠেলি
হেরিছ গোপনে

দেখিছ নিদ্রিত প্রাণ,
ওই ভাবে আছে পড়ি
দেবীর চরণে ॥

অস্থির হইছ আমি,
প্রাণের সে দশা বুকে
সহিল না আর ।

'প্রাণ—প্রাণ—প্রাণ' বলি,
বিষম-কাতর শ্বরে
করিছ চাঁৎকার ॥

শিহরি উঠিয়া বসি
উন্মাদের মত প্রাণ,
চৌদিকে হেরিল ।

শিহরি উঠিলা দেবী,
পাষণ-নয়নে তাঁর
স্নেহ মিলাইল ॥

আমার প্রাণ

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্পনে !

বৃকের পাষাণ মম, এ জ্যোৎস্নায় একবার,
দেও সরাইয়া—

প্রকৃতির প্রীতিমাধা, মধুর হৃদয়ে আমি,
যাই মিশাইয়া !

ভূবার আবৃত ভূমে, তরুণ অরুণ ভাতি,
যেমতি বিভাত ।

দিব্ হতে দিগন্তরে, বিমল কৌমুদী রাশি,
তেমতি সম্পাত !

জীবন্ত স্বপন যেন, অনন্ত গগন-বন্ধে,
পড়েছে ছড়ায়ে !

স্বাবর জঙ্গম জীব, সকলি মোহেতে যেন,
নয়ন মেলায়ে ।

আশার মধুর স্মৃতি, যেন আজ বিশ্বখানি
আবেশে অচল ।

বিধির প্রথম সৃষ্টি, মধুর আলোকে যেন,
ভুবন উজ্জল ।

কল্পনে ! বারেক আজ, বৃকের পাষাণখানি,
দেও সরাইয়া ।

শূন্য-পথ ভাসাইয়া, জনশ্রোত মাতাইয়া,
এই জ্যোৎস্নার সনে যাই মিশাইয়া ।

ইচ্ছা করে একবার, অনাদি অনন্ত ওই,
গগনের তলে ।

কলেবর বিস্তারিয়া, হৃদয় বিদীর্ণ করি,
দিই প্রাণ ঢেলে ।

কত মর্ষস্থান হ'তে, অজস্র প্রপাত পাতে,
 পরাণ আমার ।
 জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায়, বরিশা পড়ুক তুমে,
 ভাসাবে সংসার !
 ভূতলে কঠিন যাহা, ত্রবীভূত করি তাহা,
 প্রাণের অমৃতে ।
 ক্ষিতি, শিলা, নর, নারী, পাষণ পরাণ আর,
 যা কিছু মহীতে ।
 পরাণে পরাণে এই শূন্য পথ ভেসে যাক,
 আর—এ সংসার ।
 আত্মপর জ্ঞান তুলে, মুহূর্তেক মগ্ন হোক,
 পরাণে আমার ।
 প্রাণের নিভৃত ব্যথা, নর নারী হৃদে যাহা—
 আমার মতন,
 আমার পরাণ সনে, উখলি উঠুক তাহা,
 আকুলি ভুবন ।

(চিন্তা, ১৯৮৭)

অনন্ত পিপাসা

অর্ধকুমারী দেবী

হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা—

নিবার কেমনে, প্রভু, সংসারের বিলু তালবাসা !
 চাহি মান, চাহি ধন, চাহি প্রিয় পরিজন,
 যত পাই আরো চাই, কেবলি দুরাশা !
 কিছুতে মেলেনা শান্তি, বাসনার বাড়ে ভ্রান্তি,
 অতৃপ্তির মরীচিকা, মোহ সর্বনাশা !

বুঝি গো প্রেমের সিদ্ধ, কুদি তোমারেই চাহে,
 বুঝিয়া বুঝিতে নারি, ডুবিয়া অজ্ঞান মোহে ।
 এস নাথ, এস শ্রোণে, আশ্রয় মিলন দানে
 পূর্ণ কর এ অভাব এ অনন্ত ভূয়া !

(কবিতা ও গান, ১৮৯৫)

দ্রৌপদী

দেবেন্দ্রনাথ সেন

(টিঙাল., হার্লি, স্পেন্সার, ডার্লইন প্রভৃতি জড়বাদীদিগের গ্রন্থ পাঠান্তে)

হে প্রকৃতি ! যত তোমা নেহারি নেহারি,
 তত নব নব শোভা চর্ম-চক্ষে ভায় !
 হে দ্রৌপদি ! যত তোমা উঘারি উঘারি,
 নগ্ন করা দূরে থাক, শাটী বেড়ে যায় !
 অশোক, চম্পক, পদ্ম, অতসী, কাঞ্চন,
 অনন্ত শাটীতে ঘেরা—অদ্ভুত ঘাগরি !
 প্রকৃতি সতীর আহা লজ্জা-নিবারণ,
 অন্তরীক্ষে, চূপে, চূপে, যোগান ত্রীহরি !
 ক্ষম দেবি, অপরাধ, বিশ্বের জননি ;
 হোরা সবে হুঃশাসন, দাস্তিক অজ্ঞান ;
 সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত, তপ্তরক্ত পান
 করুক নৈরাশ্র-ভীম, করি' জয়ধ্বনি !
 মোরা যত কুলাঙ্গার নির্ধঃ, নীরবে—
 সজা-মাঝে অধোমুখে ব'সে আছি সবে ।

(অশোকগুচ্ছ, ১২০০)

হরিদ্বার

দেবেশ্বরনাথ সেন

১

হেরিলাম হরিদ্বারে, ব্রহ্মকুণ্ড, হরির চরণ,
মায়াপুরী, মায়াদেবী, কনকল, দক্ষ প্রজাপতি ।
হেরিহু প্রবণনাথে ভক্তিরসে রঞ্জিয়া নয়ন ;
চণ্ডী পাহাড়ের শিরে চণ্ডিকার অপূর্ব মূর্তি ।
শঙ্খধ্বনি, দেবার্চনা, ওম্ ধ্বনি, উদার ভারতী,
তনুলাম পথে ঘাটে সুমধুর “নমোনারায়ণ” ।
দেবকন্ডা শাস্তিহাসে । যোগিনেত্রে কি বিচিত্র জ্যোতি
মঠগুলি কি সুন্দর ! কোথা লাগে দেবেশ্বর-ভবন ?
কল কল তরতর ধান গঙ্গা, বাজায়ে কিক্বী,—
এ সুন্দরা নগরীরে ভূজপাশে মেখলিত করি ।
গিরিকুঞ্জে কি উৎসব ! বিহঙ্গেরে বিহঙ্গিনী মরি,
সুনাইছে কলকণ্ঠে মনানন্দে, মোহিনী সোহিনী ।
বৃন্দার চাক বন্ধে, হরিদ্বার স্বর্ণ-হারাবলী !
সৌন্দৰ্য-নিঝর আহা চারিধারে পড়িছে উছলি ।

২

সৌন্দৰ্য বিভোর হয়ে—প্রাতে যবে দেবের অর্চন
হয় শত দেবালয়ে, চারিধারে শঙ্খঘণ্টা বাজে,
গঙ্গাতীরে বসি ধীরে, ভাবি আমি বিশ্বয়ে মগন
একি রূপ মরি মরি ! কোন্ রয়াক্ষের বর্ণ-সাজে,
পুলকে আগিল ছবি স্বকলকে বিখে অতুলন ?
লাজে হারে কান্ধী কান্ধী । দেবের দালঞ্চ যেন রাজে
এ ভো গো নগরী নয় । কল্পনার কুঞ্জবন-মাঝে
স্বকবি হেরেছে যেন অপরূপ সৌন্দৰ্য-স্বপন ।
সৌন্দৰ্যের চির-উপাসক আমি । আঁধি মুদে আসে ।

কেবা হরি ? কেবা হর ? নাহি থাকে নাম-রূপ-জ্ঞান
 পলকে পলকে আসি, বলকিয়া, নেত্রপটে ভাসে
 স্নানরের শত মূর্তি ! শত নেত্রে করি আমি পান
 সেই লাভণ্যের ধারা !—স্নানরের চরণ-বাহিনী,
 সৌন্দর্যের পূত গঙ্গা, হের, ধায় সাগরবাহিনী ।

(গোলাপগুচ্ছ, ১৯১২)-

কবির প্রতি উপদেশ

দেবেশ্বরনাথ সেন

১

তুমি কি ভেবেছ, বসি নিজ গৃহ-কোণে,
 টবের কুসুমগুলি তুলি,
 মন-সাধে, আনমনে, মুক্তিত নয়নে,
 কবিকুঞ্জে হইবে বুলবুলি ?
 হে কবি সে মূল কথা গিয়াছ কি ভুলে ?
 যশ-সোমরস স্নধু হয় বনফুলে ।

২

তুমি কি ভেবেছ, মন করিবে হরণ,
 ভাঙা ভাঙা আধা আধা সুরে ?
 কটিতে কিকিণী বাজে, সখনে জঘন
 রূপ-ভারে চলে চলে পড়ে,
 নয়ন কহিবে কথা, তবে সে বনিতা ?
 যমক ভগিনী ওরা, বনিতা, কবিতা !

৩

শুদ্ধ চিন্তে, কায়মনে কবিতা রচিবে
 দূর করি চিন্তহরা খেদ—
 কবি প্রাণ-ধনুকোতে জ্যা-নির্ঘোষ হবে,
 তবে শিখা হবে লক্ষ্য ভেদ ।
 ছুটিবে শব্দের তীরে ভেদি তমোজাল
 ত্রৌপদী পশিবে রক্ত হাতে অর্পণাল ।

৪

তোমার চিত্রশালার থাকে যদি কবি,
 দেব-বস্তু প্রতিভা তুলিকা,
 হও কবি, ক্ষতি নাই ; চন্দ্র তারা রবি,
 ফল, ফুল, তরু ও লতিকা,
 নর-নারী-ময় এই বিশ্ব রত্নভূমি,
 আঁকিতে, সাজিতে পার ; কামরূপী তুমি !

৫

তাহা যদি নাহি থাকে, বিরোগিনী ছন্দে
 গাও যদি মিলনের গীত,
 কালের সহিত তবে মিছামিছি স্বন্দে
 কেন কর মরম ব্যথিত ?
 জাননা যে পারিজাত শোভে দেব-গলে
 আরোহি-দৈত্যের গলে ফণী হয়ে দোলে ?

৬

তব স্বখে স্তম্ভী হয়ে, তব দুঃখে দুঃখী,
 সংসার বলিবে বারম্বার—
 “হানালে, কঁাদালে ; এ যে বিচিত্র কুহকী !
 দেবভূল্য মূর্তি ইহার ।”
 লয়ে পুষ্প রাশি রাশি, হে কবি, তখন আসি’
 কাল দৌবারিক, চুধি চরণ তোমার,
 খুলিবে তোমার লাগি অস্তরের দ্বার !

তাণ্ডব বৃত্ত্য

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

অঙ্গে বিভূতি অজিন-বসন—

হের গো সৃষ্টি মণ্ডপে,

সঙ্গে অযুত ভূত প্রেতগণ—

ভৈরব নাচে তাণ্ডবে ।

গম্ভীর গুরু ডমরু বাজিছে,

ফণী দোলে তালে উল্লাসি ,

নন্দীর করে পটহে নাদিছে :

“বোম্ বোম্ হর সন্ন্যাসী ।”

অনল-দীপ্ত ছাদশ সূৰ্ষ

উর্ধ্ব গগনে স্তম্ভিত ;

প্রবল ঝটিকা বাজায় তুৰ্ষ

শৈল সিন্ধু কম্পিত ।

বিরচি গরলে অর্ঘ্য পাণ্ড,

বাসুকি উঠিল নিঃশব্দি .

উপছি পাতাল উঠিল বাণ্ড—

“জয় জয় হর সন্ন্যাসী !”

বক্ষে শঙ্কা জাগিল চকিতে,—

চমকে ইন্দ্র চন্দ্র ;

যক্ষ রক্ষ বিহ্বল চিতে

ভূলিল রক্ষা মন্ত্র ।

রচেরে স্তোত্র দেবতাবর্গ—

উচ্চঃ বাণী বিস্তাসি' ।

নাচেরে রুদ্র মাতায়ে স্বর্গ :

“বোম্ বোম্ হর সন্ন্যাসী ।”

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

অগণিত লোকে বাজে বাহিজ

গরজি অধিক গরবে ;

দ্বিগুণিত জুত ফণীর নৃত্য,

ভীম জাণ্ডব পরবে ।

তুলিল গঙ্গা ফেনিল লহরী

জটায় জটায় উচ্ছ্বাসি ;

ঘুরিল জিশুল গগন উপরি :

“জয় জয় হর সন্ন্যাসী !”

আজি যে তোমার নৃত্য হেরিয়া

তোমারি চরণ প্রান্তে,

নাচিছে বিশ্ব, শূন্য ঘেরিয়া—

আলোক বিকাশি ধ্বাস্তে ।

অশিব মথিয়া মঙ্গল-গাথা

উঠিছে ; শুনিছে বিশ্বাসী ।

হে শিব, সর্ব, বিশ্ব-বিধাতা

“বোম্ বোম্ হর সন্ন্যাসী !”

(পঞ্চকমালা, ১২১০)

স্বর্গ

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

১

ওগো উর্ধ্বলোকে স্বর্গ কোথা—

চির সূরের নাগরী—

কৈলাসের আকাশ করি দীপ্ত ?

বুদ্ধদেহে আসীন যথা

শঙ্কর ও শঙ্করী,

চরণ-তলে সিংহ বলদৃপ্ত ?

২

তথা নবীন। নাকি লভিকা যত
 নব কোরকে পল্পবে ;
 স্তম্ভের চাপে সঘনে কাঁপে পৰ্ণ ;
 কুসুম ফোটে প্রেমের মত
 মোহিনী দেব-বল্লভে,
 বিকাশ দলে আশার শত বর্ণ ।

সুখ স্বপ্ন-মাখা আলোকে ভাতে
 তটিনী চির রঞ্জিনী,
 লহরী 'পরে বিহরে নব সুষমা ।
 কিহরীয়া বিহগ সাথে
 সঙ্গীতের সঙ্গিনী ।
 দামিনী তথা নিতা স্বাক্ষ-ভূষণা ।

৩

যথা জীবন বাধে পুরুষ নারী
 অটুট প্রেম-প্রতানে,
 চরণ-তলে দলিত ত্রিপুৰ্ণ ;
 আলোক ভাতে, সুখ বিধারি,
 ভবনে আর পরাণে,
 বিরাজে সেখা চির স্তম্ভের স্বৰ্গ ।

নাহি যৌবনেতে চঞ্চলতা ;
 চিন্তে চির তৃষ্টি ;
 হাসির গায়ে চন্দ্র চির অঙ্কিত ।
 স্নিগ্ধ রসে আশার লতা—
 নিতা লঙ্কে পুষ্টি ;
 প্রেমের ফলে মাধুরী চির সঞ্চিত

মহাসিকুর ওপার থেকে

বিজ্ঞানলাল রায়

(ঐ) মহাসিকুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে ।
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে, “আয় চলে আয়,
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে ॥”
বলে, “আয় রে ছুটে আয় রে সুরা, হেথা নাই ক’
মুড়া, নাই ক’ সুরা,
হেথা বাতাস গীতিগন্ধভরা চিরশ্রিত্ত মধুমাসে ;
হেথায় চির শ্রামল বহুধরা চির স্ফোংস্রা নীলাকাশে ॥
কেন ভূতের বোঝা বহিস্ পিছে,
ভূতের বেগার খেটে মরিস্ মিছে ;
মেথ ঐ স্ফাসিক্ উছলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে ।
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে,
আয় চলে আয় আমার পাশে ।
কেন কারাগৃহে আছি স্ বদ্ধ, :
ওরে, ওরে মূঢ় ওরে অন্ধ !
ওরে, সেই সে পরমানন্দ যে আমাদের ভালবাসে ।
কেন ঘরের ছেলে পরের কাছে প’ড়ে
আছি স্ পরবাসে !”

(গান, ১২১১)

সায়াকু

মুল্লো কানকোবাদ

হে পাশ্ কোথায় যাও কোন দূর দেশে
কার আশে ? সে কি তোমা করিছে আশ্রয়ান !
সমুখে তামসী নিশা রাকসীর বেশে,
শোন নাকি চারিদিকে মরণের তান !

সে তোমাতে—ওহে পান্থ হাসি মুখে এসে,
 সে তোমাতে ছলে বলে গ্রাসিবে এখনি !
 যেওনা একাকী পান্থ সে দূর বিদেশে,
 ফিরে এস, ওহে পান্থ ফিরে এস তুমি !
 এ ক্ষুত্র জীবন ল'য়ে কেন এত আশা,
 জান না কি এ জগত নিশার স্বপন !
 মায়ী মরীচিকা প্রায় স্নেহ ভালবাসা,
 জীবনের পাছে অই রয়েছে মরণ !
 হে পান্থ হেথায় শুধু আঁধারের স্তর ;
 মৃত্যুর উপরে মৃত্যু, মৃত্যু তারপর ।

(অপ্রমাণা, ১৮২৪)

অভিবন্দন

মানকুমারী বন্দু

("আলো ও ছায়া"র কবির প্রতি)

আধেক রয়েছে নিশা
 আধেক জেগেছে উষা,
 আধেক আঁধার-বাস
 আধেক কনক-ভূষা !
 আধ গীতি গায় পাখী
 আধ কোঁটে বেলী ফুল,
 অরগ মরত আধ
 চিনিতে আঁধির ভুল

ଉନବିଂଶ ଶତକେର ଶିତ୍ତିକବିତା ସଂକଳନ

ଆକାଶେ ଅମରୀ-କର୍ତ୍ତ

ଆଧ ଆଧ ଶୋନା ସାୟ.

ଆଧ ସେ ଝାଟଲଧାନି

ଲୁଟିଛି ହୁମେକ୍ ଗାୟ ।

ଜଗତ ଭରିଯା ଗେଛି

ଆଧ ଆଲୋ ଆଧ ଛାୟା,

କେ ହେନ ଯୋହିନୀ ଯେ

କାର ଏ ଯୋହିନୀ ଯାୟା ?

କାର ଏ ମଧୁର ବୌଦ୍ଧେ

ମନ୍ଦାକିନୀ ଉଦ୍ଧଳିଲ,

କାର ଏ ପାପିୟା ଆସି

ଅକାଳେ ବାହାର ଦିଲ ?

ଜ୍ଞାନି ନା ନାରୀ କି ଦେବୀ

ଜ୍ଞାନି ନା କାଛି କି ଦୂରେ,

ତବୁ ଢାକି—ଏକବାର

ଏସ ଏ ଝାଧାର ପୁରେ !

ଭାସିଛି ପୁରବାକାଶେ

ତୋଃସାରି ପୁରବୀ ତାନ,

ମରମେ ପଶିଛି ମୋର

ଶିହରି ଉଠିଛି ପ୍ରାଣ !

ଜାଗିୟା ସ୍ଵପନେ ତୁନି

ତୋଃସାର ଅସିୟ ବାସି,

ମନେ ମନେ ପୂଜି ତାହି

ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଢାକିବାସି

কবিতারাসী

মানকুমারী বসু

শীতের কুহেলি-ডরা
তমোময়ী বসুন্ধরা,
জলে না একটা আলো গগন-প্রাঙ্গণে ;
নীল নভস্তলে থাকি
গাহে না একটা পাখি,
ফোটে না একটা ফুল কুহুম কাননে ।

নদীর আকুল বৃকে
বিধবা আনত মুখে
জীবনের পূর্বস্মৃতি করিছে স্মরণ ;
স্বপনে যে স্বথরাশি
দেখা দিবে ছিল আসি,
এবে তা জ্বলিছে বৃকে দীপ্ত হতাশন !

কোলে শিশু আধ জেগে,
জননী উঠিছে রেগে,
আর নাহি লাগে ভাল “মাণিক রতন”,
দাক্ষণ রোগের ভরে
শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে,
আসে না আদর তারে আসে না যতন ।

ধরাতল ফাঁকা ফাঁকা
কি এক অশান্তি-মাথা !
সব যেন কায়া-ছায়া—প্রাণ যেন নাই ;
দশ দিক শূন্য শূন্য,
মানব নৈরাশ্রপূর্ণ,
থরে যদি সোনা-মুঠা হয়ে যায় ছাই !

সহসা নাশিয়া কালো
 আগিল জিম্বিব-আলো
 হাসিল হুম্বী উবা কনক-অচলে ;
 সরায়ে আঁধার-থানি
 উরিল কবিতা-রাণী,
 নব পারিজাত-মালা শোভে বর গলে ।

যে দিকে কিরিয়া চায়,
 বসন্ত ছড়ায়ে যায়,
 ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় মাটির ধরণী :
 দিগন্ধনা খোলে আঁধি,
 কল কঠে গাহে পাখী,
 নীরস অগতে ছোটে প্রেম-মন্দাকিনী !

বহুখা অভূত বন্ধে
 নিরখে সহস্র চক্ষে,
 আকাশ ভরিয়া ওঠে আগমনী গান
 মেখি সে সোনার মুখ
 আসে শাস্তি আসে সুখ,
 মর-নর-বুকে আসে অমর-পরাণ !

দেবতা স্বরগ থেকে
 বলিছেন ডেকে ডেকে,—
 “অলিতে হবে না আর অশান্তি লাগিয়া ;
 জুড়াতে বিশ্বের জালা
 হুজিহু কবিতা-বালা,
 অমৃতে অমৃতে দিবে অবনী ছাইয়া ।”

আসক্ত

মানকুমারী বন্দু

আমি যবে যাইব চলিয়া

কাছে সবে আসিয়া বসিও,
স্নেহসিক্ত স্নিগ্ধ কর দিয়া
মোর শির পরশ করিও ।

একটুকু দিও ফুল হাসি

কমিও সকল অপরাধ ;
প্রফুল্লতা উঠে যেন ভাসি,
আমি নারি সহিতে বিবাদ ।

যেখানে যাইতে হবে মম,

শুনাইও সেখাকার কথা,
কিবা সে কেমন মনোরম ?—
বলে দিও সকল বারতা ।

হৃদয়া যাহা রহিবে আমার,

তোমরা তা সযতনে রেখো ;
প্রিয় বস্তু যত অভাগার,
চিরদিন প্রিয়ভাবে দেখো ।

আকাশে ডুবিলে রাঙা রবি,

তার সাথে আমিও ডুবিল,
সবে মিলে গাহিও পূরবী,
শুনি আমি উৎসাহে ছুটিব ।

সে দেশের ভাই বোন যারা

মোরে দেখি আসিবে ছুটিয়া ;—
আমারে “আমার” ভেবে তারা,
রীতি নীতি দিবে শিখাইয়া ?

আমি যাহা বড় ভালবাসি,
 তারা আনি দিবে সে সকল ?
 দিন রাত থেকে পাশাপাশি,
 সাথিবে কি আমারি মঙ্গল ?

কিন্তু,

তোমাদের মেহমাথা কাছে,
 তারা বুঝি দিবেনা আসিতে ?
 তবে সেথা কিবা স্থখ আছে,
 কেন আমি চাহিব যাইতে ?
 জানিনা কোথায় “স্বর্গ” আছে ;
 মোর স্বর্গ তোমাদেরি কাছে !

(কনকাজলি, ১৮৯৬)

হৃদয়-নদী

মানকুমারী বসু

প্রাণভরা ব্যথারাশি সশ্রু নেত্র, স্নান হাসি,
 এক্রমে ক’দিন কাটাইব ।
 রমণী-হৃদয়-নদী, ক্ষুত্র কেন নিরবধি ?
 চল সখি ! সাগরে সঁপিব ;
 নহে তো পঙ্কিল সর, কেন তবে ভেবে মর ?
 নদী কেন বাঁধিয়া রাখিব ?
 উদার বাতাস ব’বে, গগন বিস্তৃত হ’বে,
 চক্রে তারা তাতেই দেখিব ।
 চেউগুলি চুলে চুলে আছাড়ি পড়িয়ে কুলে,
 হেরি কত আনন্দ লভিব !
 মিছা ভয় ভাবনার বুধা দিন করে যায়,
 কবে সখি কর্তব্য পালিব ?

২

দেহটি রাখিব দূরে শাস্তিময় অস্ত্রঃপুরে,
 প্রাণখানি বিখে ঢেলে দিব ;
 ক্ষুদ্র বৃকে বল বাঁধি আগে ক্ষুদ্র কাজ সাধি
 তারপরে ও পারে ফিরিব ;
 এখনি—কেন গো ভুল হ'তে চাহি চিতা-ধূল,
 কোন্ মুখে বিদায় মাগিব ?
 যে দিল জীবন গড়ি, তার কাজ নাহি করি,
 কোন্ লাজে ফিরিয়া যাইব ?
 অনাহৃত আসি নাই, অনাহৃত যেতে চাই
 কেন সখি ! গিয়া কি বলিব ?
 যে নদী দিগন্তে বহে, কেন সে আবছা রহে ?
 কেন তারে বাঁধিয়া রাখিব ?
 যার তরে যাই আসি, তারি কাজ অভিনায়ী,
 চিরদিন-তাহাই করিব,
 করিতে কর্তব্য কাজ আসে যে সঙ্কোচ লাজ,
 তাদের যতনে তেয়াগিব ;
 ক'দিনের নিন্দা মশ, কেন হ'ব তার বশ,
 কোন্ লোভে এতটা ভুলিব ?
 যাহা হয় হউক তাই, যা পারি করিয়া যাই,
 মরি যদি আনন্দে মরিব,
 নদী কেন বাঁধিয়া রাখিব ?
 চল ! পারাবারে মিশাইব ।

অসময়ে

মানকুমারী বন্দু

অসময়ে, দীনবন্দো !

সকলে ঠেংগিছে পা'য়,
ঠেংগিও না তুমি শ্রভো !

দীন হীন অভাগায় !
নীৰবে নিভিছে আশা

ভাঙিছে খেলার ঘর,
এ সময়ে, দয়াময় !

তুমি হইও না "পর" ।
অকৃতী অধমে আজি

কেহ নাহি ভালবাসে,
সাধিলে, না কথা কয়,
ডাকিলে, না কাছে আসে ।

মরমে অনল-জ্বালা
কেবলি জ্বলিছে তাই,
বাসনা, বাধন খুলে
সব ফেলে চলে যাই ।

না, না, আমি অণু রেণু
সিঙ্কু-তীর-বালি-কণা
আমার এ মোহ কেন
কেন নাথ ! এ বাতনা ?

এমনি হান্সুক শশী

নীলাকাশ আলোকিয়া

ভান্সুক রজত-ছটা

দশ দিক উছলিয়া ;

গাউক মধুর গীতি
কাননে পাপিয়ারুল,
আসুক বসন্ত ফিরে
ফুটুক সুরভি ফুল ;
জগৎ-সংসার যেন
চাহে না আমার পানে,
চলি যা'ক্ বহি যা'ক্
আপন আপন তানে ;
সংসারে "কুগ্রহ" আমি
চাহিয়া দেখিতে নাই,
হেন অভাজনে, বিভো !
দিবে কি চরণে ঠাই ?

(কনকাজলি, ১৮৯৬)

ছায়া

মানকুমারী বসু

আজি সব ছায়া ছায়া কেন ?
কিছুই ধরিতে নাহি পারি,
বিশ্বের অগণ্য ছায়া যেন
দাঁড়ায়ে রয়েছে সারি সারি ।

কোথা হতে আসিছে ভাসিয়া
মুহুর্ত্ত বিহগের গান,
কোনখানে চলিছে ছুটিয়া
নির্ঝরির কুলু কুলু তান ?

উনবিংশ শতকের শৈল্পিকবিত্তা সংকলন

কোথা থেকে বাতাসে ভাসিছে

কুম্বমের মধুর নিখাস,

প্রাণে কেন এমন লাগিছে,—

ছায়া ছায়া উদাস উদাস ?

কারে যেন খুঁজিছে প্রকৃতি,

তারে যেন নাহি যায় ধরা,

তাই শুধু পথ চেয়ে আছে,

নিয়ে দুটা আঁখি জল-ভরা ।

মেঘ-আড়ে চতুর্ধীর চাঁদ

হাসিতেছে স্নান ক্রীণ হানি,

লতা থেকে পড়িছে খসিয়া

চুপে চুপে ফুল রাশি রাশি :

বসন্তের আনন্দ-আননে

মেখে গেছে বিষাদের ছায়া,

স্বীবস্ত্র শ্রামল ছটাখানি

আজি যেন প্রাণহীন কায়া ।

নৈশ নীলাকাশে দিগঙ্গনা

মগনা হয়েছে কোন্ শোকে ?

জগন্তের শোভা, মধুরতা

কার সাথে ভোগ করে নোকে ?

পতঙ্গের প্রতি

মানকুমারী বসু

১

কেন রে জলস্তানলে, অবোধ পতঙ্গ !
পড়িছ উড়িয়া ?—
“রূপ” নহে ও যে কাল,
পাতিয়াছে মায়াজাল,
ছুঁইলে মরিবি পুড়ে—যা’ রে যা’ সরিয়া ।

২

আপনা বিকাবি হায় ! কি সুখের আশে
অনলের পায় ?
ও নহে কুম্ভ-বধু
দিবে না সৌরভ মধু,
পোড়ায় মারিবে শুধু রূপের শিখায়

৩

কিসের কামনা তোর বল্ প্রকাশিয়া
ভুনি একবার
আমি তো বুঝি না হায় !
ওই হৃদি কিবা চায়,
নীরস মরণ তোর কেন কণ্ঠ-হার ?

৪

যদি,

আলোক-পিপাসী তুমি, যাও মন-সুখে
চন্দ্র-কর-ছায়
সে যে সুধামাখা আলো,
যত পাই তত ভাল,
সকল সস্তাপ নাশি’, জীবনী জাগায় ।

যদি,

সৌন্দর্য-ভিখারী তুমি যাও তবে চলি
যথা উপবন—
সেখানে সবুজ গাছে
বেলা যুঁই ফুটে আছে,
স্বাধ গে গোলাপ-দলে অতৃপ্ত জীবন।

অথবা—তোমার যদি মরণে পিয়াসা,
যাও সিদ্ধু-তলে—
সে নীলিমা অপরূপ!
অনন্ত-বিস্তৃত রূপ!

শীতল মরণ পাবে ডুবি তার তলে।

নিষ্ঠুর অনলে তোর স্বপ্নের পরাণ
কেনরে! সঁপিবি?—
সুধিত শাদূল প্রায়
তোরে ও গ্রাসিবে হায়।
এ মরণে স্বপ্ন নাই—জলিয়া মরিবি।

ফুলে ফুলে মধু খেয়ে উন্মাদে নাচিয়ে,
সাধ না পুরিল!
সাধের সরল প্রাণ
আগুনে করিবি দান,
হা দিক! কেন রে! হেন কুমতি হইল?

ফিরে যা' সরে যা' মূর্খ! এ নিয়তি-কাঁদে
দিসনে চরণ—
কপট সৌন্দর্যে ভুলে
অলস জালায় তুলে—
দিসনে ও মধু-মাথা সোনার জীবন।

১০

হায় !

মিছা তোরে দিই গালি, আমরাও হেন
কত ভুল করি—
অমৃত ছাড়িয়া ভাই !
মৃত্যু-মুখে ছুটে যাই,
মরণের “রূপে” হায় ! জীবন পাসরি ।

১১

মরণের শ্রেষ্ঠ জীব মানব, পতঙ্গ !
তোমারো অধম—
তুমি শুধু ম’রে যাও,
ছুৎ, জালা, নাহি পাও,
মানবের হৃদয় যাতনা বিষম !
আমরা আগুনে পড়ি
জলি, পুড়ি, নাহি মরি,
নাঁ পাই সে মহানিষ্ঠা—শাস্ত মনোরম !
বড়ই নিষ্ঠুর, ভাই ! আমাদের ঘম ।

(কনকাজলি, ১৮২৬)

অষ্টমে

শ্রীমদ্রামকুমারী বন্দ্য

আসিল সায়াহবেলা
ভাঙিল জীবন-খেলা,
আর কি ডাকিছ, সখে ! পথ ছাড়ি দাও ;
তামসী যামিনী বোর
ঘনামে আসিছে মোর
কি আর বলিব কথা, যাও—স’রে যাও ;

ও মুখ হেরিলে হায় !
 কে কবে মরিতে চায় !
 অনন্ত জীবন পাই—সেই সাধ আসে,
 আর দেখিব না সে কি !—
 একটুকু থাক দেখি !
 নিষ্ঠুর মরণ ডাকে বেঁধে মহাপাশে !

জানি না কোথায় যাই,
 জানিতে শক্তি নাই,
 জনমের সাধ আশা এই হ'ল শেষ,
 এস কাছে—আরো কাছে
 সবি যে গো ! বাকি আছে.
 পোরে নি আমার আজো বাসনার লেশ .

সুখ-সাধ-সুখ-আশা,
 দয়া, স্নেহ, ভালবাসা,
 বাহা দিয়াছিলে, এবে সব ফিরে লও,
 পারি না সহিতে আর
 ও বিষাদ অশ্রুধার,
 আমারে ভুলিয়া যেন তুমি স্বপ্নী হও !

সাথে কি বাটতে চাই,
 থাকিতে শক্তি নাই,
 অনন্ত আঁধার প্রাণে ছাইয়া রয়েছে,
 দেখিও দেখিও—খুলি
 বুকের পাজরগুলি
 কেমনে পুড়িয়া সব অন্ধার হয়েছে .

এস কাছে ! এস কাছে !
 আঁধি মুদি আসে পাছে,
 প্রাণ ভরে চন্দ্রানন বারেক নেহারি ;
 এখনো শক্তি আছে,
 আইস ! আইস ! কাছে,
 যেন ও কোমল কোলে মাথা দিতে পারি ।

অনন্ত কালের লাগি
 আজি এ বিদায় মাগি
 জানি না মরণ-পরে যাব কোন ঠাই ;
 বল দেখি বল তবে,
 তুমি কি “আমারি” রবে ?—
 মৃত্যু ভুলি অমৃতের দেশে চলে যাই ।

কনকাকলি, ১৮৯৬)

আশ্রুপ্ত

মানকুমারী বসু

১

জানি এ জীবন মম,
 দীন, স্নান, ক্ষুদ্রতম,
 নীরব নিরাশা মেঘে রয়েছে ঢাকিয়া,
 যুগ যুগান্তর সহ,
 কত ব্যথা দুর্বিবহ,
 বহিজেছে স্তম্ভ বন্ধে সীমা না জানিয়া ।

২

জানি তুমি স্বর্ণাচলে,
 নব নীলাকাশ-তলে
 তরুণ অক্ষয়-রাগে উদ্ভাসিত ধরা,
 যখনি দাঁড়াও এসে,
 তরু, গিরি চাহে হেসে,
 এ মরু ধরণী সাজে অলকা অমরা !

৩

তাই দেখি আসে মনে
 বুঝি কোন্ স্তম্ভক্বে,
 ঘুচি যাবে এ কুদিন ভীষণ আঁধার ।
 তুমি তো মঙ্গল-আলো
 সকলেরই তরে ঢালো,
 এ যাতনা কেন তবে হবে গো আমার ?

৪

আমি কিছু বুঝি না'ক,
 আমি কিছু খুঁজি না'ক,
 সকলের সাথে মিশি দেখি শুধু চেয়ে ।
 তবুও কেমন করে,
 উদাস প্রাণের 'পরে
 আশার সোনালী রেখা পড়িরাছে ছেয়ে

জিজ্ঞাসা

মামকুমারী বন্দু

১

সে এবে যথায়—

এ দেশের দিবা নিশা সেখানে কি যায় ?
এখানে যে সমীরণ,
জুড়াইছে জীবগণ,
এই বায়ু সেখানে কি লাগে তার গায় ?
সেও কি জ্যোছনা রেতে,
চাঁদের আলোক পেতে,
বসে থাকে সৌধ-শিরে কিছা জানালায় ?
আমাদের দিবানিশি সেখানে কি যায় ?

২

এ দেশের বসন্ত কি বিরাজে সেখানে ?
তার সে তমাল-শাখে,
আমাদের পক্ষী ডাকে,
আমাদের ফুল ফোটে চেয়ে তার পানে ?
সেখা কি জলধি ভলে
আমাদের ঢেউ চলে,
সেখানে কি বীণা বাজে আমাদের তানে ?
আমাদের স্থধ-সাধ পশে কি সেখানে ?

৩

এ দেশের ভালবাসা সেখানে কি হয় ?
অনুকূল স্থখে দুখে,
তরঙ্গ উচ্ছ্বাস বুকে,
চিরদিন অনন্তর চির মৃত্যুঞ্জয় ?
এমনি মমতা প্রীতি,
এমনি স্থখের স্মৃতি,
সে দেশের প্রাণে প্রাণে জড়ায়ে কি হয় ?
এ দেশের ভালবাসা সেখানে কি হয় ?

৪

তাই যদি হয় তবে কিসের বেদন ?
 মাঝখানে বৈতরণী ছুপারে দুজন !
 সীতারিষা একবার,
 চলি যাব পরপার.
 মরণের পরে পাব সোনার জীবন ;
 অমানী যামিনী গেলে,
 উষা আসে হাসি ঢেলে,
 বিধুরের তরে মিলে মধুর মিলন ?
 ভয় কি, ক'দিন পরে পাব দরশন ।

(বিচ্ছিন্ন, ১৯২৪)

শাপাবজ্ঞান

মানকুমারী বসু

১

সেই শাপ অবসান—
 অদৃষ্টের মহাপাপে,
 ক্রুদ্ধ দুর্বাসার শাপে,
 ইন্দ্রিরা স্বরগ ছাড়ি করিলা প্রস্থান ।
 ইন্দ্র চড়ি ঐরাবতে,
 খুঁজিলা ত্রিদিব পথে,
 খুঁজিলা বরুণ অগ্নি গণেশ গীর্বাণ ।
 স্বর্গ মর্ত কোন ঠাই,
 উজলা কমলা নাই,
 সহসা জ্যোতিষ্ক-কুল হইল নির্বাণ ;
 নিভিল চাঁদের হাসি
 স্বর্গ-সৌর-কর-রাশি,
 আঁধারে তারকা-কুল ঢাকিল বয়ান ;

নিখিল হইল শূন্য,
 চলি গেল ধর্ম পুণ্য,
 অন্ন বস্ত্র ধন ধাত্ত হ'ল অন্তর্ধান ;
 দশদিক অন্ধকার,
 প্রাণে প্রাণে হাহাকার,
 অমঙ্গল দাঁড়াইল হ'য়ে মূর্তিমান !

২

সেই শাপ অবসান—
 ইন্দ্র ছাড়ি পুষ্পরথ,
 করে নিলা ভাগবত,
 তপোরত অগ্নি সম কুবের ধীমান ।
 ব্রহ্মলোকে পদ্মাসন,
 মহাতপে নিমগন,
 কৈলাস কৈবল্যাধামে তাপস ঈশান ;
 বৈকুণ্ঠেতে নারায়ণ,
 পাতিলেন যোগাসন,
 সপ্ত ঋষি কণ্ঠে সদা সামবেদ গান ;
 দানবের পুরীময়,
 মহতী তপস্ভা হয়,
 হিংসা ঘেব মলিনতা করিল প্রস্থান ;
 সবে ডাকে উভরায়,
 “আয় মা কয়লা আয়,
 কাঁদে তোর দীন হীন অকৃতী সন্তান ;
 শিশুরে অকৃতী বলি,
 কতু কি মা তায় চলি,
 মায়ের হৃদয় কবে এমন পাবাণ ?”

৬

আজি শাপ অবসান,
 সেই তাপসের দল,
 তপঃসিদ্ধ মহাবল
 মহনার্থে অজি নিলা দিয়ে এক টান,
 মিশামিশি সুরাসুর
 বৈরভাব শতদূর,
 মথিল অতল সিকু—মহাশক্তিমান !
 সাধনা মঙ্গলময়ী
 সাধক সর্বত্র জয়ী
 তাই খাতা সিদ্ধিদাতা দিলা বরদান ;
 স্বর্ণপদ্ম-শতদলে
 রাখি রাঙা পদতলে,
 উঠিল মা মহালক্ষ্মী জগতের প্রাণ !
 আনন্দ উচ্ছ্বাস ছোটে,
 অমৃত ফেনারে ওঠে,
 পুনঃ পেলো অমরতা আকুল সন্তান,
 সঘনে উল্লাস রোল,
 শঙ্করনি, হরিবোল,
 বিশ্বময় সার্থকতা দিলা ভগবান !

৪

আজি শাপ অবসান—
 গেছে সে অশিব কালো,
 জলিল মঙ্গল আলো,
 হাসিল শশাঙ্ক, তারা, তপন মহান ;
 ধন ধান্তে, পুণ্য ধর্মে,
 ভক্তি প্রেমে, শুভকর্মে,

নিখিল, সক্তি' সে রাজ-সম্মান ;
 দেব মৈত্ৰ্য দুই ভাই
 বিবাদ বিবাদ নাই,
 দৌহে যেন এক মা'র যমজ সন্তান ,
 মায়েরে পুঞ্জিলা সবে,
 'বন্দে মাতরম্' শুবে,
 বৃহস্পতি ভার্গবের শিষ্য মতিমান ;
 ঘুচিল সকল পাপ,
 দূরে গেল মনস্তাপ,
 অগ্নিময় ব্রহ্মশাপ আজি অবসান,
 কমলা অচলা পুনঃ বিধাতার দান ।

(বিতৃতি, ১৯২০)

প্রতিভার উদ্বোধন

অক্ষয়কুমার বড়াল

বিধাতার নিকাম হৃদয়ে
 চমকিল প্রথম কামনা ;
 চমকিল নব আশা-ভরে
 আনন্দের পরমাণু-কণা !

অসহ এ নব জাগরণ—
 আকুল ব্যাকুল চিন্তাকাশ !
 স্পন্দন—কম্পন—আলোড়ন—
 একি আশা, না এ অবিশ্বাস ?

কাঁপিতেছে দুরূহ অন্ধকার,
 অপেক্ষায় হৃদয় অস্থির ;
 গড়িছে—ভাঙিছে বারবার—
 একি খেলা মুক্তা প্রকৃতির !

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

বারবার মুছেন নয়ান,

ক্রমে ছায়া—ক্রমশঃ আভাস ;

নাহি জ্ঞান, নহেন অজ্ঞান—

সহসা অগৎ পরকাশ !

পড়িল গভীর দীর্ঘশ্বাস,

একি হুঃখ—না এ হুঃখ অতি !

বাস্তব—না কল্পনা-বিকাশ ?

কামনা-বাসনা মুতিমতী !

বিশ্বয়-বিহ্বল মহাকবি

চাহিয়া আছেন অনিমিখে—

সম্মুখে ফুটিছে নব রবি,

তারকা ফুটিছে দশ দিকে !

মহাশূন্য পরিপূর্ণ আজি

স্বকোমল তরল কিরণে !

ঘুরে গ্রহ-উপগ্রহরাজি

দূরে—দূরে—বিচিত্র চরণে !

গ্রহ হ'তে গ্রহাস্তরে ছুটে

ওকার ঝঙ্কার অনাহত !

পঞ্চভূত উঠে ফুটে' ফুটে'

রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে কত !

ছন্দে বন্ধে যতি-গরিমায়

চলে কাল ললিত-চরণে !

অক্ষশক্তি পূর্ণ হৃদয়ায়,

চেতনার প্রথম চূষনে !

নীলাবাসে ঢাকি' শ্রামদেহ
 শশিকঙ্কে ভ্রমে ধরা ধীরে ;
 কত শোভা, কত প্রেম-স্নেহ,
 জলে স্থলে প্রাসাদে কুটীরে !

চাহে উবা—চকিত নয়ন,
 ফুলবাসে বায়ু স্ববাসিত ;
 উঠে ধীর বিহগ-কুঞ্জন—
 সৃষ্টি 'পরে স্রষ্টা বিভাসিত !

সমাপ্ত বিধির সৃষ্টি-ক্রিয়া,
 অসমাপ্ত সৃজন-কল্পনা—
 এস তবে, এস বাহিরিয়া
 চিত্ত হ'তে, চিন্তায়ী চেতনা !

এস, নিত্য-স্বরগ-স্বপন,
 রূপ-রস-শব্দ-অসীমায়—
 মর-জন্ম করিয়া লুপ্তন
 অমর সৌন্দর্য-মহিমায় !

ল'য়ে এস—সে আদি-কল্পনা,
 স্থপে দুঃখে মরণে নির্ভয়,
 সে অব্যক্ত আনন্দ-বেদনা,
 সেই প্রেম—অনাদি অক্ষয় !

কুছন্নব

মিত্যক্ক বন্দ

নবীন প্রভাতে আজি কানন ভবনে
শুনি তোরে, শুধু মোর পড়িছে স্বরণে
বিজন যমুনা-তটে তমালের ছায়
ঘাপরের সে বিরহ-বিধুরা বালায় ;
শ্রাবণ-গগন সম নীল নবধনে
আঁখি যার চেয়েছিলি প্রেমের স্বপনে ;
বরষি স্বেদন সম বেদনা তরল
ঢেকে দিয়েছিলি যা'র মরমের তল ;
নিভৃতে হৃদয়-দাহী অনলের প্রায়
প্রাণ যা'র ভরেছিলি রক্ত-ভ্রুবায়ে ;—
হায় কোথা সে কিশোরী ? কোথা সে কিশোর ?
কোথা বা ব্রজের কুঞ্জ, রজনী উজোর ?
শুধু সে বিরহ-ব্যথা ব্রজের সমান
পলে পলে হানে আজি জগতের প্রাণ !

('সাহিত্য' পত্রিকা, নবম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, ১৩০৫ সাল, ১৮৯৮)

আমি তো তোমাতে

রজনীকান্ত সেন

আমি তো তোমাতে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ভাবিতে, হৃদয় মাঝারে নিজে এসে দেখা দিয়েছ ।
চির আদরের বিনিময়ে, সখা, চির অবহেলা পেয়েছ ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, হৃৎহাত পসানি, ধরে টেনে কোলে নিয়েছ ।
"ও পথে যেওনা, ফিরে এস", বলে কানে কানে কড় কয়েছ ;
(আমি) ভবু চলে গেছি ; ফিরিয়ে আনিতে পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ ।
(এই) চির অপরাধী পাতকীর বোঝা হানিমুখে তুমি বয়েছ ;
(আমার) নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে বুকে করে নিয়ে রয়েছ ॥

(আনন্দময়ী, ১৯১০)

আমায় সকল রকমে

রজনীকান্ত সেন

আমায় সকল রকমে, কান্দাল করেছ, গর্ব করিতে চুর ;

বশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছ দূর ।

ঐশুলি সব মায়াময়রূপে, ফেলেছিল মোরে অহমিকা কূপে

তাই সব বাধা সরিয়ে দয়াল, করেছ দীন, আতুর ॥

যায়নি এখনো দেহাঙ্গিকা-মতি, এখনও কি মায়' দেহটীর প্রতি !

এই দেহটা যে 'আমি', এই ধারণায় হয়ে আছি ভরপুর ।

তাই সকল রকমে কান্দাল করিয়া গর্ব করিছে চুর ॥

ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ, আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ",

তাই বুঝিয়া দয়াল, ব্যাধি দিলে মোরে, বেদনা দিলে প্রচুর ।

আমায় কত না যতনে শিক্ষা দিতেছ গর্ব করিতে চুর ॥

(আনন্দময়ী, ১৯১০)

পূজার প্রদীপ

রজনীকান্ত সেন

(তুই) পূজার প্রদীপ জালিয়ে রাখিস হৃদয়-দেউল মাঝে ।

ভক্তি প্রেমের ধূপটি জ্বালাস্, নিত্য সকাল সাঁঝে ।

পাবি যেদিন দুঃখ ব্যথা, দেবতারি পায় নোয়াস্ মাথা,

বলিস্ "তোমার ইচ্ছা ফলুক, আমার জীবন মাঝে" ॥

আপনাকে তাঁর ভৃত্য রাখিস, তাঁরে করিস্ রাজা,

তাঁর তরে তুই আসন পাতি", ফুলের মালা সাজা ।

তবু যদি দেখা না পাস্, চোখের জলে বেদন জানাস্

বলিস্ "প্রিয় ! তোমার তরে এ দেহে প্রাণ আছে ॥"

(আনন্দময়ী, ১৯১০)

তুমি নির্মল কর

রজনীকান্ত সেন

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে ;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর, মোহ-কালিমা ঘুচায়ে ।
লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা, ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন, ডুবে যাবে কোন্ অকূল গরল পাঁধারে ;
প্রভু, বিশ্ব-বিপদ-হস্তা, তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পহা,
তব শ্রীচরণতলে, নিয়ে এস মোর, মত্ত বাসনা শুছায়ে ।
আছ, অনল অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধর সলিলে, গহনে,
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়, শশী, তারকায়, তপনে ;
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া ;
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে ॥

(আনন্দময়ী, ১৯১০)

ব্যাকুলতা

রজনীকান্ত সেন

নিশীথে গোবৎস যখন বাঁধা থাকে মায়ের কাছে ;
কি পিপাসা ল'য়ে বৃকে, পলে পলে মুক্তি যাচে !
কিবা অব্যাহত টানে, নদী ছোটে সিঁদ্ধ পানে,
তারে নিবাহিতে পারে কোথা হেন শক্তি আছে ?
প্রভাতে যখন পাখী, নীড়ে নিজ শিশু রাধি,
আহার সংগ্রহে ছোটে সূদূর নগর মাঝে,
কি তীব্র উৎকর্ষা ল'য়ে আশার আশ্বাসে বাঁচে !
সেই ব্যাকুলতা কোথায় পাব, ভেমনি ক'রে বাঁকে চা'ব,
সুখ দুঃখ ভুলে যাব, হায় রে সে দিন কোথা আছে !
হয়ে অক্ষ, হয়ে বধির, 'মা' 'মা' বলে হব অধীর,
হৃৎস্পন্দনে বইবে রে নীর, দীনহীন কালালের সাজে ।

(অভয়া)

আমর কতকাল

অতুলপ্রসাদ সেন

আমর কতকাল থাক্ব বসে দুয়ার খুলে,—বঁধু আমার,
তোমার বিশ্বকাঙ্ক্ষা আমারে কি রইলে তুলে ? বঁধু—আমার ।
বাহিরের উষ্ণ বায়ে, মালা ঘে যায় শুকায়ে
নয়নের জল বৃষ্টি তাও, বঁধু মোর, যায় ফুরায়ে ;
শুধু ভোরখানি হায় কোন পরাণে তোমার গলায় দিব তুলে ?
হৃদয়ের শব্দ শুনে, চমকে ভাবি মনে,
ঐ বৃষ্টি এল বঁধু ধীরে মৃদুল চরণে ;
পরাণে লাগলে ব্যথা, ভাবি বৃষ্টি আমার ছুঁলে ।
বিরহে দিন কাটিল, কত যে কথা ছিল,
কত যে মনের আশ মন-মাঝে রহিল ;
কি লয়ে থাক্ব বল তুমি যদি রইলে তুলে ?—বঁধু আমার ।

আমার পরাণ কোথা যায়

অতুলপ্রসাদ সেন

আমার পরাণ কোথা যায়, কোথা যায় উড়ে ।
কে যেন ডাকিছে মোরে, দূর সাগর পারে, বিরহ-বিধুর হরে ।
বাতাসে তাহারই কথা, ভরজে চোরই বারতা,
জ্যোৎস্না পথ তার দেখায়, দেখায় দূরে ।
হে অধীর, হে উদাসী, হে হুম্ব অন্তরবাসী,
কাহার গুনিলে বাঁসী, কোন্ প্রেমের গুরে ?
যে দিগন্তে নীলাশ্বরে, চূষিছে সে নীলাশ্বরে,
সেখা মোর নালকান্ড চায়, মোয়ে চায়, গুগো চায় কত মধুরে ।

প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী

অতুলপ্রসাদ সেন

প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী, কেমনে বল তাঁরে ডাকি ?

কোন্ ভরশায় তাঁগারে মাগি ?

কুহুম লয়ে গন্ধ বরণ, নিতি নিতি যাঁরে করিছে বরণ,
এ কণ্টক-বনে কি করি চয়ন, কোন্ ফুলে বল সে পদ ঢাকি ?
নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে, যখন গাবে না পাখী ;

কণ্টক দিব চরণে, যবে কুহুম গুদিবে আঁধি ।

হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভাল, কেন তুমি মোরে

করিলে কাঙাল ?

বল হে হরি ! আর কত কাল, হৃদনের লাগি রহিব জাগি ?

তোমায় ঠাকুর, বল্ব

অতুলপ্রসাদ সেন

তোমায় ঠাকুর বল্ব নির্ঠর কোন মুখে ?

শাসন তোমার, যতই গুরু, ততই টেনে লও গুকে ।

সুখ পেলে মিই অবহেলা, শরণ মাগি ছুখের বেলা ;

তবু কেলে যাওনা চলে, সদাই থাক সম্মুখে ॥

প্রতি দিনের অশেষ যতন, ভূলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন,

নিত্য আছি ডুবিয়ে, তাই পাশরি' প্রেমসিন্ধুকে ।

সুখের পিছে মরি ঘুরে, তাই ত রে সুখ পালায় দূরে :

সে আনন্দ, ওরে অন্ধ, বন্ধ মনের সিন্ধুকে ॥

ভুলে যে যাই সবাই আমার নই ত ভিন্ন আমি সবার ;

দশের মুখে হাসি রেখে কাঁদব আমি কোন্ মুখে ?

ভবের পথে শূন্য খালি, বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালী,

দৈন্ত আমার ঘুচবে, যবে পাব দীনবন্ধুকে ॥

মন্টারে তুই বাঁধ্,

অতুলপ্রসাদ সেন

পাগলা ! মন্টারে তুই বাঁধ্ ;

কেনরে তুই যেথা সেথা পরিস্ প্রাণে ফাঁদ ?

নীতল বায়ে আসলে নিশি, তুই কেন রে হোস্ উদাসী ?

(ওরে) নীল আকাশে অমন করে হেসেই থাকে চাঁদ !

শৈল-শিরে সোনার খেলা, দেখিস্ যবে প্রভাত বেলা,

তুই কেনরে হোস্ উতলা দেখে মোহন ছাঁদ !

করণ স্নরে গাইলে পাখী, তোর কেন রে ঝরে আঁখি ?

কবে তুই মুছবি নয়ন, ঘুচবে মনের ধাঁদ ?

সংসারেতে উঠলে তুই হাসি, শুনিস্ রে অজের বাঁশী !

(ওরে) ভাবিস্ কিরে সবই গোকুল, সবই কালাচাঁদ ?

কতই পেলি ভালবাসা, তবু না তোর মেটে আশা !

এবার তুই একলা ঘরে নয়ন ভরে কাঁদ !

বেলা যায়

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

একদা পল্লীতে কোন রজকের গেহে ।

ভাকিছে বালিকা এক ব্যাকুলিত স্নেহে ॥

নিদ্রিত পিতারে ;—ওঠ বাবা, বেলা যায় !

—অস্তমান সন্ধ্যানূর্ধ্ব অস্তহিত প্রায় ।

বালিকার কস্ত্রকণ্ঠ চঞ্চল পবনে

সঞ্চরিল স্তব্ধতায় । শিবিকারোহণে

অদূরে গৃহের পথে ফিরিছেন যথা

লালাবাবু কর্মস্থল হতে, দুটি কথা

চলে গেল সেথা । নিস্তব্ধ শিবিকা মাঝে

ধ্বনিল কল্পিতকণ্ঠ মর্মান্বিত লাজে ;—

গুরে বেলা যায় ! বিন্মিত বাহকগণ
 নামাল শিবিকা ! লালা, কম্পিতচরণ
 দাঁড়াইয়া জীবনের প্রশান্ত সঙ্খ্যায়
 আপনারে উঠিল ডাকিয়া,—বেলা যায় !
 ফেলিলেন খুলি বসন ভূষণ যত ;
 ভূত্যগণে দিলেন বিদায় । স্বপ্নাহত ;
 স্তম্ভক্বে আপনারে কুড়ায়ে লইলা
 বন্ধনবিহীন ! অদোসর, বাহিরিলা
 ধরণীর মুক্তক্ৰেড়ে । জলে বহিকণ
 ছল ছল নেত্রপ্রাস্তে, কি জানি দাহন
 অহুতপ্ত উচ্ছ্বদয়ের ! উর্ধ্বে 'চাহি'
 নিঃশ্বাসিলা । কোথা হতে উঠিলেক গাহি
 সেই দুটি কথা, বেলা যায় বেলা যায়—
 বিশাল অনন্ত ভরি গম্ভীর সঙ্খ্যায় ।
 সতর্ক ভৎসনাভরা শাপিত শাসন
 গর্জিল কি স্নেহ-রোষে উদার গগন ?
 হু হু করি সঙ্খ্যাবায় ফেলিয়া নিঃশ্বাস
 ছুটে এল শূন্য হতে, ত্যজি দিবা বাস
 মহাবেগে ব্যোমচর খাইল আঁধারে ;
 অকিঞ্চন রশ্মিলেশ কম্পিত পাথারে,
 গেল জ্ঞপ্তে হারাইয়া ? কোথা গেল রবি
 সূদূর দিগন্ত মাঝে ? মুছে গেছে ছবি
 দৃশ্য দিবসের ! ফিরে আসে গাভীগুলি
 অর্ধভুক্ত তৃণ ফেলি ; হেরিয়া গোখুলি
 কর্ম ব্যস্ত কৃষাণেরা লইল বিদায়
 ধাত্তপূর্ণ ক্ষেত্র পাশে রুদ্ধ-বেদনায় ?
 হেরিলা অধীরে প্রৌঢ়, চারিদিক্ ভরা
 কেবল বিদায়-যাত্রা, মুক্ত মায়াহারা,

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

মহান্ গমন ?—ছুটিলা ভূষিত মনে,
কীর ছন্দ করণার শুভ আকর্ষণে !
লক্ষকোটি নভ-আধি সাক্ষী হল তার,
নীরবে দেখাল পথ নাশি অঙ্ককার ?
সহজ স্থপরিচিত, বহু উচ্চারিত
সেই ছুটি পুরাতন কথা, রোমাঞ্চিত
অস্তরের অন্তঃকর্ণে লাগিলা শুনিতে
শত শত মুগ্ধকণ্ঠে ধ্বনিত নিশিতে ।

মক্ৰভূমির স্বপ্ন

শ্রমধনাত্মক রায়চৌধুরী

১

কি স্বপ্নে কাটাও কাল, হে বিরাট বালুকাউষর,
পড়ে আছে এক প্রান্তে, ধরণীর দুঃস্বপ্ন ধূসর ।
বন্দ্য্য বলে' তব ছায়া কেহ বুঝি স্পর্শিতে না চায়,
তোমার নিশ্বাসে যেন উৎসবের উৎসটি শুকায় ।
মিছে আসে তব গৃহে নিশি-শেষে মধুর প্রভাত,
রবি-শশী বুধা নেমে তব দ্বারে করে করদ্বিত ।
জ্বারা আর জ্যোৎস্না-বৃষ্টি হয় বটে আকাশে তোমার,
যায় যেন কোন মতে শুধি' তারা কর্তব্যের ধার ।

২

স্বপ্নের সৃষ্টির বুঝি তুমি একুঁ প্রকাণ্ড বিজ্ঞপ,
তব সোহাগের শিশু কুজ-গৃষ্ঠ জীব অপরূপ !
স্বজন ও প্রলয়ের বাজ হতে তোমার জনম
জন্মকালে প্রকৃতি কি স্কোভে লাঞ্জে হইয়া নির্মম,
অক্লেশে করিয়া গেল শূন্যপ্রান্তে তোমাতে বর্জন,
রূপসী স্ত্রী-অঙ্গ হতে ফেলে যথা সজ্জা অশোভন ?
তবে বন্ধ ভেদি' সেই মাতৃ-ত্যক্ত সন্তানের 'রিষ',
মিকে মিকে দগ্ধ করি' ছড়াইছে অভিশাপ-বিষ ।

৩

ধৈ ধৈ করিতেছে, বালুকার তপ্ত-পান্নাবার,
 অন্ধকারে ঘনাইয়া উঠে যেন আরও অন্ধকার ।
 অদৃষ্টেরে ঘেরে যথা জীবনের শত অভিশাপ,
 এক জালা মাঝে আসি' অগ্নি দেয় আর এক সস্তাপ ।
 ধূসর উর্মির বক্ষে স্তব্ধ যত জীবন-কল্লোল,
 নাই তরী, নাই তীর,—নাই তীরে হরিৎ-হিল্লোল ।
 জীবনের প্রান্ত হ'তে প্রেতাঙ্গার যেন সস্তায়ণ,
 উঠিতেছে হাহা শুধু ; কে জানে তা হাসি, না, ক্রন্দন ?

৪

তোমা ঘিরে সর্বকাল জলিতেছে কালের ঋশান,
 বিধবার বেশে সেথা ফেল' শ্বাস রাজি দিনমান !
 জুড়াইতে তীব্রজালা মুছাইতে তপ্ত অশ্রুধার,
 আছে যেন সর্বনাশ, ঋশানের বাক্যব তোমার !
 মাহুঘের মতই কি প্রকৃতির পত্তর অস্তর ?
 সত্যসূত্রে অভিনয় ! মনে-প্রাণে কুৎসিত বর্বর ।
 বীভৎস-পাশবলীলা !—একখানি পটের আড়াল ।
 জীবন-নেপথ্য হতে উঁকি মারে ভোগের কঙ্কাল !

৫

বিস্ত, তিস্ত আত্মাসম তুমি বিশ্ব-স্বধায় বিমুখ,
 পর-স্বখে অস্তর্দাহ, পর-দুঃখে জীবনের স্বখ !
 মৃগভুক্তিকার ফাঁস, সে মনেরই রাক্ষসী রচনা,
 প্রান্ত পাছ বড় আশে আলিঙ্গন করে সে ছলনা ।
 দুরন্ত ঠগীর মত, কণ্ঠ তা'র চাপি' অকস্মাৎ,
 মুহূর্তে পাঠায়ে দাও পিপাসীরে মৃত্যুর সাক্ষাৎ ।
 'কই বারি ?' 'কই বারি ?' হাহাকার কর যে তৃষ্ণার,
 ও ত প্রেতাঙ্গার তৃষ্ণা অভিশাপে দহিছে তোমার !

৬

জননী প্রকৃতি আর চাহেনা ঘুণায় তোমা পানে,
 স্নেহ উপকার যত বিলাইছে আদৃত সন্তানে ।
 পাছ-পাদপের সূধা বন্ধে যার সে যদি পাবাণী ?
 দয়া-শ্রান্তি ! স্নেহ-ব্যঙ্গ ! ভিখারিণী তবে রাজরাণী !
 মুহূর্তের উন্মাদনা, জানি ঐ কুর হত্যা-নেশা ;
 সহসা জননী হ'য়ে কাঁদে—তব শোণিতের তৃষা ।
 জানি আমি এই দণ্ডে আশানের ধূলি ধূসরিত,
 রাজ্ঞী হ'তে পার তুমি, অকস্মাৎ মহিমা-মণ্ডিত !

৭

সংসারে জীবন-যুদ্ধে সূধাপাত্রে মিশিল গরল,
 সত্যে আর সত্য নাই, মজলে পশিল অমঙ্গল ।
 উন্নতি, না অধঃপাতে জগতের ব্যক্তোরথ ধায় ?
 মানব কি অগ্রসর, না ক্রমশঃ হটে পরীক্ষায় ?
 পতিত কি উচ্ছে তবে ? উত্থানে কি আনিছে পতন ?
 পুণ্যে পাপ ? পাপে পুণ্য ? মোহ তবে প্রজ্ঞার বেতন ?
 —এ উদভ্রান্তি শাস্তি তবে, লোকালয় প্রান্তে বাঁধি বাসা,
 'টলা'তে কি স্বর্গ, উর্ধ্বে উড়ায়েছ অগ্নিময় আশা ?

৮

তাই তুমি বিবাগিনী, সন্ন্যাসিনী ; গৈরিকবসনা
 আপনা বঞ্চনা করি' করিতেছ যুগের সাধনা ।
 প্রকৃতি বাঁটল সূধা যবে সেই স্বজন-প্রভাতে,
 কেহ রূপ, কেহ গন্ধ, কেহ রস চেয়ে নিল সাধে ;
 প্রকৃতি স্নেহে যবে শুধাইলা, 'তোমার কি চাই ?'
 নীলকণ্ঠ-সম শুধু মাগি' নিলে বিব বিব আর চাই ।
 সংসারে সন্ন্যাসী সাজি' প্রতীক্ষিয়া আছ যুগান্তর,
 জীব-রাজ্য যাবৎ না স্বর্গ-রাজ্যে হয় অগ্রসর ।

২

আবিষ্কারকারী বিশেষ উপহার দিতে নব-দেশ
 নিপাতের মহাগ্রাসে করে যবে নির্ভয়ে প্রবেশ ;
 মজ্জমান পোত হতে অসহায়গণে করি' পায়
 পাঁড়িয়ে বীরের মত মৃত্যু যবে বরে কর্ণধার ;
 আসন্ন বিনাশ হইতে বাহিনীকে করিতে রক্ষণ
 সেনানী তোপের মুখে আপনারে উড়ায় যখন ;
 তা হতেও, মনে হয়, তোমার ও আত্মা বলবান ;
 তা হতেও শ্রেষ্ঠ বৃষ্টি তোমার ও আত্মবলিদান !

১০

দেখেও দেখিনা মোরা ত্যাগের এ মহিমা উজ্জল,
 তুচ্ছ করে যাই সবে ভেবে তোমা নীরস, নিফল ।
 সেদিন চিনিব তোমা যেদিন আসিবে শুভদিন ।
 ভেদাভেদ হানাহানি শাস্তিমজে হইবে বিলীন ;
 বন্ধে বন্ধে দেবালয়, কণ্ঠে কণ্ঠে বিশ্বাসের গান,
 এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতি এক ভগবান ।
 হে উষর, সেই দিন হবে তুমি সহসা উর্বর ;
 পুলকিত বালুস্তর খুলে দিবে আনন্দ নিষ্কার ।

১১

সেদিন আসিবে বিশেষ সত্য লাগি সত্যের সাধনা ;
 কবিতার স্বর্ণবুগ, সৌন্দর্যের পূর্ণ আরাধনা ।
 ক্ষুদ্র প্রেম বিশ্বপ্রপ্রেমে, তুচ্ছ স্বার্থ পরার্থে বিলীন ।
 হবে জগতের নীতি, জীবনের গতি গানিহীন ।
 আত্মগোপনের কাছে সাত্ত্বিকের গর্ব তুচ্ছ হবে,
 উচ্চাশা আদর্শ নব সাজাইবে স্বর্গের বৈভবে !
 হোক লাভে ক্ষতি, নব-শ্রায় বন্ধা ধরে রাখবে রুমে',
 হোক জয় পরাজয়, সত্য যোগাসনে রাবে বলে' !

সেদিনের কল্পনার মুগ্ধ কবি হেরে স্বপ্নভরে,
 জন্মস্থলে যেন তাঁর জড়াইয়া তব বালুস্তরে ।
 সংসার আবর্তে পড়ি' যত বৃষ্টিবায়ু তার প্রাণ ।
 তোমার উষরকোল এক যোগ্য জুড়াবার স্থান ।
 বন্ধের আশ্রয়গিরি নির্ভিরাও নির্ভিতে না চায়,
 আঙনেরে ডেকে নাও, শোম্বাইতে তোমার চিতায় ।
 পিপাসায় শুষ্ক হিয়া, বেড়ায়েছি হৃদা খুঁজি খুঁজি ;
 তাই মোরে, মরুভূমি, দেখা দিলে স্বপ্নে এসে বৃষ্টি !

(গৈরিক

ত্যাগ

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

প্রকৃতির হেরে যত, অবাক শিশুর মত
 কবি তত ভাবে উত্তরোল ;
 দরশে পাগল-প্রায় ঝাঁপাড়ে ধরিতে চায়
 লাভণ্যের লীলাময় কোল ।
 হে মিথিল-আদি কবি সৃষ্টিয়া অপূর্ব ছবি
 অন্তর্ধামী জানিলে তখন,—
 নিরখি মোহিনী ভাতি মানব উঠিবে মাতি,
 দেবদে করিবে আরোহণ ।
 উচ্ছল জলধি-জলে করে যবে বল্ মল্
 গর্ভোন্মিত চাঁদের আলোকে,
 উর্ধ্ব হতে নীলাশ্বর নতনেই নিরস্তর
 চেরে থাকে পুলকে কুলোকে ;
 তরঙ্গে তরঙ্গে বাঁধা, হৃদা-ছন্দোঁড়ে সাধা,
 যনে হর, সন্ত সিদ্ধ হতে
 একটি অমর প্লোক বিকিরিয়া দিব্যালোক
 লক্ষ্মীসম উঠিবে জগতে !

এদিকে, ভুলিয়া শির অচল রয়েছে স্থির,
 মাঝে তার শোভে দরী কত ;
 লতাকুঞ্জ-পদতলে নিঝরিণী বহি চলে
 অজগর-নাগিনীর মত ।
 বিচরে নিঃশব্দ-মন অরণ্য-স্বাপদগণ,
 স্বভাবের লালিত হুলাল !
 স্তব্ধ শান্তি চারিদিকে ব্যাপ্ত করি আপনারে
 মহাশব্দ দেখে নিত্যকাল ।
 এ দৃশ্য, স্তম্ভিত প্রাণে উদার গম্ভীর গানে
 জাগাইয়া তোলে স্তম্ভ পণ,—
 প্রশান্ত প্রসন্ন মুখে সংসারের দুখে স্নেহে
 করে' যাব ত্রুত উদ্‌যাপন ।
 ওদিকে, একত্রে সাজি বন্ধুসম তরুসাজি
 করিতেছে মৃদু আলাপন ;
 শ্রামল প্রচ্ছন্নতলে মৃগী স্তনদান-ছলে
 শাবকেরে করিছে লেহন ।
 চ্যুত-ফুল ধরি বুকে রয়েছে শুশ্রূষা-স্নেহে
 শম্পশয্যা করুণার ছবি !
 দোয়েল পাপিয়া দূরে আনন্দ সৃষ্টিছে স্নেহে ;
 ওয়া বৃষি প্রিয় বন-কবি ?
 সত্ত্বাস্ত নদীতলে চক্রবাকী কুতূহলে
 প্রিয়-চঞ্চু করিছে চূষন ;
 গর্ভিণী কপোতী নীড়ে কপোত যতনে ধীরে
 বিছাইছে ভ্রূণের শয়ন ।
 হেরি সব, কবি-প্রাণ মহানন্দে কম্পমান,
 গাহি উঠে প্রেমের মহিমা ;
 লাবণ্য-রহস্তে পশি মৌনে গড়ি তোলে বসি
 মানসের আদর্শ-প্রতিমা ।

হতাশের সংকল্প

শ্রীমত্নাথ রায়চৌধুরী

বড় ছুখ, বড় দৈহ, বড় অবিশ্বাস
এ সংসারে ফিরে সাথে কথিয়া নিঃশ্বাস ।
একদিন অতর্কিতে ত্যজি ছন্দরূপ
অকস্মাৎ মাথা তুলি অশান্তির স্ত, প
আঘাতে' নির্ধাত হবে, প্রাণের বৈভব,
সৌরব সৌরভ যত, চূর্ণ হয় সব ,
থাকে শুধু শ্বতিলেশ, ককাল যেমন,
প্রচারিতে আপনার অকাল পতন ।
তাই বাধিতেছি বুক ; যদি বক্রপথ
রোধিতে, গ্রাসিতে আসে মোর বাজারথ,
পড়ি না পশ্চাতে যেন ! যাহাদের সাথে
জীবন-সংগ্রামত্রত লয়েছিহু মাখে,
যদি ছেড়ে যায় তারা, আপনার বলে
ঘন জনতার মাঝে একা যাব চলে' ।

(গীতিকা, ১২১৩)

পরশমণি

শ্রীমত্নাথ রায়চৌধুরী

কার এ পরশখানি যুগান্ত বহিরা,
শ্বতি-নক্ষত্রোতে ভাসি' মরমে ঠেকিল আসি,
স্বপনে শিহরি চে'হু রাখিতে ধরিয়া ;
এই কি পরশমণি ?—উঠিহু আগিয়া ।

নিয়ে, শাওনের নদী উপল-শব্যায় ,
নিশীথে নিস্তরু সব, দাছুরী করে না সব,
খিল্লীসীত বন্দনাঙ্কে ধরনী সূমার ;
এই কি পরশমণি ?—হুখিল্ল তাহার ।

আধ-যুগে ভাকে দেয়া, কাঁপি উঠে বার ;
 হৃষ্ট শিখী হুঁদি' পুচ্ছ ; টাণা চামেলির শুচ্ছ
 পক্ষি কুঙ্ককোণে, নাহি যথুপে সাধায় ;
 এই কি পরশমণি ?—হুঁধিহু তাহার ।

খল খল হান্ত শূন্তে শুনিহু উঠিল ;
 চাহিহু আপন পানে সলজ্জ স্তম্ভিত প্রাণে,
 সজ্জল জলদ চিরি বিজলী চকিল ;
 এই কি পরশমণি ?—ভরসা টুটিল ।

এই কি ? এই কি ? করি, অঘেঘ-কাতর !—
 নৈশহুপ্তি, রাহুরূপে ব্রহ্মাণ্ড গ্রাসিছে চুপে,
 করাল মুখব্যাদানে লুপ্ত চরাচর ,
 নদীবুকে স্নানছায়া কাঁপে ধর ধর ।

—বিস্তারি' জলদ-জাল নীল নভ-নীরে,
 চন্দ্র তারী ছাপি' বুকে টানিছে অনন্ত মুখে ,
 —বন্ধন খসাতে বন্দী চাহিছে অধীরে !
 প্রকৃতির মসীপটে কারে খুঁজি ফিরে °

—হার, হুপরণে কই রাঙিল হৃদয় ?
 কু-আশা-সঙ্কিত ঘোর মুছে ত গেল না যোর,
 এই কি সে মণি,—যার স্পর্শে হেম হয় ?
 দারুণ কুজিম বলি' বাড়িল সংশয় ।

বুঝিহু নিশ্চয় কোন মায়ার ছলনা !
 এ কপট অভিজ্ঞান প্রেরিরাছে যোর স্থান,
 জাগাইতে দৈবাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বেধনা ;
 এ নহে সে মণি,—যার স্পর্শে হয় সোণা !

উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন

ভদ্রবধি ছন্নমনে বসিরা একেলা,
 ভাবিয়াছি কতবার, এ হেন চাতুরী কার,
 কার এ বিষয় রক, প্রাণান্তক খেলা ?
 ভঞ্জে নাই হুঃসন্দেহ, ব'য়ে গেছে বেলা ।

সহসা সৌরভপূর্ণ হল দিশি দিশি ;
 নভ-নহবৎ মাঝে জলদ-মজার বাজে ;
 চকিতে বিদ্যুৎবাণী মর্ষে গেল দিশি,—
 “সারথ্যানি প্রাণ দিয়ে খোঁজ দিবানিশি ।”

(পদ্মা, ১৮২৮

দৌনের মালা

কুমারী লজ্জাবতী বন্দু

অতি ক্ষুদ্র গন্ধহীন ছোট মালাগাছি,
 দীন এল সঁপিবারে দেবের দুয়ারে ।
 সুবাসিত মালা কত, কত রত্নরাজি,
 দেখিলেক পূর্বে যথা সম্ভীকৃত ঘরে,
 স্থাপিতে তথায় তার হীন মালাগাছি
 ভরি গেল চক্ষু ছুটি নীরব বেদনে ।
 না বলি একটা কথা তারপর হার !
 চলে গেল দূর পথে আকুল সরসে ।
 সহসা মন্দির ধ্বনি উঠিল বিধানে,
 দেবতার দীর্ঘশ্বাস, কাদিল বাশরী
 অধীর রাগিনী-গানে, হলো হীন জ্যাতি
 আরতির দীপশিখা, পড়িলেক বরি
 মঞ্চল মালতীমালা দুয়ার অদনে ।

সমস্ত মন্দির ভরি নীরব বেদনে
ছোট মালাটির হায় অভাব কাহিনী
সারা বেলা দেবতার কাঁদিল চরণে ।
উঠিল সমস্ত দিন একটি আহ্বান,
দীন যথা দূর পথে করেছে প্রয়াণ ।

(১৩০২)

আশা অতি মায়াবিনী

প্রভাবতী রায়

১

মনের বিকারে
ছিলাম আঁধারে,
বিষাদ অন্তরে
হৃৎখের কপাল জানি ।

২

সহসা কেমন
ঘুচায় বেদন,
দিল দরশন,
আশা অতি মায়াবিনী ।

৩

আশা আসি কানে
কহে সঙ্গোপনে,
কেন হৃৎখী মনে,
দিব লো তাহারে আনি ।

৪

বাক্য শুনে তাঁর
স্বখের সঞ্চার,
ভাবিছু আবার
আশা অতি মায়াবিনী ।

৫

আশার আশাস
করিয়ে বিশ্বাস,
হুখ পরকাশ,
যুঁহিছ নয়ন পানি ।

৬

প্রাণ কিন্তু কম,
কর' না প্রত্যয়,
সধা মোহঁয়র,
আশা অতি মায়াবিনী ।

৭

যথা সে মাহুবে,
স্নেহ পরকাশে,
উঠায় আকাশে,
কহিয়ে মধুর বাণী ।

৮

তেমতি আশার
কপট আচার,
খল ব্যবহার,
আশা অতি মায়াবিনী ।

(চিত্রা, ১৮২৭)

অশ্রু

প্রভাবতী রায়

১

বল অশ্রু বল তোর জনম কোথায় ?
সকলে স্বার্থের শিত্ত বিস্তীর্ণ ধরায় ।
এক বিপ্লু কুপা তরে,
ভ্রমে লোকে এ সংসারে,
কুপা কোথা ? নাহি পায় যবে হতাশায় ;
একমাত্র স্বার্থহীন দেখি রে তোমার ।

২

যেখানে তোমার জন্ম অবশ্য সে লোকে,
দয়া মায়ী স্নেহ শ্রীতি আছে এক দিকে ।

অল্প দিকে অভিশাপ,
রোগ শোক মনস্তাপ,
ক্রোধ হিংসা ঘেব ঈর্ষা না যায় গণনা ;
একের সম্পত্তি কিছু নহ অশ্রু কণা ?

৩

বালকের বল তুমি নারীর সহায় ;
জ্বলিলে অভাগা হৃদি দারুণ জ্বালায় ।
তুমি স্বার্থ পরিহারি,
হও নয়নের বারি,
শ্রেমিকের হও তুমি প্রেমাশ্রু সঞ্চল ;
উপজিয়ে নয়নে প্রাবিয়ে বক্ষঃস্থল ।

৪

তোমা সম আত্মত্যাগী আছে কোন্ জন ?
• পরের কারণে কর আপন বর্জন ।

যদি কোন পতিব্রতা,
স্বামী সনে অঙ্কুরতা
হ'তে যায় অশ্রু তুমি তার সনে যাও ;
গিয়ে অশ্রু চিত্তানলে বেদনা জানাও ।

৫

অন্তরুপে অশ্রু যোরে দিও দরশন ;
যখন পূজিব আমি রাম নারায়ণ ।
বহুদিন দিনান্তরে,
যখন যাইব ঘরে,
যখন দেখিব পিতামহী পিতামহ ;
তখন প্রেমাশ্রু এসে মিল' চক্ষু সহ ।

অচির বসন্ত

প্রিয়নাথ সেন

অচির বসন্ত হায় এল—গেল চলে
নিবে গেল কোকিলের দীপক-পঙ্কম,
ভঙ্গুর কুম্মশোভা ভেঙ্গে পড়ে ঢলে
প্রভঞ্নে পরিণত—বিকৃতি বিষম—
অলস পরশ-মধু মলয়ার বায় !
যাবে যদি, যাক্ চলে ঋণিকের স্নেহ !
অক্ষুণ্ণ ফুল-বীথি, কোথা তাহা হায় ?
এষে শুধু ছলনার মরীচিকা গেহ !

যে মদিরা-পান তরে প্রাণ তুষাতুর
কোথা তাহা ? কোথা জলস্ত-যৌবনা তব
শোভনা প্রতিভা কবি ? বিশাল চিকুর
আবরে প্রকাশে যার তহুর বিভব—
নগ্ন দেহ—কম্প-বক্ষ—মদির নয়ন—
ঢালুক অশেষ নেশা—পুলক-দহন !

অ্যাম্বান

প্রিয়নাথ সেন

গ্রামের সূদূর প্রান্তে—ভয় দেবালয়
তাহার চরণে লয়—বিস্তীর্ণ ক্ষ্মশান
নীরব নির্জন।—যেন আপনারে লয়
কল্পিতাছে প্রেতভূমি সমর্পিয়া প্রাণ
শিয়রের দেবী-পদে—ধ্যান নিমগ্ননা
উদ্বেগে দেখে শুধু সেই এক নৃত্য—আর
মন্দিরের মহাভয়—লেমিহ রসনা—
মরণের ক্ষুদ্র ভয়ে করিছে সংহার।

আমার জীবন হোক শ্মশান প্রথর
 দাঁড়াও পাবনী তাহে একা—একেখরী
 পুড়ুক নিয়ত তাহে যা কিছু নখর
 পাপ বাহা মৃত্যু বাহা—বাহা মৃত্যুকরী
 তোমাতে নিমগ্ন—লুপ্ত—তুমি প্রাণময়
 বিশ্বের সে চিরচিহ্না ধরিবে হৃদয় ।

মায়া

নগেন্দ্রবাল্য মুস্তোফী

হে স্বরসুন্দরি ! তুমি বল মানবের,—
 কোন্ পুরাতন বন্ধু কত জনমের !
 এড়াইতে তব কর,
 চাহে যদি কোন নর,
 অমনি যে বাঁধ তারে দিয়া শত ফের ।

কেন গো নরের সনে এ খেলা তোমার ?
 তারা কি তোমার ওগো বড় আপনার !
 তাই কি ক্ষণেক তরে
 পায় না ছাড়িতে নরে,
 তাই নরে টান’—দিতে আশ্ব-উপহার ।

বল অগ্নি বরাননে বাসনা তোমার !
 মানবের মনে তুমি কেন একাকার ?
 স্বর্গীয় ললনা তুমি,
 তোমার চরণ চুমি,
 হতাশ জীবনে আশা জাগে শতবার ।

কোন কার্য করে বল যানসমোহিনি !
 মরতে নরের সহ খেলিছ এমনি ?
 ভুঝি কি নরের মিত্র ;
 বুঝি না ও কোন্ চিত্র,
 বুঝি না ও চোখে তব ভাসে কি চাহনি !

(অমিয়গাথা, ১২০১)

মরণ

নগেন্দ্রবালা মুস্তাকী

১
 চিনি না মরণে আমি
 কোথায় বসতি তার,
 কে জানে তাহার আদি
 কোথায় বা পরপার ?

২
 “মরণ মরণ” শুধু
 শ্রবণে শুনেছি ভাই,
 মরণে উদিলে ব্যথা
 মরণ শরণ চাই ।

৩
 মরণের কোল বুঝি
 দুখহরা শান্তির,
 তার কোলে শুয়ে বুঝি
 সব জালা দূর হয় !

৪
 কিন্তু তারে ভয় হয়
 পাছে লয়ে গিয়া মোড়র,
 এ আলোক হইতে ফেল,
 বিকট আঁধার ঘোরে

৫

যদিও জীবনে মোর
 সুখশাস্তি কিছু নাই,
 যদিও প্রত্যেক পলে
 মরণ শরণ চাই—

৬

তবু তার পাশে যেতে
 মরমে উপজে ব্যথা,
 কি জানি লইয়া যাবে
 অজানা দেশেতে লোথা ।

৭

সেই ভয়ে মরণেরে
 চাহে না হৃদয় মম,
 মরণ হইতে ভাল
 জীবনের গাঢ় তমঃ ।

৮

- চাহি না মরণে আমি
 কি হবে লইয়া তায়,
 এ জীবন তবু ভাল
 হেসে কেঁদে চলে যাই ।

(মর্মগাথা, ১৮২৬)

অরূপের রূপ

কুন্তলকুমারী দাশ

রূপসিন্ধু মাঝে হেরি অরূপ তোমায়,
 হৃদয় ভরিয়া গেল স্থখার খারায় !
 কোন মুক্তিকায় খুঁজি কোন তীর্থ-নীরে,
 স্ব-প্রকাশ, বিরাজিত বিশ্বের মন্দিরে—
 উদার আকাশতল, সিকুর হনীল জল,
 ওই গিরি নিরঝরিণী অশ্রাস্ত উচ্ছল ।

প্রান্তর দিগন্ত-লীন শ্রামা মধুরিমা,
 প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে কার এ স্নেহমা ?
 হায়রে সঞ্চলহীন, কুঠা ছিল মনে—
 তাঁর দেখা পাবি তুই কবে কোনখানে ?
 শত হস্ত বাড়ায়ে যে ধরিবারে চায়,
 'পাই নাই' বলে তারে দিবি কি বিদায় ?
 অস্তরে বাহিরে হের অগূর্ব আলোকে
 তাঁনি জ্যোতির্ময় রূপ, ছালোকে ভুলোকে !

(কবিতা-মুকুল, ১৮৯৬)

সাধন পথে

কুল্লমকুমারী দাশ

এক বিন্দু অমৃতের লাগি
 কি আকুল, পিপাসিত হিয়া,
 একবিন্দু শান্তির লাগিয়া
 কর্মক্লান্ত দুটি বাহু দিয়া—
 কাজ শুধু করে যায়
 অস্তরেতে দুরন্ত সাধনা,
 তুমি তার দীর্ঘ পথে
 হবে সাথী একান্ত ভাবনা }
 সে জানে এ আরাধনা
 কবে তার হইবে সফল,
 তব বাণী যেই দিন তারি
 ভাষা হয়ে ঘূচাবে সকল ।

(কবিতা-মুকুল, ১৮৯৬)

রূপ-গর্ভ

রমণীমোহন ঘোষ

গিরিমূলে সপ্তধারে বহে উষ্ণ বারি যেথা—

একদা প্রত্যতে

মগধ-মহিষী ক্ষেমা স্নানে আসিলেন সেথা

সখীগণ সাথে ।

বিদ্বিসার-নৃপতির নয়নের মণি রাণী

রতনে মণ্ডিতা,

ঐশ্বৰ্যে বিলাসে মগ্না ভুবনচূর্ণিত রূপ—

যৌবন-গৰ্বিতা ।

সেদিন শরদাগমে বুদ্ধ ভগবান্ আসি’

গিরিব্রহ্মপুরে

আলো করি গিরিশৃঙ্গ ভক্তবৃন্দ মাঝে ছিল:

আসীন অদূরে ।

সখী-মুখে বার্তা শুনি’ কহে রাণী,—“যাব আমি

বুদ্ধ দরশনে,

দেখিব—কি দেখি’ তাঁর নরনারী ছুটে আসে

তঁহার চরণে ।”

নৃপূরশিক্ষিত পদে শিলাপথ বাহি’ ক্ষেমা

উঠে সাহুদেশে

যেথা প্রভু তথাগত—আসন-সম্মুখে তাঁর

দাঁড়াইল এসে ।

দেখিল সে—দ্বিব্যাসনে বসিয়া আছেন দেব

প্রশান্ত মূর্তি,

নেত্রযুগ হ’তে করে অনন্ত করুণাধারা

সর্বজীব প্রতি ।

সম্মুখে দাঁড়িয়ে পাশে ব্যঞ্জন করিছে তাঁরে
 তরুণী হৃন্দরী,
 সৌন্দর্যের প্রভা যার ক্ষেয়ার অনিন্দ্যরূপ
 মিল মান করি ।
 দেখিতে দেখিতে সেই বরাকনা-দেহে ঘটে
 কি পরিবর্তন !
 কোথায় মিলায়ে গেল যৌবন-লাবণ্য তার
 নয়ন-রঞ্জন ।
 বিগত-যৌবনা প্রৌঢ়া—বৃদ্ধা অরাকবলিতা
 ক্রমে সে হুবতী,
 বিশ্বয়বিহ্বলা ক্ষেমা নারী-রূপ যৌবনের
 হেত্রি' পরিণতি ।
 ছুটিল সকল গর্ব, আকুল হৃদয়ে ভাসি'
 নয়নের জলে ।
 লুটিয়া পড়িল ক্ষেমা অমনি বৃদ্ধের রাডা
 পাদপদ্ম তলে ।

(দীপশিখা)

আলোক

বরদাচরণ স্মিত

১

হৃন্দর আলোক ! জীবন বিধাতা
 আঁধারের শিশু তুমি,
 জনমে তোমার জনমিল প্রাণ,—
 সকল মরত-তুমি ।
 অসীমের কোলে সসীম যেমন,
 নীরবতা-কোলে গান,
 বিশালের কোলে হৃদমা যেমন,
 মরণের কোলে প্রাণ,

হিমালয়-গহ্বরে ওষধি যেমন,
সমুদ্রে লহরী-স্তম্ভ,
অন্ধকার-কোলে ভূমিও তেমতি,—
ভীষণে চাকুতা-রঙ্গ ।

২

স্তব্ধ আঁধার, অনন্ত, গভীর,
ছিল শুধু যেই দিন,
জননীর গর্ভে শিশুর যতন,
ছিলে তার মাঝে লীন ;—
ছিলে ভূমি, ছিল সোদর তোমার
শব্দ নাম যে ধরে,
একই জঠরে যমজের মত
বেড়ি গলে পবনপরে ।
সৃষ্টি-মূল-মস্ত্রে গভীর স্পন্দিত
যবে প্রকৃতির কায়,
বিশ্ব বিলোড়ন-মাঝেতে যখন
এক বহু হতে চায়,
জনামি' ঔকারে শব্দ-তরঙ্গ
কোটি বহুনাতে ছুটে,
অবুত-বিদ্রোহ-ফুরণে সহসা
তিমিরে আলোক ফুটে ।

৩

বীজ-অহুগণে আছিল যতেক
লয়-নিমৌলিঃ প্রাণ,
প্রয়াস করিল বিকাশ লভিতে
ঝরিয়ে জ্বিদিব তান,
আকার-বিহীন ধরিতে আকার,

গঠন, গঠন-হীন

অগণন রূপে হইতে প্রকাশ

বা ছিল একেতে লীন ;—

টুটিয়ে অসীম, ফুটিতে স্বপ্নমা

সসীমের কলেবরে,

মরণ হইতে লজিতে জনম

পর্যণ প্রয়াস করে ।

তোমার প্রভাবে ভুবন উদয়,

কি মহিমা বলিছারি ;—

জীবন প্রদানে, তুমি হে আলোক,

অয়তকুণ্ডের বারি ।

(অবসর, ১৮২৫)



